অদ্বৈতবাদে অবিদ্যা

৺মহামহোপাধ্যায় ডক্টর যোগেন্দ্রনাথ বাগ্‌চী
তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ কর্ত্তৃক রচিত

অদ্বৈতবাদে অবিদ্যা

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব
দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক

৺মহামহোপাধ্যায়

ডক্টর যোগেন্দ্রনাথ বাগ্‌চী

তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ কর্তৃক রচিত

সম্পাদক

ডক্টর শ্রীশীতাংশু শেখর বাগ্‌চী

এম. এ., এল্‌-এল. বী., ডি. লিট.

প্রাধ্যাপক, মিথিলা বিদ্যাপীঠ, দরভংগা

প্রথম সংস্করণ ১৯৬২

মূল্য—বার টাকা
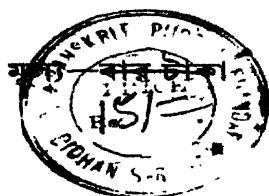
মুদ্রক :

শ্রীফণিভূষণ হাজরা, গুপ্তপ্রেশ, ৩৭।৭ বেণিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯

সম্পাদকের নিবেদন

মদীয় পিতৃদেব শিষ্যমণ্ডলীর দ্বারা পরিবৃত হইয়া নিরন্তর অধ্যাপনা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও যে সামান্য অবসর পাইতেন, তাহার মধ্যেই বিভিন্ন বিষয়ে অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবিতকালে মাত্র তিন চারি খানা গ্রন্থই প্রকাশিত হইয়াছিল। যে জন্য তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই—তাহা তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই অবগত আছেন। তাঁহার জীবনের ঘটনাবলীর একটি বিস্তৃত বিবরণ সঙ্কলন করার অভিপ্রায় আমার আছে। যদি তাহা কখনও সম্ভব হয় সেই প্রসঙ্গে তাঁহার গ্রন্থসমূহের প্রকাশ না হওয়ার কারণ বিস্তৃতভাবে নিবদ্ধ করিব।

প্রাচীন ও নব্য অদ্বৈতবেদান্তের অসাধারণ প্রতিপাদ্য বিষয় হইতেছে অবিদ্যা। ইহাকেই উপজীবন করিয়া অদ্বৈতবেদান্ত তাহার মুখ্য সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছে। সেজন্য গুরুত্ব ও পরিব্যাপ্তির দিক্ হইতে ইহা অদ্বৈতবেদান্তের বিচার্য্য বিষয়রূপে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। অবিদ্যার যথার্থস্বরূপ হৃদয়ঙ্গম হইলেই অদ্বৈতবেদান্তের গূঢ় রহস্য অবধারণ করা সম্ভব হইবে। এই বিষয় অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বপক্ষরূপে ন্যায়ামৃত ও ন্যায়ামৃত-তরঙ্গিণী এবং সিদ্ধান্ত পক্ষরূপে অদ্বৈতসিদ্ধি, লঘুচন্দ্রিকা, অদ্বৈতদীপিকা, চিৎসুখী প্রভৃতি গ্রন্থে যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দুরবগাহ বিচার রাশির সংঘটন করা হইয়াছে তাহা বর্ত্তমান গ্রন্থে গ্রন্থকার বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। নব্যন্যায়ের শৈলী অবলম্বন করিয়া নব্য বেদান্তের পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থসমূহে পরপক্ষ বিদারণের জন্য যুক্তিজাল সুশাণিত ও সুসজ্জিত করা হইয়াছে। অদ্বৈতসিদ্ধি, লঘুচন্দ্রিকা প্রভৃতি গ্রন্থ মাত্র অদ্বৈতবেদান্তে নহে কিন্তু সমগ্র ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের অমূল্য সম্পদ্ যাঁহারা নব্য বেদান্তে অবিদ্যার স্বরূপ ও বিশেষতঃ অদ্বৈতসিদ্ধি ও লঘুচন্দ্রিকার উক্ত বিষয়ে গূঢ় অভিপ্রায় বিবিদিষু তাঁহাদের সাশঙ্কচঙ্ক্রমণ পথে এই গ্রন্থ নির্ভরযোগ্য পথপ্রদর্শকের কার্য্য করিবে বলিয়া আমার পরমপূজ্যপাদ গুরুদেব শ্রীযুক্ত সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় মহাশয় মনে করেন। অদ্বৈতবাদে অবিদ্যা গ্রন্থের উপাদেয়তা ও সারবত্তা পরিমাপ করিবার ভার আমি সহৃদয় পাঠকবর্গের উপর অর্পণ করিয়াই নিবৃত্ত হইতেছি।

পরলোকগত গ্রন্থকার এই গ্রন্থ রচনার পর উহা সংশোধন করিয়া যাইতে পারেন নাই। কারণ তাঁহার নিজের গ্রন্থ সংশোধন করা অপেক্ষা তিনি তাঁহার শিষ্যদের বিদ্যাবিবৃদ্ধির সহায়তা করাই তাঁহার জীবনের পবিত্রতম কর্ত্তব্য মনে করিতেন। তবে অবশ্য এই গ্রন্থ তাঁহার জীবিতকালে প্রকাশিত হইলে হয়ত তিনি নিজে ইহা সংশোধন করিয়া যাইতে পারিতেন।

এই গ্রন্থ যথোপযুক্ত ভাবে সম্পাদন করা কত বড় দুঃসাধ্য ব্যাপার তাহা অদ্বৈতবেদান্তে নিষ্ণাত ব্যক্তি ইহা অধ্যয়ন করিলেই বুঝিতে পারিবেন। আমি নিজে প্রবাস জীবন যাপন করার জন্য এবং নানা প্রকার শোকাবহ ঘটনার দ্বারা বিহ্বল থাকার জন্য সম্পাদকের কর্ত্তব্য যথাবিহিত ভাবে পালন করিতে পারি নাই। সেজন্য সহৃদয় পাঠকবর্গের নিকট আমার ঐকান্তিক অনুরোধ যে তাঁহাদের দৃষ্টিতে এই গ্রন্থের যে স্থান অসমঞ্জস প্রতীত হইবে—সেই স্থানের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করাইয়া আমাকে অবহিত করিলে আমি কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাদের নামোল্লেখপূর্বক তাঁহাদের বক্তব্য এই গ্রন্থের পরিশিষ্টভাগে সন্নিবিষ্ট করিয়া দিব। পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে বর্ত্তমান গ্রন্থের নিম্নভাগে পাদটীকাদেশে যে মূল গ্রন্থসমূহের অংশ উদ্ধৃত রহিয়াছে উহা আমার নিজের জ্ঞান বুদ্ধি অনুসারে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। বলা বাহুল্য এই অংশে এবং অন্যত্র ত্রুটি বিচ্যুতি হইয়া থাকিলে উহা সম্পূর্ণ আমারই অপরাধ।

আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া আমার বক্তব্যের উপসংহার করিব। এই গ্রন্থের সূচীপত্র রচনা করিয়াছেন বঙ্গদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভূতনাথ সপ্ততীর্থ মহাশয়। তিনি এই কার্য্যের দ্বারা তাঁহার পরলোকগত গুরুর নিকট তাঁহার ঋণ ভার লাঘব করিয়াছেন। সেজন্য আমি তাঁহাকে এই সুকঠোর শ্রমসাধ্য কার্য্য নিষ্পাদনের জন্য চিরাচরিত প্রথায় ধন্যবাদ প্রদান করিতে সাহস করিলাম না।

প্রস্তাবনা

অদ্বৈতবেদান্ত দর্শনে দার্শনিক রীতি অনুসারে বহু বিষয় আলোচিত হইলেও সেই আলোচিত বিষয়গুলি একমাত্র অদ্বৈতবেদান্তেরই অসাধারণ আলোচ্যবিষয় নহে; ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ দর্শনসমূহে প্রদর্শিত সিদ্ধান্ত সমূহ অবলম্বন করিয়াই এই অদ্বৈতবেদান্তদর্শন রচিত হইয়াছে। আর এই কথা ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য নিজেই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন যে "তদবিরোধিতর্কোপকরণা নিঃশ্রেয়সপ্রয়োজনা প্রস্তূয়তে।"[১] স্বসিদ্ধান্তের অনুগ্রাহকরূপে অপর প্রসিদ্ধ দার্শনিকগণের সিদ্ধান্তও অদ্বৈতবেদান্তিগণ অসঙ্কোচে গ্রহণ করিয়াছেন। আর এই কথা ভাষ্যকার ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে "দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ" এই অক্ষপাদ-সূত্রটি[২] উদ্ধৃত করিবার সময়ে বলিয়াছেন যে—"তথাচাচার্যপ্রণীতং ন্যায়োপবৃংহিতং সূত্রম্"।[৩] ভগবান্ অক্ষপাদকে আচার্য্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়া ভাষ্যকার স্বসিদ্ধান্ত প্রদর্শনে অপর দার্শনিকগণের অবিরোধী সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বীয় অসঙ্কোচ ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ পঞ্চপাদিকাকার পদ্মপাদাচার্য্য তর্কের লক্ষণ নিরূপণ করিবার সময় ও তর্কের উপযোগ দেখাইবার সময় সম্পূর্ণভাবে বাৎস্যায়ন, উদ্দ্যোতকর প্রভৃতির কথাগুলি যথাযথভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "প্রমাণশক্তিবিষয়তৎসম্ভবাসম্ভবপরিচ্ছেদাত্মা প্রত্যয়ঃ"।[৪] আবার তিনি বলিয়াছেন, "ক তর্হি তর্কস্যোপযোগঃ? বিষয়াসম্ভবাশঙ্কায়াং তথানুভবফলানুৎপত্তৌ তৎসম্ভবপ্রদর্শনমুখেন ফলপ্রতিবন্ধবিগমে"। এই পঞ্চপাদিকাগ্রন্থের বিবরণপ্রসঙ্গে বিবরণকার প্রকাশাত্মা যতিও সম্পূর্ণভাবে নৈয়ায়িক সিদ্ধান্তের অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। মাধ্ব, রামানুজ প্রভৃতির সিদ্ধান্তে যেরূপ ন্যায়সিদ্ধান্ত হইতে বিভিন্নরূপে তর্কনিরূপণের প্রয়াস লক্ষিত হয়, অদ্বৈতবেদান্তদর্শনে সেইরূপ প্রচেষ্টা করা হয় নাই। ভামতীনিবন্ধ আলোচনা করিলে সুস্পষ্টভাবে প্রতীত হয় যে—নিবন্ধকার বাচস্পতি মিশ্র ন্যায়সিদ্ধান্তের অনুবর্ত্তন করিবার জন্য অতিশয় প্রযত্ন করিয়াছেন। অদ্বৈতবেদান্তিগণ সাধারণভাবে ভট্টমতের অনুবর্ত্তী হইলেও বাচস্পতি মিশ্র ন্যায়মতে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। শঙ্করাচার্য্যের পরবর্ত্তী কোন ভাষ্যকারই এইরূপ অসঙ্কোচে ও

১ শাঙ্করভাষ্য—১।১।১
২ অক্ষপাদসূত্র—১।১।২
৩ ব্রহ্মসূত্র—১।১।৪
৪ পঞ্চপাদিকা, পৃঃ ৩৩ (বিজয়নগর সং)
৫ পঞ্চপাদিকা, পৃঃ ৩৫ (বিজয়নগর সং)

শ্রদ্ধার সহিত পরসিদ্ধান্তের আনুকূল্য গ্রহণে সমর্থ হন নাই। আচার্য্য শঙ্করের পরবর্ত্তী ভাষ্যকারগণ স্বসিদ্ধান্তের অনুকূলতার জন্য পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ন্যায়, মীমাংসাদি তন্ত্রও প্রণয়ন করিতে উৎসাহী হইয়াছেন। যেমন রামানুজ-সিদ্ধান্তে ন্যায়পরিশুদ্ধি, সেশ্বরমীমাংসা প্রভৃতি গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। এইরূপ অদ্বৈত-বেদান্তদর্শনের পুষ্টির জন্য নূতন ন্যায়, নূতন মীমাংসা বা নূতন ব্যাকরণ শাস্ত্র রচনা করিবার আবশ্যকতা হয় নাই। আচার্য্য শঙ্করের ভাষ্য আলোচনা করিলে ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রতীত হইবে যে—তিনি কোনও অভিনব প্রাদেশিক মতের গণ্ডি প্রস্তুত করিবার জন্য প্রবৃত্ত হন নাই। প্রত্যুত অপর প্রসিদ্ধ দার্শনিক সিদ্ধান্তের সাহায্যেই সার্ব্বভৌম অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্করের জীবনের কার্য্যাবলীর প্রতি লক্ষ্য করিলেই তাঁহার সিদ্ধান্তের সার্ব্বভৌমতা আরও সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যাইবে।

এই অদ্বৈতবেদান্তদর্শনে যে যে স্থলে পরমত প্রত্যাখ্যাতও হইয়াছে, তাহাও তাঁহাদেরই অবলম্বিত যুক্তি দ্বারাই করা হইয়াছে। এ কথাও খণ্ডন প্রভৃতি গ্রন্থ আলোচনা করিলে সুস্পষ্টভাবে প্রতীত হইবে। সমস্ত দার্শনিকগণের সূক্ষ্মতম দৃষ্টির সম্মেলন স্থান এই অদ্বৈতবেদান্ত দর্শন। এই কথা সুপ্রসিদ্ধ আত্মতত্ত্ববিবেক গ্রন্থের উপসংহারে উদয়নাচার্য্যও সুস্পষ্টভাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন।[১] আচার্য্য উদয়ন "নাদ্বৈতং নাপি দ্বৈতম্" ইত্যাদি উক্তি দ্বারা সমস্ত দার্শনিকগণের সিদ্ধান্তসমূহকে চরম বেদান্তসিদ্ধান্তেই উপসংহৃত করিয়াছেন। আচার্য্য উদয়ন বেদান্তসিদ্ধান্তকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া বেদান্তদ্বার, অদ্বৈতবেদান্ত ও চরমবেদান্ত নামে ত্রিবিধ বিভাগ দেখাইয়াছেন। আর এই চরমবেদান্তেই ন্যায়দর্শনের উপসংহার করিয়াছেন। আচার্য্য উদয়ন আরও বলিয়াছেন যে—"যো নিষ্কাম আত্মকাম আপ্তকামঃ স ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি তত্রৈব সমবলীয়ন্তে"[২] ইত্যাদি বেদান্ত-বাক্য দ্বারাই ন্যায়দর্শনের সিদ্ধান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে।[৩] ন্যায়দর্শনের ভাষ্যকার ভগবান্ বাৎস্যায়নও "তদত্যন্তবিমোক্ষোঽপবর্গঃ" এই সূত্রের [৪] ভাষ্যে মোক্ষের স্বরূপ দেখাইতে বলিয়াছেন—"তদভয়মজরমমৃত্যুপদং ব্রহ্ম ক্ষেমপ্রাপ্তিঃ"। এই ভাষ্যের ব্যাখ্যাতে আচার্য্য বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে—এই মোক্ষ অভয়স্বরূপ; শ্রুতি

১ আত্মতত্ত্ববিবেক, পৃঃ ৯৩৬

২ বৃহদারণ্যকের সহিত সামান্য পাঠভেদ দ্রষ্টব্য......যোঽকামো নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকামো ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি—বৃঃ আরণ্যক ৪।৪।৬

৩ ......অথার্থাভাবঃ যমাশ্রিত্য বেদান্তদ্বারমাত্রোপসংহারঃ......যমাশ্রিত্যাদ্বৈতমতোপসংহারঃ... যমাশ্রিত্য চরমবেদান্তোপসংহারঃ......যমাশ্রিত্য ন্যায়দর্শনোপসংহারঃ—আত্মতত্ত্ববিবেক, পৃঃ ৯৩৫-৩৬

৪ অক্ষপাদসূত্র, ১।১।২২

বারংবার এই মোক্ষকে অভয় শব্দ দ্বারা নির্দেশ করিয়াছেন। মোক্ষকে অজর বলাতে ব্রহ্মপরিণামবাদ নিরাকৃত হইয়াছে। ব্রহ্মপরিণামবাদ ভগবদ্ ভাস্করের সম্মত। 'অমৃত্যুপদম্' এই পদ দ্বারা ভাষ্যকার বৌদ্ধ মত প্রত্যাখান করিয়াছেন। বৌদ্ধগণ প্রদীপ নির্ব্বাণের মত আত্মার উচ্ছেদকে অপবর্গ মনে করেন—অপবর্গ তাহা নহে; অপবর্গ—অমৃত্যুপদ; অপবর্গ—ব্রহ্মস্বরূপ।[১]

অক্ষপাদ-সূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথমাহ্নিকের ৫৯ সংখ্যক সূত্রের ভাষ্যে ভগবান্ ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন যে—"যোহকামো নিষ্কাম আত্মকাম আপ্তকামো ভবতি, ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ইহৈব সমবলীয়ন্তে; ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি ইতি (বৃঃ আরণ্যক[২] ৪।৪।৬) বাৎস্যায়ন ভাষ্যে প্রদর্শিত এই শ্রৌত সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া আচার্য্য উদয়ন আত্মতত্ত্ববিবেক গ্রন্থে ন্যায়সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। যাঁহারা ন্যায়সিদ্ধান্তকে শ্রৌত সিদ্ধান্ত হইতে ভিন্ন বলিয়া মনে করেন, আমরা বাৎস্যায়ন ভাষ্যের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

"তাৎপর্য্য-পরিশুদ্ধি" গ্রন্থে উদয়নাচার্য্য ন্যায়শাস্ত্রের অধিকারী নিরূপণ করিবার জন্য বলিয়াছেন—শমদমাদি সাধন সম্পত্তি, নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেক, ইহামুত্রার্থ-ভোগ-বিরাগ ও মুমুক্ষা—এই চারিটি বিশেষণবিশিষ্ট পুরুষই এই শাস্ত্রে অধিকারী।[৩] বলা বাহুল্য যে এই চারিটি বিশেষণই আচার্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের অথ শব্দের ব্যাখ্যাতে বলিয়াছেন।

অদ্বৈতবেদান্ত দর্শনের আলোচ্য বিষয়সমূহের মধ্যে একটি অসাধারণ বিষয় হইতেছে—অজ্ঞান বা অবিদ্যা। যিনি এই অবিদ্যার আলোচনাতে নিষ্ণাতবুদ্ধি, তিনিই অদ্বৈতবেদান্তের রহস্য বুঝিতে সমর্থ। এজন্য আমরা অদ্বৈতবেদান্তে অবিদ্যার স্বরূপ কি, তাহা বিশদভাবে প্রতিপাদন করিব। আচার্য্য শঙ্কর অধ্যাস-ভাষ্যে বলিয়াছেন যে—"মিথ্যাঽজ্ঞাননিমিত্তঃ সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্য অহমিদং মমেদ-মিতি নৈসর্গিকোঽয়ং লোকব্যবহারঃ।"[৪] এই ভাষ্যের ব্যাখ্যাতে আচার্য্য পদ্মপাদ স্বীয় পঞ্চপাদিকা গ্রন্থে বলিয়াছেন যে মিথ্যাভূত অজ্ঞান অধ্যাসের উপাদান। মিথ্যা-শব্দের অর্থ—অনির্ব্বচনীয়; আর অজ্ঞান শব্দের অর্থ—জড়রূপ অবিদ্যা।

১ অভয়মিতি পুনঃসংসারভয়াভাবমাহ, "অভয়ং চ ব্রহ্ম" ইতি অসকৃদভয়শ্রুতেঃ। যে তু ব্রহ্মৈব নাম-রূপপ্রপঞ্চাত্মনা পরিণমত ইত্যাহুঃ তান্ প্রত্যাহ অজরমিতি।......বৈনাশিকাঃ প্রাহুঃ প্রদীপস্যেব নির্বাণং মোক্ষঃ তস্য চেতসঃ

২ বৃহদারণ্যকের সহিত সামান্য পাঠভেদ দ্রষ্টব্য

৩......তস্য চ রূপাণি শমদমাদিসম্পত্তিঃ, নিত্যানিত্যবিবেকঃ, ঐহিকামুষ্মিকভোগবৈরাগ্যং মুমুক্ষুতা চেতি। তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি, পৃঃ ১৫—৬

৪ ব্রহ্মসূত্রশাঙ্করভাষ্য পৃঃ ৮৯ (কলিকাতা সংস্করণ দ্রষ্টব্য)

ভাষ্যকার যে লোকব্যবহার বলিয়াছেন, তাহার অর্থ অধ্যাস।[১] বিবরণকার বলিয়াছেন যে "লোক-ব্যবহার-শব্দোঽধ্যাসাভিধায়ী"।[২] সুতরাং প্রদর্শিত ভাষ্য বাক্যের অর্থ এই যে—অনির্ব্বচনীয়া জড়াত্মিকা অবিদ্যা অধ্যাসের উপাদান। এই অনির্ব্বচনীয়া অবিদ্যা, শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস পুরাণাদিতে বহু নামে কীর্ত্তিত হইয়াছে। কোন স্থলে এই অবিদ্যাকে নামরূপ বলা হইয়াছে; কোন স্থলে অব্যাকৃত বলা হইয়াছে। এইরূপ অবিদ্যা, মায়া, প্রকৃতি, অগ্রহণ, অব্যক্ত, তমঃ, কারণ, লয়, শক্তি, মহাসুপ্তি, নিদ্রা, ক্ষর, আকাশ প্রভৃতি নামে অবিদ্যা বা অজ্ঞানই কীর্ত্তিত হইয়াছে।[৩] অবিদ্যার যে এই পঞ্চদশটি নাম দেখান হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটি নামেরই বিশেষ প্রয়োজন আছে। এক একটি নাম দ্বারা অবিদ্যার বিশেষ স্বরূপ ও কার্য্য প্রদর্শন করা হইয়াছে। আমরা সামান্যভাবে পঞ্চদশ শব্দ-প্রতিপাদ্য এই অবিদ্যার স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। ভারতীয় দার্শনিকগণের রীতি অনুসারে কোন বস্তুর আলোচনা করিতে গেলে সেই বস্তুর লক্ষণ ও প্রমাণ প্রদর্শন করা আবশ্যক। লক্ষণ ও প্রমাণ দ্বারাই বস্তুর সিদ্ধি হইয়া থাকে। লক্ষণ দ্বারা বস্তু, ইতরব্যাবৃত্তরূপে সম্ভাবিত হয় এবং প্রমাণ দ্বারা সেই বস্তুর স্বরূপসত্তার সিদ্ধি হয়। আর এই জন্যই "লক্ষণপ্রমাণাভ্যাং বস্তুসিদ্ধিঃ" বলা হইয়া থাকে।

যদিও পঞ্চপাদিকা, বিবরণ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে অবিদ্যার লক্ষণ, প্রমাণ, আশ্রয় ও বিষয় প্রভৃতি বিশদভাবে নিরূপিত হইয়াছে, তথাপি পরবর্ত্তী মাধ্ব, রামানুজ প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ এই অবিদ্যার লক্ষণ, প্রমাণ প্রভৃতি খণ্ডন করিবার জন্য বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। অদ্বৈতবেদান্তের খণ্ডনের জন্য যে সমস্ত দুরবগাহ গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে মাধ্ব-সম্প্রদায়ের পরমাচার্য্য পূজ্যপাদ জয়তীর্থ মুনি বিরচিত ন্যায়সুধা গ্রন্থই শ্রেষ্ঠ। এই গ্রন্থের বিচাররীতি অতি চমৎকার। এই ন্যায়সুধা গ্রন্থের অভিপ্রায় অনুসারে মাধ্ব সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ আচার্য্য পূজ্যপাদ ব্যাসতীর্থ মুনি ন্যায়ামৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থে অদ্বৈতবেদান্তিগণের প্রদর্শিত সমস্ত সিদ্ধান্তগুলিই অতি নিপুণতার সহিত খণ্ডিত হইয়াছে। এই ন্যায়ামৃত গ্রন্থের ভাষা অতি সুসম্বদ্ধ এবং বিচার পরিপাটী ও

১ মিথ্যেতি অনির্বচনীয়তা উচ্যতে। অজ্ঞানমিতি চ জড়াত্মিকাঽবিদ্যাশক্তি……তন্নিমিত্তঃ তদুপাদান ইত্যর্থঃ।……যুষ্মদস্মদোরিতরেতরাধ্যাসাত্মকোঽহমিদং মমেদমিতি লোকব্যবহারঃ। পঞ্চপাদিকা, পৃঃ ৬ (বিজয়নগর সং)

২ বিবরণ পৃঃ ১৮ (বিজয়নগর সং)

৩ যেয়ং……নামরূপমব্যাকৃতমবিদ্যা মায়া প্রকৃতিরগ্রহণমব্যক্তং তমঃ কারণং লয়ঃ শক্তির্মহাসুপ্তির্নিদ্রা ক্ষরমাকাশমিতি চ……গীয়তে

পঞ্চপাদিকা, পৃঃ ২০ (বিজয়নগর সং)

ইষ্টসিদ্ধি, পৃঃ ১৪৪

অতি চমৎকার। যে কোন ব্যক্তি এই গ্রন্থ পাঠ করিলে মুগ্ধ হইবেন—সন্দেহ নাই। ন্যায়ামৃত গ্রন্থ পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে—এই ন্যায়ামৃত গ্রন্থের পূর্ব্বে অদ্বৈতবেদান্তের আচার্য্য দ্বারা বিরচিত অদ্বৈতবাদের কোনও বিচারগ্রন্থ বিদ্যমান ছিল, যে গ্রন্থখানি খণ্ডন করিবার জন্য ব্যাসতীর্থ মুনি, ন্যায়ামৃতগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ন্যায়ামৃত গ্রন্থের ২৩ সংখ্যক পত্রের পূর্ব্ব পৃষ্ঠাতে বলা হইয়াছে যে—যদিও মিথ্যাত্বের বহুবিধ লক্ষণ আছে, তথাপি অদ্বৈতবেদান্তী অপর লক্ষণ-গুলিকে নিষেধ করিয়া মিথ্যাত্বের পাঁচটি লক্ষণই স্বীকার করিয়াছেন। ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়—ন্যায়ামৃতের পূর্ব্বেও এমন একখানি সুসজ্জিত অদ্বৈতবাদের গ্রন্থ ছিল, যাহার প্রত্যেকটি প্রকরণ অবলম্বন করিয়া ন্যায়ামৃতকার, অদ্বৈতবেদান্তের খণ্ডন করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় ন্যায়ামৃতের খণ্ডনীয় গ্রন্থখানি এখন আর পাওয়া যায় না। এই ন্যায়ামৃত গ্রন্থের খণ্ডন করিবার জন্যই—দণ্ডিস্বামী পূজ্যপাদ মধুসূদন সরস্বতী অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থ রচনা করেন। আমরা এই অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থ হইতে অবিদ্যার লক্ষণ-প্রমাণাদির স্বরূপ দেখাইব। বিবরণাচার্য্যের প্রদর্শিত সিদ্ধান্তগুলিকেই মুখ্যভাবে খণ্ডন করিবার জন্য দ্বৈতবাদিগণ অনেক দোষ দেখাইয়াছেন। মাত্র বিবরণগ্রন্থের আলোচনা দ্বারা সেই প্রদর্শিত দোষের উদ্ধার সম্ভাবিত নহে। এজন্য আমরা অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থ হইতেই অবিদ্যার স্বরূপাদি প্রদর্শন করিব। বিস্ময়ের বিষয় এই যে অধ্যাসগিরিবজ্র প্রভৃতি গ্রন্থেও অদ্বৈতবাদের খণ্ডন করা হইয়াছে; কিন্তু সেই খণ্ডনযুক্তিগুলি সম্পূর্ণভাবেই ন্যায়ামৃত গ্রন্থের অনুবাদ। এজন্য অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থ হইতে অবিদ্যার লক্ষণাদি প্রদর্শন করিলে অদ্বৈতবাদ খণ্ডনের জন্য প্রাচীন ও নব্য দ্বৈতবাদিগণ যে সমস্ত যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, সেই সমস্ত যুক্তিরই সমুচিত উত্তর দেওয়া হইবে।

যোগেন্দ্রনাথ শর্ম্মা

সূচীপত্র

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিষয়	পৃষ্ঠা

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বিষয়	পৃষ্ঠা
অদ্বৈতসিদ্ধিকার কর্ত্তৃক উহার খণ্ডন—উহাতেও ব্যাঘাত-দোষ ঘটে	১৬৪
উহার অর্থ—'ঐ প্রকার জ্ঞান অন্যের আছে কিন্তু আমার নাই' এরূপ বলিলে ঈশ্বরেরও 'ন জানামি' এই প্রতীতি হইবে ; ব্যাঘাত ত হইবেই	১৬৪
উহার অর্থ—'বিশেষ প্রকার জ্ঞান নাই' ; আর সামান্য প্রকার জ্ঞান থাকিলেও বিশেষ প্রকার জ্ঞান না থাকিতে পারে, তাহাতে ব্যাঘাত ঘটে না (আপত্তি)	১৬৫-১৬৬
উক্ত আপত্তির অসামঞ্জস্য প্রদর্শন	১৬৬-১৬৭
ঐ 'বিশেষ প্রকার জ্ঞানের অভাব'টী প্রাগভাবও হইতে পারে না এবং অত্যন্তাভাবও হইতে পারে না	১৬৭
পুনরায় আপত্তি—"করতলামলক জ্ঞানে যে অসাধারণ ধর্ম্মবিষয়-কত্ব" প্রসিদ্ধ তাহাই ঐ জ্ঞানে নিবিধ্যমান	১৬৮
উক্ত আপত্তির অসারতা প্রদর্শন	১৬৮-১৬৯
এসম্বন্ধে "ত্বদুক্তার্থবিশেষ্যক বিশেষপ্রকারক জ্ঞানের অভাব' এইরূপ নূতন একটী শঙ্কা (যাহা ন্যায়ামৃত গ্রন্থে নাই) এবং তাহার সমাধান (তাহাতেও ব্যাঘাতদোষ)	১৬৯-১৭১
অপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মান্তর বিশেষের বিশেষত্বপ্রকার জ্ঞান সম্ভাবিত নহে বলিয়া ঐ 'ত্বদুক্তার্থ-বিশেষ্যক-বিশেষ প্রকারক জ্ঞানের অভাব' সম্ভাবিত নহে, (এইরূপে উক্ত শঙ্কার বিরুদ্ধে শঙ্কা)	১৭২
উক্ত শঙ্কার পরিহার—অপ্রসিদ্ধ প্রতিযোগিক অভাবেরও প্রতীতি হইতে পারে, যেমন "সমবেত-বাচ্যত্বং নাস্তি" ইত্যাদি স্থলে হইযা থাকে	১৭২-১৭৩
"শশশৃঙ্গং নাস্তি" এই দৃষ্টান্ত-দ্বারা উহার সমর্থন	১৭৩
"শশশৃঙ্গং নাস্তি" এস্থলে "শৃঙ্গে শশীয়ত্বং নাস্তি" এই প্রকার প্রতীতি হইবে	১৭৩
বিরুদ্ধবাদী কর্ত্তৃক ইহাতে দোষ প্রদর্শন—তাঁহাদের মতে "শশীয়ত্বেন শৃঙ্গং নাস্তি" এই প্রকারই প্রতীতি হইবে ; কাজেই ব্যাধিকরণ ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব স্বীকার্য্য	১৭৩-১৭৪
চিন্তামণিকার ব্যধিকরণ ধর্ম্মা-বচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব খণ্ডন করিয়াছেন	১৭৪-১৭৫

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

প্রথম পরিচ্ছেদ

অবিদ্যার লক্ষণ

ন্যায়ামৃত গ্রন্থে অবিদ্যার তিনটি লক্ষণ ক্রমশঃ প্রদর্শন করিয়া তাহার খণ্ডন করা হইয়াছে। (১) অনাদি ভাবরূপ হইয়া যাহা জ্ঞাননিবর্ত্ত্য, তাহাকে অজ্ঞান বলে। (২) ভ্রমোপাদনত্বকে অর্থাৎ যাহা ভ্রমের উপাদান, তাহাকে অজ্ঞান বলে। (৩) জ্ঞান-নিবর্ত্ত্যত্বই অজ্ঞানত্ব[১]। এই তিনটি লক্ষণের বিশেষ বিবরণ ক্রমশঃ বলা হইবে। মনে রাখিতে হইবে—বিবরণ, চিৎসুখী প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে অবিদ্যার এই লক্ষণগুলি সমর্থিত হইয়াছে। ন্যায়ামৃতকার তাহারই খণ্ডনের জন্য গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তিনি অবিদ্যার প্রথম লক্ষণটি খণ্ডনের জন্য যথাক্রমে অব্যাপ্তি, অসম্ভব ও অতিব্যাপ্তি দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন।

অদ্বৈতবাদিগণ অবিদ্যা বা অজ্ঞানকে অনাদি বস্তু বলিয়া স্বীকার করেন। অবিদ্যার আর কেহ উপাদান নাই। সমস্ত জন্য প্রপঞ্চের অবিদ্যাই পরিণামী উপাদান। ব্রহ্মকে যে প্রপঞ্চের উপাদান বলা হয়, তাহাতে ব্রহ্মকে পরিণামী উপাদান বলা হয় না। প্রপঞ্চাধ্যাসের অধিষ্ঠানত্বই ব্রহ্মের উপাদানত্ব। প্রপঞ্চাধ্যাসের অধিষ্ঠান বলিয়াই ব্রহ্মকে প্রপঞ্চের উপাদান বলা হয়। জন্য প্রপঞ্চের পরিণামী উপাদান অবিদ্যা। সমস্ত কার্য্য-প্রপঞ্চের যাহা উপাদান, তাহাকে সাদি বলা যায় না। বিশেষতঃ যাহা সৃষ্টির আদ্য কার্য্যের উপাদান—সৃষ্টির প্রারম্ভে যে কার্য্য উৎপন্ন হয়, তাহার উপাদান অবশ্যই সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিল স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং সৃষ্টিতে তাহার উৎপত্তি হয় নাই। সৃষ্টিতে যে বস্তু উৎপন্ন হয় না, তাহা অনাদি। শশবিষাণ, বন্ধ্যাপুত্র প্রভৃতি অবস্তু; তাহা উৎপন্ন না হইলেও অনাদি বলা যায় না। উৎপত্তি-রহিত বস্তুকেই অনাদি বলে। সমস্ত দার্শনিকগণই মূল উপাদানকে অনাদি বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। যেমন বৈশেষিকমতে পরমাণু অনাদি, সাংখ্যমতে প্রকৃতি অনাদি, এইরূপ অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে প্রপঞ্চের মূল কারণ অবিদ্যা অনাদি। এই অবিদ্যা যেরূপ অনাদি বস্তু, সেইরূপ এই অবিদ্যা ভাববস্তু। যাহা অনাদি, যাহা ভাব বস্তু ও যাহা জ্ঞান-নিবর্ত্ত্য, তাহাই অবিদ্যা। সুতরাং "অনাদি-ভাবরূপত্বে সতি জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বম্ অবিদ্যাত্বম্" ইহাই অবিদ্যার প্রথম

১ ন্যায়ামৃত, পৃঃ ২৯৭।১-২ পত্র

লক্ষণ। এই লক্ষণে ভাবত্ব—বিশেষণটি না দিলেও চলিতে পারে। যাঁহারা প্রাগভাব স্বীকার করেন, তাঁদের মতে জ্ঞানপ্রাগভাবে বা ইচ্ছাদির প্রাগভাবে জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্ব ধর্ম্ম আছে বলিয়া প্রদর্শিত প্রাগভাবে অবিদ্যালক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ হয়। এজন্য "ভাবত্বে সতি" এই বিশেষণটি দেওয়া হইয়াছে। যাঁহারা প্রাগভাব মানেন না, তাঁহাদের মতে ভাবত্ব-বিশেষণ দিবার আবশ্যকতা নাই। এজন্য পূজ্যপাদ নৃসিংহাশ্রম "অদ্বৈতদীপিকা" গ্রন্থে "অনাদিত্বে সতি জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্ব"ই অবিদ্যার লক্ষণ বলিয়াছেন[১]। তিনি বলিয়াছেন যে—অত্যন্তাভাব ব্যতিরিক্ত প্রাগভাব অপ্রামাণিক বলিয়া তাদৃশ প্রাগভাবে অবিদ্যালক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ হইবে না। পূজ্যপাদ নৃসিংহাশ্রম অদ্বৈতদীপিকা[২] গ্রন্থে ও বিবরণের টীকা ভাবপ্রকাশিকা গ্রন্থে অতি বিস্তৃতভাবে প্রাগভাবের খণ্ডন করিয়াছেন। অদ্বৈতদীপিকাকার সাময়িক অত্যন্তাভাবকেই প্রাগভাব-শব্দের অর্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অদ্বৈত-সিদ্ধিকারও প্রাগভাব স্বীকার করেন নাই। "অদ্বৈতরত্নরক্ষণ" গ্রন্থেও মধুসূদন-সরস্বতী প্রাগভাবের খণ্ডন করিয়াছেন[৩]। তথাপি অবিদ্যালক্ষণে যে "ভাবত্বে সতি" বলা হইয়াছে, তাহা অত্যন্তাভাবের অতিরিক্ত প্রাগভাব স্বীকার পক্ষেই বুঝিতে হইবে। বৈশিষিকগণ ভাব ও অভাব এই দ্বিবিধ পদার্থ স্বীকার করিয়া থাকেন[৪]। অদ্বৈতবাদিগণের এই অবিদ্যা অভাব বস্তু নহে। এজন্য ইহাকে ভাব বলা হয়। বস্তুতঃ অবিদ্যা ভাব বস্তুও নহে। অবিদ্যা ভাব ও অভাব হইতে বিলক্ষণ। ভাবত্ব বা অভাবত্বরূপে অবিদ্যার নিরূপণ করা যায় না বলিয়া অবিদ্যা ভাবত্ব বা অভাবত্বরূপে অনির্ব্বাচ্য। অবিদ্যা ভাবও নহে, অভাবও নহে এবং ভাবাভাব-রূপও নহে। এজন্য প্রদর্শিত ত্রিবিধ কোটি হইতে বিলক্ষণ অবিদ্যা অনির্ব্বাচ্য। অবিদ্যাকে যে অদ্বৈতবাদিগণ ভাবরূপ বলিয়াছেন, তাহার অভিপ্রায় এই যে—অবিদ্যা অভাবরূপ নহে বলিয়াই ভাবরূপ বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ অবিদ্যাতে ভাবত্ব ধর্ম্মও নাই। সুতরাং অবিদ্যা অনাদি এবং অভাব বিলক্ষণ। এই অবিদ্যা প্রমাজ্ঞান-নিবর্ত্ত্য। অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে প্রমাণ-জন্য বিষয়াকার অন্তঃকরণবৃত্তিদ্বারা অভিব্যক্ত চৈতন্যকেই জ্ঞান বলা হয়। মিথ্যাজ্ঞান জ্ঞানাভাস; তাহা অবিদ্যাবৃত্তি। ইচ্ছা, দ্বেষাদি অন্তঃকরণবৃত্তি হইলেও তাহা প্রমাণ-জন্য অন্তঃকরণবৃত্তি নহে। প্রমাণ-জন্য বিষয়াকার অন্তঃকরণবৃত্তি দ্বারা অভিব্যক্ত চৈতন্যই অজ্ঞানের বিরোধী হইয়া থাকে। যদিও ব্রহ্মচৈতন্যই জ্ঞানবস্তু, "সত্যং জ্ঞানম্" ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মচৈতন্যকেই জ্ঞান বলা হইয়াছে, তথাপি

১ অদ্বৈতদীপিকা, দ্বিঃ পঃ পৃঃ ২৩৪; ২ অদ্বৈতদীপিকা, দ্বিঃ পঃ পৃঃ—২৩৪-২৫০; ভাবপ্রকাশিকা, পৃঃ ২৪। ৩ অদ্বৈতরত্নরক্ষণ, পৃঃ ২০;

৪ স দ্বিবিধঃ, ভাবাভাবভেদাৎ। লক্ষণাবলী, পৃঃ ১

প্রমাণবৃত্তিদ্বারা অনভিব্যক্ত চৈতন্য অজ্ঞানের বিরোধী নহে। প্রমাণবৃত্তি দ্বারা অভিব্যক্ত চৈতন্যই অজ্ঞানের বিরোধী হইয়া থাকে। এজন্য প্রমাণ-জন্য অন্তঃকরণ বৃত্তিকে জ্ঞান বলা হয় না ; কিন্তু তাদৃশ অভিব্যক্ত চৈতন্যের অভিব্যঞ্জক হয় বলিয়া তাদৃশ অন্তঃকরণ বৃত্তিতেও জ্ঞান-পদের ঔপচারিক প্রযোগ হইয়া থাকে মাত্র। সুতরাং অনাদি, ভাবরূপ ও জ্ঞাননিবর্ত্ত্য বস্তুকে অজ্ঞান বলে। "অনাদি ভাবরূপত্বে সতি জ্ঞাননির্বর্ত্ত্যত্বই" অজ্ঞানের লক্ষণ। ন্যায়ামৃত ও অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থে এই লক্ষণটি অজ্ঞানের লক্ষণরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

দ্বৈতবাদী মাধ্বগণ এই লক্ষণে প্রথমতঃ অব্যাপ্তি দোষ দেখাইতেছেন[১]।

১ কেবল ব্যতিরেকী হেতুবিশেষকে লক্ষণ বলে। বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর (ন্যায়বার্তিক, পৃঃ ৯৩) এজন্যই সমানাসমান-জাতীয়-ব্যবচ্ছেদই লক্ষণের প্রযোজন বলিয়াছেন। লক্ষণের প্রয়োজন দুইটী। লক্ষণ দ্বারা লক্ষ্যেতর ভেদের অনুমান হইয়া থাকে। এজন্য লক্ষণকে ইতর ভেদের অনুমাপক বলা হয়। লক্ষণ যেমন ইতর ভেদের অনুমাপক হয সেইরূপ ব্যবহার সাধকও হইযা থাকে। ইতর ভেদের অনুমিতি ও ব্যবহারের সিদ্ধি এই দুইটী লক্ষণের প্রয়োজন। যেমন পৃথিবীত্ব পৃথিবীর লক্ষণ। এই লক্ষণের পূর্ব্বোক্ত দুইটী ফল নিম্নপ্রদর্শিতরূপে বুঝিতে হইবে। পৃথিবী ইতরেভ্যঃ ভিদ্যতে, পৃথিবীত্বাৎ। যাহা পৃথিবীতর হইতে ভিন্ন নহে তাহা পৃথিবীই নহে অর্থাৎ তাহাতে পৃথিবীত্ব ধর্ম্ম নাই, যেমন জলাদি। পক্ষীকৃত বস্তুতে পৃথিবীত্ব ধর্ম্ম নাই, তাহা নহে অর্থাৎ পৃথিবীত্ব ধর্ম্ম আছে। এই পৃথিবীত্ব ধর্ম্ম আছে বলিযাই পৃথিবীতরের ভেদও পক্ষীকৃত বস্তুতে আছে। এইরূপে পৃথিবীত্ব লক্ষণটী পৃথিবীতর ভেদের অনুমাপক হইল (কিরণাবলী, পৃঃ ৪১-২)। ব্যবহার সিদ্ধিও লক্ষণের প্রযোজন। যেমন বিবাদাধ্যাসিত দ্রব্য, লোকেরা পৃথিবীরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। যেহেতু তাহাতে পৃথিবীত্ব হেতু আছে। যাহার পৃথিবীরূপে ব্যবহার হয় না, তাহাতে পৃথিবীত্ব ধর্ম্মও নাই, যেমন জলাদি। কিন্তু পক্ষীকৃত দ্রব্যে পৃথিবীত্ব যে নাই, তাহা নহে। এই পৃথিবীত্ব ধর্ম্ম আছে বলিয়া পক্ষীকৃত দ্রব্যটীর পৃথিবীরূপে ব্যবহার হইয়া থাকে কিরণাবলীকার ইহা প্রকাশ করিতে বলিযাছেন—ব্যবহারসিদ্ধি র্বা লক্ষণপ্রয়োজনম্। তথাহি। বিবাদাধ্যাসিতং দ্রব্যং পৃথিবীতি ব্যবহ্রিয়তে লোকেন পৃথিবীত্বাৎ। যৎপুনঃ পৃথিবীতি ন ব্যবহ্রিয়তে ন সা পৃথিবী যথা অবাদি। ন চ নেয়ং পৃথিবী তস্মাত্তথা ব্যবহ্রিয়ত ইতি। লক্ষণ কেবল-ব্যতিরেকী হেতু। যাবৎ লক্ষ্যে লক্ষণ না থাকিলে অর্থাৎ পক্ষের একদেশে থাকিয়া একদেশে না থাকিলে লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ হয়। আর তাহাতে কেবল-ব্যতিরেকী হেতুরূপ লক্ষণটীর ভাগাসিদ্ধিরূপ হেত্বাভাস দোষ হয়। যেমন—শৃঙ্গবত্ত্ব গরুর লক্ষণ বলিলে সমস্ত গরুতে শৃঙ্গবত্ত্ব নাই বলিয়া শৃঙ্গবত্ত্বরূপ কেবল ব্যতিরেকী হেতুটি ভাগাসিদ্ধ হয়। "গোঃ গবেতরভিন্নঃ শৃঙ্গবত্ত্বাৎ" এই হেতুটি ভাগাসিদ্ধি দোষে দুষ্ট। এইরূপ লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ হইলে কেবল-ব্যতিরেকী হেতুরূপ লক্ষণের ব্যভিচার দোষ হয়। যেমন শৃঙ্গবত্ত্বকে গরুর লক্ষণ বলিলে লক্ষণটি যেমন অব্যাপ্তিদোষে দুষ্ট হয়, সেইরূপ অতিব্যাপ্তি দোষদুষ্টও হইয়া থাকে। গোঃ গবেতরভিন্নঃ, শৃঙ্গবত্ত্বাৎ" এই শৃঙ্গবত্ত্ব হেতুটি মহিষাদিতে আছে, কিন্তু মহিষাদিতে গবেতরের ভেদ নাই। মহিষাদিতে গবেতরের ভেদরূপ সাধ্য নাই, অথচ তাহাতে শৃঙ্গবত্ত্বরূপ হেতু আছে, এজন্য হেতুটি বিপক্ষবৃত্তি বলিয়া ব্যভিচারী হইল। যাহাতে সাধ্যাভাবের নিশ্চয় থাকে, তাহাই বিপক্ষ। সুতরাং লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ হইলে লক্ষণটি কেবল ব্যতিরেকী হেতু বলিয়া তাহার ব্যভিচাররূপ হেত্বাভাস দোষ হইবে। এইরূপ লক্ষণ অসম্ভব-দোষে দুষ্ট হইলে স্বরূপাসিদ্ধ ও বিরুদ্ধ হেত্বাভাস দোষ হইবে। যেমন শৃঙ্গবত্ত্ব অশ্বের লক্ষণ বলিলে লক্ষণটির অসম্ভব দোষ হয় এবং লক্ষণটি কেবল ব্যতিরেকী হেতু বলিয়া বিরুদ্ধ হেত্বাভাস-দোষে দুষ্ট হয়। "অশ্বোঽশ্বেতরভিন্নঃ শৃঙ্গবত্ত্বাৎ' এইরূপ বলিলে পক্ষীকৃত কোন অশ্বেই শৃঙ্গবত্ত্ব হেতুটি নাই বলিয়া হেতুতে স্বরূপাসিদ্ধি হেত্বাভাস তো হইয়াছে বটেই, হেতুটি বিরুদ্ধও হইয়াছে। কারণ সাধ্যাভাবের ব্যাপ্য হেতুকে বিরুদ্ধ বলে। যে যে স্থলে শৃঙ্গবত্ত্ব হেতুটি আছে, তাহাতে অশ্বের ভেদই আছে, সুতরাং অশ্বেতর ভেদের অভাব আছে, অশ্বেতরভেদের অভাব সাধ্যাভাব। সুতরাং সাধ্যাভাবের ব্যাপ্য হেতু বিরুদ্ধ। লক্ষণের অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তি দোষ হইলে লক্ষণে বিশেষণ যোজনা দ্বারা তাহার পরিহার করা যায়। কিন্তু অসম্ভব দোষ হইলে লক্ষণের উত্থানই হইতে পারে না।

প্রদর্শিত লক্ষণে তিনটি অংশ আছে। (১) অনাদিত্ব, (২) ভাবরূপত্ব, (৩) জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্ব। অজ্ঞান অনাদি হইতে পারে না, ভাবরূপ হইতে পারে না এবং জ্ঞাননিবর্ত্ত্যও হইতে পারে না। প্রদর্শিত তিনটি অংশের একটিও অজ্ঞানে নাই। সুতরাং লক্ষ্য অজ্ঞানে লক্ষণের তিনটি অংশই না থাকায় লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ হইবে। লক্ষ্য বস্তুতে লক্ষণ না থাকাই লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ। যদিও কোন অজ্ঞানে অনাদিত্ব, ভাবত্ব ও জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্ব থাকিতে পারে, তথাপি সমস্ত অজ্ঞানে এই তিনটিই নাই। এজন্য লক্ষণের অসম্ভব দোষ না বলিয়া প্রথমতঃ অব্যাপ্তি দোষই দেখান হইয়াছে। অদ্বৈতবাদিগণ শুক্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যের আবরক অজ্ঞানকে অধ্যস্ত রজতাদির উপাদান বলিয়া থাকেন। এই শুক্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যের আবরক অজ্ঞান অনাদি হইতে পারে না; কারণ চৈতন্য অনাদি হইলেও শুক্তি অনাদি বস্তু নহে। শুক্তির উৎপত্তি আছে বলিয়া তাহা আদিমৎ বস্তু। সাদি শুক্তি-দ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্যও সাদিই হইবে। সুতরাং সাদি শুক্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যের আবরক অজ্ঞানে অনাদিত্ব ধর্ম্ম নাই। এজন্য প্রদর্শিত লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষই ঘটিবে[১]।

কোন কোন অজ্ঞানে ভাবত্ব ধর্ম্মটিও নাই। যেমন আরোপিত অভাবের উপাদান অজ্ঞানে ভাবত্ব ধর্ম্ম নাই। এজন্যও লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ ঘটিবে। ঘটবৎ ভূতলে যদি কাহারও ঘটাভাব ভ্রান্তি ঘটে, তবে সেই স্থলে ভূতলে ঘটাভাব আরোপিত বা অধ্যস্ত হইয়াছে বলিতে হইবে। এই আরোপিত অভাবের পরিণামী উপাদান অজ্ঞান। যাহা অভাবের উপাদান, তাহা ভাব বস্তু হইতে পারে না। আরোপিত অভাবের উপাদান অজ্ঞানে ভাবত্ব নাই বলা হইয়াছে; কিন্তু অনারোপিত অভাবের উপাদান অজ্ঞানে ভাবত্ব নাই এরূপ বলা হয় নাই। তাহার কারণ এই যে—অভাব নিরুপাদানক। এজন্য তাহার উপাদানই নাই। সুতরাং অনারোপিত অভাবের উপাদান অজ্ঞানে অব্যাপ্তি দোষ দেখান যায় না। অনারোপিত অভাবের উপাদানই অপ্রসিদ্ধ। এজন্য আরোপিত অভাবের উপাদান অজ্ঞানে অব্যাপ্তি দোষ দেখান হইয়াছে। আর আরোপিত অভাবও নিরুপাদানক এরূপ বলা যায় না। কারণ অদ্বৈতবেদান্তিগণ আরোপিত বস্তুমাত্রেরই উপাদান অজ্ঞান—ইহা স্বীকার করিয়া থাকেন। অধ্যস্ত বস্তুমাত্রই অজ্ঞানোপাদানক, ইহাই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত। সুতরাং আরোপিত অভাবের উপাদান অজ্ঞানে ভাবত্ব ধর্ম্ম নাই বলিয়া অজ্ঞানলক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ ঘটিবে। যদি অদ্বৈত-বেদান্তিগণ এরূপ বলেন যে—আরোপিত অভাব, ভাবভূত অজ্ঞানোপদক হইবে,

১ সাদিশুক্ত্যাদ্যবচ্ছিন্ন-চৈতন্যাবরকাজ্ঞানানামনাদিত্বাযোগস্তোক্তত্বাৎ—ন্যায়ামৃত, পৃঃ ৩০০।১ পত্র

ন তাবদনাদিভাবরূপত্বে সতি জ্ঞাননিবর্ত্ত্যা সেতি, সাদিশুক্ত্যাদ্যবচ্ছিন্নচৈতন্যাবরকাজ্ঞানেঽব্যাপ্তেঃ, তস্যানাদিত্বাভাবাৎ। অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৪৪

অভাবের উপাদানও ভাব হইবে, তবে অজ্ঞানের সিদ্ধিই হইবে না। কারণ মিথ্যা প্রপঞ্চের উপাদান মিথ্যা বস্তুই হওয়া উচিত—ইহা মনে করিয়াই মিথ্যা অজ্ঞানকেই মিথ্যা প্রপঞ্চের উপাদান বলা হইয়াছে। উপাদান ও উপাদেয়ের সারূপ্য সকলেরই স্বীকার্য্য। ভাব ও অভাবের সারূপ্য নাই বলিয়া ভাব বস্তু অভাবের উপাদান হইতে পারে না। উপাদান ও উপাদেয়ের সারূপ্য অপেক্ষিত না হইলে সত্য ব্রহ্মও মিথ্যা প্রপঞ্চের উপাদান হইতে পারিবে। তাহাতে অজ্ঞানসিদ্ধির কোন সম্ভাবনাই থাকিবে না। সুতরাং আরোপিত অভাবের উপাদানে ভাবত্ব থাকিতে পারে না।[১]

আর যদি অদ্বৈতবেদান্তিগণ এরূপ বলেন যে—আরোপিত ভাব বস্তুর উপাদান ভাবরূপ অজ্ঞান হইলেও আরোপিত অভাবের উপাদান অজ্ঞান নহে। ভাব অভাবের উপাদানই হইতে পারে না। এজন্য আরোপিত অভাব, ভাবভূত অজ্ঞানোপাদানক নহে। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা নিতান্ত অসঙ্গত। কারণ এরূপ বলিলে আরোপিত অভাবের জ্ঞানদ্বারা নিবৃত্তি হইতে পারিবে না। কারণ আরোপিত বস্তুমাত্রই যে জ্ঞাননিবর্ত্ত্য হইয়া থাকে, তাহার কারণ কি? তাহার কারণ ইহাই বলিতে হইবে যে—আরোপিত বস্তুমাত্রই অজ্ঞানোপাদানক। জ্ঞানের সহিত অজ্ঞানেরই সাক্ষাৎ বিরোধিতা আছে। জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে সেই অজ্ঞানোপাদানক আরোপিত বস্তুও নিবৃত্ত হইয়া থাকে। আরোপিত বস্তুর সহিত জ্ঞানের সাক্ষাৎ কোন বিরোধিতা নাই। আরোপিত বস্তুর উপাদান অজ্ঞানের সহিতই জ্ঞানের বিরোধিতা প্রযুক্ত, জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে অজ্ঞানোপাদানক আরোপিত বস্তুও নিবৃত্ত হইয়া থাকে। আরোপিত অভাব যদি অজ্ঞানোপাদানক না হয়, তবে জ্ঞান দ্বারা আরোপিত অভাবের নিবৃত্তি হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—জ্ঞান অজ্ঞানেরই বিরোধী। আরোপিত বস্তুর বিরোধী নহে। জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান নিবৃত্ত হয় বলিয়াই অজ্ঞানোপাদানক আরোপিত বস্তু নিবৃত্ত হইয়া থাকে। আরোপিত অভাব যদি অজ্ঞানোপাদনকই না হইল, তবে জ্ঞানদ্বারা তাহার নিবৃত্তি হইবে কিরূপে? সুতরাং আরোপিত অভাব অনুচ্ছেদ্য হইয়া পড়িবে[২]।

ন্যায়ামৃত গ্রন্থের পূর্ব্বপক্ষ সমাপ্ত।

১ আরোপিতাভাবোপাদানাজ্ঞানে ভাবত্বাভাবাচ্চ। অভাবস্য ভাবোপাদানকত্বে অসত্যস্য সত্যোপাদানকত্বাপাতাৎ। ন্যায়ামৃত, ৩০০।১ পত্র

আরোপিতাভাবোপাদানাজ্ঞানে চ ভাবত্বাভাবাত্তত্রাব্যাপ্তিঃ, অভাবস্য ভাবোপাদানকত্বে অসত্যস্যাপি সত্যোপাদানকত্বং স্যাৎ। অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৪৪

২ তস্যাজ্ঞানানুপাদানকত্বে জ্ঞানান্নিবৃত্তির্ন স্যাৎ। ন্যায়ামৃত, পৃঃ ৩০০।১-২ পত্র

অজ্ঞানানুপাদানকত্বে তস্য জ্ঞানান্নিবৃত্তির্ন স্যাৎ ইতি। অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৪৪

অদ্বৈতসিদ্ধির সিদ্ধান্ত

প্রদর্শিত পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলিতেছেন যে—সাদি শুক্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যের আবরক অজ্ঞানে অনাদিত্ব নাই বলিয়া এই অনাদিত্বঘটিত অজ্ঞানলক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ ঘটিবে বলা হইয়াছে; কিন্তু প্রদর্শিত অব্যাপ্তি দোষ হইতে পারে না। রজতের উপাদান অজ্ঞানও অনাদি চৈতন্যাশ্রিত বলিয়া অনাদিই বটে[১]। অদ্বৈতসিদ্ধান্তে অজ্ঞান জড় বস্তুর আবরক হয় না; কিন্তু অজ্ঞান শুদ্ধ চৈতন্যেরই আবরক হইয়া থাকে। সুতরাং অজ্ঞান শুক্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যকে আবরণ করে না; কেবল চৈতন্যমাত্রকেই আবরণ করে। অজ্ঞান শুদ্ধ চৈতন্যে আশ্রিত ও শুদ্ধ চৈতন্য বিষয়কই হইয়া থাকে। অজ্ঞান জড়ে আশ্রিত হয় না এবং জড়-বিষয়কও হয় না। যেমন জ্ঞানদ্বারা প্রকাশিত বস্তু জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে, সেইরূপ অজ্ঞান দ্বারা আবৃত বস্তু অজ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে। যে জ্ঞান যাহাতে প্রাকট্য বা জ্ঞাততাব আধান কবিয়া থাকে, সেই বস্তু সেই জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে। জ্ঞানের বিষয় হইতেছে জ্ঞানের কর্ম্ম। এজন্য জ্ঞানেব বিষয়, জ্ঞানরূপ ক্রিয়াজন্য ফলশালী হইয়া থাকে। ক্রিয়াজন্য ফলশালিত্বই কর্ম্মত্ব। জ্ঞানক্রিয়াজন্য ফল—প্রাকট্য, স্ফূর্ত্তি বা জ্ঞাততা। বিষয়ে এই প্রাকট্যের আধায়ক হয় বলিয়াই জ্ঞান বিষয়-কর্ম্মক হইয়া থাকে। সেইরূপ অজ্ঞান স্বীয় বিষয়কে আববণ করে বলিয়া সকর্ম্মক হইয়া থাকে। যে অজ্ঞান আববণ করিতে পারে না, তাহা অজ্ঞানই নহে। আব যে জ্ঞান প্রাকট্য আধান কবে না, তাহাও জ্ঞান নহে। জ্ঞানেব ফল যেমন প্রাকট্য, অজ্ঞানের ফল সেইরূপ আবরণ। জ্ঞান ও অজ্ঞান উভয়ই আশ্রয় ও বিষয়নিরূপ্য হইয়া থাকে। এই ব্যক্তিব এই বিষয়ে জ্ঞান আছে—ইহা যেরূপ অনুভব হয়, এইরূপ এই ব্যক্তির এই বিষয়ে অজ্ঞান আছে—ইহাও অনুভব হইয়া থাকে। এজন্য জ্ঞান ও অজ্ঞান আশ্রয় ও বিষয়-নিরূপ্য হইয়া থাকে[২]। একথা আমরা এ স্থলে অতি স্থূলভাবে বর্ণনা

১......রূপ্যোপাদানাজ্ঞানমপ্যনাদিচৈতন্যাশ্রিতত্বাদনাদ্যেব......অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৪৪

২ একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে—জ্ঞাততা ধর্ম্ম জ্ঞানজন্য হইলেও অজ্ঞাততা জন্য-ধর্ম্ম নহে। অজ্ঞান অনাদি বলিয়া অজ্ঞানের সহিত বিষয়েব সম্বন্ধ অজ্ঞাততাও অনাদি যদিও অজ্ঞানের ফল অজ্ঞাততা বলা হইয়াছে, তথাপি অজ্ঞানে ও অজ্ঞাততাতে জন্য-জনকভাব বা পৌর্ব্বাপর্য্য নাই। কিন্তু অজ্ঞাততাতে অজ্ঞানের সমকালীনতাই আছে। অজ্ঞাততা অজ্ঞানের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ, অজ্ঞানের বিষয় শুদ্ধ চৈতন্য। শুদ্ধ চৈতন্যের সহিত অজ্ঞানের সম্বন্ধ অনাদি। কারণ এই সম্বন্ধের যে দুইটি সম্বন্ধী অজ্ঞান ও চৈতন্য, এই উভয়ই অনাদি বলিয়া সম্বন্ধ সাদি হইতে পারে না। আর অনাদি অজ্ঞান চৈতন্যের সহিত অসম্বদ্ধ থাকিয়া সিদ্ধও হইতে পারে না। এজন্য চৈতন্যের সহিত অজ্ঞানের সম্বন্ধ অনাদি, কিন্তু তাহা অজ্ঞানপ্রযুক্ত বটে। যাহা অজ্ঞান জন্য নহে, তাহা অজ্ঞানপ্রযুক্ত হইতে পারে। অজ্ঞানপ্রযুক্ত কথার অর্থ—অজ্ঞানের ব্যাপ্য। অজ্ঞান-চৈতন্য সম্বন্ধ অজ্ঞানজন্য না হইলেও অজ্ঞানের ব্যাপ্য বটে। চৈতন্যে অজ্ঞান সম্বন্ধ থাকিলে অজ্ঞান অবশ্যই থাকিবে। যে কালে চৈতন্যে অজ্ঞান

করিলেও অজ্ঞানের আশ্রয় ও বিষয় নিরূপণ প্রসঙ্গে অতি সূক্ষ্মভাবে নিরূপণ করিব। শুক্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য বিষয়ক অজ্ঞান শুক্তিবিষয়ক হয় না—হইতেও পারে না। শুক্তি জড় বস্তু; জড়ের আবরক অজ্ঞান হয় না। অপ্রকাশ-স্বরূপ জড় বস্তুকে আবরণ করিলে আবরণ নিরর্থক হইয়া পড়ে[১]। এজন্য প্রসক্তপ্রকাশ চিদ্‌বস্তুই অজ্ঞান দ্বারা আবৃত হয়। চিদ্‌বস্তুর আবরণই সার্থক। চিদ্‌বস্তুকে আবরণ না করিলে তাহা প্রকাশমান হইয়া পড়িত। কিন্তু জড় বস্তুকে আবরণ না করিলে স্বভাবতঃই অপ্রকাশস্বভাব জড় বস্তু কখনও প্রকাশমান হইয়া পড়িতে পারে না। সুতরাং প্রকাশস্বরূপ বস্তুর অপ্রকাশের জন্য অজ্ঞানের আবরণ সার্থক হইয়া থাকে। এজন্য শুক্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য বিষয়ক অজ্ঞানের বিষয়তা শুক্তিতে নাই। কিন্তু শুক্তিতে অজ্ঞান বিষয়তার অবচ্ছেদকতা আছে। শুক্তি, অজ্ঞান বিষয়তার অবচ্ছেদক হইয়া থাকে। অজ্ঞান বিষয়তা, শুদ্ধ চৈতন্যেই আছে। সেই শুদ্ধ চৈতন্যে অভেদে অধ্যস্ত শুক্তি, চৈতন্যনিষ্ঠ অজ্ঞান বিষয়তার অবচ্ছেদকমাত্র হইয়া থাকে। চৈতন্য অনাদি; সেই অনাদি চৈতন্যের আশ্রিত ও অনাদি চৈতন্যের আবরক অজ্ঞানও অনাদি। পরবর্ত্তিকালে শুক্তি উৎপন্ন হইলে নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্যের আবরক অজ্ঞান শুক্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যের আবরক বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে[২]। পরবর্ত্তিকালে শুক্তি উৎপন্ন হইলে তাহার পরে অজ্ঞান শুক্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যের আবরক হইয়া থাকে, এরূপ নহে; কিন্তু অনাদি চৈতন্যের আবরক অনাদি অজ্ঞান, অনাদিকাল হইতেই চৈতন্যে আছে। পরবর্ত্তিকালে অনাদি চৈতন্যে শুক্তি অধ্যস্ত হইলে সেই পূর্ব্বসিদ্ধ অজ্ঞানই শুক্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যের আবরক বলিয়া প্রতীত হয়। এজন্য পূর্ব্বপক্ষী যে শুক্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যের আবরক অজ্ঞানকে সাদি বলিয়াছিলেন, তাহা সঙ্গত নহে।

তরঙ্গিণীকার বলেন যে—শুদ্ধ চৈতন্যের আবরক অজ্ঞানই যদি আরোপিত রজতের উপাদান হয়, আর সেই অজ্ঞান যদি শুক্তিজ্ঞান দ্বারা নিবৃত্ত হয়, তবে শুক্তি জ্ঞান দ্বারাই মূলাজ্ঞানের নিবৃত্তি হইল বলিয়া শুক্তিজ্ঞানবান্ পুরুষের মোক্ষের আপত্তি

সম্বন্ধ আছে, সেইকালে অজ্ঞান অবশ্যই আছে। সুতরাং অজ্ঞান-চৈতন্য-সম্বন্ধ অজ্ঞানের ব্যাপ্য। অজ্ঞানের কার্য্যও অজ্ঞানের ব্যাপ্য হইয়া থাকে। কার্য্যমাত্রই কারণের ব্যাপ্য। অজ্ঞান চৈতন্য সম্বন্ধ অজ্ঞানের কার্য্য না হইয়াও অজ্ঞানের ব্যাপ্য। এজন্য অজ্ঞান-ব্যাপ্যত্ব অজ্ঞানের কার্য্যে ও অনাদি-অজ্ঞান-চৈতন্য-সম্বন্ধে আছে বলিয়া অজ্ঞানের কার্য্য ও অকার্য্য উভয়ই অজ্ঞানের ব্যাপ্য—অজ্ঞানপ্রযুক্ত। সুতরাং অজ্ঞাততা অজ্ঞানপ্রযুক্ত বলিয়াই তাহাকে ফল বলা হইয়াছে। সুতরাং ক্রিয়াপ্রযুক্ত ফলশালিত্বই কর্ম্মত্ব—এরূপ বলিলে অজ্ঞাততা অনাদি হইলেও অজ্ঞানের ফল হইতে পারিবে, যেহেতু তাহা অজ্ঞানপ্রযুক্ত।

১ জড়ের আবরক অজ্ঞান স্বীকার করিলে সেই অজ্ঞানের কোন দিনই সিদ্ধি হইতে পারিবে না। অজ্ঞান প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয় না। অজ্ঞান নিজের আশ্রয় সাক্ষিচৈতন্য দ্বারাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। এজন্য যদি কেহ দুরাগ্রহ পূর্ব্বক জড় বস্তুর আবরক অজ্ঞান স্বীকার করেন, তবে তাহা চিরদিন অসিদ্ধই থাকিয়া যাইবে। ইহাই বেদান্ত শাস্ত্রের রহস্য।

২ ....উদীচ্যং শুক্ত্যাদিকং তু তদবচ্ছেদকমিতি ন তত্রাব্যাপ্তিঃ। অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫৪

হইবে। আর যদি এরূপ মোক্ষের আপত্তির ভয়ে, অদ্বৈতবেদান্তিগণ শুক্তিজ্ঞান দ্বারা আরোপিত রজতের উপাদান শুদ্ধ চৈতন্যের আবরক অজ্ঞানের নিবৃত্তি স্বীকার না করেন, তবে শুক্তিজ্ঞান দ্বারা রজতের বাধ হইতে পারিবে না। সবিলাস অবিদ্যার নিবৃত্তিই বাধ। অবিদ্যার কার্য্যের নাম অবিদ্যার বিলাস। অবিদ্যার কার্য্যের সহিত অবিদ্যার নিবৃত্তিই বাধ। শুক্তি জ্ঞান দ্বারা অবিদ্যার কার্য্য রজতের সহিত অবিদ্যার নিবৃত্তিরূপ বাধ হইতে পারিবে না। শুক্তিজ্ঞান দ্বারা অবিদ্যার নিবৃত্তি স্বীকার করিলে সদ্যোমোক্ষের আপত্তি হইবে।[১]

(সিদ্ধান্ত) শুক্তিজ্ঞান দ্বারা শুক্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যের আবরণ শক্তি, যাহা মূলাজ্ঞানে আছে, তাহার নিবৃত্তি হইয়া থাকে। শুক্তি জ্ঞান দ্বারা এই শক্তির নাশ হয় বলিয়া শক্তিবিশিষ্টরূপে অজ্ঞানেরও নাশ হয়। শক্তিবিশিষ্টরূপে অবিদ্যার নাশ হইলেও মূলাজ্ঞানের নাশ হয় না। শুক্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যের আবরণ-শক্তিবিশিষ্ট অজ্ঞান নষ্ট হইলেও নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্যের আবরণশক্তিবিশিষ্ট মূলাজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় নাই। শুক্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যের আবরণ শক্তিও মূলাজ্ঞানেই থাকে। শুক্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যের আবরণশক্তিবিশিষ্ট অজ্ঞানের নিবৃত্তি দ্বারা মোক্ষের আপত্তি হয় না। সাবচ্ছিন্ন ও নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্যের সমস্ত আবরণ শক্তিই মূলাজ্ঞানের। তাহাতে যৎকিঞ্চিৎ শক্তিবিশিষ্টরূপে অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলেও সর্ব্বাবরণশক্তিবিশিষ্ট অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় না। এজন্য সদ্যোমোক্ষের আপত্তি হয় না। শুক্তিজ্ঞান দ্বারা তাদৃশ আবরণ শক্তি বিশিষ্ট অজ্ঞানের সহিত অজ্ঞানের কার্য্য রজতের নিবৃত্তি হইয়া থাকে বলিয়া সবিলাস অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলে আরোপিত রজতরূপ কার্য্যের সহিত শুক্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যের আবরণ-শক্তিবিশিষ্ট অজ্ঞান, শুক্তিজ্ঞান দ্বারা নিবৃত্ত হইল বলিয়া "জ্ঞান সবিলাস অজ্ঞানের নিবর্ত্তক" এই সিদ্ধান্ত অক্ষতই রহিল।

ইহাতে আপত্তি এই যে জ্ঞান সাক্ষাৎ অজ্ঞানের নিবর্ত্তক না হইয়া অজ্ঞানগত আবরণ শক্তিরই সাক্ষাৎ নিবর্ত্তক হইয়া থাকে—ইহাই অদ্বৈতবেদান্তিগণ স্বীকার করিতেছেন। সুতরাং সাক্ষাজ্‌জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্ব অজ্ঞানে না থাকিয়া অজ্ঞানগত আবরণ শক্তিতেই থাকিতেছে। আর এই আবরণশক্তিতে জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বরূপ অজ্ঞান লক্ষণের অতিব্যাপ্তি ও অজ্ঞানে অব্যাপ্তি দোষ হইতেছে। এতদুত্তরে লঘুচন্দ্রিকাকার বলিতেছেন যে—অজ্ঞান লক্ষণে যে জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্ব বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ এই যে—"জ্ঞাননিবর্ত্ত্যশক্তিমত্ত্ব"[২]। জ্ঞাননিবর্ত্ত্যশক্তিমত্ত্বই জ্ঞান-

১ ন্যায়ামৃততরঙ্গিণী, পৃঃ ২২৪ ;

২ শক্তেরজ্ঞানান্যত্বেঽপি ন তস্যামতিব্যাপ্তিঃ, নিবর্ত্ত্যশক্তিমত্ত্বস্যৈব লক্ষণত্বসংভবাদিত্যাদ্যুপপাদনমিতি ভাবঃ। লঘুচন্দ্রিকা, পৃঃ ৫৪৪

নিবর্ত্ত্যত্ব কথার অর্থ। সুতরাং শক্তি যদি অজ্ঞান ভিন্নও হয়, তথাপি প্রদর্শিত লক্ষণের অতিব্যাপ্তি ও অব্যাপ্তি দোষ ঘটিবে না।

প্রথম অব্যাপ্তি নিরাস সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অব্যাপ্তি নিরাস

আরোপিত অভাবের উপাদান অজ্ঞান ভাব বস্তু হইতে পারে না বলিয়া এই অজ্ঞানে ভাবত্ব ধর্ম্ম নাই; এজন্য ভাবত্ব ঘটিত অজ্ঞান লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ ঘটিবে—এইরূপ পূর্ব্বপক্ষী যাহা বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে। কারণ অদ্বৈতবাদিগণ বৈশেষিকমতসিদ্ধ ভাবত্ব ধর্ম্ম অজ্ঞানে স্বীকার করেন না। অজ্ঞানে ভাবত্ব ধর্ম্ম না থাকিলেও অজ্ঞানকে যে ভাব বলা হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় এই যে অজ্ঞানে বৈশেষিক মত সিদ্ধ অভাবত্ব ধর্ম্মও নাই। এজন্য অজ্ঞান অভাব বিলক্ষণ। এই অভাব বৈলক্ষণ্য প্রযুক্ত অজ্ঞানকে ভাব বলা হইয়াছে। সুতরাং লক্ষণে যে ভাবত্ব বিশেষণটি দেওয়া হইয়াছে, তাহার অর্থ—অভাববিলক্ষণত্ব। অতএব আরোপিত অভাবের উপাদান অজ্ঞানেও অভাব-বিলক্ষণত্ব আছে। আর এই অভাব-বিলক্ষণত্বই অজ্ঞান-লক্ষণ-প্রবিষ্ট ভাবত্ব। সুতরাং লক্ষণে ভাবত্ব আছে বলিয়া অব্যাপ্তি দোষ হইতে পারে না। ভাবত্ব-পদের অদ্বৈতবাদিগণ-বিবক্ষিত অর্থ—অভাববিলক্ষণত্ব। এই অভাববিলক্ষণত্বরূপ ভাবত্ব আরোপিত অভাবের উপাদান অজ্ঞানে আছে বলিয়া ভাবত্ব ঘটিত অজ্ঞান-লক্ষণের প্রদর্শিত স্থলে অব্যাপ্তি দোষ হইতে পারে না[১]।

এ স্থলে পূর্ব্বপক্ষী যদি বলেন—অভাব বিলক্ষণ অজ্ঞান, আরোপিত অভাবের উপাদান হইবে কিরূপে? উপাদান ও উপাদেয়, সজাতীয় হওয়া উচিত। উপাদেয়ের সমান জাতীয় উপাদান হইতেই উপাদেয়ের উৎপত্তি হইয়া থাকে, ইহাই নিয়ম। উপাদেয়ের বিজাতীয় উপাদান হইতে উপাদেয় উৎপন্ন হয না। বিজাতীয় বস্তুতে উপাদান-উপাদেয় ভাব নাই। উপাদান ও উপাদেয় সজাতীয়ই হইয়া থাকে—ইহাই নিয়ম। এই নিয়ম স্বীকার না করিলে অসত্য বস্তুরও উপাদান সত্য বস্তু হইতে পারিবে। সত্য ব্রহ্মই অসত্য প্রপঞ্চের উপাদান হইতে পারিবে। তাহা হইলে অজ্ঞান মানিবার আর কোন আবশ্যকতাই থাকিবে না।

১ ভাবত্বং চাত্রাভাববিলক্ষণত্বমাত্রং বিবক্ষিতম্, অত আরোপিতাভাবোপাদানাজ্ঞানেঽপ্যভাববিলক্ষণত্বস্বীকারান্নাব্যাপ্তিঃ। অদ্বৈতসিদ্ধি পৃঃ ৫৪৪

পূর্ব্বপক্ষীর এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ যেমন সর্ব্বথা বিজাতীয় বস্তুদ্বয়ের মধ্যে উপাদান-উপাদেয় ভাব দৃষ্ট হয় না, সেইরূপ সর্ব্বথা সজাতীয় বস্তুদ্বয়ের মধ্যেও উপাদান-উপাদেয় ভাব দৃষ্ট হয় না। এজন্য উপাদান ও উপাদেয় সর্ব্বথা সজাতীয় হইবে—এরূপ নিয়মই অসিদ্ধ। পূর্ব্বপক্ষী যদি উপাদেয়ের সর্ব্বথা সজাতীয়ত্ব উপাদানে বলিতে চান, তবে তিনি এমন কোন উপাদান দেখাইতে পারিবেন না, যাহা উপাদেয়ের সর্ব্বথা সজাতীয়। উপাদেয়ের সর্ব্বথা সজাতীয় উপাদান যদি অপ্রসিদ্ধ হয়, তবে কোন্ দৃষ্টান্তের বলে উপাদানত্ব-প্রযুক্ত উপাদেয়ের সর্ব্বথা সজাতীয়ত্বের সিদ্ধি করিবেন? উপাদান ও উপাদেয়ের কিঞ্চিৎ বৈজাত্য না থাকিলে উপাদান-উপাদেয়ভাবই হইতে পারে না। অন্ততঃ উপাদান ও উপাদেয়ের ভেদসিদ্ধি করিবার জন্যই ভেদের অনুমাপক বিরুদ্ধ ধর্ম্ম স্বীকার করিতে হইবে। যাঁহারা উপাদান ও উপাদেয়ের অভেদ স্বীকার করেন, তাঁহারাও উপাদানের সহিত উপাদেয়ের অত্যন্ত অভেদ স্বীকার করেন না, করিতেও পারেন না। কারণ তাহা হইলে অত্যন্ত অভেদ-প্রযুক্ত উপাদান-ব্যক্তিই সেই উপাদানের উপাদেয় হইয়া পড়িবে। এজন্য অভেদবাদিগণকেও বাধ্য হইয়াই উপাদান ও উপাদেয়ের সহিত ভেদাভেদ স্বীকার করিতে হইয়াছে অর্থাৎ উপাদান ও উপাদেয়ের কিঞ্চিৎ-রূপে ভেদ ও কিঞ্চিৎ-রূপে অভেদ আছে—ইহাই স্বীকার করিতে হইয়াছে। আর এই ভেদাভেদ প্রযুক্তই উপাদান ও উপাদেয়ের তাদাত্ম্য স্বীকার করা হইয়া থাকে। উপাদানের সহিত উপাদেয়ের সর্ব্বথা ভেদ বা সর্ব্বথা অভেদ থাকিলে উপাদান-উপাদেয় ভাবই হইতে পারে না। ইহাই উপাদানোপাদেয়ের অভেদবাদিগণের সিদ্ধান্ত। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষী উপাদানত্বকে আপাদকরূপে গ্রহণ করিয়া উপাদানে উপাদেয়ের সর্ব্বথা সাজাত্যের আপত্তি করিতেই পারেন না। অতএব সর্ব্বথা সাজাত্যের অনুমিতি বা আপত্তি কিছুই পূর্ব্বপক্ষী করিতে পারেন না। কারণ সাধ্য ও সাধনের অথবা আপাদ্য ও আপাদকের ব্যাপ্তি গ্রহণের উপযুক্ত কোনও দৃষ্টান্ত নাই। বিশেষ কথা এই যে—উপাদান ও উপাদেয়ের সর্ব্বথা সাজাত্য যে অপেক্ষিত নহে, তাহা বেদান্ত-দর্শনের 'ন বিলক্ষণত্বাধিকরণে' "দৃশ্যতে তু" সূত্র[১] দ্বারা সূত্রকার বিশেষভাবে দেখাইয়াছেন। ভাষ্যকারও ঐ সূত্রের ভাষ্যে বিলক্ষণ উৎপত্তির প্রপঞ্চ প্রদর্শন করিয়াছেন। পূর্ব্বপক্ষীই বা সেই সূত্রের ব্যাখ্যায় কি বলিবেন? যদি উপাদান ও উপাদেয়ের যৎকিঞ্চিৎ সারূপ্য অপেক্ষিত হয়, তবে তাহা আরোপিত অভাবের উপাদান অজ্ঞানে আছে। আরোপিত অভাব ও তাহার উপাদান অজ্ঞান, উভয়ই মিথ্যা, উভয়ই দৃশ্য এবং উভয়ই জড়। কার্যের আকারের

১ ব্র. সূ. ২।১।৬

সহিত কারণের আকারের অভেদ স্বীকার করিলে অর্থাৎ কার্য্যবস্তু ও কারণবস্তুর আকারতঃও অভেদ স্বীকার করিলে কার্য্যকারণ-ভাবই হইতে পারে না[১]।

আর যে পূর্ব্বপক্ষী বলিয়া ছিলেন—সারূপ্য না থাকিয়াও যদি উপাদান-উপাদেয়ভাব হয়; তবে সত্য বস্তুও অসত্য বস্তুর উপাদান হইতে পারিবে অর্থাৎ সত্য ব্রহ্মও মিথ্যা প্রপঞ্চের উপাদান হইতে পারিবে, পূর্ব্বপক্ষীর এরূপ বলা নিতান্ত অসঙ্গত। সত্য বস্তু যদি মিথ্যা বস্তুর উপাদান হয়, তবে মিথ্যা বস্তুর কোনও দিন নিবৃত্তি হইতে পারিবে না। কারণ অসত্য বস্তুর উপাদান সত্য বস্তুর নিবৃত্তিই সম্ভাবিত নহে; সত্য বস্তুর কখনও বিনাশ হয় না। উপাদানের বিনাশ সম্ভাবিত না হইলে উপাদেয় মিথ্যা বস্তুরও কখনও নিবৃত্তি হইতে পারিবে না। উপাদানের নিবৃত্তি ব্যতীত উপাদেয়ের নিবৃত্তি অর্থাৎ বিনাশ হইতে পারে না। আরও কথা এই যে—সত্য বস্তু অপরিণামী; সত্য বস্তুর মিথ্যা বস্তুরূপে পরিণামও সম্ভব নহে[২]।

এস্থলে তরঙ্গিণীকার যে বলিয়াছেন—সত্য দুগ্ধাদি বস্তুও ত পরিণামী হইয়া থাকে, এইরূপ সত্য ব্রহ্ম বস্তুও পরিণামী হইতে পারিবে[৩]। এতদুত্তরে গৌড়ব্রহ্মানন্দ বলিয়াছেন যে—দুগ্ধাদি বস্তু কখনও সত্য নহে। দুগ্ধাদি বস্তু দৃশ্য, পরিচ্ছিন্ন ও জড়। দৃশ্যত্বাদি ধর্ম্ম মিথ্যাত্বের ব্যাপ্য। সুতরাং যাহা দৃশ্য, পরিচ্ছিন্ন বা জড়, তাহা মিথ্যা। এজন্য সত্য বস্তু কখনও পরিণামী হইতে পারে না[৪]। তরঙ্গিণীকার আরও বলিযাছেন যে—সত্য বস্তুরও নাশ হইতে বাধা নাই। সমবায়ি-কারণ নাশাদিদ্বারা সত্য বস্তুরও নাশ হইতে পারে।[৫] এতদুত্তরে ব্রহ্মানন্দ বলিয়াছেন যে—নাশ্যত্ব মিথ্যাত্বের ব্যাপ্য। যাহা মিথ্যা নহে, তাহার নাশ হয় না। সত্য ব্রহ্ম ও অসৎ বন্ধ্যাপুত্রাদির নাশ হয় না। সুতরাং নাশ্য হইলেই মিথ্যা হইবে। আর জন্য মিথ্যা বস্তু অজ্ঞানোপাদানক। এজন্য জন্য মিথ্যাবস্তুর অজ্ঞান উপাদান কল্পনা করিতে হইবে[৬]।

১ নচ সজাতীয়োপাদানকত্বনিয়মঃ, অন্যথা অসত্যস্যাপি সত্যমুপাদানং স্যাদিতি—বাচ্যম্; সর্ব্বথা সাজাত্যে সর্ব্বথা বৈজাত্যে বোপাদানোপাদেয়ভাবাদর্শনেন তথা সাজাত্যস্য বৈজাত্যস্য বা আপাদয়িতুমশক্যত্বাৎ। নহি কার্য্যাকারকারণাকারয়োরপ্যভেদে কার্যকারণভাবঃ। ন্যায়ামৃত পৃঃ ৩০০।১ পত্র। অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৪৪

২ সত্যস্য ত্বসত্যোপাদানত্বে সত্যস্য নিবৃত্ত্যসংভবেন তদুপাদেয়স্যাসত্যস্যাপি নিবৃত্তির্ন স্যাৎ, উপাদান-নিবৃত্তিমন্তরেণোপাদেয়ানিবৃত্তেঃ, অতো ন সত্যমসত্যস্যোপাদানম্, সত্যস্যাপরিণামিত্বাচ্চ।

অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৪৪

৩ সত্যস্য দুগ্ধাদেঃ পরিণামদর্শনাচ্চ। ন্যায়ামৃততরঙ্গিণী, পৃঃ ২২৪

৪......পরিচ্ছিন্নত্বস্য মিথ্যাত্বব্যাপ্যত্বাৎ। লঘুচন্দ্রিকা, পৃঃ ৫৪৪

৫ ন্যায়ামৃততরঙ্গিণী পৃঃ ২২৪

৬......নিমিত্তনাশাদিনৈবাসত্যস্য নাশ ইতি তু ন যুক্তম্, দৃশ্যমাত্রে জ্ঞাননাশ্যত্বস্য শ্রুত্যনুভবাদিসিদ্ধত্বেন উপাদানাজ্ঞাননাশস্যাবশ্যকত্বাৎ। লঘুচন্দ্রিকা, পৃঃ ৫৪৪

ইহাতে প্রশ্ন হইতে পারে যে—সত্য বস্তু যদি মিথ্যা বস্তুর উপাদানই না হইতে পারিল, তবে "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি শ্রুতি ও "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই সূত্রের উপপত্তি হইবে কিরূপে? এতদুত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলিতেছেন যে—"বিবর্ত্তাধিষ্ঠানত্বং ত্বভ্যুপেয়ত এব।"[১] ইহার অভিপ্রায় এই যে, সত্য ব্রহ্ম মিথ্যা প্রপঞ্চের পরিণামী উপাদান না হইলেও মিথ্যা প্রপঞ্চাধ্যাসের অধিষ্ঠান সত্য ব্রহ্মই হইয়া থাকে। সত্য বস্তুই বিবর্ত্তের অধিষ্ঠান হয় বলিয়া অধিষ্ঠানস্বরূপ উপাদানত্ব ব্রহ্মে আছে। এজন্য উদাহৃত শ্রুতি ও সূত্রের কোন বিরোধ নাই।

অজ্ঞান লক্ষণের ঘটক অনাদিত্ব ও ভাবত্ব এই দুইটি অংশ লইয়া অজ্ঞান-লক্ষণের যে দুইটি অব্যাপ্তি দোষ ন্যায়ামৃতকার প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার উত্তর অদ্বৈতসিদ্ধিকার প্রদান করিয়াছেন। সম্প্রতি অজ্ঞানলক্ষণের বিশেষ্যভাগ বা তৃতীয় অংশ দ্বারা প্রদর্শিত অজ্ঞান লক্ষণের অব্যাপ্তিদোষ দেখাইবার জন্য ন্যায়ামৃতকার বলিতেছেন যে—অজ্ঞানকে যে জ্ঞাননিবর্ত্ত্য বলা হইয়াছে, তাহা সঙ্গত নহে। কারণ শুদ্ধ-ব্রহ্ম-বিষয়ক যে অজ্ঞান, তাহা ব্রহ্মজ্ঞান নিবর্ত্ত্য হইতে পারে না। অজ্ঞানের সমান বিষয়ক জ্ঞানই অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হইয়া থাকে। ভিন্ন বিষয়ক অজ্ঞান ভিন্ন বিষয়ক জ্ঞান দ্বারা নিবৃত্ত হইতে পারে না। ঘট-বিষয়ক অজ্ঞান পটবিষয়ক জ্ঞানদ্বারা নিবৃত্ত হয় না। অজ্ঞান যদ্বিষয়ক ও যদাশ্রিত হয়, তদ্বিষয়ক ও তদাশ্রিত জ্ঞান দ্বারাই সেই অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। অজ্ঞান এবং জ্ঞানের বিষয় ও আশ্রয় এক হইলেই অজ্ঞানের সহিত জ্ঞানের বিরোধিতা সম্ভাবিত হয়। ভিন্নাশ্রয় বা ভিন্ন বিষয়ক জ্ঞান অজ্ঞানের বিরোধী নহে। ভামতীকার বাচস্পতি মিশ্রের মতে শুদ্ধ-ব্রহ্ম বৃত্তিজ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। বাচস্পতি মিশ্র শুদ্ধ-ব্রহ্মকে বৃত্তিজ্ঞানের বিষয় বলিয়া স্বীকার করেন না[২]। শুদ্ধ-ব্রহ্মও যখন বৃত্তিজ্ঞানের বিষয় হয়, তখন ব্রহ্ম বৃত্ত্যুপহিত হয় বলিয়া ব্রহ্মের শুদ্ধতা থাকে না। সুতরাং শুদ্ধ-ব্রহ্ম-বিষয়ক বৃত্তিজ্ঞান বাচস্পতি মিশ্রের মতে সম্ভাবিতই নহে। আর তাহাতে শুদ্ধ-ব্রহ্ম-বিষয়ক অজ্ঞান জ্ঞান-নিবর্ত্ত্য হইতে পারিবে না। শুদ্ধ-ব্রহ্ম-বিসয়ক অজ্ঞান বৃত্ত্যুপহিত ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানদ্বারা—নিবৃত্ত হইতে পারিবে না। কারণ সমান বিষয়ক জ্ঞানই অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হয়। ভিন্নবিষক জ্ঞান অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হয় না। এজন্য বৃত্ত্যুপহিত ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান শুদ্ধ-ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হইতে পারে না। অতএব বাচস্পতি মিশ্রের মতে "অজ্ঞান জ্ঞান নিবর্ত্ত্যং হয়" এরূপ বলা যায় না। শুদ্ধ-

১ অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৪৪
২ ভামতী পৃঃ ৫৭

ব্রহ্ম-বিষয়ক অজ্ঞান যদি জ্ঞান নিবর্ত্ত্য না হইল, তবে প্রদর্শিত অজ্ঞানলক্ষণে অব্যাপ্তি দোষই হইল[১]।

এতদুত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলিতেছেন যে—পূর্ব্বপক্ষীর এই অব্যাপ্তি দোষ প্রদর্শন সঙ্গত হয় নাই। অজ্ঞানের সমান বিষয়ক জ্ঞানই অজ্ঞানের বিরোধী হইয়া থাকে—ইহাই সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তানুসারে ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হইতে বাধা নাই। কারণ শুদ্ধ ব্রহ্মের আবরক অজ্ঞান শুদ্ধ ব্রহ্মেই অধ্যস্ত হওয়াতে শুদ্ধ ব্রহ্মও অজ্ঞানোপহিতই হইয়াছে। অজ্ঞানের অধ্যাসদশাতে ব্রহ্ম অজ্ঞানোপহিত নহে—এরূপ বলা যায় না। অজ্ঞানের অধ্যাসদশাতে ব্রহ্মও বস্তুতঃ অজ্ঞানোপহিতই বটে। যদিও অজ্ঞান অজ্ঞানোপহিত ব্রহ্মকে আবৃত করে নাই, শুদ্ধ ব্রহ্মকেই আবরণ করিয়াছে অর্থাৎ অজ্ঞানের বিষয় অজ্ঞানোপহিত ব্রহ্ম হয় নাই, কিন্তু শুদ্ধ ব্রহ্মই অজ্ঞানের বিষয় হইয়াছে, তথাপি অজ্ঞান ব্রহ্মে অনধ্যস্তভাবে থাকিয়া ব্রহ্মকে আবরণ করিতে পারে না। ব্রহ্মে অনধ্যস্ত অজ্ঞানই অসিদ্ধ। এজন্য অজ্ঞানের অধ্যাসদশাতে ব্রহ্ম অনুপহিত হইতে পারে না। যদিও বস্তুতঃ ব্রহ্ম অজ্ঞানোপহিতই হইয়াছে, তথাপি অজ্ঞানোপহিত ব্রহ্ম অজ্ঞানের বিষয় হয় নাই। অজ্ঞানোপহিত ব্রহ্ম অজ্ঞানের বিষয় হইতে গেলে অজ্ঞানেরও অজ্ঞানের বিষয় হইতে হয়। অজ্ঞানের বিষয় অজ্ঞান হইতে পারে না। জড়বস্তু ও অজ্ঞান অজ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না—একথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আর একই বস্তু—বিষয় ও বিষয়ী, গ্রাহ্য ও গ্রহণ, কর্ম্ম ও ক্রিয়া হইতে পারে না। এজন্যও অজ্ঞান অজ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। শুদ্ধ ব্রহ্মই অজ্ঞানের বিষয়। ব্রহ্মে অধ্যস্ত অজ্ঞান ব্রহ্মকে বিষয় করিলে সেই ব্রহ্ম বস্তুতঃ অজ্ঞানোপহিত হইয়া থাকে—এইমাত্র। সুতরাং অজ্ঞানসত্ত্বদশাতে ব্রহ্ম অজ্ঞানদ্বারা অনুপহিত থাকিতে পারে না। এজন্য অজ্ঞানের বিষয় শুদ্ধ ব্রহ্মও বস্তুতঃ অজ্ঞানোপহিত। এইরূপ শুদ্ধ ব্রহ্মবিষয়ক অন্তঃকরণবৃত্তিদশাতে অন্তঃকরণবৃত্তি শুদ্ধ ব্রহ্মকে বিষয় করিলেও সেই শুদ্ধ ব্রহ্ম বস্তুতঃ অন্তঃকরণবৃত্ত্যুপহিত হইয়া থাকে। অন্তঃকরণবৃত্তি অন্তঃকরণবৃত্ত্যুপহিত ব্রহ্মকে বিষয় করে না। অন্তঃকরণবৃত্তির বিষয় অন্তঃকরণবৃত্ত্যুপহিত ব্রহ্ম—এরূপ বলিলে অর্থাৎ স্বীকার করিলে অন্তঃকরণবৃত্তিও অন্তঃকরণবৃত্তির বিষয় হইয়া পড়ে অর্থাৎ নিজেই নিজের বিষয় হইয়া পড়ে। একই বস্তু গ্রাহ্যও বটে, গ্রহণও বটে—ইহা হইতে পারে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে—অজ্ঞানের বিষয় শুদ্ধ ব্রহ্মও বস্তুতঃ উপহিত। আর শুদ্ধ-ব্রহ্ম-বিষয়ক অন্তঃকরণবৃত্তিদশাতে ব্রহ্মও অন্তঃকরণ-বৃত্ত্যুপহিত। আর তাহাতে অজ্ঞান ও অন্তঃকরণবৃত্তির অর্থাৎ অজ্ঞান ও জ্ঞানের বিষয় ব্রহ্ম বস্তুতঃ উপহিতই বটে। জ্ঞান ও অজ্ঞানের বিষয় বস্তুতঃ উপহিত বলিয়া

১ শুদ্ধং ব্রহ্ম বৃত্তিব্যাপ্যমপি নেতি মতে জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বাভাবাচ্চ। ন্যায়ামৃত, পৃঃ ৩০০।২ পত্র

জ্ঞান ও অজ্ঞানের একবিষয়তার হানি হইল না এবং সমান বিষয়ক জ্ঞান ও অজ্ঞানের বিরোধিতাও রক্ষিত হইল। সমানবিষয়ক জ্ঞানদ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্তি সর্বানুভব সিদ্ধ বলিয়া শুদ্ধ-ব্রহ্ম-বিষয়ক জ্ঞানদ্বারা শুদ্ধ-ব্রহ্ম-বিষয়ক অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইতে কোনও বাধা নাই। শুদ্ধ-ব্রহ্ম-বিষয়ক বৃত্তিকালে ব্রহ্ম যেমন বস্তুতঃ বৃত্তিদ্বারা উপহিত, শুদ্ধ-ব্রহ্ম-বিষয়ক অজ্ঞানসত্ত্বদশাতেও ব্রহ্ম সেইরূপ অজ্ঞানোপহিত। শুদ্ধ-ব্রহ্ম-বিষয়ক বৃত্তির সত্ত্বদশাতে ব্রহ্ম অনুপহিত থাকিতে পারে না। কিন্তু সেজন্য বৃত্তির বিষয় বৃত্তি হয় নাই। বৃত্তি থাকিয়া অবিষয় ব্রহ্মের বিষয়তা মাত্র সম্পাদন করিয়াছে; অগ্রাহ্য ব্রহ্মের গ্রাহ্যরূপতা সম্পাদন করিয়াছে। কিন্তু এজন্য বৃত্তিই বৃত্তির গ্রাহ্য হইয়াছে, তাহা নহে। সুতরাং শুদ্ধ-ব্রহ্মজ্ঞানের বিষয় ব্রহ্ম, বস্তুতঃ উপাধিযুক্ত হইলেও উপাধিভূত ব্রহ্মজ্ঞান—ব্রহ্মজ্ঞানের বিষয় হয় নাই। ব্রহ্মবিষয়ক বৃত্তিজ্ঞান—বৃত্তিজ্ঞানের বিষয় না হইয়াই শুদ্ধ-ব্রহ্মের উপাধি হইয়াছে। সুতরাং তাদৃশ জ্ঞানদ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইতে বাচস্পতি মতেও কোন দোষ নাই[১]। বাচস্পতি মতেও অজ্ঞান উপাধ্যবিষয়ক, বস্তুতঃ উপহিত ব্রহ্মবিষয়ক হয় এবং ব্রহ্মজ্ঞানও উপাধ্যবিষয়ক বস্তুতঃ উপহিতবিষয়ক হয়। সুতরাং জ্ঞান ও অজ্ঞানের সমানবিষয়ত্বপ্রযুক্ত জ্ঞানদ্বারা অজ্ঞান নিবৃত্ত হইয়া থাকে।[২]

বাচস্পতি মিশ্র শুদ্ধ ব্রহ্মের বৃত্তিবিষয়ত্ব স্বীকার করেন নাই[৩]। এজন্য বৃত্ত্যুপহিত ব্রহ্মই বৃত্তির বিষয় হয় স্বীকার করিয়াছেন। উপহিত-ব্রহ্ম শুদ্ধ-ব্রহ্ম নহে। উপহিত-ব্রহ্ম-বিষয়ক জ্ঞান, শুদ্ধ-ব্রহ্মের আবরক অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হইতে পারে না। কারণ জ্ঞান ও অজ্ঞানের সমানবিষয়তা থাকে না। এতদুত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলিয়াছেন—উপহিত ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান অজ্ঞানোপহিত ব্রহ্মের আবরক অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হইতে পারে। জ্ঞান ও অজ্ঞানের বিষয় উপহিত, শুদ্ধ নহে।

ইহাতে তরঙ্গিণীকার বলেন যে—শুদ্ধ ব্রহ্ম-বিষয়িণীবৃত্তি ব্রহ্মের উপাধি। এই উপাধি ব্রহ্মজ্ঞানের বিষয় হয় না। এজন্য উপাধি স্বরূপ-সৎ থাকিয়াই ব্রহ্মকে উপহিত করে। ইহাতে জিজ্ঞাস্য এই যে—স্বরূপসৎ উপাধি স্বোপধেয় শুদ্ধ-ব্রহ্মে কিঞ্চিৎ মালিন্যের জনক হয় কি না? যদি মালিন্যের জনক হয়, তবে উপধেয় ব্রহ্মের শুদ্ধত্ব থাকিতে পারে না। আর এই অশুদ্ধ-ব্রহ্ম-বিষয়ক বৃত্তি শুদ্ধ-ব্রহ্মজ্ঞান নহে। এজন্য তাহা শুদ্ধ-ব্রহ্ম-বিষয়ক অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হইবে কিরূপে? আর যদি অদ্বৈতবেদান্তিগণ এরূপ বলেন যে--বৃত্তিরূপ উপাধি স্বোপধেয় ব্রহ্মে কিঞ্চিৎ মালিন্যের জনক হয় না, তবে ব্রহ্ম শুদ্ধই থাকে; আর শুদ্ধ-ব্রহ্ম বৃত্তির বিষয়ই

১ স্বরূপসদুপাধিমত্ত্বদ্বিষয়ক-জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বস্য তন্মতেঽপি ভাবাৎ। অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৪৪
উপাধ্যবিষয়কত্বে সত্যুপহিতবিষয়কেত্যর্থঃ। লঘুচন্দ্রিকা, পৃঃ ৫৪৪

২ ভামতী, পৃঃ ৫৭

৩ ভামতী পৃঃ ৫৭

হইতে পারে না। শুদ্ধ-ব্রহ্ম-বিষয়ক জ্ঞানই যদি না হইল, তবে শুদ্ধ-ব্রহ্ম-বিষয়ক অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইবে কিরূপে? শুদ্ধ-ব্রহ্ম-বিষয়ক অজ্ঞান অশুদ্ধ-ব্রহ্ম-বিষয়ক জ্ঞানদ্বারা নিবৃত্ত হইতে পারে না। জ্ঞান ও অজ্ঞান সমানবিষয়ক না হইলে বিরোধী হয় না[১]।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, তরঙ্গিণীকার যে শঙ্কা করিয়াছেন, তাহার সমুচিত সমাধান অদ্বৈতসিদ্ধির দৃশ্যত্ব নিরুক্তি প্রসঙ্গে অতিবিস্তৃতভাবে করা হইয়াছে[২]। এজন্য এস্থলে লঘুচন্দ্রিকাকার আর কোন কথাই বলেন নাই, বলিলে পিষ্টপেষণই হইত। আমরা সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলিতেছি,—যাহা দৃশ্যত্ব নিরুক্তিতে বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে। তরঙ্গিণীকার উপাধিরূপ বৃত্তিদ্বারা স্বোপধেয় ব্রহ্মে কিঞ্চিৎ মালিন্যের শঙ্কা করিয়াছেন। কিন্তু অজ্ঞানরূপ উপাধিদ্বারা স্বোপধেয় ব্রহ্মে কোনও মালিন্য শঙ্কা করেন নাই। উপাধিদ্বারা উপধেয় উপহিত হইয়া থাকে। বৃত্তিরূপ উপাধিদ্বারা ব্রহ্ম যেমন উপহিত হয়, অজ্ঞানরূপ উপাধিদ্বারাও ব্রহ্ম সেইরূপ উপহিতই হইয়া থাকে। ব্রহ্মে অনধ্যস্ত অজ্ঞান ব্রহ্মের আবরক নহে। ব্রহ্মে অজ্ঞানের অধ্যাসদশাতে ব্রহ্মও ত অজ্ঞানোপহিতই বটে। উপাধিদ্বারা উপধেয় বস্তু উপহিত হয়, ইহা ভিন্ন অন্য কোনও মালিন্যজনকত্ব ব্রহ্মচৈতন্যে সম্ভাবিতই নহে। ব্রহ্মচৈতন্যে যাহা উপাধি হইবে, তাহা ব্রহ্ম চৈতন্যে অধ্যস্ত হইবে। ব্রহ্মচৈতন্যে অনধ্যস্ত বস্তু ব্রহ্মচৈতন্যের উপাধি হইতে পারে না। ব্রহ্মচৈতন্যে অধ্যস্ত বৃত্তি বা অজ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মের শুদ্ধত্বের হানি হয় না। শুদ্ধ চৈতন্য যে বৃত্তিব্যাপ্য বা বৃত্তির বিষয় হয় না, তাহার অভিপ্রায় এই যে—বৃত্তি ব্রহ্মচৈতন্যে অধ্যস্ত না হইয়া ব্রহ্মকে বিষয় করিতে পারে না। একথা অদ্বৈতসিদ্ধির দৃগ্‌দৃশ্য সম্বন্ধভঙ্গেও বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের আধ্যাসিক সম্বন্ধ ভিন্ন অন্য কোনও সম্বন্ধ সম্ভাবিত নহে[৩]।

যদিও বিবরণ প্রদর্শিত লক্ষণে বাচস্পতিমিশ্রের প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া অব্যাপ্তিদোষ প্রদর্শন সঙ্গত নহে, তথাপি বাচস্পতিমিশ্রের প্রক্রিয়া অনুসারেও বিবরণ প্রদর্শিত অজ্ঞান লক্ষণ যে অব্যাপ্তি-দোষশূন্য, তাহাই এস্থলে প্রদর্শন করা হইয়াছে। অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থে যে "তন্মতেঽপি[৪]" বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ—"বাচস্পতিমিশ্রের মতেও" এরূপ বুঝিতে হইবে। এই বাচস্পতি-মিশ্রের মতে যে জ্ঞান ও অজ্ঞানের সমান বিষয়ত্ব প্রযুক্ত, শুদ্ধ ব্রহ্মবিষয়ক

১ ন্যায়ামৃততরঙ্গিণী, পৃঃ ২২৪

২ উপপাদিতং চৈতৎ দৃশ্যত্বহেতুপপাদনে। অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৪৪, দৃশ্যত্বনিরুক্তি—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ২৩৩—৯৪

৩ অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৪৫৩—৫৮

৪ অদ্বৈতসিদ্ধি—পৃঃ ৫৪৪

জ্ঞানদ্বারা শুদ্ধ ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইতে পারে, তাহা অদ্বৈতসিদ্ধির দৃশ্যত্ব-হেতু নিরূপণ প্রসঙ্গে বিশদভাবে বলা হইয়াছে। ভামতীর টীকা "কল্পতরু"—গ্রন্থে এই কথা বিশদভাবে উপপাদিত হইয়াছে[১]। আর তাহাই অদ্বৈতসিদ্ধিকার দৃশ্যত্ব-হেতু নিরূপণ প্রসঙ্গে প্রদর্শন করিয়াছেন[২]।

অজ্ঞানে জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্ব ধর্ম্ম নাই বলিয়া প্রদর্শিত অজ্ঞানলক্ষণে অব্যাপ্তি দোষ দেখাইবার জন্য ন্যায়ামৃতকার আরও দুইটি স্থল উদ্ভাবন করিয়াছেন। ন্যায়ামৃত গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে—ঔপাধিক ভ্রমে ভ্রমোপাদান অজ্ঞান, জ্ঞান-দ্বারা নিবৃত্ত হয় না। ঔপাধিক ভ্রমের অধিষ্ঠানের যথার্থ জ্ঞান থাকিলেও যতক্ষণ পর্য্যন্ত উপাধি থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঔপাধিক ভ্রমের অনুবৃত্তিও থাকিবে। যেমন কোন জলাশয়ের তীরস্থ বৃক্ষ জলে প্রতিবিম্বিত হইলে সেই বৃক্ষপ্রতিবিম্বকে অধোঽগ্র দেখা যায় অর্থাৎ জলে প্রতিবিম্বিত বৃক্ষের অগ্রভাগ নিম্নদিকে দেখা যায়। অথচ তীরস্থ বৃক্ষ যে ঊর্দ্ধ-অগ্র, ইহা তাহার জ্ঞান আছে। এই ঔপাধিক ভ্রমে তীরস্থ বৃক্ষ অধিষ্ঠান, জলাশয় উপাধি ও জলাশয়ে প্রতি-বিম্বিত অধঃ-অগ্র বৃক্ষ অধ্যস্ত। এই অধ্যাসের অধিষ্ঠান ঊর্দ্ধাগ্র তীরস্থ বৃক্ষের সাক্ষাৎকাব থাকিলেও জলে বৃক্ষ প্রতিবিম্বরূপ অধ্যাসের উপাদান অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় না। সুতরাং প্রদর্শিত অধ্যাসেব উপাদান অজ্ঞান জ্ঞাননিবর্ত্ত্য নহে বলিয়া প্রদর্শিত অজ্ঞানলক্ষণের অব্যাপ্তি দোষই হইল। এইরূপ জীবন্মুক্ত পুরুষেব ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের পবেও অজ্ঞানেব অনুবৃত্তি থাকে—ইহা অদ্বৈত-বেদান্তিগণকে স্বীকার করিতে হইবে। ইহা স্বীকার না করিলে অর্থাৎ জীবন্মুক্ত পুরুষের অজ্ঞান ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারদ্বারা নিবৃত্ত হইয়াছে—এরূপ স্বীকার কবিলে জীবন্মুক্ত পুরুষের প্রথম ব্রহ্মসাক্ষাৎকাব দ্বারাই অজ্ঞান ও অজ্ঞানোপাদানক প্রারব্ধ কর্ম্মাদির নিবৃত্তি হইযা গেলে অর্থাৎ অজ্ঞানোপাদানক দৃশ্যমাত্রের উচ্ছেদ হইলে, জীবন্মুক্ত পুরুষেব শাস্ত্রোপদেষ্টৃত্ব ও ভিক্ষাটনাদিতে প্রবৃত্তি হইতে পারিবে না। এজন্য জীবন্মুক্ত পুরুষেব অজ্ঞান ব্রহ্মসাক্ষাৎকার দ্বারা নিবৃত্ত হয় নাই—ইহাই অদ্বৈতবেদান্তিগণকে বলিতে হইবে। আব তাহাতে জীবন্মুক্ত পুরুষের অজ্ঞানে প্রদর্শিত অজ্ঞানলক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ ঘটিবে[৩]।

যদি অদ্বৈতবেদান্তিগণ প্রদর্শিত দুইটি স্থলেই জ্ঞানদ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্তি

১ কল্পতরু, পৃঃ ৫৭

২ অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ২৩৩—৯৪

৩ …চরমসাক্ষাৎকারানন্তরভাবিজীবন্মুক্ত্যনুবৃত্তে অজ্ঞানে ঊর্ধ্বাগ্রত্বাদ্যধিষ্ঠানতত্ত্বসাক্ষাৎকারানিবর্তিত-জল-স্থবৃক্ষাধোগ্রত্বাদিসোপাধিকভ্রমোপাদানাজ্ঞানে চ জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বাভাবাচ্চ। ন্যায়ামৃত পৃঃ ৩০০।২ পত্র

অথ—ঔপাধিকভ্রমোপাদানাজ্ঞানে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারানন্তরবিদ্যমানজীবন্মুক্তাজ্ঞানে চ জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বা-ভাবাদব্যাপ্তিঃ। অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৪৪

স্বীকার করেন, তবে উপাধির সত্ত্বদশাতেই ঔপাধিক ভ্রমের নিবৃত্তি হইয়া যাইবে। বিম্ব বৃক্ষের (অধিষ্ঠানের) সাক্ষাৎকার আছে বলিয়া বৃক্ষের প্রতিবিম্ব-বিভ্রম হইতে পারিবে না। কিন্তু তাহা ত হয়। এইরূপ জীবন্মুক্ত পুরুষেরও অজ্ঞান প্রথম ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার দ্বারাই নিবৃত্ত হইয়াছে বলিয়া তাহারও ভিক্ষাটনাদিতে প্রবৃত্তি হইতে পারিবে না। জ্ঞান অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হইলে জ্ঞানকালে অজ্ঞান থাকিতে পারে না। যেমন জ্ঞান স্বপ্রাগভাবের নিবর্ত্তক হইয়া থাকে বলিয়া জ্ঞান উৎপন্ন হইলে আর জ্ঞানের প্রাগভাব থাকিতে পারে না। জ্ঞান যেমন জ্ঞান-প্রাগভাবের বিরোধী, এইরূপ জ্ঞান অজ্ঞানেরও বিরোধী; অথচ প্রদর্শিত দুইটি স্থলেই জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও অজ্ঞান থাকে—এরূপ স্বীকার করিতে হয় বলিয়া অজ্ঞান জ্ঞাননিবর্ত্ত্য হইতে পারে না। সুতরাং জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বঘটিত অজ্ঞান-লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষই ঘটিবে[১]।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—ন্যায়ামৃতকারের এরূপ বলা সঙ্গত হয় নাই। কারণ উপাধি সত্তা যেরূপ ঔপাধিক ভ্রম-নিবৃত্তির প্রতিবন্ধক, এইরূপ প্রারব্ধ কর্ম্ম অজ্ঞাননিবৃত্তির প্রতিবন্ধক। প্রতিবন্ধকের সত্ত্বদশাতে কারণ থাকিলেও কার্য্য উৎপন্ন হয় না। প্রতিবন্ধকেব অভাবদশাতেই কারণ কার্যের জনক হইয়া থাকে। প্রতিবন্ধকের অভাবের বিলম্ব প্রযুক্ত অজ্ঞাননিবৃত্তির বিলম্ব হইলেও প্রদর্শিত অজ্ঞান দুইটির জ্ঞাননিবর্ত্ত্যতার কোনও ক্ষতি হয় নাই। কারণ কার্য্যের জনক হইলেও প্রতিবন্ধকসত্ত্বদশাতে কার্য্যেব অজনক হইল বলিযা কারণকে অকারণ বলা যায় না। যে কারণ যে কার্য্যের অবিলম্বিতভাবে জনক হইযা থাকে—যে কারণ হইতে যে কার্য্য অবিলম্বে উৎপন্ন হইযা থাকে, প্রতিবন্ধকপ্রযুক্ত সেই কারণ হইতে কার্য্যের উৎপত্তিতে বিলম্ব হয় বলিযা কারণের কার্যজনকতার ভঙ্গ হয় না। সুতরাং ঔপাধিকভ্রম স্থলে যেরূপ উপাধির নিবৃত্তি সহকারে জ্ঞান ঔপাধিক ভ্রমের উপাদান অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হইয়া থাকে। এইরূপ ভোগবশতঃ প্রারব্ধ কর্ম্মের নিবৃত্তি সহকারে জীবন্মুক্ত পুরুষের তত্ত্বজ্ঞান অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হইয়া থাকে। সুতরাং প্রদর্শিত দুইটি স্থলেই অজ্ঞানে জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্ব আছে বলিয়া অজ্ঞানলক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ হইবে না[২]।

ইহাতে ন্যায়ামৃতকার আপত্তি করেন যে, অদ্বৈতবেদান্তিগণের এরূপ বলা সঙ্গত হয় নাই। কারণ প্রতিবন্ধকবশতঃ কোন স্থলে কারণ বিলম্বে কার্য্যের জনক হইলেও অর্থাৎ কারণ থাকিয়া কার্য্যের উৎপত্তি না হইলেও প্রদর্শিত

১ তয়োর্জ্ঞাননিবর্ত্যত্বে উপাধিকালজীবন্মুক্তিকালয়োরেব জ্ঞানপ্রাগভাববত্তন্নিবৃত্ত্যাপত্তিরিতি চেৎ। অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৪৪

......জীবন্মুক্তানুবৃত্তাজ্ঞানস্য জ্ঞাননিবর্ত্যত্বে চ স্বকার্যৈরারব্ধকর্ম্মভিঃ সহ পূর্বৈণৈব সাক্ষাৎকারেণ নিবৃত্তিঃ-স্যাৎ...তস্য স্বপ্রাগভাবং প্রতীবাজ্ঞানং প্রত্যপ্যন্তনিরপেক্ষস্যৈব নিবর্তকত্বাৎ। ন্যায়ামৃত পৃঃ ৩০১।১ পত্র

২...উপাধিপ্রারব্ধকর্মণোঃ প্রতিবন্ধকয়োরভাববিলম্বেন নিবৃত্তিবিলম্বেঽপি তয়োর্জ্ঞাননিবর্ত্যত্বা-নপায়াৎ। নহি ক্বচিদবিলম্বেন জনকস্য ক্বচিৎ প্রতিবন্ধেন বিলম্বে জনকতাঽপৈতি। অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৪৪

দুইটি স্থলে প্রতিবন্ধকবশতঃ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াও অজ্ঞানের নিবৃত্তি করে নাই—এরূপ বলা যায় না। সহস্র প্রতিবন্ধক থাকিলেও জ্ঞান উৎপন্ন হইলে জ্ঞানের প্রাগভাবের নিবৃত্তি হইবে না—এরূপ বলা যায় না। স্বপ্রাগভাবের নিবর্ত্তক জ্ঞানের উৎপত্তিমাত্রেই জ্ঞানপ্রাগভাবের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। অজ্ঞানকে অদ্বৈতবেদান্তিগণ জ্ঞানপ্রাগভাব বলিয়া স্বীকার না করিলেও অজ্ঞান যে জ্ঞান-প্রাগভাবের সহিত তুল্য-যোগক্ষেম, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং জ্ঞান উৎপন্ন হইলে আর অজ্ঞান থাকিতে পারে না—সহস্র প্রতিবন্ধক থাকিলেও পারে না। ইহাতে ন্যায়ামৃতকারের নিকট জিজ্ঞাসা এই যে, জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া অজ্ঞাননিবৃত্তিতে বিলম্ব করিলে কি দোষ হইবে? কোন্ অনুভবের বিরোধ হইবে? ইহার উত্তর এই যে, জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াও অজ্ঞানের নিবৃত্তি না হইলে জ্ঞাত বস্তুতেও অজ্ঞাতত্বের আপত্তি হইবে। যে বস্তুর জ্ঞান হইয়াছে, সেই বস্তু জ্ঞাত, অথচ সেই বস্তুর অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় নাই বলিয়া সেই বস্তু অজ্ঞাত বটে; সুতরাং জ্ঞাত বস্তুতে "এই বস্তুটি অজ্ঞাত' এইরূপ ব্যবহারের আপত্তি হইবে। সুতরাং জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইবে না—এরূপ বলা যায় না, বলিলে অনুভব-বিরোধ ঘটে[১]।

এতদুত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলিয়াছেন যে, ন্যায়ামৃতকার যে অনুভব বিরোধ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত হয় নাই। জ্ঞাত বস্তুতেও অজ্ঞাতত্ব ব্যবহারের আপত্তি হইতে পাবে না। কারণ অজ্ঞানের দুইটি শক্তি আছে; একটি আবরণ-শক্তি ও অপরটি বিক্ষেপশক্তি। অজ্ঞান যেমন বিষয়কে আবরণ করে, জ্ঞান সেইরূপ বিষয়কে প্রকাশ করে। আবরণ ও প্রকাশ পরস্পর বিরুদ্ধ। এইজন্যই অজ্ঞানের সহিত জ্ঞানের বিরোধিতা। জ্ঞান উৎপন্ন হইলে অজ্ঞানের আবরণ থাকিতে পারে না। কিন্তু অজ্ঞানের বিক্ষেপশক্তির সহিত জ্ঞানের বিরোধিতা নাই। অজ্ঞানের আবরণশক্তি দ্বারাই বিষয় অজ্ঞাত বলিয়া ব্যবহৃত হয়। জ্ঞানের উৎপত্তিমাত্রেই অজ্ঞানের আবরণশক্তি নিবৃত্ত হইয়া গেলে বিষয় অজ্ঞাত বলিয়া ব্যবহৃত হইবে কিরূপে? আবরণশক্তি বিশিষ্ট অজ্ঞানই অজ্ঞাত ব্যবহারের কারণ। জ্ঞানদ্বারা আবরণশক্তির নিবৃত্তি হইলে আবরণশক্তি বিশিষ্ট অজ্ঞান থাকে না। এজন্য জ্ঞাত বস্তুতে অজ্ঞাতব্যবহারও হইতে পারে না[২]। অজ্ঞানের বিষয়নিরূপণ প্রসঙ্গে আমরা এই বিষয়ের বিশদ আলোচনা করিব।

অব্যাপ্তি-বিচার সমাপ্ত।

১ ন হি জ্ঞাতে ক্বচিদপি ন জানামীতি ধীরস্তি। ন্যায়ামৃত, পৃঃ ৩০১।১ পত্র
ন চ তর্হি জ্ঞাতেঽপি অত্রাজ্ঞাত ইতি ব্যবহারাপত্তিঃ। অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৪৪

২ তাদৃগ্ ব্যবহারে আবরণশক্তিমদজ্ঞানস্য কারণত্বেন তদাবরণশক্ত্যভাবাদেব ঈদৃগ্ ব্যবহারানাপত্তেঃ। যথা চৈতত্তথোপপাদয়িষ্যতে। অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৪৪

অজ্ঞানলক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ প্রদর্শন

ন্যায়ামৃতকার এই অজ্ঞান লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ দেখাইবার জন্য বলিয়াছেন যে, অদ্বৈতবেদান্তিগণ ছয়টি বস্তু অনাদি বলিয়া স্বীকার করেন :—(১) জীব, (২) ঈশ্বর, (৩) বিশুদ্ধ চৈতন্য, (৪) জীব ও ঈশ্বরের ভেদ, (৫) অবিদ্যা, (৬) অবিদ্যা ও চৈতন্যের সম্বন্ধ। এই অবিদ্যার সহিত চৈতন্যের সম্বন্ধ অনাদি ভাব বস্তু এবং ব্রহ্ম-জ্ঞান দ্বারা এই সম্বন্ধের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। এই অবিদ্যা-চৈতন্য-সম্বন্ধ অনাদি ভাববস্তু ও জ্ঞাননিবর্ত্ত্য হয় বলিয়া প্রদর্শিত অজ্ঞান-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটিবে। অবিদ্যার সহিত চৈতন্যের সম্বন্ধ অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞান নহে। অথচ এই সম্বন্ধে অজ্ঞান লক্ষণটি আছে। অবিদ্যার সহিত চৈতন্যের সম্বন্ধ, অবিদ্যা-লক্ষণের লক্ষ্য নহে। এই অলক্ষ্যে লক্ষণ আছে বলিয়া লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটিবে[১]। শুক্তিরজতাদি অবিদ্যাকল্পিত বস্তুও জ্ঞানের সাক্ষাৎ নিবর্ত্ত্য নহে। শুক্তিরজতাদির উপাদান অজ্ঞান জ্ঞান দ্বারা নিবৃত্ত হইলে উপাদানের নিবৃত্তিপ্রযুক্ত উপাদেয় শুক্তিরজতাদির নিবৃত্তি হইয়া থাকে। শুক্তিরজতাদি বস্তু সাদি বলিয়া তাহাতে অনাদিত্ব ঘটিত অবিদ্যা-লক্ষণ নাই এবং সাক্ষাৎ জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বও নাই। এজন্য জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্ব অংশের অতিব্যাপ্তি দেখাইবার জন্য ন্যায়ামৃতকার শুক্তিরজতাদি সাদি বস্তুর উল্লেখ করেন নাই।

এতদুত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলেন যে—প্রদর্শিত স্থলে অবিদ্যালক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ নাই। অবিদ্যাকে যে জ্ঞাননিবর্ত্ত্য বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ—জ্ঞানের সাক্ষাৎ নিবর্ত্ত্য। জ্ঞান দ্বারা পরম্পরা নিবর্ত্ত্য বস্তুকে এস্থলে জ্ঞাননিবর্ত্ত্য বলা হয় নাই। জ্ঞান দ্বারা সাক্ষাদ্ভাবে অবিদ্যাই নিবৃত্ত হইয়া থাকে। অবিদ্যার নিবৃত্তিপ্রযুক্তই অবিদ্যার সহিত চৈতন্যের সম্বন্ধের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। জ্ঞান সাক্ষাদ্ভাবে অবিদ্যার সহিত চৈতন্যের সম্বন্ধের নিবর্ত্তক নহে। সুতরাং জ্ঞানের সাক্ষাৎ নিবর্ত্ত্যই অজ্ঞান—ইহা বলাতে জ্ঞান দ্বারা পরম্পরাভাবে নিবর্ত্ত্য অবিদ্যাচৈতন্য সম্বন্ধে অবিদ্যা-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটিবে না[২]।

অদ্বৈতসিদ্ধিকার আরও বলিয়াছেন যে, অবিদ্যার সহিত চৈতন্যের সম্বন্ধে অবিদ্যা-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষের শঙ্কাই হইতে পারে না। কারণ অবিদ্যার সহিত চৈতন্যের স্বরূপ সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে। সংযোগ, সমবায়াদি সম্বন্ধ সম্ভাবিতই নহে। স্বরূপ সম্বন্ধ সম্বন্ধী হইতে অনতিরিক্ত। সম্বন্ধী হইতে অনতিরিক্ত সম্বন্ধকেই

১ চৈতন্যাবিদ্যাসম্বন্ধেঽতিব্যাপ্তিশ্চ। ন্যায়ামৃত, পৃঃ ৩০।১ পত্র
নচাবিদ্যাচৈতন্যসংবন্ধেঽতিব্যাপ্তিঃ অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৪৪

২ সাক্ষাজ্জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বস্য বিবক্ষিতত্বাৎ। অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৪৪

স্বরূপ সম্বন্ধ বলে। সুতরাং অবিদ্যার সম্বন্ধ অবিদ্যা স্বরূপ। অতএব অবিদ্যাতে অবিদ্যা-লক্ষণের অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনাই নাই[১]।

ইহাতে ন্যায়ামৃতকার এরূপ আপত্তি করেন যে—অবিদ্যা-লক্ষণে জ্ঞাননিবর্ত্ত্য পদের অর্থ যদি জ্ঞান দ্বারা সাক্ষাৎ নিবর্ত্ত্য হয়, তবে এই অবিদ্যা-লক্ষণে "অনাদিত্ব" এই বিশেষণটি দেওয়া ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। কারণ শুক্তিরজতাদিতে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্যই এই অবিদ্যা-লক্ষণে "অনাদিত্ব" বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। শুক্তি-রজতাদি জ্ঞাননিবর্ত্ত্য হইলেও তাহা অনাদি নহে; কিন্তু সাদি। যদি জ্ঞাননিবর্ত্ত্য পদেরই অর্থ—জ্ঞানের সাক্ষাৎ নিবর্ত্ত্য হয়, তবে শুক্তিরজতাদি জ্ঞানের সাক্ষাৎ নিবর্ত্ত্য নহে বলিয়া অবিদ্যা-লক্ষণের শুক্তিরজতে অতিব্যাপ্তি দোষের সম্ভাবনাই নাই। সুতরাং অনাদিত্ব-বিশেষণ নিরর্থকই হইবে[২]।

এতদুত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলিয়াছেন যে—জ্ঞান-নিবর্ত্ত্য পদের অর্থ জ্ঞানের সাক্ষাৎ নিবর্ত্ত্য হইলেও অনাদিত্ব-বিশেষণ ব্যর্থ হইবে না। কারণ এই অবিদ্যা লক্ষণে অনাদিত্ব-বিশেষণ না থাকিলে উত্তর জ্ঞান-নিবর্ত্তনীয় পূর্ব্বজ্ঞানে অবিদ্যা-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটিবে। উত্তর জ্ঞান-নিবর্ত্ত্য পূর্ব্বজ্ঞান, জ্ঞানের সাক্ষাৎ নিবর্ত্ত্য বটে, ভাব বস্তুও বটে, কিন্তু তাহা সাদি। অবিদ্যা-লক্ষণে অনাদিত্ব বিশেষণ না থাকিলে উত্তর-জ্ঞান-নিবর্ত্ত্য পূর্ব্বজ্ঞানে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ হইয়া পড়িবে। এইরূপ অবিদ্যা-লক্ষণে "ভাবত্ব" বিশেষণ না থাকিলে অর্থাৎ "অনাদি এবং জ্ঞানের সাক্ষাৎ নিবর্ত্ত্যই অজ্ঞান" এইরূপ অজ্ঞান-লক্ষণ বলিলে জ্ঞানের প্রাগভাবে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটিবে। জ্ঞান-প্রাগভাব অনাদিও বটে এবং জ্ঞানের সাক্ষাৎ নিবর্ত্ত্যও বটে। অতএব জ্ঞানপ্রাগভাবে অজ্ঞান-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি নিবারণ করিবার জন্য "ভাবত্ব" বিশেষণটি দেওয়া হইয়াছে। প্রতিযোগী প্রাগভাবের সাক্ষাৎ নিবর্ত্তক—এই সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়াই জ্ঞানপ্রাগভাবে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য লক্ষণে "ভাব"-পদ দেওয়া হইয়াছে[৩]।

আর যদি এরূপ বলা যায় যে—প্রতিযোগী প্রাগভাবের নিবর্ত্তক নহে; কিন্তু প্রতিযোগী প্রাগভাবের নিবৃত্তি স্বরূপ অর্থাৎ প্রতিযোগী প্রাগভাব নিবৃত্তির জনক না হইয়া প্রাগভাবের নিবৃত্তিস্বরূপ হইয়া থাকে—এইরূপ সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে জ্ঞান স্বপ্রাগভাবের নিবর্ত্তক হইবে না। সুতরাং জ্ঞানপ্রাগভাবও

১ তস্যাপ্যবিদ্যাত্মকত্বাৎ। অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৪৪
স্বরূপমেব সংবন্ধ ইতি ভাবঃ। লঘুচন্দ্রিকা, পৃঃ ৫৪৪

২ সাক্ষাজ্জ্ঞাননিবর্ত্যত্ববিবক্ষায়াং চানাদিপদবৈয়র্থ্যম্। ন্যায়ামৃত, পৃঃ ৩০১।২ পত্র
ন চ বিশেষণান্তরবৈয়র্থ্যম্। অদ্বৈতসিদ্ধি পৃঃ ৫৪৪

৩ অনাদিপদস্যোত্তরজ্ঞাননিবর্ত্ত্যে পূর্ব্বজ্ঞানে ভাবপদস্য জ্ঞানপ্রাগভাবে...অতিব্যাপ্তিবারকত্বেন সার্থকত্বাৎ। অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৪৪

জ্ঞানের সাক্ষাৎ নিবর্ত্ত্য হইবে না। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রতিযোগী সাক্ষাৎ স্বপ্রাগভাবের নিবর্ত্তক হয় না, কিন্তু প্রতিযোগিজনক সামগ্রীই প্রাগভাবের সাক্ষাৎ নিবর্ত্তক হইবে। সুতরাং জ্ঞানপ্রাগভাব জ্ঞাননিবর্ত্ত্য না হইলেও জ্ঞানজন্য ইচ্ছার প্রাগভাব জ্ঞান-নিবর্ত্ত্য হইবে। কারণ প্রতিযোগীর জনক সামগ্রীই প্রাগভাবের নিবর্ত্তক। ইচ্ছার প্রাগভাবের প্রতিযোগী ইচ্ছা এবং ইচ্ছার জনক জ্ঞান। সুতরাং প্রতিযোগীর জনক জ্ঞানই ইচ্ছার প্রাগভাবের সাক্ষাৎ নিবর্ত্তক হইবে। ইচ্ছা ইচ্ছাপ্রাগভাবের নিবৃত্তিস্বরূপ এবং ইচ্ছার জনক জ্ঞান ইচ্ছা-প্রাগভাবের সাক্ষাৎ নিবর্ত্তক। সুতরাং এই দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত অনুসারে জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্ব প্রযুক্ত ইচ্ছাপ্রাগ-ভাবে অজ্ঞান লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় বলিয়া ভাবত্ব বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে[১]।

অনাদি, ভাবরূপ ও সাক্ষাৎ জ্ঞাননিবর্ত্ত্য বস্তুই অবিদ্যা। সাক্ষাৎ জ্ঞাননিবর্ত্ত্য বলাতে যে ইতর বিশেষণ ব্যর্থ হয় নাই, তাহা দেখান হইয়াছে। সাক্ষাজ্‌জ্ঞান-নিবর্ত্ত্য না বলিয়া যদি জ্ঞানত্বরূপে জ্ঞাননিবর্ত্ত্য বলা যায় অর্থাৎ জ্ঞান নিবর্ত্তক ও অবিদ্যা নিবর্ত্ত্য, জ্ঞানে যে অবিদ্যার নিবর্ত্তকতা আছে, সেই নিবর্ত্তকতার অবচ্ছেদকীভূত ধর্ম্ম যদি জ্ঞানত্ব বলিয়া স্বীকার করা যায় অর্থাৎ জ্ঞানত্বরূপে জ্ঞান অবিদ্যার নিবর্ত্তক বলা যায়, তবে অনাদিত্ব ও ভাবত্ব এই দুইটি বিশেষণের আবশ্যকতা থাকে না। উত্তর জ্ঞান যে পূর্ব্ব জ্ঞানের নিবর্ত্তক হইয়া থাকে, তাহাতে উত্তর জ্ঞান জ্ঞানত্ব-রূপে নিবর্ত্তক হয় নাই। কিন্তু বিভু বস্তুর বিশেষগুণত্বরূপে নিবর্ত্তক হইয়া থাকে। এজন্য জ্ঞানের পরবর্ত্তী সংস্কার বা ইচ্ছা দ্বারা জনকীভূত জ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং জ্ঞানত্বরূপে জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বই অজ্ঞানের লক্ষণ স্বীকার করিলে উত্তর জ্ঞাননিবর্ত্ত্য পূর্ব্বজ্ঞানে উক্ত লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে না। এইরূপ জ্ঞান যে স্বপ্রাগভাবের নিবর্ত্তক হইয়া থাকে, তাহাও প্রতিযোগিত্বরূপেই স্বপ্রাগভাবের নিবর্ত্তক হইয়া থাকে। প্রতিযোগীই প্রাগভাবের নিবর্ত্তক। এজন্য ঘটই ঘট-প্রাগভাবের নিবর্ত্তক হইয়া থাকে। সুতরাং প্রাগভাবে অবিদ্যা লক্ষণের অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য আর "ভাবত্ব" বিশেষণেরও আবশ্যকতা নাই। জ্ঞানত্বেন জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্ব বলিলে প্রদর্শিত দুইটি স্থলেই অতিব্যাপ্তি হইবে না। এজন্য "জ্ঞানত্বরূপে জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্ব" এইরূপ অবিদ্যার একটি স্বতন্ত্র লক্ষণ বলা যাইতে পারে। অবিদ্যার অন্য লক্ষণ থাকিলেও অনাদি, ভাবরূপ ও সাক্ষাৎ জ্ঞাননিবর্ত্ত্য বস্তু অবিদ্যাই বটে; সুতরাং "অনাদি ভাব-রূপত্বে সতি জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্ব" এইরূপ অবিদ্যা লক্ষণের কোনও দোষ নাই। একটি লক্ষ্যের পাঁচটি লক্ষণ থাকিলে তাহাতে কোনও দোষ হয় না। অতএব অবিদ্যার প্রথম লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ নাই[২]।

১ জ্ঞানজন্যকার্যপ্রাগভাবে চাতিব্যাপ্তিবারকত্বেন সার্থকত্বাৎ। অদ্বৈতসিদ্ধি পৃঃ ৫৪৪

২ জ্ঞানত্বেন সাক্ষাত্তন্নিবর্ত্ত্যত্বং তু ভবতি লক্ষণান্তরম্। অদ্বৈতসিদ্ধি পৃঃ ৫৪৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অসম্ভব-দোষ প্রদর্শন

সম্প্রতি ন্যায়ামৃতকার অবিদ্যার প্রথম লক্ষণে অসম্ভব দোষ প্রদর্শন করিতে প্রথমতঃ অবিদ্যা-লক্ষণের "অনাদিত্ব" অংশে অসম্ভব দোষ দেখাইয়াছেন। ন্যায়ামৃতকার বলেন—অবিদ্যা অনাদি হইতে পারে না; কারণ অবিদ্যা কল্পিত বস্তু, তাহা দোষ জন্য জ্ঞানমাত্রস্বরূপ। দোষ-জন্য জ্ঞানমাত্রশরীর অবিদ্যা অনাদি হইতে পারে না। যাহা জন্য, তাহা অনাদি নহে। আরও কথা এই যে—অবিদ্যা জ্ঞাননিবর্ত্ত্য এবং অভাব-ভিন্ন। অভাব-ভিন্ন বস্তু বিনাশী হইলে তাহা অবশ্যই আদিমৎ হইবে, তাহা অনাদি হইতে পারে না। যদি বলা যায—অবিদ্যা ও চৈতন্যের সম্বন্ধ জ্ঞাননিবর্ত্ত্যও বটে এবং অভাব বিলক্ষণও বটে; অথচ তাহার অনাদিত্ব আছে। অবিদ্যা-চৈতন্য-সম্বন্ধ অনাদি, সুতরাং অভাব বিলক্ষণ বিনাশী অবিদ্যা বস্তু অবিদ্যা-চৈতন্যের সম্বন্ধের মত অনাদি হইতে পারিবে। এরূপ বলাও সঙ্গত নহে। অভাববিলক্ষণ বিনাশী ঘট-পটাদি বস্তু আদিমৎ হইয়া থাকে। সেইরূপ অবিদ্যা-চৈতন্যের সম্বন্ধও আদিমৎ হইবে। সুতরাং অবিদ্যা ও অবিদ্যা-চৈতন্যের সম্বন্ধ অভাববিলক্ষণ বিনাশী বস্তু বলিয়া ঘট-পটাদি বস্তুর মতই সাদি হইবে। সুতরাং অনাদিত্ব ঘটিত অবিদ্যার লক্ষণের অসম্ভব দোষই হইয়া পড়িবে[১]।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, ন্যায়ামৃতকারের এরূপ বলা সঙ্গত নহে। অবিদ্যা কল্পিত বলিয়া তাহা দোষ-জন্য জ্ঞানমাত্রশরীর হইবে অথবা সাদি হইবে—এরূপ বলা যায় না। দোষজন্য-জ্ঞানমাত্র-শরীরত্ব বা সাদিত্ব ধর্ম্ম কল্পিতত্ব ধর্ম্মের ব্যাপক নহে। যদি ব্যাপক হইত, তবে কল্পিতত্ব ধর্ম্মদ্বারা অবিদ্যার সাদিত্ব বা দোষ-জন্য-জ্ঞানমাত্র-শরীরত্বের অনুমান করা যাইত। কিন্তু তাহা নহে। কল্পিত বস্তুও অনাদি হইতে পারে এবং দোষজন্য-জ্ঞানমাত্রশরীর না হইতেও পারে। যাহা দোষজন্য জ্ঞানমাত্র শরীর, তাহাকেই প্রাতিভাসিক বলা যায়, যেমন শুক্তিরজতাদি। প্রাতিভাসিক বস্তুর অজ্ঞাত সত্তা নাই। যতক্ষণ জ্ঞান আছে, ততক্ষণই সেই বস্তু আছে। যখন তাহার জ্ঞান নাই, তখন সেই বস্তুও নাই। কল্পিত প্রাতিভাসিক বস্তু দোষ-জন্য-জ্ঞানমাত্র-শরীর হইলেও কল্পিত আকাশাদি প্রপঞ্চ

১। অসম্ভবশ্চ। কল্পিতত্বেন দোষজন্যধীমাত্রশরীরস্যাজ্ঞানস্যানাদিত্বাযোগস্যোক্তত্বাৎ। জ্ঞাননিবর্ত্যস্যা-ভাববিলক্ষণস্য রূপ্যবদনাদিত্বাযোগাচ্চ। ন্যায়ামৃত পৃঃ ৩০।২ পত্র

নন্বসংভবঃ কল্পিতত্বেন দোষজন্যধীমাত্রশরীরস্যাজ্ঞানস্য জ্ঞাননিবর্ত্যস্যাভাববিলক্ষণস্য চ রূপ্যবদনা-দিত্বাযোগাদিতি চেৎ। অদ্বৈতসিদ্ধি পৃঃ ৫৪৪

ব্যাবহারিক বলিয়া তাহা প্রাতিভাসিক নহে। এজন্য তাহা দোষ-জন্য-জ্ঞান-মাত্র-শরীরও নহে। ব্যাবহারিক বস্তুর অজ্ঞাত সত্তা স্বীকার করা হয়। প্রতিভাস-মাত্র-শরীর নহে বলিয়া ব্যাবহারিক বস্তুর কল্পিতত্বের কোনও হানি হয় না। এইরূপ কল্পিত বস্তুমাত্র শুক্তিরজতাদির মত সাদিই হইবে—এইরূপ নিয়ম নাই। অবিদ্যাদি অনাদি বস্তুও জ্ঞাননিবর্ত্ত্য বলিয়া কল্পিত হইতে পারে। দোষজন্য-জ্ঞানমাত্র-শরীরত্ব বা সাদিত্ব ধর্ম্মের প্রযোজক (ব্যাপ্য) কল্পিতত্ব না হইলেও প্রতিভাস-কল্পক-সমান-কালীন-কল্পকবত্ত্ব প্রভৃতি প্রযোজক বা ব্যাপ্য হইয়া থাকে। কল্পিত প্রাতিভাসিক শুক্তিরজতের মত শুক্তিরজতের জ্ঞানও কল্পিত। একই অবিদ্যা শুক্তিরজতরূপে ও শুক্তিরজতের জ্ঞানাভাসরূপে পরিণত হইয়া থাকে। শুক্তিরজত যেমন অবিদ্যার পরিণাম, সেইরূপ শুক্তিরজতের জ্ঞানও অবিদ্যার পরিণাম। শুক্তিরজতের জ্ঞান অন্তঃকরণের পরিণাম নহে। এজন্য শুক্তিরজতের জ্ঞানকে জ্ঞানাভাস বলা হয়। শুক্তিত্ব-প্রকারিকা অবিদ্যাই রজতরূপে ও রজত-জ্ঞানাভাসরূপে পরিণত হইয়া থাকে। শুক্তিরজত ও শুক্তিরজতবিষয়ক অবিদ্যাবৃত্তি—এই উভয়ই সাক্ষিভাস্য। এই উভয়ের দ্রষ্টা সাক্ষী। এই দ্রষ্টা সাক্ষীকে প্রমাতা বলা যায না। প্রমাণ জন্য তদ্বিষযক অন্তঃকরণবৃত্তির অভাবকালে মাত্র অবিদ্যাবৃত্তি দ্বারা দ্রষ্টা প্রাতিভাসিক বিষয়ের দর্শন করিয়া থাকে। প্রাতিভাসিক বিষযেব প্রমাণ-জন্য-অন্তঃকরণবৃত্তি হইতেই পাবে না। এজন্যই সাক্ষীকে প্রমাতা বলা যায না। সাক্ষী দ্বাবা গৃহীত বস্তুকে সাক্ষিসিদ্ধ বলা যায; কিন্তু প্রমিত বলা যায় না। শুক্তিরজতাদি বস্তু সাক্ষিসিদ্ধ হইলেও প্রমিত নহে। অবিদ্যা-কল্পিত শুক্তিরজত ও শুক্তিরজতবিষয়ক অবিদ্যা-বৃত্তির দ্রষ্টা সাক্ষিচৈতন্য। এই দ্রষ্টা সাক্ষিচৈতন্যকেই অবিদ্যা কল্পিত বস্তুর কল্পক বলা হইয়া থাকে। কল্পিত বস্তুর দ্রষ্টাই কল্পক। ঘটাদি বস্তুর নির্ম্মাতা কুলালাদি যেমন স্বব্যাপার দ্বাবা ঘটাদির নির্ম্মাণ করে, সেইরূপ অবিদ্যা-কল্পিত শুক্তিরজতাদির কল্পক দ্রষ্টা স্বীয ব্যাপারাদি দ্বারা শুক্তিরজতাদির নির্ম্মাণ করেন না। এজন্য কল্পিত বস্তুর দ্রষ্টাকেই কল্পিত বস্তুব কল্পক বলা হয়। সাক্ষিভাস্য শুক্তিরজতাদি ও সুখদুঃখাদি প্রতিভাসমাত্র-শরীর। এই প্রতিভাস-মাত্র-শরীর কথার অর্থ—প্রতিভাস্য বস্তু প্রতিভাস কালমাত্র স্থায়ী। যখন প্রতিভাস অর্থাৎ জ্ঞান থাকে না, তখন প্রতিভাসের বিষয বস্তুও থাকে না। এতাদৃশ বস্তুকেই প্রতিভাস-মাত্র-শরীর বলা হয়। ঘট-পটাদি বস্তুর প্রতিভাস না থাকিলেও ঘট-পটাদি বস্তু থাকে বলিয়া ঘট-পটাদি বস্তুকে প্রতিভাস-মাত্র-শরীর বলা যায় না। প্রতিভাস-মাত্র-শরীর কথার এইরূপ অর্থ নহে যে, প্রতিভাস ব্যতিরিক্ত প্রতিভাস্য বলিয়া কিছু নাই। প্রতিভাস্য ও প্রতিভাস অভিন্ন—এরূপ

অর্থ নহে। এরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে প্রতিভাস্য বস্তু প্রতিভাসেরই আকার হইয়া পড়ে ; আর তাহাতে বিষয়টী জ্ঞানের আকার—ইহাই বলিতে হয়। ইহা বিজ্ঞান-বাদী বৌদ্ধগণের সিদ্ধান্ত। অদ্বৈতবেদান্তিগণের সিদ্ধান্ত কিন্তু এরূপ নহে। শুক্তি-রজতাদি প্রাতিভাসিক বস্তু তাহার প্রতিভাস হইতে ভিন্ন। এজন্য প্রতিভাস-কাল-মাত্র স্থায়ী প্রতিভাস্য বস্তুকে প্রতিভাস-মাত্র-শরীর বলা হইয়া থাকে। শুক্তিরজতাদি প্রাতিভাসিক বস্তু দোষজন্য-জ্ঞানমাত্র-শরীর এবং সাদি বস্তু। শুক্তিরজতাদি কল্পিত বস্তুর দ্রষ্টা সাক্ষী শুক্তিরজতাদি জ্ঞানেরও দ্রষ্টা হইয়া থাকে। এই শুক্তিরজতের জ্ঞান দোষজন্য-অবিদ্যাবৃত্তিরূপ। এমন কখনই হইতে পারে না যে—শুক্তিরজতের দ্রষ্টা সাক্ষী শুক্তিরজতকে দর্শন করে বটে. কিন্তু অবিদ্যাবৃত্তিরূপ শুক্তিরজতের জ্ঞানকে দর্শন করে না। যে সময়ে সাক্ষী শুক্তিরজতের দ্রষ্টা হইয়া থাকে, সেই সময়ে শুক্তি-রজত-বিষয়ক দোষজন্য অবিদ্যাবৃত্তিরূপ শুক্তিরজতের জ্ঞানও থাকে। শুক্তিরজতাদি প্রতিভাসমাত্র-শরীর বস্তু বলিয়া প্রতিভাস-কল্পক-সমানকালীন-কল্পকবৎ হইয়া থাকে। শুক্তিরজতের প্রতিভাস বা জ্ঞান দোসজন্য অবিদ্যাবৃত্তি। এই অবিদ্যাবৃত্তির কল্পক বা দ্রষ্টা সাক্ষী। সাক্ষী যে সময়ে প্রদর্শিত অবিদ্যাবৃত্তির দ্রষ্টা হইয়া থাকে, সেই সময়েই নিয়মিতভাবে অবিদ্যাকল্পিত শুক্তিরজতাদিরও কল্পক অর্থাৎ দ্রষ্টা হইয়া থাকে। সুতরাং শুক্তিরজতাদি প্রতিভাস-মাত্র-শরীর কল্পিত বস্তুই প্রতিভাস-কল্পক-সমানকালীন-কল্পকবৎ হইয়া থাকে। এতাদৃশ কল্পিত বস্তুই প্রতিভাস-মাত্র-শরীর হইয়া থাকে। যেমন শুক্তিরজতাদি বস্তু ও সুখাদি বস্তু। যে যে কল্পিত বস্তু প্রতিভাস-কল্পক-সমানকালীন-কল্পকবৎ, তাহারাই দোসজন্য-ধীমাত্র-শরীর হইয়া থাকে। যেমন—শুক্তিরজতাদি কল্পিত বস্তু। কিন্তু এরূপ কখনই বলা যায় না যে—যে যে বস্তু কল্পিত, তাহারা সকলেই দোষজন্য-ধীমাত্র-শরীর। কল্পিত হইয়াও যাহারা প্রতিভাস-কল্পক-সমানকালীন-কল্পকবান্ নহে, তাহারা কল্পিত হইয়াও দোষজন্য-ধীমাত্র-শরীর নহে। যেমন—ঘট-পটাদি বস্তু। ইহারা কল্পিত হইয়াও দোষ-জন্য-ধীমাত্র-শরীর নহে। দোষ-জন্য-ধীমাত্র শরীর শুক্তিরজতাদি সাদি বস্তু। অবিদ্যাও যদি কল্পিত বলিয়াই দোষ-জন্য-ধীমাত্র-শরীর হইত, তবে শুক্তিরজতাদির মতই সাদি বস্তু হইয়া পড়িত। কিন্তু অবিদ্যা কল্পিত হইলেও প্রতিভাসকল্পক-সমান-কালীন কল্পকবান্ নহে বলিয়া অবিদ্যাতে দোষ-জন্য-ধীমাত্র-শরীরত্বের আপত্তি করা যায় না। সুতরাং অবিদ্যার সাদিত্বেরও আপত্তি হইবে না[১]।

এস্থলে তরঙ্গিণীকার আপত্তি করেন যে—অবিদ্যা কল্পিত হইলে তাহা প্রাগভাবেরও প্রতিযোগী হইবে অর্থাৎ সাদি হইবে। তাহাতে এইরূপ তর্ক

১ ...কল্পিতত্বমাত্রং হি ন দোষজন্যধীমাত্রশরীরত্বে সাদিত্বে বা তন্ত্রম্। কিন্তু প্রতিভাসকল্পক-সমানকালীনকল্পকবত্বং...তন্ত্রম্। অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৪৪

দেখান যায় যে—"অবিদ্যা যদি কল্পিতা স্যাৎ, প্রাগভাবপ্রতিযোগিনী স্যাৎ" "অবিদ্যা যদি কল্পিতা স্যাৎ, আদিমতী স্যাৎ"। এইরূপ "কারণজন্যা স্যাৎ, দোষজন্যা স্যাৎ" ইত্যাদি তর্কও দেখান যায়[১]। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে প্রদর্শিত তর্কে আপাদ্য ও আপাদকের ব্যাপ্তি গৃহীত হইল কোথায়? ব্যাপ্তিগ্রহের স্থল কি? তাহাতে তরঙ্গিণীকার অবশ্যই বলিবেন যে—শুক্তিরজতাদি কল্পিত বস্তুই উক্ত ব্যাপ্তিগ্রহের স্থল। শুক্তিরজতে প্রদর্শিত আপাদ্য ও আপাদক অবশ্যই আছে। ইহাতে বক্তব্য এই যে—এই আপাদ্য ও আপাদকের ব্যাপ্তি অনৌপাধিক নহে; কিন্তু সোপাধিক। যে যে কল্পিত বস্তু প্রাগভাবপ্রতিযোগী, সাদি ও দোষাদি জন্য হয়, সেই সমস্ত কল্পিত বস্তুই সাদিকল্পকবৎ অর্থাৎ তাহাদের প্রত্যেকেরই কল্পক সাদি হইয়া থাকে। শুক্তিরজতাদি সাদি কল্পিত বস্তুর কল্পকও সাদি। সুতরাং কল্পিতবস্তুর সাদিত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম সাদিকল্পকবত্ত্বের ব্যাপ্য। অবিদ্যার কল্পক সাদি নহে; কিন্তু অনাদি। অতএব অবিদ্যাদিতে সাদিকল্পক-বত্ত্বরূপ ব্যাপক ধর্ম্ম নাই বলিয়া প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্বাদিরূপ ব্যাপ্য ধর্ম্মও থাকিতে পারে না। সুতরাং প্রদর্শিত তর্ক ব্যাপ্তিশূন্য বলিয়া মূলশৈথিল্যদোষে দুষ্ট। অবিদ্যার কল্পক যে অনাদি, তাহা বিশদভাবে বলা হইয়াছে।

যদি বলা যায়—অবিদ্যা সাক্ষিভাস্য বস্তু। এজন্য সর্ব্বদাই অবিদ্যা-বিষয়ক অবিদ্যাবৃত্তি বিদ্যমানই থাকে। অবিদ্যার দ্রষ্টা সাক্ষী অবিদ্যা-বিষয়ক অবিদ্যা-বৃত্তিরও দ্রষ্টা। সুতবাং অবিদ্যা ও অবিদ্যা-বৃত্তি উভয়ই যুগপৎ সাক্ষিভাস্য হইয়া থাকে। অবিদ্যার দ্রষ্টা বা কল্পক সাক্ষী অবিদ্যা-বিষযক অবিদ্যা-বৃত্তির দ্রষ্টা বা কল্পক নহে—এরূপ হইতে পারে না। এজন্য অবিদ্যা দোষ-জন্য-ধীমাত্র-শরীর হইল বলিয়া অবিদ্যারও সাদিত্বের আপত্তি হইবে। তাহাতে অনাদিত্বঘটিত অবিদ্যালক্ষণের অসম্ভব-দোষই হইয়া পড়িবে।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—অবিদ্যার দ্রষ্টা সাক্ষী নিয়মতঃ অবিদ্যা-বিষয়ক অবিদ্যা-বৃত্তির দ্রষ্টা হয় না। প্রলয়াদিকালে অবিদ্যা-বিষয়ক অবিদ্যা-বৃত্তি থাকে না। সুতরাং প্রলয়াদিকালে সাক্ষী অবিদ্যার দ্রষ্টা হইলেও অবিদ্যা-বিষয়ক অবিদ্যা-বৃত্তির দ্রষ্টা নহে। এজন্য অবিদ্যার দ্রষ্টা অবিদ্যা-বিষয়ক জন্য-অবিদ্যাবৃত্তি-কালত্বের ব্যাপ্য নহে। যে যে সময়ে অবিদ্যার দ্রষ্টা হইবে, সেই সমস্ত সময়ে অবিদ্যা-বিষয়ক জন্য-অবিদ্যা-বৃত্তিও থাকিবে—এরূপ বলা যায় না। কারণ প্রলয়াদি দশাতে অবিদ্যা-বিষয়ক অবিদ্যা-বৃত্তি থাকে না[২]।

১ ন্যায়ামৃততরঙ্গিণী, পৃঃ ২২৫

২ অবিদ্যাবিষয়কাবিদ্যাবৃত্তেঃ প্রলয়াদাবস্বীকারান্নাবিদ্যায়াং দৃগিতি ভাবঃ—লঘুচন্দ্রিকা, পৃঃ ৫৪৪

সাক্ষিচৈতন্ত স্বাধ্যস্ত (নিজেতে অধ্যস্ত) অবিদ্যার সাক্ষাৎ দ্রষ্টা হইতে পারিলেও অবিদ্যা-বিষয়ক অবিদ্যা-বৃত্তি স্বীকারের আবশ্যকতা এই যে—অনুভূত অবিদ্যার বা অজ্ঞানের কালান্তরে স্মরণ হইয়া থাকে। স্মরণমাত্রই সংস্কারজন্য। আর সংস্কার অনুভব জন্য হইয়া থাকে। অনুভবজন্য সংস্কার জনকীভূত অনুভবের নাশক হইয়া থাকে। অনুভব হইতে সংস্কার উৎপন্ন হইলে সংস্কারোৎপত্তির পরক্ষণে অনুভবের নাশ হইয়া থাকে। অনুভব ফলনাশ্য; এজন্য নিত্য অনুভব সংস্কারের জনক হয় না। নিত্য অনুভবজন্য সংস্কার স্বীকারের আবশ্যকতাও নাই। কালান্তরে জ্ঞান হইবার জন্যই অনুভব হইতে সংস্কার ও সংস্কার হইতে স্মৃতি হইয়া থাকে। অনুভব নিত্য হইলে নিত্য বিদ্যমান অনুভব দ্বারাই কালান্তরেও বিষয়ের স্ফুরণ হইতে পারিবে। সুতরাং স্মরণের আবশ্যকতা কোথায়? অনুভূয়মান বস্তু স্মর্য্যমাণ নহে। এজন্য যে যে স্থলে অজ্ঞানের স্মরণ অনুভবসিদ্ধ, সেই সেই স্থলেই অজ্ঞানবিষয়ক জন্য-অবিদ্যা-বৃত্তি স্বীকার করা হইয়া থাকে। সাক্ষিচৈতন্য অবিনাশী বস্তু। এজন্য সাক্ষিরূপ নিত্য অনুভব হইতে সংস্কার উৎপন্ন হইতে পারে না। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণের মতে ঈশ্বরের অনুভব নিত্য বলিয়া ঈশ্বরের কোন বস্তুবিষয়ক স্মরণ হইতে পারে না। ঈশ্বরের নিত্য অনুভব সংস্কারের জনক নহে। সংস্কার না থাকিলে স্মৃতি হয় না। বিবরণাচার্য্য ঈশ্বরের অবিদ্যা-বৃত্তিরূপ অনুভবকে জন্য (অনিত্য) বলিয়া স্বীকার করেন। এজন্য ঈশ্বরের জন্য-অনুভব হইতে সংস্কার ও সংস্কার হইতে স্মৃতি হইয়া থাকে। ঈশ্বরের অতীতবিষয়ক স্মৃতি হয়—একথা বিবরণাচার্য্য স্বীকার করিয়াছেন[১]। ঈশ্বরের অতীতবিষয়ক স্মৃতি-দ্বারাই ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব সমর্থন করিয়াছেন[২]। এজন্যই শুক্তিরজত সাক্ষি-ভাস্য হইলেও শুক্তি-রজত-বিষয়ক জন্য-অবিদ্যাবৃত্তি স্বীকার করা হয়। শুক্তি-রজত-বিষয়ক অবিদ্যা-বৃত্তি স্বীকার না করিলে নিত্য সাক্ষী হইতে সংস্কার উৎপন্ন হইতে পারে না বলিয়া কালান্তরে শুক্তি-রজত-স্মৃতির জন্য সংস্কারের আবশ্যকতা আছে। এই সংস্কারের উৎপাদনের জন্য জন্য-জ্ঞানও মানিতে হইবে। এইজন্যই রজতবিষয়ক অবিদ্যা-বৃত্তি স্বীকার করা হইয়াছে। সাক্ষি-ভাস্য বস্তুবিষয়ক জন্য-অবিদ্যাবৃত্তি স্বীকার না করিলে কালান্তরে সেই সাক্ষি-ভাস্য বস্তুর স্মৃতি হইতে পারিত না। এজন্য নব্য অদ্বৈতবেদান্তিগণ সাক্ষি-ভাস্য বস্তুবিষয়ক

১ বিবরণ পৃঃ ২১০ (বিজয়নগর স) ও তত্ত্বচন্দ্রিকা পৃঃ ৭৮৩

২ প্রলয়ের পরে সৃষ্টির প্রারম্ভে জীব প্রলয়দশাতে অনুভূত অবিদ্যা বা অজ্ঞানের স্মরণ করে না। তাদৃশ অবস্থায় জীবের অজ্ঞান-স্মরণ কখনই হয় না বলিয়া প্রলয়কালে অজ্ঞান-বিষয়ক সংস্কার ও সংস্কারের জনক জন্য-অনুভব স্বীকারের আবশ্যকতা নাই। সুপ্তোত্থিত পুরুষের সুষুপ্তিকালে অনুভূয়মান অজ্ঞানের স্মরণ সর্ব্বানুভব সিদ্ধ বলিয়া সুষুপ্তিকালে অবিদ্যা বিষয়ক জন্য-অবিদ্যা-বৃত্তি স্বীকার করা হইয়া থাকে। সুষুপ্তিকালে অবিদ্যার জন্য অনুভব হইতে সংস্কার ও সংস্কার হইতে সুপ্তোত্থিত পুরুষের অবিদ্যার স্মৃতি হইয়া থাকে।

জন্য-অবিদ্যা-বৃত্তি স্বীকার করিয়া থাকেন। নৃসিংহাশ্রম প্রভৃতি প্রাচীন বেদান্তিগণ সাক্ষি-ভাস্য বস্তুবিষয়ক জন্য-অবিদ্যা-বৃত্তি স্বীকার না করিয়াই কালান্তরে সাক্ষিভাস্য বস্তুবিষয়ক স্মৃতির উপপত্তি করিয়া থাকেন। প্রাচীন রীতি প্রস্থানান্তর বলিয়া আমরা এস্থলে তাঁহার অভিপ্রায় দেখাইতে বিরত রহিলাম।

যাহা হউক, প্রলয়াদিকালে অবিদ্যা-বিষয়ক অবিদ্যা-বৃত্তি নাই বলিয়া অবিদ্যা কল্পিত হইলেও তাহা দোষ-জন্য-ধীমাত্র-শরীর নহে। এজন্য দোষ-জন্য-ধীমাত্র-শরীর শুক্তি-রজতাদির মত অবিদ্যার সাদিত্বের আপত্তি হয় না। আরও কথা এই যে—অবিদ্যা কল্পিত বলিয়া শুক্তি-রজতাদির মত সাদি হইবে—এরূপ বলা যায় না। অবিদ্যা সাদি হইলে অবশ্যই অনাদিত্বঘটিত অবিদ্যা-লক্ষণের অসম্ভব দোস হইয়া পড়িত। অবিদ্যা কল্পিত হইয়াও অনাদি। কল্পিত বস্তুমাত্রই সাদি নহে। সেই কল্পিত বস্তুই সাদি হইযা থাকে, যে কল্পিত বস্তুর কল্পক সাদি হয়। সাদি কল্পকবত্ত্ব প্রযুক্তই কল্পিত বস্তুর সাদিত্ব হইয়া থাকে। কল্পিতত্ব প্রযুক্তই সাদিত্ব হয় না। অবিদ্যার কল্পক অবিদ্যোপহিত চৈতন্য। এই অবিদ্যাব কল্পক অবিদ্যোপ-হিত চৈতন্য অনাদি বলিযা অবিদ্যাতে সাদি কল্পকবত্ত্ব নাই। সাদি শুক্তি-রজতাদির কল্পক সাদি। শুক্তি-রজতেব অধিষ্ঠান-জ্ঞানবানই শুক্তি-রজতাদির কল্পক। অধিষ্ঠানজ্ঞান সাদি বলিয়া শুক্তিরজতের কল্পক অনাদি নহে। সাদি-কল্পকবত্ত্ব কথার অর্থ—যাহার কল্পক অর্থাৎ দ্রষ্টা সাদি একপ বলা হইযাছে। আবার এরূপও বলা যাইতে পারে যে—সাদি কল্পনাব বিষয়ত্বই সাদিকল্পকবত্ত্ব। অবিদ্যার কল্পনা অবিদ্যোপহিত অনাদিচৈতন্য। সুতরাং অবিদ্যা সাদি কল্পনার বিষয় নহে। অবিদ্যা-বিষযক জন্য-অবিদ্যাবৃত্তি—অবিদ্যাব কল্পনা নহে। এই অবিদ্যা-বৃত্তি সাদি। এই অবিদ্যা-বৃত্তি অবিদ্যার কল্পনা হইলে অবিদ্যাও সাদি কল্পনারূপই হইত। কিন্তু অবিদ্যোপহিত চৈতন্যই অবিদ্যাব কল্পনা বলিযা অবিদ্যাতে সাদি কল্পকবত্ত্ব নাই। সুতরাং সাদিকল্পকবৎ-কল্পিত বস্তুই সাদি। অবিদ্যা অনাদি-কল্পকবৎ কল্পিত বস্তু বলিয়া তাহা অনাদি[১]।

প্রলয়াদি দশাতেও জন্য-অবিদ্যা-বৃত্তি স্বীকাব করিলে অবিদ্যা সাদি কল্পকবৎই হইয়া পড়িবে। তাহাতে অবিদ্যাব সাদিত্বেব আপত্তি হইবে এবং অনাদিত্ব-ঘটিত অবিদ্যা-লক্ষণের অসম্ভব দোষই হইবে। যাঁহারা প্রলয়াদি দশাতেও অবিদ্যা-বিষয়ক জন্য-অবিদ্যা-বৃত্তি স্বীকার কবেন, তাঁহাদের মতে সাদি-কল্পকবত্ত্ব-প্রযুক্ত অবিদ্যার সাদিত্ব অপরিহার্য্য। এজন্য অদ্বৈতসিদ্ধিকার অন্য একটি ধর্ম্মকে কল্পিত বস্তুর সাদিত্বের প্রযোজক নির্দ্দেশ করিতেছেন—"বিদ্যাঽনিবৃত্ত্যপ্রযুক্ত

১ সাদিকল্পকবত্ত্বং……তত্ত্বম্। অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৪৪-৪৫

ইত্যাদি”...[১]। বিদ্যার অনিবৃত্তি কথার অর্থ—বিদ্যার সম্বন্ধ। বিদ্যাসম্বন্ধ অপ্রযুক্ত অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় না। কিন্তু বিদ্যা-সম্বন্ধ প্রযুক্তই অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। অবিদ্যার কার্য্য শুক্তি-রজতাদির নিবৃত্তি বিদ্যাসম্বন্ধপ্রযুক্ত নহে; কিন্তু শুক্তি-রজতাদির উপাদান অজ্ঞানের নিবৃত্তি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। উপাদান নিবৃত্তি-প্রযুক্তই অজ্ঞানকার্য্য শুক্তি-রজতাদির নিবৃত্তি হয়। সুতরাং অবিদ্যাকার্য্য সাদিবস্তু-মাত্রের অবিদ্যানিবৃত্তি প্রযুক্ত নিবৃত্তি হইয়া থাকে বলিয়া বিদ্যাসম্বন্ধাপ্রযুক্ত নিবৃত্তির প্রতিযোগিত্ব সাদি কল্পিত বস্তুমাত্রে থাকে। অনাদি অবিদ্যার নিবৃত্তি বিদ্যাসম্বন্ধা-প্রযুক্ত নহে; কিন্তু বিদ্যাসম্বন্ধ প্রযুক্তই বটে।

আরও কথা এই যে—অনাদি জীবেশ্বর ভেদাদির নিবৃত্তি অবিদ্যানিবৃত্তির মত বিদ্যাসম্বন্ধ প্রযুক্তই হইয়া থাকে; কিন্তু অবিদ্যাকার্য্য সাদি শুক্তি-রজতাদির মত অবিদ্যা-নিবৃত্তি-প্রযুক্ত নহে। সুতবাং অবিদ্যা কল্পিত হইয়াও যেরূপ অনাদি, কল্পিত জীবেশ্বর ভেদাদিও সেইরূপ অনাদি। যদি জীবেশ্বর-ভেদাদিরও অবিদ্যা-নিবৃত্তি-প্রযুক্ত নিবৃত্তি স্বীকার করা যায়, তবে কল্পিত জীবেশ্বর-ভেদাদির সাদিত্বের আপত্তি হইতে পারে। এজন্য অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলিয়াছেন—“প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্বং বা”[২]। প্রাগভাবের প্রতিযোগিত্বই সাদিত্বের প্রযোজক। অবিদ্যা-কার্য্য শুক্তি-রজতাদিতে প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্ব আছে। এজন্য তাহাদের সাদিত্ব সিদ্ধ হইবে। অবিদ্যা বা জীবেশ্বর-ভেদাদিতে সাদিত্বেব প্রযোজক প্রাগভাব-প্রতিযোগিত্ব নাই বলিয়া তাহাদের সাদিত্ব সিদ্ধ হইবে না। সুতরাং সাদিত্ব ধর্ম্মের অভাবপ্রযুক্ত অনাদিত্ব ঘটিত অজ্ঞান-লক্ষণেব অসম্ভব দোষ হইল না।

অদ্বৈতদীপিকাকার নৃসিংহাশ্রমেব সমাধান

দ্বৈতবাদী মাধ্বগণের প্রদর্শিত আপত্তির উত্তরে অদ্বৈতদীপিককার নৃসিংহাশ্রম বলিয়াছেন যে—কল্পিত বস্তুমাত্রই দোষ-জন্য হয়, এরূপ কথা যদি দ্বৈতবাদিগণ বলেন, তবে আমরাও বলিতে পারি—পরমার্থ বস্তুমাত্রই গুণ-জন্য হইয়া থাকে। আর তাহাতে নিত্য বস্তুমাত্রেরই উচ্ছেদ ঘটিবে[৩]। আরও কথা এই যে—দ্বৈতবাদিগণ “কল্পিত” শব্দের অর্থ কি মনে করেন? তাঁহারা কি কল্পিত শব্দের অর্থ কার্য অথবা জন্য, এরূপ মনে করেন। অথবা কল্পিত শব্দের অর্থ—“মিথ্যা” এরূপ মনে করেন? কল্পিত শব্দের অর্থ—কার্য্য হইতে পারে না। অবিদ্যাদি কল্পিত

১ বিদ্যাঽনিবৃত্ত্যপ্রযুক্তনিবৃত্তিপ্রতিযোগিত্বং .... তত্ত্বম্। অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৪৫

২ প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্বং বা তত্ত্বম্। ন চ তৎ প্রকৃতেঽস্তি। অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৪৫

৩ নন্বু কল্পিতস্য দোষজন্যত্বং নিয়তমিতি চেৎ। তর্হি পরমার্থস্যাপি গুণজন্যত্বং নিয়তমিতি তব তন্নিরহান্নিত্যমাত্রবিলোপপ্রসঙ্গঃ। অদ্বৈতদীপিকা (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ), পৃঃ ২৫২

বস্তুর কার্যত্ব অসিদ্ধ। অবিদ্যা অনাদি; তাহার কোনও কারণ নাই। প্রত্যুত অবিদ্যাই সর্ব্বকার্য্যের কারণ। আর যদি কল্পিত কথার অর্থ মিথ্যা হয়, তবে তাহা আমরাও স্বীকার করি। অবিদ্যা মিথ্যা বস্তুই বটে। দ্বৈতবাদিগণ যদি এরূপ বলেন যে—পরমার্থ নিত্য বস্তুও গুণজন্য হইবে বলিয়া যে আপত্তি অদ্বৈতবাদিগণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে। জন্য-বস্তুই কারণজন্য হইয়া থাকে। যাহা কারণজন্য নহে, তাহা জন্যও নহে। পারমার্থিক বস্তুমাত্রই জন্য নহে। কোনও কোনও পারমার্থিক বস্তু প্রমাণদ্বারা জন্য বলিয়া সিদ্ধ হয় এবং কোনও কোনও পারমার্থিক বস্তু প্রমাণদ্বারা নিত্য বলিয়াই সিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং পারমার্থিক নিত্য বস্তুর উচ্ছেদ হইবে কেন[১]? এতদুত্তরে আমরাও বলিব—কল্পিত বস্তুমাত্রই দোষজন্য—এরূপ নিয়ম নাই; কিন্তু অনুভব অনুসারে কল্পিত কার্য্য বস্তুই দোষ-জন্য হইয়া থাকে। কল্পিত অনাদি বস্তু দোষ-জন্য নহে[২]। ইহাতে যদি দ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে—অবিদ্যাদি বস্তু দোষজন্য না হইয়াও যদি কল্পিত হইতে পারে, তবে অদ্বৈতবাদিগণের মতে আত্মাও অবিদ্যাদির মত কল্পিত হইতে পারিবে[৩]। এতদুত্তরে আমরাও বলিব—পরমার্থ সত্য বস্তুও যদি জন্য হয়, তবে পরমার্থ সত্য আত্মাও জন্য হইবে না কেন? অদ্বৈতবাদিগণ জন্য বস্তুকে পরমার্থ বলিয়া স্বীকারই করেন না। দ্বৈতবাদিগণ জন্য বস্তুকেও পরমার্থ সত্য বলেন। পরমার্থ সত্য বস্তুর জন্যত্ব স্বীকার করিলে আত্মারও জন্যত্বের আপত্তি হইবে[৪]। বিশেষ কথা এই যে—যাহা কল্পিত, তাহা দোষ-জন্য—এরূপ নহে। কিন্তু যাহা কল্পিত, তাহা জড়, দৃশ্য ও পরিচ্ছিন্ন। অনাদি কল্পিত বস্তুতেও জড়ত্বাদি ধর্ম্ম আছে। সুতরাং জড়ত্বাদি ধর্ম্ম-প্রযুক্তই অবিদ্যাদির কল্পিতত্ব সিদ্ধ হইবে[৫]। যদি দ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে—জড়ত্বাদি ধর্ম্মকেই কল্পিতত্বের প্রযোজক না বলিয়া চিদ্রূপত্বকে কল্পিতত্বের প্রযোজক বলা হইল না কেন? চিদ্রূপত্ব কল্পিতত্বের প্রযোজক হইলে আত্মাও কল্পিত হইবে। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণ আত্মাকেও কল্পিত বলিয়া স্বীকার করুন।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—দ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। আত্মা সত্য,

১ .. নন্বু কার্য্যং কারণজন্যং তন্নিবৃত্তৌ নিবর্ত্ততে। পারমার্থিকং চ সর্বং ন কার্য্যং, কিং তু যথাপ্রমাণং কিঞ্চিদেবেতি চেৎ। অদ্বৈতদীপিকা (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ) পৃঃ ২৫৩

২ তর্হি কল্পিতমপি সর্বং দোষজন্যমিতি ন নিয়মঃ, কিং তু যথানুভবং কার্যমেব কল্পিতং দোষজন্যমিতি তুল্যম্। অদ্বৈতদীপিকা (দ্বিতীয় পারিচ্ছেদ), পৃঃ ২৫৩

৩ দোষজন্যত্বাভাবেঽপি কল্পিতত্বে কিমাত্মাঽপি কল্পিতো ন ভবেদিতি চেৎ? অদ্বৈতদীপিকা (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ), পৃঃ ২৫৩-৫৪

৪ পরমার্থস্যাপি জন্যত্বে কিমিত্যাত্মাপি জন্যো ন ভবেদিতি সমম্। অদ্বৈতদীপিকা (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ), পৃঃ ২৫৪

৫ কিঞ্চ কল্পিতত্বে হি জড়ত্বং প্রযোজকম্। তচ্চ দোষাজন্যত্বেঽপ্যজ্ঞানাদেরক্ষতম্। অদ্বৈতদীপিকা (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ), পৃঃ ২৫৪

জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ—ইহা শ্রুতিসিদ্ধ। সুতরাং জড়ত্বাদির বিপরীতরূপে আত্মা শ্রুত্যাদি প্রমাণ সিদ্ধ[১]। আরও কথা এই যে—আত্মাও যদি কল্পিত হয়, তবে আত্মা জড় হইয়া পড়িবে। তাহাতে জগদান্ধ্য প্রসঙ্গ হইবে। আত্মা জগদবভাস-স্বরূপ—"তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি"। আত্মা কল্পিত হইলে তাহার অধিষ্ঠান কে হইবে? সমস্ত ভ্রমের অধিষ্ঠান চিদ্রূপ বস্তুই আত্মা। কল্পিত বস্তুর বাধ অবশ্যম্ভাবী। আত্মার কখনও বাধ হয় না। প্রত্যুত আত্মাই সমস্ত বাধের অবধি। এজন্যই শ্রুতি "নেতি নেত্যাত্মা" বলিয়াছেন। দ্বৈতবাদিগণ জিজ্ঞাসা করেন যে—কল্পিত অজ্ঞানের অনাদিত্বে প্রমাণ কি? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—সৃষ্টির আদ্য কার্য্যের উপাদানত্বই অজ্ঞানের অনাদিত্বে প্রমাণ। "ব্রহ্মবিষয়ম্ অজ্ঞানম্ অনাদি, সর্গাদ্যকার্য্যোপাদানত্বাৎ, ব্রহ্মবৎ। কোনও কার্য্য বস্তু সৃষ্টির আদ্য কার্য্যের উপাদান হইতে পারে না। এজন্য প্রদর্শিত হেতুটি অপ্রযোজক নহে[২]।

ন্যায়ামৃতকারের পূর্ব্বপক্ষ ও অদ্বৈতসিদ্ধিকারের সমাধান

অদ্বৈতবাদিগণ জ্ঞাননিবর্ত্ত্য অথচ অভাববিলক্ষণ অবিদ্যার অনাদিত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু তাহা অসঙ্গত। যাহা জ্ঞাননিবর্ত্ত্য ও অভাববিলক্ষণ, তাহা সাদিই হইয়া থাকে, যেমন—শুক্তিরজতাদি। ইহাতে ন্যায়ামৃতকার এই অনুমান দেখাইতেছেন যে—"অবিদ্যা সাদি, জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্ব-সমানাধিকরণাভাব-বিলক্ষণত্বাৎ শুক্তিরজতবৎ[৩]।" অর্থাৎ অবিদ্যা সাদি, যেহেতু তাহাতে জ্ঞান-নিবর্ত্ত্যত্ব-সমানাধিকরণ-অভাববিলক্ষণত্ব হেতু আছে, যেমন—শুক্তিরজত।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, ন্যায়ামৃতকারের এইরূপ অনুমান প্রদর্শন সঙ্গত হয় নাই; কারণ প্রদর্শিত অনুমান আগম বিরোধী। প্রত্যক্ষ ও আগমবিরুদ্ধ অনুমান ন্যায়াভাস। "অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাম্" এবং "অনাদিমায়য়া সুপ্তো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে" ইত্যাদি শাস্ত্রদ্বারা অবিদ্যার অনাদিত্বই প্রতিপাদন করা হইয়াছে। অবিদ্যার সাদিত্বানুমান প্রদর্শিত শাস্ত্রের বিরোধী। প্রত্যুত ন্যায়ামৃতকার-প্রদর্শিত অনুমানে

১ ন চ বৈপরীত্যমাত্মনঃ সংজ্ঞানাত্মকতয়া শ্রুত্যাদিভিঃ প্রমিতত্বাৎ। অদ্বৈতদীপিকা (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ), পৃঃ ২৫৪

২ আত্মনোঽপি কল্পিতত্বে জগদান্ধ্যপ্রসঙ্গাৎ। জগদবভাসস্যাত্মস্বরূপত্বাৎ। তথাচ শ্রুতিঃ—"তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বম্, তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ইতি। আত্মনোঽপি কল্পিতত্বে তদধিষ্ঠানানিরূপণাৎ সর্বভ্রমাধিষ্ঠানচিদ্রূপস্যৈব চ আত্মত্বাৎ। কল্পিতস্য বাধনিয়মাৎ আত্মনশ্চ তদভাবাৎ প্রত্যুত সর্বভ্রমবাধাবধিত্বাৎ। তথাচ শ্রুতিঃ—'অথাত আদেশো নেতি নেতি ন হ্যেতস্মাদিতি। নেতি অন্যৎ পরমস্তি। ইতি। কল্পিতাজ্ঞানস্যানাদিত্বে কিং প্রমাণমিতি চেৎ, ন, ব্রহ্মবিষয়মজ্ঞানমনাদি সর্গাদ্যকার্যোপাদানত্বাৎ, ব্রহ্মবৎ। কার্যস্য সর্গাদ্যকালীনকার্য্যোপাদানত্বাসম্ভবান্নাপ্রযোজকত্বম্। অদ্বৈতদীপিকা (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ), পৃঃ ২৫৫

৩ জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বাভাববিলক্ষণস্য রূপ্যবদনাদিত্বাযোগাচ্চ। ন্যায়ামৃত, পৃঃ ৩০১/২

সৎপ্রতিপক্ষ দোষও আছে। "অজ্ঞানমনাদি, জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বে সতি ভাব-বিলক্ষণত্বাৎ; জ্ঞানপ্রাগভাববৎ।" অর্থাৎ অবিদ্যা—অনাদি, যেহেতু তাহাতে জ্ঞান-নিবর্ত্ত্যত্ব-সমানাধিকরণ-ভাববিলক্ষণত্ব হেতু আছে; যেমন—জ্ঞানের প্রাগভাব। ন্যায়ামৃতকার-প্রদর্শিত অনুমান সোপাধিকও বটে। উপাধিযুক্ত হেতু সাধ্যের সাধক হয় না। ন্যায়ামৃতকার-প্রদর্শিত অনুমানে "ভাবত্বই" উপাধি। পক্ষীকৃত অবিদ্যাতে ভাবত্ব ধর্ম্ম নাই বলিয়া তাহাতে সাদিত্বও নাই। যেহেতু সাদিত্ব ধর্ম্মের ব্যাপক ভাবত্ব অবিদ্যাতে নাই। অবিদ্যা ভাববিলক্ষণ। সুতরাং ন্যায়ামৃতকার-প্রদর্শিত হেতু সোপাধিক হইয়াছে[১]।

ইহাতে ন্যায়ামৃতকার বলেন যে—অদ্বৈতবাদিগণ অবিদ্যাকে অভাব-বিলক্ষণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। যদি এই অবিদ্যাকে ভাব-বিলক্ষণও বলা হয়, তবে পরস্পর বিরোধ ঘটিবে। অভাব-বিলক্ষণ বস্তুই ভাব; ভাব-বিলক্ষণ বস্তুই অভাব। পরস্পর বিরুদ্ধ দুইটি ধর্ম্মের একটির অভাব স্বীকার করিলে অপর ধর্ম্মটির সত্তা স্বীকার করিতে হইবে। ভাবত্ব ও অভাবত্ব ধর্ম্ম দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ। ভাবত্ব না থাকিলে অভাবত্ব থাকিবে এবং অভাবত্ব না থাকিলে ভাবত্ব থাকিবে। এমন কোন ধর্ম্মীই হইতে পারে না যে—যাহাতে ভাবত্বও নাই, অভাবত্বও নাই। সুতরাং অভাববিলক্ষণ অবিদ্যাদিতে ভাবত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহাতে ভাবত্ব অবিদ্যারূপ পক্ষবৃত্তি হইল বলিয়া উপাধি হইবে না[২]।

ন্যায়ামৃতকারের এরূপ বলা অসঙ্গত। অবিদ্যা ভাব ও অভাববিলক্ষণ, অবিদ্যার ভাবত্বে ও অভাবত্বে বাধক আছে বলিয়া অবিদ্যা ভাব ও অভাব হইতে বিলক্ষণ তৃতীয় প্রকার সিদ্ধ হইবে। অবিদ্যার ভাবত্বে বাধক এই যে—অবিদ্যা জ্ঞাননাশ্য বলিয়া বিনাশী বস্তু। অবিদ্যা যদি ভাব বস্তু হইত, তবে বিনাশী ভাব বস্তু সাদি হইয়া থাকে বলিয়া অবিদ্যারও সাদিত্বের প্রসঙ্গ হইত, অথচ অবিদ্যা অনাদি। অবিদ্যার অনাদিত্ব "অনাদিমায়য়া" ইত্যাদি শাস্ত্রদ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং বিনাশী ভাব বস্তুর সাদিত্ব নিয়মই অনাদি অবিদ্যার ভাবত্বে বাধক। এইরূপ অবিদ্যা অভাবরূপও হইতে পারে না। অবিদ্যা জগদুপাদান, অভাব বস্তু কাহারও উপাদান হইতে পারে না। জগতের উপাদানরূপেই অবিদ্যা সিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং

১ জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বসমানাধিকরণাভাববিলক্ষণত্বেনাবিদ্যায়াঃ সাদিত্বসাধনে 'অজামেকাম্' 'অনাদি-মায়য়ে'ত্যাদিশাস্ত্রবিরোধঃ, অনাদিত্বসাধকেন জ্ঞাননিবর্ত্যত্বে সতি ভাববিলক্ষণত্বেন সৎপ্রতিপক্ষশ্চ ভাবত্বস্যোপাধিত্বং চ। অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৪৫

২ নচ-অভাববিলক্ষণাবিদ্যাদৌ ভাববিলক্ষণত্বমসংভবি, পরস্পরবিরোধদিতি —বাচ্যম্। অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৪৫

......ত্বন্মতে অজ্ঞানস্য ভাবাভাববিলক্ষণত্বেন ভাবত্বাভাবাচ্চ। ভাববিলক্ষণস্যাভাবত্বনিয়মেন ভাব-বিলক্ষণে অভাববৈলক্ষণ্যস্যাপ্যযোগাচ্চ।......ন্যায়ামৃত, পৃঃ ৩০২/১ পত্র

উপাদানত্বই অবিদ্যার অভাবত্বে বাধক। অতএব বাধকপ্রযুক্ত অবিদ্যা ভাবাভাব-বিলক্ষণ তৃতীয় প্রকার সিদ্ধ হইল। ভাবত্ব ও অভাবত্ব ধর্ম্ম পরস্পরের অভাবের ব্যাপক নহে অর্থাৎ ভাবত্ব না থাকিলেই অভাবত্ব থাকিবে এবং অভাবত্ব না থাকিলেই ভাবত্ব থাকিবে—ইহা নহে। এইরূপ ভাবত্ব ও অভাবত্ব পরস্পর অভাবরূপও নহে অর্থাৎ ভাবত্বের অভাবই অভাবত্ব এবং অভাবত্বের অভাবই ভাবত্ব—এরূপও নহে। ভাবত্ব ও অভাবত্ব পরস্পরের অভাবের ব্যাপ্যও নহে। তাহা হইলে একটি ধর্ম্মের অভাবদ্বারা অপর ধর্ম্মের আক্ষেপ করা যায় না। যেমন গোত্ব ও অশ্বত্ব ধর্ম্ম দুইটি পরস্পর অভাবের ব্যাপ্য হইয়াছে; কারণ যে যে স্থানে গোত্ব আছে, সে সে স্থানে অবশ্য অশ্বত্বাভাব আছে এবং যে যে স্থানে অশ্বত্ব আছে, সে সে স্থানে গোত্বাভাব আছে; এজন্য গোত্ব ও অশ্বত্ব ধর্ম্ম দুইটি পরস্পরের অভাবের ব্যাপ্য। পরস্পরের অভাবের ব্যাপ্য এই দুইটি ধর্ম্মেরই উষ্ট্র, মহিষাদিতে অভাব আছে। এইরূপ ভাবত্ব ও অভাবত্ব পরস্পরের অভাবের ব্যাপ্য হইলে উভয় ধর্ম্মেরই অভাব এক স্থানে থাকিতে কোনও বাধা নাই।[1] এই কথা অদ্বৈতসিদ্ধির প্রথম মিথ্যাত্বলক্ষণে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে।[2]

বস্তুতঃ কথা এই যে—ভাবত্ব হইতেছে সদ্রূপত্ব এবং অভাবত্ব হইতেছে অসদ্রূপত্ব। অবিদ্যাতে এই সদ্রূপত্ব ও অসদ্রূপত্বের বাধক আছে বলিয়া অবিদ্যা সদসদ্বিলক্ষণ। অবিদ্যার সদ্রূপত্বে বাধক এই যে—অবাধ্যত্বই সদ্রূপত্ব; অবিদ্যা জ্ঞানবাধ্য বলিয়া সদ্রূপ হইতে পারে না। এইরূপ অবিদ্যা অসদ্রূপও হইতে পারে না। অবিদ্যা সর্ব্বকার্য্যের জনক; কিন্তু অসৎ বন্ধ্যাপুত্রাদি কোনও কার্য্যেরই জনক নহে। কোনও কার্য্যের জনক হইলে তাহা অসৎ হয় না। এজন্য অবিদ্যা সদসদ্বিলক্ষণ। অবিদ্যাকে যে অভাব-বিলক্ষণ বলা হইয়াছে, তাহার অর্থও—তুচ্ছবিলক্ষণ অর্থাৎ অসদ্বিলক্ষণ। একথা অদ্বৈতসিদ্ধিকারও বলিয়াছেন।

এস্থলে তরঙ্গিণীকার একটি নূতন আশঙ্কার উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলেন—অদ্বৈতবাদিগণ যে অবিদ্যাকে ভাবাভাববিলক্ষণ বা সদসদ্বিলক্ষণ বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে। ভাবাভাববৈলক্ষণ্য বা সদসদ্বৈলক্ষণ্য এক বস্তুতে থাকিতে পারে না অর্থাৎ একই বস্তু ভাববিলক্ষণও বটে, অভাববিলক্ষণও বটে—এরূপ হইতে পারে না। ভাববৈলক্ষণ্য ও অভাববৈলক্ষণ্য বিরুদ্ধ ধর্ম্ম; এই বিরুদ্ধ ধর্ম্ম দুইটি কোনও এক স্থানে থাকিতে পারে না। এইরূপ সদ্বৈলক্ষণ্য ও অসদ্বৈলক্ষণ্য ধর্ম্ম দুইটিও পরস্পর বিরুদ্ধ

১ ভাবাত্বাভাবত্বয়োর্বাধকসত্ত্বেন তৃতীয়প্রকারত্বসিদ্ধৌ পরস্পরবিরহব্যাপকত্বরূপবিরোধাসিদ্ধেঃ. পরস্পরবিরহব্যাপ্যত্বরূপস্ত বিরোধো নৈকবিরহেণাপরমাক্ষিপতি। নহি গোত্ববিরহোঽশ্বত্বমাক্ষিপতীত্যুক্তম্। অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৪৫"

২ অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫০-৫৫

বলিয়া কোনও এক স্থানে থাকিতে পারে না। আমরা সৎ ও অসৎ এই দুইটি রাশি স্বীকার করি। কিন্তু সৎও নহে, অসৎও নহে, এইরূপ একটি তৃতীয় রাশি অত্যন্ত অসম্ভব। কেন অসম্ভব তাহা বলা হইয়াছে। অদ্বৈতবাদিগণ সদ্বৈলক্ষণ্য ও অসদ্বৈলক্ষণ্য ধর্ম্ম দুইটির বিরোধ স্বীকার করেন না। এইরূপ ভাববৈলক্ষণ্য ও অভাববৈলক্ষণ্যেরও বিরোধ স্বীকার করেন না। তাঁহারা ভাব ও অভাব বিলক্ষণ বস্তু স্বীকার করেন। কিন্তু ইহা অসম্ভব। ভাব ও অভাববিলক্ষণ একটি তৃতীয় রাশি হইতেই পারে না। অদ্বৈতবাদিগণ ভাববৈলক্ষণ্য ও অভাববৈলক্ষণ্য ধর্ম্ম দুইটির বিরোধ স্বীকার করেন না। বিরোধ স্বীকার করেন না বলিয়াই ভাব ও অভাববিলক্ষণ একটি তৃতীয় প্রকার স্বীকার করেন। অদ্বৈতবাদিগণের মতে স্পষ্ট দোষ এই যে—একটি তৃতীয় প্রকার বস্তু সিদ্ধ হইলে সদ্বৈলক্ষণ্য ও অসদ্বৈলক্ষণ্য ধর্ম্ম দুইটির অবিরোধ সিদ্ধ হইবে। এইরূপ ভাব-বৈলক্ষণ্য ও অভাব-বৈলক্ষণ্য ধর্ম্ম দুইটিরও অবিরোধ তবেই সিদ্ধ হইবে, যদি ভাবাভাববিলক্ষণ একটি তৃতীয় প্রকার বস্তু সম্ভাবিত হয়। সুতরাং একটি তৃতীয় প্রকার বস্তু সিদ্ধ হইলে প্রদর্শিত বিরুদ্ধ ধর্ম্ম দুইটিব অবিরোধসিদ্ধি এবং প্রদর্শিত বিরুদ্ধ ধর্ম্ম দুইটির অবিরোধ-সিদ্ধি হইলে তৃতীয় প্রকার বস্তুর সিদ্ধি অর্থাৎ ভাবাভাববিলক্ষণ বা সদসদ্বিলক্ষণ একটি তৃতীয় প্রকার বস্তুর সিদ্ধি হইবে। সুতরাং তৃতীয় প্রকার বস্তুর সিদ্ধিতে অবিরোধসিদ্ধি ও অবিরোধের সিদ্ধিতে তৃতীয় প্রকার বস্তুর সিদ্ধি এইরূপে সুদৃঢ় অন্যোন্যাশ্রয় দোষের আপত্তি হইবে[১]।

এতদুত্তরে গৌড় ব্রহ্মানন্দ বলেন যে—তরঙ্গিণীকারের উক্তি সঙ্গত নহে। কারণ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম দুইটির অবিরোধসিদ্ধিপ্রযুক্ত যদি তৃতীয প্রকার বস্তুর সিদ্ধি হইত, তবে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইত ; কিন্তু তাহা নহে। সত্ত্ব ও অসত্ত্ব এবং ভাবত্ব ও অভাবত্ব ধর্ম্মের অবিদ্যাতে বাধক আছে বলিয়াই অভাব সিদ্ধ হইয়াছে। অবিদ্যারূপ ধর্ম্মীতে সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্ম এবং ভাবত্ব ও অভাবত্ব ধর্ম্ম থাকিতে পারে না। তাহাতে বাধক আছে। এই বাধক পূর্ব্বে বিশদভাবে দেখান হইয়াছে। সুতরাং বাধক-সত্তাধীনই তৃতীয় প্রকার সিদ্ধ হইয়াছে। বিরোধের অসিদ্ধির অধীন তৃতীয় প্রকারের সিদ্ধি নহে। অতএব অন্যোন্যাশ্রয দোষের সম্ভাবনা কোথায়[২] ?

ন্যায়ামৃতকার অভাববিলক্ষণ জ্ঞাননির্বর্ত্ত্য অবিদ্যার সাদিত্বের আপত্তি করিয়া-ছিলেন। অদ্বৈতসিদ্ধিকার এই অবিদ্যার অনাদিত্ব সমর্থন করিয়াছেন। এক্ষণে ন্যায়ামৃতকার বলিতেছেন যে—অবিদ্যা যদি অনাদি ও অভাববিলক্ষণ হয়, তবে

১ ন্যায়ামৃততরঙ্গিণী, পৃঃ ২২৫।......তৃতীয়প্রকারে সিদ্ধে বিরোধাসিদ্ধিঃ, তস্যাং সত্যাং স ইত্যন্যোন্যা-শ্রয় ইতি—লঘুচন্দ্রিকা, পৃঃ ৫৪৫

২ তন্ন ; তৃতীয়প্রকারস্য বাধকসত্ত্বাধীনত্বেন বিরোধাসিদ্ধ্যনপেক্ষত্বাৎ......লঘুচন্দ্রিকা, পৃঃ ৫৪৫

জ্ঞাননিবর্ত্ত্য হইতে পারিবে না। অভাববিলক্ষণ বস্তু নিবর্ত্ত্য হইলে অনাদি হইতে পারে না এবং অনাদি হইলে নিবর্ত্ত্য হইতে পারে না। যদি অদ্বৈতবেদান্তিগণ অভাববিলক্ষণ অবিদ্যাকে অনাদি বলিয়া স্বীকার করেন, তবে তাহা নিবর্ত্ত্য হইতে পারিবে না। অভাববিলক্ষণ অনাদি আত্মার বিনাশ হয় না। সুতরাং এস্থলে এই অনুমান দেখান হইয়াছে যে—অবিদ্যা অনিবর্ত্ত্যা, অনাদিত্বে সতি অভাববিলক্ষণত্বাৎ; আত্মবৎ[১]।

এতদুত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলিয়াছেন যে—প্রদর্শিত অনুমান সঙ্গত নহে। কারণ প্রদর্শিত অনুমানে আত্মত্বই উপাধি। এই আত্মত্ব ধর্ম্ম দৃষ্টান্তে আছে ও পক্ষে নাই। যে ধর্ম্ম নিয়ত দৃষ্টান্ত ধর্ম্মীতে থাকে, তাহা সাধ্যের ব্যাপক ও পক্ষে না থাকায় হেতুর অব্যাপক হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে আত্মত্বই উপাধি হইল[২]। ইহাতে ন্যায়ামৃতকার বলেন যে—প্রদর্শিত অনুমানে অনিবর্ত্ত্যত্ব অর্থাৎ অবিনাশিত্বই সাধ্য। এই সাধ্য অনিবর্ত্ত্যত্ব ধর্ম্ম অত্যন্তাভাবে ও অন্যোন্যাভাবে আছে। অত্যন্তাভাব বা অন্যোন্যাভাব অবিনাশী। কিন্তু অত্যন্তাভাব ও অন্যোন্যাভাবে আত্মত্বরূপ উপাধি নাই। অত্যন্তাভাব ও অন্যোন্যাভাবে সাধ্য আছে, কিন্তু উপাধি নাই। সুতরাং আত্মত্বরূপ উপাধি সাধ্যের ব্যাপক হইতে পারিল না। যে ধর্ম্ম সাধ্যের ব্যাপক নহে, তাহা উপাধি হইবে কিরূপে[৩]? এতদুত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলেন যে—অধিকরণাতিরিক্ত অনিবর্ত্ত্য অত্যন্তাভাব বা অন্যোন্যাভাব আমরা স্বীকারই করি না। সুতরাং অতিরিক্ত অত্যন্তাভাব বা অন্যোন্যাভাব না থাকিলে উপাধির সাধ্য-ব্যাপকতার ভঙ্গ হইবে কোথায়? অতএব প্রদর্শিত আত্মত্ব উপাধি সাধ্যের ব্যাপক নহে—এরূপ বলা যায় না[৪]।

অদ্বৈতসিদ্ধিকারের এই কথার উত্তরে ন্যায়ামৃতকার বলেন যে—যদি অত্যন্তাভাব ও অন্যোন্যাভাবে আত্মত্ব উপাধির সাধ্যব্যাপকতার ভঙ্গ না হইয়া থাকে, তবে অলীক বন্ধ্যাপুত্রাদিতে উপাধির সাধ্যব্যাপকতার ভঙ্গই হইবে। কারণ বন্ধ্যাপুত্রাদিতে আত্মত্বরূপ উপাপি নাই, অথচ অনিবর্ত্ত্যত্বরূপ সাধ্য আছে। বন্ধ্যাপুত্রাদি বিনাশী নহে। সুতরাং প্রদর্শিত অনুমানে আত্মত্ব উপাধি হইল না[৫]। এতদুত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলেন যে—প্রদর্শিত অনুমানে "আত্মত্ব" অবশ্যই উপাধি হইবে।

১ অপি চানাদেরভাববিলক্ষণস্যাত্মবদনিবর্ত্ত্যত্বম্। ন্যায়ামৃত, ৩০২।১ পৃঃ
ন চাত্মবদনাদেরভাববিলক্ষণস্যানিবর্ত্ত্যত্বম্। অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৪৫

২ আত্মত্বস্যৈবোপাধিত্বাৎ। অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৪৫

৩ ন চ…আত্মত্বং বোপাধিঃ। অত্যন্তাভাবে…সাধ্যাব্যাপ্তেঃ। ন্যায়ামৃত, ৩০২।২ পৃঃ
ন চাত্যন্তাভাবান্যোন্যাভাবয়োঃ সাধ্যাবাপ্তিঃ। অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৪৫

৪ অধিকরণাতিরিক্তস্যানিবর্ত্ত্যস্যাত্যন্তাভাবাদেরনভ্যুপগমাৎ। অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৪৫

৫ …অসতি চ সাধ্যাব্যাপ্তেঃ। ন্যায়ামৃত ৩০২।২ পৃঃ। ন চ তুচ্ছে সাধ্যাব্যাপ্তিঃ। অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৪৫

আত্মত্ব ধর্ম্ম, উক্ত সাধ্যের ব্যাপক না হইলেও অভাববিলক্ষণত্বরূপ সাধনাবচ্ছিন্ন সাধ্যের ব্যাপক হইতে পারিবে। প্রদর্শিত অনুমানে অভাববিলক্ষণত্বকে সাধন বলা হইয়াছে। অভাববিলক্ষণত্ববিশিষ্ট অনিবর্ত্ত্যত্ব ধর্ম্মের ব্যাপক আত্মত্ব হইয়া থাকে। অভাববিলক্ষণত্ব-সমানাধিকরণ অনিবর্ত্ত্যত্ব ধর্ম্মের ব্যাপক আত্মত্ব। অভাববিলক্ষণ অনিবর্ত্ত্য বস্তু কেবলমাত্র আত্মাই হইয়া থাকে। আরও কথা এই যে—সাদিত্ব বা অনাদিত্ব ধর্ম্ম, যথাক্রমে বিনাশ্যত্ব ও অবিনাশ্যত্ব ধর্ম্মের প্রযোজক নহে অর্থাৎ ব্যাপ্য নহে। সাদি হইলেই বিনাশী হইবে এবং অনাদি হইলেই অবিনাশী হইবে—এরূপ বলা যায় না। কারণ ধ্বংস সাদি হইয়াও অবিনাশী এবং প্রাগভাব অনাদি হইয়াও বিনাশী[১]।

ইহাতে যদি ন্যায়ামৃতকার এরূপ বলেন যে ভাবত্ব-সমানাধিকরণ-সাদিত্ব, বিনাশিত্বের প্রযোজক। যাহাতে ভাবত্ব সমানাধিকরণ সাদিত্ব থাকিবে, তাহাতে বিনাশিত্বও থাকিবে। এইরূপ ভাবত্ব সমানাধিকরণ অনাদিত্ব, অবিনাশিত্বের প্রযোজক। ধ্বংস ও প্রাগভাব ভাব-বস্তু নহে বলিয়া প্রদর্শিত দোষের সম্ভাবনা নাই[২]। ন্যায়ামৃতকারের এরূপ বলা অসঙ্গত। এইরূপ বলাতে মহান্ দোষ এই যে—ভাব-বস্তুর বিনাশিত্ব ও অবিনাশিত্বের প্রয়োজক যে যে ধর্ম্ম হইবে, অভাব-বস্তুর বিনাশিত্বের ও অবিনাশিত্বের প্রযোজক সেই সেই ধর্ম্ম হইতে পারিল না। এজন্য অভাব-বস্তুর বিনাশিত্বের ও অবিনাশিত্বের প্রযোজক ধর্ম্মান্তর স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপে ভাব-বস্তুর বিনাশ ও অবিনাশের প্রতি এবং অভাব-বস্তুর বিনাশ ও অবিনাশের প্রতি বিভিন্ন প্রযোজক কল্পনা করায় কল্পনাগৌরবদোষ হইবে। আরও কথা এই যে—ভাব-বস্তুর বিনাশ ও অবিনাশের প্রতি যে প্রযোজক ধর্ম্ম দেখান হইয়াছে, তদ্দ্বারা ভাববিলক্ষণ অবিদ্যাদিতে, বিনাশ ও অবিনাশের আপত্তি করা যায় না। এজন্য ভাব ও অভাব বস্তু সাধারণ বিনাশ ও অবিনাশের প্রযোজক নাশ সামগ্রীর সন্নিপাত ও অসন্নিপাতকেই বলিতে হইবে। নাশসামগ্রীর সন্নিপাতে বস্তুর নাশ হইবে ও নাশসামগ্রীর অসন্নিপাতে বস্তুর নাশ হইবে না। এই নাশসামগ্রীর সন্নিপাত ও অসন্নিপাতই ভাব ও অভাব সাধারণ সমস্ত বস্তুর নিবর্ত্ত্যত্ব ও অনিবর্ত্ত্যত্ব ধর্ম্মের প্রযোজক। ইহা বিবরণাচার্যের উক্তি[৩] এবং ইহাই সিদ্ধান্ত। নাশসামগ্রীর সন্নিপাত ও অসন্নিপাত, ফলবশতঃ কল্পনা করিতে

১ অভাববিলক্ষণত্বরূপসাধনাবচ্ছিন্নসাধ্যব্যাপকত্বোপপত্তেঃ। কিং চ সাদিত্বমনাদিত্বং বা ন নিবর্ত্যত্বা-নিবর্ত্যত্বয়োঃ প্রয়োজকম্, ধ্বংসপ্রাগভাবয়োস্তদভাবাৎ। অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৪৫

২ নাপি ভাবত্ববিশেষিতং তৎ তথা, অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৪৫। ন্যায়ামৃত, ৩০২।২ পৃঃ

৩ নহি সাদিত্বমনাদিত্বং বা বিনাশাবিনাশয়োর্নিমিত্তং কিন্তু বিরোধিসন্নিপাতাসন্নিপাতাবিতি.........
বিবরণ, পৃঃ ৯৫-৬ (কাশীবিজয়নগর সং)

হইবে[১]। অর্থাৎ যাহার নিবৃত্তিরূপ ফল হয়, তাহার নাশক সামগ্রীর সন্নিপাত আছে; আর যাহার নিবৃত্তিরূপ ফল হয় না, তাহার নাশক সামগ্রীর সন্নিপাত নাই।

আরও কথা এই যে—অবিদ্যাদি বস্তু অভাববিলক্ষণত্ব-সমানাধিকরণ অনাদিত্বপ্রযুক্ত যদি আত্মার মত নিবর্ত্তনীয় না হয় অর্থাৎ অভাববিলক্ষণত্ব-সমানাধিকরণ অনাদিত্বরূপ হেতুদ্বারা অবিদ্যাদিরও আত্মার মত যদি অনিবর্ত্ত্যত্বের অনুমান করা যায়, তাহা হইলে ভাববিলক্ষণত্ব-সমানাধিকরণ অনাদিত্বরূপ হেতু দ্বারা অবিদ্যাদির প্রাগভাবের মত নিবর্ত্ত্যত্বের অনুমান কেন করা যাইবে না[২]।

অদ্বৈতদীপিকাকার নৃসিংহাশ্রমের আক্ষেপ প্রদর্শন পূর্ব্বক সমাধান

দ্বৈতবাদিগণ আপত্তি করেন যে—অদ্বৈতবাদিগণ যে বলিয়াছেন—বিরোধী সন্নিপাতপ্রযুক্তই বস্তুর নাশ হয় এবং বিরোধী সন্নিপাত না থাকিলে বস্তুর নাশ হয় না। এজন্য বিরোধী বস্তুর সন্নিপাতপ্রযুক্ত অনাদি ভাবরূপ অবিদ্যারও নাশ হইতে পারিবে। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলা সঙ্গত নহে, কারণ—অনাদি ভাব-বস্তুর বিরোধী সন্নিপাত হইতেই পারে না। অনাদি ভাব-বস্তুরও যদি বিরোধী সন্নিপাত সম্ভাবিত হইত, তবে অনাদি ভাব-বস্তু আত্মাতেও বিরোধী সন্নিপাত সম্ভাবিত হইত অর্থাৎ বিরোধী বস্তুর সন্নিপাতপ্রযুক্ত অনাদি ভাব-বস্তু আত্মারও বিনাশ হইতে পারিত। সুতরাং এইরূপ অনুমান হইবে যে—"অজ্ঞানং ন বিরোধিসংসর্গি, অনাদিভাবত্বাৎ আত্মবৎ[৩]।"

এতদুত্তরে অদ্বৈতদীপিকাকার বলিয়াছেন যে—এতাদৃশ অনুমান—স্বানুভববিরুদ্ধ, শ্রুতিবিরুদ্ধ এবং অনুমানবিরুদ্ধ। অজ্ঞান-প্রত্যক্ষ-পরিচ্ছেদে বিশদভাবে বলা হইবে যে—"ন জানামি" এই সাক্ষিপ্রত্যক্ষ দ্বারাই অজ্ঞান সিদ্ধ হইয়া থাকে। "ন জানামি" এতাদৃশ প্রতীতি সর্ব্বানুভবসিদ্ধ। সুতরাং "ন জানামি" এই প্রতীতিতে জ্ঞান-বিরুদ্ধরূপেই অজ্ঞান ভাসমান হয়। "অহমজ্ঞঃ" "ন জানামি" ইত্যাদি সাক্ষিপ্রত্যক্ষই অজ্ঞানরূপ ধর্ম্মীর সাধক। যাহা দ্বারা অজ্ঞানরূপ বস্তুর সিদ্ধি হইয়াছে, তাহা দ্বারাই জ্ঞানবিরোধিরূপেই অজ্ঞানের সিদ্ধি হইয়াছে। জ্ঞানবিরোধিত্ব রূপে অজ্ঞানের গ্রাহক সাক্ষিপ্রত্যক্ষ সর্ব্বানুভবসিদ্ধ। এই সর্ব্বানুভবসিদ্ধ প্রতীতি জাগরূক থাকিতে 'অজ্ঞান, বিরোধিসংসৃষ্ট হয় না'—এইরূপ অনুমান অনুভববিরুদ্ধ ও ধর্ম্মিগ্রাহক মানবিরুদ্ধ। জ্ঞানই অজ্ঞানের বিরোধী। অজ্ঞান বিরোধিসংসৃষ্ট না হইলে জ্ঞান

১ অভাবে তদসত্ত্বেন ভিন্ন-ভিন্ন-প্রয়োজক-কল্পনাপত্তেঃ ভাবনিবৃত্ত্যনিবৃত্ত্যোরেব তয়োঃ প্রযোজকত্বে চ ভাববিলক্ষণাবিদ্যাদৌ তাভ্যাং তয়োরনাপাদনাৎ। তস্মান্নাশসামগ্রীসন্নিপাতাসন্নিপাতাবেব নিবর্ত্ত্যত্বা-নিবর্ত্ত্যত্বয়োঃ প্রয়োজকাবিতি মন্তব্যম্। তৌ চ ফলবলকল্প্যাবিতি ন কোঽপি দোষঃ। অদ্বৈতসিদ্ধিঃ, পৃঃ ৫৪৫

২ অপি চাভাববৈলক্ষণ্যাদাত্মবদনিবৃত্তৌ ভাববৈলক্ষণ্যাৎ প্রাগভাববন্নিবৃত্তিঃ কিং ন স্যাদিতি। ন্যায়ামৃত, পৃঃ ৩০৩।১

৩ অদ্বৈতদীপিকা (দ্বিতীয়পরিচ্ছেদ), পৃঃ ২০৯

উৎপন্নই হইতে পারিত না। "জ্ঞানেন অজ্ঞানং নষ্টম্" এইরূপ প্রতীতি সকলেরই হইয়া থাকে। সুতরাং অজ্ঞান, বিরোধিসংসৃষ্ট নহে—এরূপ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত। বিশেষতঃ অজ্ঞান শব্দের অর্থ জ্ঞানবিরোধী। এই শব্দার্থের প্রতি লক্ষ্য করিলেও অজ্ঞানের বিরোধী কেহ নাই বা অজ্ঞান বিরোধিসংসৃষ্ট হইবে না—এইরূপ অনুমান করা যায় না। জ্ঞানবিরোধী অভাববিলক্ষণ বস্তুই অজ্ঞান। জ্ঞানবিরোধী, জ্ঞানের প্রাগভাবকে অজ্ঞান বলা যায় না। যে হেতু প্রাগভাবই সর্ব্বথা অসিদ্ধ। অসিদ্ধ জ্ঞানপ্রাগভাবে জ্ঞানবিরুদ্ধত্ব নাই। প্রাগভাব স্বীকার করিলেও জ্ঞান যে জ্ঞান-প্রাগভাবের বিরোধী, তাহা জ্ঞানপ্রাগভাবের প্রতিযোগিত্বরূপেই বিরোধী হইয়া থাকে। কিন্তু জ্ঞানত্বরূপে জ্ঞান, জ্ঞানপ্রাগভাবের বিরোধী নহে। জ্ঞানত্বরূপে জ্ঞানের বিরোধিত্বই অজ্ঞান-পদের অর্থ।

আরও কথা এই যে—"জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ"[১] এই গীতাবাক্য দ্বারাও অজ্ঞান যে স্ববিরোধী জ্ঞানের দ্বারা বিনষ্ট হয়, ইহাও স্পষ্ট বলা হইয়াছে। সুতরাং অজ্ঞান, বিরোধিসংসৃষ্ট নহে—এরূপ অনুমান গীতাবাক্য-বিরুদ্ধ। এই ভগবদ্‌বাক্যদ্বারা ভগবানের এতাদৃশ প্রত্যক্ষেরও অনুমান হইয়া থাকে। সুতরাং ভগবদ্‌বাক্যানুমিত ভগবৎ-প্রত্যক্ষও প্রদর্শিত অনুমানের বিরোধী। "ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ"[২] ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারাও অজ্ঞান যে জ্ঞাননাশ্য হয়, তাহা বলা হইয়াছে। জ্ঞান অজ্ঞানের নাশক; আর নাশকই বিরোধী। সুতরাং দ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত অনুমান অসঙ্গত। এই অজ্ঞান যে ভাবরূপ, তাহাও গীতাবাক্য-দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। "অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানম্"[৩] এইরূপ বলায় অজ্ঞানের ভাবরূপতাই সিদ্ধ হইয়াছে। প্রদর্শিত গীতাবাক্যে অজ্ঞান দ্বারা জ্ঞান আবৃত হয় বলা হইয়াছে। জ্ঞানের আবরক অজ্ঞান ভাববস্তুই হইবে। অভাব-বস্তু আবরক হইতে পারে না। এইরূপ "অনাদিমায়য়া সুপ্তঃ" ইত্যাদি শাস্ত্রে[৪] মায়াকে অনাদি বলা হইয়াছে। মায়া, অবিদ্যা ও অজ্ঞান একই বস্তু। এইরূপ "বিভেদজনকেঽজ্ঞানে নাশমাত্যন্তিকং গতে" ইত্যাদি বিষ্ণুপুরাণবাক্য হইতেও অজ্ঞানের বিরোধী জ্ঞান দ্বারাই অজ্ঞানের নিবৃত্তি প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং অজ্ঞান, বিরোধিসংসৃষ্ট নহে—এরূপ অনুমান অসঙ্গত[৫]। অজ্ঞান যে অনাদি-ভাব-বস্তু এবং জ্ঞাননিবর্ত্ত্য, তাহা অনুমানাদি প্রমাণদ্বারাও সিদ্ধ হয়। তাহা আমরা এই প্রবন্ধে ক্রমশঃ প্রদর্শন করিব।

ন্যায়ামৃতকার বলেন যে—ভাববিলক্ষণ অনাদি বস্তুমাত্রই যদি নিবর্ত্তনীয়

১ গীতা, ৫।১৬ ২ শ্বেতা, ১।১০ ৩ গীতা ৫।১৫ ৪ গৌকা, ১।১৬

৫ অদ্বৈতদীপিকার দ্বিতীয়পরিচ্ছেদের ২০৯ পৃষ্ঠায় পূর্ব্বপক্ষীর অনুমানপ্রদর্শন এবং ২৬২ পৃষ্ঠায় তাহার খণ্ডন দ্রষ্টব্য।

হয়, তবে অত্যন্তাভাব ও অন্যোন্যাভাবেরও নিবৃত্তির আপত্তি হইবে। অভিপ্রায় এই যে—"অবিদ্যা নিবর্ত্ততে, ভাববিলক্ষণত্বে সতি অনাদিত্বাৎ ; প্রাগভাববৎ।" এইরূপ অনুমান করিলে প্রদর্শিত হেতুটি অত্যন্তাভাব ও অন্যোন্যাভাবে ব্যভিচারী হইয়া পড়িবে। আর হেতুতে অনাদিত্ব বিশেষণ না দিয়া কেবল ভাববিলক্ষণত্ব হেতুদ্বারা অবিদ্যাদির বিনাশিত্বের অনুমান করিলে ধ্বংসেও হেতুটি ব্যভিচারী হইয়া পড়িবে। ধ্বংসে ভাববিলক্ষণত্ব হেতু আছে, কিন্তু বিনাশিত্ব সাধ্য নাই। ধ্বংসেরও বিনাশ স্বীকার করিলে প্রতিযোগীর উন্মজ্জনাপত্তি দোষ হইবে। অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থে যে—"ধ্বংসাত্যন্তাভাবান্যোন্যাভাবেষু ব্যভিচারঃ" এইরূপ বলা হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় প্রদর্শিতরূপ বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ ভাববিলক্ষণত্বমাত্র হেতু হইলে ধ্বংসাদি তিনটিতেই ব্যভিচার হইবে। আর অনাদিত্ব-সমানাধিকরণ ভাববিলক্ষণত্বকে হেতু করিলে অত্যন্তাভাব ও অন্যোন্যাভাবে ব্যভিচার হইবে[১]।

এতদুত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলেন যে—ধ্বংস, অত্যন্তাভাব ও অন্যোন্যাভাব যদি অধিকরণাতিরিক্ত হয়, তবে তাহারা অবশ্যই নিবর্ত্ত্য হইবে। সুতরাং প্রদর্শিত হেতুর ব্যভিচার হইবে না[২]। প্রতিযোগীর উন্মজ্জনাপত্তিরূপ দোষের পরিহার পরে বলা যাইবে।

ন্যায়ামৃতকার আপত্তি করেন যে—প্রাতিভাসিক বস্তু শুক্তিরজতাদি তাহার প্রতিভাস-সমানকাল অবস্থিত থাকে অর্থাৎ শুক্তি-রজতের জ্ঞান যতক্ষণ আছে, শুক্তি-রজতও ততক্ষণ থাকে, শুক্তিরজতের সাক্ষাৎকার আছে, অথচ শুক্তিরজত বস্তুটি নাই এরূপ হইতে পারে না। এইরূপ অজ্ঞানের সাক্ষী অজ্ঞানের প্রত্যক্ষজ্ঞান। এই সাক্ষিচৈতন্য অবিনাশী। অজ্ঞানের প্রকাশরূপ সাক্ষী অনন্তকাল থাকিবে, অথচ সাক্ষীর ভাস্য অজ্ঞান জ্ঞানদ্বারা নিবৃত্ত হইয়া যাইবে—ইহা হইতে পারে না। অজ্ঞানের ভাসক সাক্ষী যদি অনিবর্ত্ত্য হয়, তবে সেই সাক্ষিভাস্য অজ্ঞানও অনিবর্ত্ত্যই হইবে। অজ্ঞান বিষয়কধী সাক্ষিস্বরূপ, সাক্ষী বিদ্যমান থাকিতে সাক্ষিভাস্য অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইতে পারে না। সাক্ষিভাস্য বস্তুর যাবৎ-সাক্ষিসত্ত্ব অনুবৃত্তি হইয়া থাকে—ইহাই নিয়ম[৩]।

এতদুত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলেন যে—ন্যায়ামৃতকারের এরূপ বলা সঙ্গত নহে।

১ অপি চ যদ্যবিদ্যাদেরভাববিলক্ষণত্ব-সমানাধিকরণানাদিত্বেনাত্মবদনিবর্ত্ত্যত্বং সাধ্যতে, তর্হি ভাব-বিলক্ষণত্বেন প্রাগভাববন্নিবর্ত্ত্যত্বমেব কিং ন সাধ্যতে ? নচধ্বংসাত্যন্তান্যোন্যাভাবেষু ব্যভিচারঃ। অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৪৫। ভাববৈলক্ষণ্যেন নিবৃত্তাবত্যন্তাভাবস্য ধ্বংসস্য চ নিবৃত্ত্যাপাতাচ্চ। ন্যায়ামৃত ৩০৩।২পৃঃ

২ অধিকরণাতিরেকে তেষামপি নিবর্ত্ত্যত্বাভ্যুপগমাৎ। অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৪৫

৩ প্রতীতিমাত্রশরীরস্যাজ্ঞানস্য যাবৎ স্ববিষয়ধীরূপসাক্ষিসত্ত্বমনুবৃত্তিনিয়মেন নিবৃত্ত্যযোগাচ্চ। ন্যায়ামৃত, ৩০৪।১ পৃঃ

[illegible] ইতি। অদ্বৈতসিদ্ধি পৃঃ ৫৪৫

তাঁহার প্রদর্শিত নিয়মই অসঙ্গত। সাক্ষিভাস্য সুখ-দুঃখ ও শুক্তিরজতাদি; তাহাদের ভাসক সাক্ষীর বিদ্যমান অবস্থাতেই সেই সাক্ষিভাস্য সুখদুঃখাদির নিবৃত্তি অনুভবসিদ্ধ বলিয়া "সাক্ষিভাস্য বস্তুর যাবৎ সাক্ষিসত্ত্ব অনুবৃত্তি হইয়া থাকে" এই নিয়ম স্বীকার করা যায় না। আরও কথা এই যে—ন্যায়ামৃতকারের প্রদর্শিত নিয়ম স্বীকার করিলেও অবিদ্যাদির নিবৃত্তি হইতে কোনও বাধা নাই। কারণ সুখ, দুঃখ ও শুক্তিরজতাদির এবং অবিদ্যার সাক্ষী, শুদ্ধ চৈতন্য নহে; কিন্তু সুখাদিবিষয়ক অবিদ্যাবৃত্তিবিশিষ্ট চৈতন্যই সাক্ষী। অবিদ্যার সাক্ষীও অবিদ্যাবিষয়ক অবিদ্যাবৃত্ত্যুপহিত চৈতন্য। এই অবিদ্যাবৃত্তি স্থির বস্তু নহে; কিন্তু অস্থির। এই অস্থির অবিদ্যাবৃত্ত্যুপহিত সাক্ষীও অস্থির। সুতরাং সাক্ষিভাস্য বস্তুর যাবৎসাক্ষিসত্ত্ব অবস্থান স্বীকার করিলেও অবিদ্যাদি সাক্ষিভাস্য বস্তুর নিবৃত্তি উপপন্ন হইতে পারে[১]।

ইহাতে ন্যায়ামৃতকার আপত্তি করেন যে—অবিদ্যার সাক্ষী যদি বৃত্ত্যুপহিত চৈতন্য হয়, তবে বৃত্তির অসত্ত্বদশাতে অবিদ্যাদিরও শুক্তিরজতাদির মতই অসত্ত্বাপত্তি হইয়া পড়িবে। শুক্তিরজতবিষয়ক অবিদ্যাবৃত্তির অসত্ত্বদশাতে যেমন শুক্তিরজত থাকে না, সেইরূপ অবিদ্যাবৃত্তির অসত্ত্বদশাতে অবিদ্যা থাকে না—ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহাতে অবিদ্যাবৃত্তির অসত্ত্বদশাতে মোক্ষের আপত্তি হইয়া পড়িবে[২]।

এতদুত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলেন যে—সাদি-শুক্তিরজতাদি কল্পিত-বস্তুর এতাদৃশ নিয়ম স্বীকার করিলেও অনাদি কল্পিত অবিদ্যাদি বস্তুতে এতাদৃশ নিয়ম স্বীকার করা যায় না অর্থাৎ বৃত্তির অনুপধান দশাতে সাদি শুক্তিরজতাদির অসত্ত্ব হইলেও অনাদি অবিদ্যাদির অসত্ত্ব হয় না। আরও কথা এই যে—ন্যায়ামৃতকারপ্রদর্শিত নিয়ম স্বীকার করিলেও কোনও দোষ নাই; কারণ অবিদ্যাবিষয়ক অবিদ্যাবৃত্তি ধারাবাহিক-রূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে; অবিদ্যাবৃত্তিপরম্পরার বিচ্ছেদ হয় না। এই অবিদ্যাবৃত্তি-পরম্পরা অতি সূক্ষ্ম। সুতরাং অবিদ্যাবৃত্তি সর্ব্বদা উৎপদ্যমান হইতে থাকে বলিয়া অবিদ্যাবৃত্তির অনুপধান সম্ভাবিতই নহে। অতএব অবিদ্যার প্রথম লক্ষণ সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ[৩]।

ইহাতে তরঙ্গিণীকার আপত্তি করেন যে—প্রতিভাসকালস্থায়ী সুখ-দুঃখাদির, সুখ-দুঃখাদির প্রতীতি বিদ্যমান থাকিতে নাশ হইতে পারে না। এজন্য সুখ-দুঃখাদির

১ ......দুঃখশুক্তিরূপ্যাদেঃ স্বভাসকে সাক্ষিণি সত্যেব নিবৃত্ত্যভ্যুপগমেন,সাক্ষিভাস্যানাং যাবৎ সাক্ষি-সত্ত্বমবস্থাননিয়মানভ্যুপগমাৎ। কিং চ কেবলচিন্মাত্রং ন সাক্ষি, কিন্ত্ববিদ্যাবৃত্ত্যুপহিতম্, তথাচাস্থিরা-বিদ্যাবৃত্ত্যুপহিতস্য সাক্ষিণোঽপ্যস্থিরত্বেন তৎসত্ত্বপর্যন্তমবস্থানেঽপ্যবিদ্যাদের্নিবৃত্তিরুপপদ্যতে। অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৪৫

২ নচ বৃত্ত্যনুপধানদশায়ামবিদ্যাদেঃ শুক্তিরূপ্যাবদসত্ত্বাপত্তিঃ। অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৪৫ ও ন্যায়ামৃত, ৩০৪।১ পৃঃ

৩ সাদিপদার্থ এবৈতাদৃঙ্ নিয়মাৎ, ধারাবাহিকাবিদ্যাবৃত্তিপরম্পরায়া অতিসূক্ষ্মায়া অভ্যুপগমাচ্চেতি শিবম্। অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৪৫

প্রতীতিকে নিত্য সাক্ষিস্বরূপ বলা উচিত নহে। নিত্য সাক্ষী যদি সুখাদির প্রতীতি হয়, তবে প্রতীতি থাকিতেই সুখাদির নাশ হয়—এরূপ স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তাহা অসঙ্গত। সুখাদি-প্রতীতির নিবৃত্তিই সুখাদির নিবর্ত্তক। সুখাদিপ্রতীতির নিবৃত্তি না হইলে সুখাদির নাশ হইতে পারে না। সুখাদির অন্য কেহ নাশক নাই। এজন্য সুখাদির প্রতীতি যতকাল থাকিবে, সুখাদিও ততকাল থাকিবে। সুতরাং নিত্য-সাক্ষী, সুখাদির প্রতীতিরূপ হইতে পারে না। এজন্য যদি অদ্বৈতবেদান্তিগণ এরূপ বলেন যে—সুখাদ্যাকার অবিদ্যাবৃত্ত্যুপহিত চৈতন্যই সুখাদির সাক্ষী, আর এই অবিদ্যাবৃত্তির বিনাশেই সুখাদির বিনাশ হয়; অবিদ্যাবৃত্তির বিনাশে অবিদ্যা-বৃত্ত্যুপহিত সাক্ষী থাকে না। অদ্বৈতবাদিগণের এরূপ বলাও সঙ্গত নহে; কারণ অবিদ্যাবৃত্তি দোসজন্য বলিয়া সুখাদিজ্ঞানের ভ্রমত্বাপত্তি হইবে। দোষজন্য জ্ঞান প্রমা হইতে পারে না। সুতরাং সুখাদি জ্ঞানের ব্যাবহারিক প্রমাত্ব, যাহা লোকসিদ্ধ, তাহাও অসিদ্ধ হইয়া পড়িবে[১]।

এতদুত্তরে গৌড় ব্রহ্মানন্দ বলিযাছেন যে—তরঙ্গিণীকারের এরূপ বলা সঙ্গত হয় নাই। সুখাদির প্রতীতিনাশই সুখাদির নাশক—এরূপ বলিবার কোনও কারণ নাই। সুখাদি জন্য বস্তুর কারণনাশজন্যও নাশ হইতে পারে। সুতরাং সুখাদির প্রতীতি সাক্ষিস্বরূপ হইলেও প্রতীয়মান সুখাদির নাশ হইয়াছে বলিয়া অবিদ্যমান সুখাদির প্রতীতি হইবে না। আর যদি নিত্য চৈতন্যকে সাক্ষী না বলিয়া সুখাদ্যকার অবিদ্যা-বৃত্ত্যুপহিত চৈতন্যকেও সাক্ষী বলা যায়, তবে তাহাতেও দোষ নাই। অবিদ্যাবৃত্তি দোষজন্য হইলেও সুখাদিজ্ঞানের অপ্রমাত্বাপত্তি হইবে না। সুখাদ্যাকার অবিদ্যাবৃত্তি অনাগন্তুক অবিদ্যাদোষজন্য বলিয়া আগন্তুক দোষজন্য হয় নাই। এজন্য অনাগন্তুক-দোষাজন্য সুখাদি-জ্ঞানের প্রমাত্বও সম্ভাবিতই বটে[২]।

লঘুচন্দ্রিকাকার যে এস্থলে সুখাদি-জ্ঞানের প্রমাত্ব সমর্থন করিয়াছেন, তাহা মাত্র লৌকিক দৃষ্টি অবলম্বন করিষাই করিয়াছেন। বস্তুতঃ অদ্বৈতসিদ্ধান্তে সুখদুঃখাদিজ্ঞান প্রমা নহে। অবিদ্যাবৃত্তি প্রমারূপ হয় না। প্রমাণজন্য অন্তঃকরণ-বৃত্তিই প্রমা। অজ্ঞাতার্থবিষয়কজ্ঞানকে প্রমা বলে। অবিদ্যাবৃত্তি জ্ঞানই নহে। জ্ঞান অজ্ঞানের বিরোধী। অজ্ঞানের অবিরোধী জ্ঞান হয় না। সুখ-দুঃখাদিবিষয়ক অবিদ্যাবৃত্তি অজ্ঞাত সুখ-দুঃখাদিবিষয়ক নহে। সাক্ষিভাস্য বস্তু অজ্ঞাত হয় না। সুখ-দুঃখাদি সাক্ষিভাস্য বস্তু প্রতিভাসকালমাত্রস্থায়ী। সুতরাং সুখাদিবিষয়ক অবিদ্যাবৃত্তি,

১ যত্তু-প্রতীতিসত্ত্বে সুখাদের্নাশাসংভব: তন্নাশকস্তৈব তন্নাশকত্বাৎ, বৃত্ত্যুপহিতচিতঃ সুখাদিসাক্ষিত্বে তু সুখাদিধীঃ ব্যাবহারিকপ্রমা ন স্যাৎ, দোষজন্যত্বাৎ ইতি। লঘুচন্দ্রিকা, পৃঃ ৫৪৫ ও ন্যায়ামৃততরঙ্গিণী, পৃঃ ২২৫-২৬

২ তন্ন, সুখাদিনিমিত্তনাশাদেরপি সুখাদিনাশকত্বসংভবাৎ আগন্তুকদোষাজন্যত্বেনাবিদ্যাদোষজন্যত্বাপি সুখাদিজ্ঞানস্য প্রমাত্বসংভবাচ্চ। লঘুচন্দ্রিকা, পৃঃ ৫৪৫

প্রমাণজন্য অন্তঃকরণবৃত্তির মত অজ্ঞানের নিবর্ত্তক নহে। কোনও স্থলেই অবিদ্যাবৃত্তি অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হয় না। এজন্য অবিদ্যাবৃত্তি মাত্রই জ্ঞানাভাস। জ্ঞানাভাস জ্ঞান নহে। যেমন হেত্বাভাস হেতু নহে। প্রমাণজন্য অন্তঃকরণবৃত্তিই জ্ঞান। আর ইহাই প্রমা। অপ্রমামাত্রই অবিদ্যাবৃত্তি। এজন্য শুক্তিরজতাদিজ্ঞানও জ্ঞান নহে; কিন্তু তাহা জ্ঞানাভাস। অজ্ঞানের নাশক হয় না বলিয়াই তাহা জ্ঞান নহে। তথাপি যে শুক্তিরজতাদির জ্ঞানাভাসকেও জ্ঞান বলা হয়, তাহার কারণ জ্ঞান যেমন সংস্কার ও ইচ্ছাদির জনক হয়, জ্ঞানাভাসও সেইরূপ সংস্কারাদির জনক হইয়া থাকে বলিয়া তাহাতে জ্ঞানপদের ঔপচারিক প্রয়োগ হইয়া থাকে।

আমরা অজ্ঞাননিবর্ত্তক অন্তঃকরণবৃত্তিকেই জ্ঞানপদের অর্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। কিন্তু বিবরণাচার্য্য বিবরণের প্রথমবর্ণকে বলিয়াছেন যে—অন্তঃকরণ পরিণাম জ্ঞান নহে। অন্তঃকরণবৃত্তিতে জ্ঞানত্বের উপচার হইয়া থাকে[১]। অজ্ঞানবিরোধী অন্তঃকরণবৃত্তিকে জ্ঞান বলিলে বিবরণবাক্যের সহিত বিরোধ ঘটিবে—এরূপ মনে করা অসঙ্গত। বিবরণবাক্যে প্রকাশরূপ চৈতন্যকেই জ্ঞান-পদ-প্রতিপাদ্য মনে করিয়া অন্তঃকরণবৃত্তিতে জ্ঞান-পদের উপচার স্বীকার করা হইয়াছে। বস্তুতঃ প্রকাশরূপ চৈতন্য স্বভাবতঃ অজ্ঞানের সাধক বলিয়া অজ্ঞানের বিরোধী নহে। কিন্তু অজ্ঞান-বিরোধী প্রমারূপ অন্তঃকরণবৃত্তিবিশিষ্ট হইয়াই চৈতন্য অজ্ঞানের বিরোধী হইয়া থাকে। সুতরাং অজ্ঞাননিবর্ত্তকত্বনিবন্ধন জ্ঞানপদ অন্তঃকরণবৃত্তিতেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। অতএব অন্তঃকরণবৃত্তিতে প্রযুক্ত জ্ঞানপদ ঔপচারিক নহে। কিন্তু অবিদ্যা-বৃত্তির প্রকাশরূপত্ব বা অজ্ঞাননিবর্ত্তকত্ব নাই বলিয়া অবিদ্যাবৃত্তি জ্ঞান নহে।

ইহাতে শঙ্কা এই যে—অবিদ্যাবৃত্তি যদি জ্ঞানই না হইল, প্রমাণজন্য অন্তঃকরণবৃত্তিই যদি জ্ঞান হয়, তবে জ্ঞানমাত্রই প্রমা—ইহাই অদ্বৈতবেদান্তিগণের স্বীকার করা উচিত। অপ্রমামাত্রই—অবিদ্যাবৃত্তি। সুতরাং জ্ঞানের ঔৎসর্গিক প্রামাণ্য—যাহা ভট্টমতে স্বীকৃত হইয়া থাকে, তাহা স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু জ্ঞানের নিরপবাদ প্রামাণ্য নিয়ম স্বীকার করাই উচিত। ভট্টমতে জ্ঞানের প্রামাণ্য স্বতঃ হইলেও প্রামাণ্যের অপবাদক কেহ থাকিলে ঔৎসর্গিক প্রামাণ্যও অপোদিত হইয়া থাকে। ভট্টমতে প্রমাও অপ্রমা এই দ্বিবিধ জ্ঞানই স্বীকার করা হয়। এজন্য অপ্রমা জ্ঞানও প্রামাণ্যের স্বতস্ত্ব-প্রযুক্ত প্রমাত্বরূপে গৃহীত হইয়া থাকে ও পরে প্রামাণ্যের অপবাদক প্রমাণদ্বারা গৃহীত-প্রামাণ্য অপোদিত হইয়া থাকে। কিন্তু অদ্বৈতবাদীর মতে অপ্রমা জ্ঞানই নহে বলিয়া প্রমামাত্রই জ্ঞান। এই জ্ঞানের প্রামাণ্যের অপবাদক প্রমাণ সম্ভাবিতই নহে; এজন্য

১ ......অন্তঃকরণপরিণামে জ্ঞানত্বোপচারাৎ। বিবরণ, পৃঃ ৪১ (বিজয়নগর সং)

জ্ঞানের নিরপবাদ প্রামাণ্য স্বীকার করা উচিত। কিন্তু জ্ঞানের ঔৎসর্গিক প্রামাণ্য এই তন্ত্রের মত স্বীকার করা উচিত নহে। অথচ অদ্বৈতবেদান্তিগণ জ্ঞানের ঔৎসর্গিক প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া থাকেন। চিৎসুখী প্রভৃতিগ্রন্থে জ্ঞানের ঔৎসর্গিক প্রামাণ্যই সমর্থিত হইয়াছে[১]।

এতদুত্তরে অদ্বৈতবাদিগণ বলেন যে—হাঁ, জ্ঞানের ঔৎসর্গিক প্রামাণ্য আমরা স্বীকার করি। জ্ঞানের প্রামাণ্যবিচারে—ইচ্ছাদিজনক বৃত্তিমাত্রকেই জ্ঞানরূপে গ্রহণ করিয়া ঔৎসর্গিক প্রামাণ্য প্রদর্শন করা হইয়াছে। অবিদ্যাবৃত্তিও ইচ্ছাদির জনক বলিয়া ইচ্ছাদির জনক অন্তঃকরণ-বৃত্তির মত অবিদ্যাবৃত্তিতে জ্ঞানপদের ঔপচারিক প্রয়োগ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ অজ্ঞানের নিবর্ত্তক অন্তঃকরণবৃত্তিরূপ জ্ঞানের ঔৎসর্গিক প্রামাণ্য নহে; কিন্তু নিরপবাদপ্রামাণ্য—ইহাই নিয়ম। কেবলমাত্র "ব্যবহারে ভাট্ট নয়ঃ" এইরূপ নিয়ম রক্ষা করিবার জন্য অদ্বৈতবেদান্তিগণ ঐরূপ বলিয়া থাকেন। অন্যথা এস্থলে প্রাভাকর মতের অনুবর্ত্তন করাই অদ্বৈতবেদান্তিগণের উচিত ছিল অর্থাৎ নিরপবাদপ্রামাণ্য স্বীকাব করা উচিত ছিল।

বস্তুতঃ অজ্ঞানবিরোধিত্বরূপ জ্ঞানত্ব শুক্তিরজতাদি-জ্ঞানাভাসে নাই, সুখদুঃখাদি-বিষয়ক অবিদ্যাবৃত্তিরূপ জ্ঞানাভাসেও নাই এবং স্মৃত্যাত্মক অবিদ্যাবৃত্তিরূপ জ্ঞানাভাসেও নাই। স্মৃতিরূপ অবিদ্যাবৃত্তি ইচ্ছাদির জনক হইয়া থাকে বলিয়াই কোনও স্থলে স্মৃতিকে জ্ঞান বলা হইয়াছে মাত্র। সুতরাং সুখাদিবিষয়ক অবিদ্যাবৃত্তির জ্ঞানত্ব নাই, প্রমাত্বও নাই। তথাপি যে সুখাদিজ্ঞানে প্রমাত্ব-সমর্থন করা হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় এই যে—শুক্তিতে রজতজ্ঞানের অনন্তর যেমন "নেদং রজতম্" এই বাধ-প্রতিসন্ধান হয় অর্থাৎ বিপরীত প্রমাব উদয় হয়, সুখদুঃখাদি-জ্ঞানের পরে সেইরূপ হয় না। প্রসিদ্ধ ভ্রমজ্ঞানের সহিত সুখাদিবিষয়ক অবিদ্যাবৃত্তির এইমাত্র বৈলক্ষণ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই আচার্য্য আপাতদৃষ্টিতে সুখাদিবিষয়ক অবিদ্যাবৃত্তির প্রমাত্ব সমর্থন করিয়াছেন।

এস্থলে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে—প্রতিভাসকালমাত্র স্থায়ী সুখাদিবিষয়ক যে অবিদ্যাবৃত্তি স্বীকার করা হইয়াছে, তাহা কেবলমাত্র সুখাদি-বিষয়ক-সংস্কার নির্ব্বাহের জন্যই করা হইয়াছে। বৃত্তিজ্ঞানের সূক্ষ্মাবস্থাই সংস্কার। বৃত্তি স্বকারণে লীন হইলে সূক্ষ্মাবস্থাপ্রাপ্ত হয়। এজন্য বৃত্তিনাশকেই বৃত্তির সূক্ষ্মাবস্থা বলা হইয়াছে। সুখাদিবিষয়ক অজ্ঞাননিবৃত্তির জন্য বৃত্তি স্বীকার করা হয় নাই। প্রতিভাসকালমাত্রস্থায়ী সুখাদিবিষয়ক অজ্ঞানই অপ্রসিদ্ধ। সুখাদ্যাকার অবিদ্যাবৃত্তি হইতে সংস্কার ও সংস্কার হইতে কালান্তরে সুখাদির স্মরণ হইয়া থাকে। কালান্তরে কেবলমাত্র সুখাদির স্মরণ নির্ব্বাহের জন্যই সুখাদিবিষয়ক অবিদ্যাবৃত্তি অদ্বৈতসিদ্ধান্তে

১ ......চিৎসুখী, পৃঃ ১২৪

স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু এসম্বন্ধে আচার্যগণের মতভেদ দেখা যায়। যদিও অদ্বৈতসিদ্ধিকার ও লঘুচন্দ্রিকাকার সুখাদিগোচর অবিদ্যাবৃত্তি স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি সুখাদিগোচর অবিদ্যাবৃত্তি সকলে স্বীকার করেন নাই। সুখাদিগোচর বৃত্তি ব্যতীতই সুখাদি সাক্ষাৎ সাক্ষিবেদ্য হইয়া থাকে—ইহাই তাঁহাদের মত। প্রমাতৃগত বা বিষয়গত অজ্ঞানের নিবৃত্তিই বৃত্তি স্বীকার করিবার মুখ্য প্রয়োজন। সংস্কারের আধান বৃত্তির আনুষঙ্গিক প্রয়োজন। যে স্থলে মুখ্য প্রয়োজন নাই, সেস্থলে আনুষঙ্গিক প্রয়োজনের জন্য বৃত্তি স্বীকার করিবারও আবশ্যকতা নাই। অন্তঃকরণবৃত্তির চিদুপরাগার্থতাবাদিগণের মতেও বৃত্তির অজ্ঞাননিবর্তকতা স্বীকৃত হইয়াছে। চিদুপরাগার্থা অন্তঃকরণবৃত্তি যদি অজ্ঞানের নিবর্তক না হইত, তবে তাহা প্রমাবৃত্তি হইতে পারিত না। আর তাহাতে অজ্ঞাতার্থবিষয়কত্বও চিদুপরাগার্থা বৃত্তির থাকিতে পারিত না। "অর্থেঽনুপলব্ধে"[1] এই জৈমিনির সূত্রের অনুসরণও সম্ভাবিত হইত না। এজন্য যাঁহারা সিদ্ধান্তলেশ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে বৃত্তির চিদুপরাগার্থতা বুঝিয়াছেন, তাঁহারা মহাপ্রমাদে পতিত হইয়াছেন। বিবরণাচার্য্যপ্রদর্শিত বৃত্তির চিদুপরাগার্থত্ব পক্ষে বৃত্তির অজ্ঞাননিবর্তকত্ব নাই মনে করিয়া বিবরণের টীকাকারগণও বিভ্রান্ত হইয়াছেন। আর এজন্য ন্যায়ামৃতকার পুনঃ পুনঃ বৃত্তির চিদুপরাগার্থত্ব পক্ষে অজ্ঞাননিবর্তকত্ব নাই মনে করিয়া বহুদোষ প্রদর্শন করিয়াছেন[2]। কিন্তু ইহাতে ন্যায়ামৃতকারের কোনও ন্যূনতা নাই। ন্যূনতা বিবরণের টীকাকারগণের ও সিদ্ধান্তসংগ্রহকারগণের। লঘুচন্দ্রিকার প্রতিকর্মব্যবস্থা প্রকরণ আলোচনা করিলে প্রমাণজন্য অন্তঃকরণবৃত্তিমাত্রেরই যে অজ্ঞাননিবর্তকতা আছে, তাহা সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যাইবে[3] এবং প্রমা-লক্ষণ ও জৈমিনিসূত্রেরও মর্যাদা রক্ষিত হইবে। যাহা হউক, আমরা সুখাদি-গোচর অবিদ্যাবৃত্তি স্বীকার করা সঙ্গত কি অসঙ্গত—এ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব।

প্রশ্ন হইতে পারে যে—সুখাদিগোচর অবিদ্যাবৃত্তি স্বীকার করিবার আবশ্যকতা কি? ইহাতে বক্তব্য এই যে—সুখাদিগোচর অবিদ্যাবৃত্তি স্বীকার না করিলে কালান্তরে সুখাদির স্মরণ হইতে পারিবে না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—কোনও পুরুষেরই "সুখম্" এইরূপ উদাসীনভাবে তটস্থ সুখের অনুভব হয় না। কিন্তু "আমি এই বিষয় দ্বারা সুখ অনুভব করিতেছি" এইরূপ অনুভব হইয়া থাকে। সুখানুভব কালে ইতর বিষয়েরও জ্ঞান থাকে। সুতরাং সুখাতিরিক্ত ঘট-পটাদিবিষয়ক প্রমাণবৃত্তি অবশ্যই সুখানুভবকালে থাকিবে। সুখানুভবকালে অন্য কোনও প্রমাণবৃত্তি থাকিবে না—ইহা হইতেই পারে না। সুতরাং সুখানুভবকালে যে প্রমাণবৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যে, যে যে বিষয় ভাসমান হয়, সেই প্রমাণবৃত্তির সূক্ষ্মাবস্থাই ভাসমান-যাবদ্বিষয়ক-সংস্কার;

১ জৈমিনিসূত্র ১।১।৫। ২ ন্যায়ামৃত ৬২১।১-২ পৃঃ দ্রষ্টব্য। ৩ লঘুচন্দ্রিকা, পৃঃ ৪৭৯

এইরূপ স্বীকার করিলেই সুখাদিকালীন ঘটাদ্যাকার অন্তঃকরণবৃত্তির নাশই ঘটাদির মত সুখাদিরও সংস্কার হইতে পারিবে। সুতরাং সুখাদিমাত্রবিষয়ক অবিদ্যাবৃত্তি মানিবার আবশ্যকতা নাই।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—সুখাদিবিষয়ক স্মৃতিতে সুখাদিবিষয়ক সংস্কারই হেতু। সুখসংস্কার যে সুখবিষয়ক হইয়া থাকে, সুখের সহিত সংস্কারের যে সম্বন্ধ, তাহা সুখাকারতা অর্থাৎ সুখাকার সংস্কার। সুখের সহিত সংস্কারের আকারাখ্য সম্বন্ধ—ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। সুখাকার সংস্কার তবেই সম্ভাবিত হইবে, যদি উক্ত সংস্কার সুখাকার বৃত্তিজন্য হয়। ঘটাদ্যকার বৃত্তিজন্য সংস্কারে ঘটের আকারাখ্য সম্বন্ধ থাকিলেও সুখাদির সহিত উক্ত সংস্কারের আকারাখ্য সম্বন্ধ নাই। সুতরাং ঘটাদ্যাকার-বৃত্তি-জন্য সংস্কার ঘটসংস্কার হইলেও তাহা সুখসংস্কার নহে। আর যাহা সুখসংস্কার নহে, তাহা হইতে সুখস্মৃতিও হইতে পারিবে না। যদি বলা যায়—ঘটাদ্যাকার বৃত্তির সূক্ষ্মাবস্থাই ঘটাদি সংস্কার। এই সূক্ষ্মাবস্থা যেমন বৃত্তির সূক্ষ্মাবস্থা, এইরূপ বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন-চৈতন্যেরও সূক্ষ্মাবস্থা। সুতরাং বৃত্তির সূক্ষ্মাবস্থাতে বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যের সূক্ষ্মাবস্থাত্ব স্বীকার করিতে কোনও আপত্তি নাই। ঘটাদ্যাকার বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন-চৈতন্যের সহিত ঘটাদির যেমন তাদাত্ম্য আছে, সেইরূপ তাদৃশ চৈতন্যের সহিত সুখাদিরও তাদাত্ম্য আছে। সুতরাং ঘটাদ্যাকার বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যের সূক্ষ্মাবস্থারূপ সংস্কার যেমন ঘটবিসক, সেইরূপ সুখাদিবিষয়কও হইতে পারিবে। অতএব সুখাদি-বিষয়ক বৃত্তি স্বীকাবের আবশ্যকতা কি ?

এতদুত্তবে বক্তব্য এই যে—সুখাদির বিদ্যমানতাকালে সুখাদিবিষয়ক অবিদ্যাবৃত্তি স্বীকার না করিলেও অতীত সুখাদিবিষয়ক অনুমিত্যাদি বৃত্তি ত স্বীকার করিতেই হইবে। সুখাদিবিষযক অনুমিতি-বৃত্তি-নাশরূপ সংস্কার হইতে সুখের স্মৃতিও হইবে। সুতরাং সাক্ষাৎ সুখবিষযক বৃত্তিনাশরূপ সংস্কার হইতে সুখাদির স্মৃতি হয়—ইহা ত স্বীকার করিতেই হইবে। এজন্য সাক্ষাৎ সুখাকার সংস্কার হইতে সুখের স্মৃতি যদি স্বীকার করিতেই হইল, তবে বিদ্যমান সুখাদিতেও সুখাদিবিষয়ক বৃত্তি স্বীকার দ্বারাই সুখাকার সংস্কার ও স্মৃতি উৎপন্ন হওয়া উচিত। কোনও সুখসংস্কার সুখাকারবৃত্তি জন্য ; আবার কোনও সুখসংস্কার সুখাকারবৃত্তি ব্যতীতই হইবে,—এইরূপ স্বীকার করা সঙ্গত মনে হয় না। সুখতাদাত্ম্যপ্রযুক্ত চৈতন্যের সুখবিষয়কত্ব—যাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ সুখসংস্কারকালে সুখ বিদ্যমান নহে বলিয়া অবিদ্যমান সুখের তাদাত্ম্য চৈতন্যে থাকিতে পারে না। এজন্য সুখাকার অবিদ্যাবৃত্তির নাশই সুখাকার সংস্কার বলা উচিত এবং সুখাকার অবিদ্যাবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই সুখের সাক্ষী। এই সাক্ষী-চৈতন্যই সুখের ভাসক।

ইহাতে আপত্তি এই যে—জ্ঞান হইতে সংস্কার উৎপন্ন হয়। তদ্বিষয়ক সংস্কার

তদ্বিষয়ক জ্ঞানজন্ম। সুতরাং সুখবিষয়ক সংস্কারও সুখজ্ঞানজন্ম। কিন্তু এরূপ বলিবার কোনও আবশ্যকতা নাই যে—তদ্বিষয়ক সংস্কার তদ্বিষয়ক বৃত্তিজন্ম। বৃত্তি যে সংস্কারের জনক হইয়া থাকে, তাহাও বৃত্তি জ্ঞান বলিয়াই সংস্কারের জনক হইয়া থাকে। বৃত্তিকেও যেরূপ জ্ঞান বলা হয়, চৈতন্যকেও সেইরূপ জ্ঞান বলা হয়। জ্ঞান সংস্কারের জনক হইলে বৃত্তিরূপ জ্ঞান বা চৈতন্যরূপ জ্ঞান উভয়েই সংস্কারের জনক হইতে পারিবে। বৃত্তি ও চৈতন্য-সাধারণ সংস্কারজনক জ্ঞান এইরূপ বলা যাইতে পারে—যাহার অসত্ত্বাপাদক-অজ্ঞানবিরোধিবিশিষ্ট যে চৈতন্য, সে-ই তাহার জ্ঞান। যেমন ঘটের অসত্ত্বাপাদক অজ্ঞান বিরোধী ঘটাকার প্রমাণবৃত্তি, এই বৃত্তিবিশিষ্ট চৈতন্যই ঘটের জ্ঞান। চৈতন্য ঘটের অসত্ত্বাপাদক অজ্ঞানের বিরোধিবিশিষ্ট হইতে গেলে ঘটাকার প্রমাণবৃত্তিকে অপেক্ষা করে। ঘটাকার প্রমাণবৃত্তিকেই অপেক্ষা করিয়া চৈতন্য ঘটজ্ঞানরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু সুখাদি-জ্ঞানে সুখাকার বৃত্তির অপেক্ষা নাই। সুখাদি বস্তুবিষয়ক অজ্ঞান অপ্রসিদ্ধ বলিয়া সুখাদি-স্বরূপই সুখাদির অসত্ত্বাপাদক অজ্ঞানের বিরোধী। কিন্তু ঘটাদি বস্তু ঘটীয় অসত্ত্বাপাদক অজ্ঞানের বিরোধী নহে। সুতরাং সুখাদির অসত্ত্বাপাদক অজ্ঞানের বিরোধী সুখাদি বস্তু এবং সেই সুখাদিবিশিষ্ট চৈতন্যই সুখাদির জ্ঞান। চৈতন্য নিত্য বস্তু হইলেও সুখাদি বিশিষ্ট চৈতন্য নিত্য বস্তু নহে; যেহেতু সুখাদি বস্তু নিজেই অনিত্য। এই অনিত্য সুখাদি বস্তুবিশিষ্ট চৈতন্য অনিত্য বলিয়া সুখাদির মনঃপরিণামরূপ সংস্কার উৎপন্ন হইতে পারিবে। আর এজন্য সুখাদ্যাকার অবিদ্যাবৃত্তি মানিবার আবশ্যকতা নাই।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—বিষয়াকার বৃত্তিনাশরূপ সংস্কার সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। পূর্ব্বপক্ষী যে ভাবে সুখসংস্কারের উপপত্তি করিয়াছেন, তাহা সুখাকারবৃত্তিনাশরূপ নহে; তাহা সুখনাশরূপ। বিষয়নাশই বিষয়ের সংস্কার—ইহাই বলিয়াছেন। তবে কি ঘটনাশও ঘটেব সংস্কার হইবে? যদিও পূর্ব্বপক্ষী সুখাবচ্ছিন্ন চৈতন্যের সূক্ষ্মাবস্থারূপ নাশ বলিয়াছেন, তথাপি চৈতন্যের নাশ অসম্ভাবিত বলিয়া সুখের নাশই সুখাবচ্ছিন্ন চৈতন্যের নাশ—আর ইহাকেই সুখসংস্কার বলিয়াছেন। সুতরাং বিষয়নাশকে সংস্কার বলিয়া স্বীকার করা অত্যন্ত গৌরব দোস-দুষ্ট। এজন্য সুখাকার বৃত্তির নাশকেই সুখসংস্কার বলা উচিত। ইহাই সুখাকার অবিদ্যাবৃত্তিবাদিগণের কথা।

বস্তুতঃ বিবেচনা করিয়া দেখিলে সুখাদ্যাকার অবিদ্যাবৃত্তি স্বীকার না করিলেও সুখাদ্যাকার সংস্কার উৎপন্ন হইতে পারে। সুখাদি স্বভাবস্বচ্ছ পদার্থে চৈতন্য স্বভাবতঃই প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। সুখপ্রতিবিম্বিত চৈতন্যই সুখজ্ঞান। সুখের নাশে সুখপ্রতিবিম্বিতত্ববিশিষ্ট চৈতন্যেরও নাশ হয়। এই নাশই সুখাকার

সংস্কার। যদিও অদ্বৈতসিদ্ধি প্রভৃতি গ্রন্থে সাক্ষিভাস্য সুখাদিবিষয়ক অবিদ্যাবৃত্তি স্বীকার করা হইয়াছে, তথাপি অদ্বৈতদীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থে সাক্ষিভাস্য বস্তুবিষয়ক অবিদ্যাবৃত্তি স্বীকার করা হয় নাই। এজন্য সাক্ষিভাস্য বস্তুগোচর অবিদ্যাবৃত্তির স্বীকার ও অস্বীকার উভয়ই অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণের সম্মত। সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি দর্শনানুসারে সুখসাক্ষাৎকার বস্তুও এইরূপই স্বীকার করিতে হইবে। সুখপ্রতিবিম্বিত চৈতন্যই সুখসাক্ষাৎকার। ন্যায়, বৈশেষিকাদি দর্শনে অন্তরিন্দ্রিয় জন্য সুখপ্রত্যক্ষ স্বীকার করিলেও সাংখ্য, পাতঞ্জলদর্শনে সুখাদির ঐন্দ্রিয়ক প্রত্যক্ষ বলা যাইতে পারে না। এজন্য তাঁহারা সুখপ্রত্যক্ষ না বলিয়া সুখসাক্ষাৎকারই বলিয়াছেন। ইঁহাদের মতে সুখদ্রষ্টা বা সুখসাক্ষী সুখ-প্রমাতা নহে। প্রমাতা প্রমাণব্যাপার-ব্যবহিতভাবে প্রমেয় দর্শন করেন। সাক্ষীর যে সুখ সাক্ষাৎকার হয়, তাহা প্রমাণব্যাপার-ব্যবধান ব্যতীতই হয়। অব্যবধানে বিষয়গ্রহণের নামই সাক্ষাৎকার। এজন্য সাংখ্য, পাতঞ্জলাদি দর্শনে সুখপ্রত্যক্ষ না বলিয়া সুখসাক্ষাৎকার বলা হইয়া থাকে। ইঁহাদের মতে অবিদ্যাবৃত্তি স্বীকৃত হয় নাই। সুখব্যতিরিক্ত সুখবিষয়ক অন্তঃকরণবৃত্তিও স্বীকৃত হয় নাই। "সদা জ্ঞাতাশ্চিত্তবৃত্তয়ঃ"[১] এই পাতঞ্জলসূত্রে আন্তর সুখ-দুঃখাদি, সুখ-দুঃখাদি বিষয়কবৃত্তি ব্যতীতই পুরুষভাস্য হইয়া থাকে বলা হইযাছে। সুতরং অদ্বৈতবেদান্তিগণ সুখাদিগোচর অবিদ্যাবৃত্তি স্বীকার না করিয়াই যে সুখ-সাক্ষাৎকারের উপপত্তি করিয়াছেন, ইহা সাংখ্য, পাতঞ্জলাদি দর্শনের দৃষ্টি লইযাই করিয়াছেন।

যাঁহারা সাক্ষিভাস্য সুখাদিবিষয়ক অবিদ্যাবৃত্তি স্বীকার না করিয়াই সুখাদি-বিষয়ক সংস্কারের উপপাদন কবিয়া থাকেন, তাঁহারা সাক্ষিভাস্য রজতাদিগোচর অবিদ্যাবৃত্তি স্বীকার না করিযাই রজতাদিগোচর সংস্কারের উপপাদন করিয়া থাকেন[২]। সাক্ষিভাস্য বস্তুগোচব অবিদ্যাবৃত্তি, কেবল তদ্বিষয়ক সংস্কারাধানের জন্যই স্বীকৃত হইয়াছে। অবিদ্যাবৃত্তি অজ্ঞানেরও নিবর্ত্তক নহে, বিষয়েরও প্রকাশক নহে। সাক্ষিভাস্য বস্তুবিষয়ক অজ্ঞানই অপ্রসিদ্ধ এবং প্রমাণজন্য অন্তঃকরণবৃত্তিই অবিদ্যার বিরোধী। সুতরাং অবিদ্যাবৃত্তি কেবলমাত্র সংস্কার উৎপাদনের জন্যই স্বীকৃত হইয়া থাকে। সেই সংস্কার যদি প্রকারান্তরে সম্ভাবিত হয়, তবে রজতাদিগোচর অবিদ্যাবৃত্তি স্বীকার করিবার কোনও আবশ্যকতা নাই। এজন্য যাঁহারা সুখাদি-গোচর অবিদ্যাবৃত্তি স্বীকার করেন না, তাঁহারা রজতাদিগোচর অবিদ্যাবৃত্তিও স্বীকার করেন না। ইহা নৃসিংহাশ্রম প্রভৃতি আচার্য্যগণের সম্মত। কিন্তু অদ্বৈতসিদ্ধিকার উভয় স্থলেই অবিদ্যাবৃত্তি স্বীকার করিয়াছেন। অদ্বৈতসিদ্ধিকার

১ পাতঞ্জলসূত্র, ৪।১৮
২ অদ্বৈতদীপিকা (দ্বিতীয় খণ্ড) পৃঃ ৪০১ ও ভাবপ্রকাশিকা, ৪৪।৪৫ পৃঃ সোসাইটি পুঁথি

বিবরণের সম্মতি অনুসারেই তাহা করিয়াছেন। রজতগোচর অবিদ্যাবৃত্তি স্বীকার না করিলে কেবলমাত্র বিষয়াধ্যাসই বলিতে হইবে; কিন্তু জ্ঞান ও বিষয়, এই উভয়াধ্যাস হইবে না। অথচ বিবরণকার জ্ঞানের সহিত বিষয়ের অধ্যাস স্বীকার করিয়াছেন[১] এবং ইদমাকার অন্তঃকরণবৃত্তি ও রজতাকার অবিদ্যাবৃত্তি স্বীকার করায় অখ্যাতি-মত-প্রবেশের আপত্তি উত্থাপন করিয়া তাহার সমাধান করিয়াছেন। অখ্যাতিবাদিগণ বিসংবাদী প্রবৃত্তির জনক অগৃহীতভেদ জ্ঞানদ্বয় স্বীকার করিয়া থাকেন। যাহা হউক, যাঁহারা প্রাতিভাসিক রজতগোচর অবিদ্যাবৃত্তি স্বীকার করেন না, তাঁহারা ইদমাকার অন্তঃকরণবৃত্তিদ্বারা অভিব্যক্ত সাক্ষিচৈতন্যাভিন্ন ইদমংশাবচ্ছিন্ন-চৈতন্যদ্বারাই ইদমংশাবচ্ছিন্ন চৈতন্যে অধ্যস্ত রজত ভাস্য হইয়া থাকে—ইহা বলেন। আর রজতাকার অবিদ্যাবৃত্তির আবশ্যকতা নাই এবং ইদং-বৃত্তিদ্বারাই রজতবিষয়ক সংস্কারেরও আধান হইয়া থাকে—ইহাও বলেন। ভিন্ন-বিষয়ক বৃত্তি ভিন্ন-বিষয়ক সংস্কারের জনক হইবে কিরূপে? এইরূপ আপত্তির সমাধানও সুখবিষয়ক সংস্কারের আধান প্রতিপাদন প্রসঙ্গেই আমরা দেখাইয়াছি। অদ্বৈতসিদ্ধিকার অদ্বৈতবেদান্তের মর্য্যাদা পরিপালনের জন্য সর্ব্বত্রই বিবরণসিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলভাবে পরস্পর-বিরুদ্ধ কথা বলেন নাই।

বস্তুতঃ কথা এই যে,—বিরুদ্ধবাদী মাধ্ব প্রভৃতি আচার্য্যগণের অদ্বৈতবাদ খণ্ডন উদ্ধার করিবার জন্যই অদ্বৈতসিদ্ধিকার প্রবৃত্ত হইয়াছেন। উচ্ছৃঙ্খলভাবে পরস্পর বিরুদ্ধ কথা বলিলে, খণ্ডনের উদ্ধার করা যাইত না। এজন্যই অপ্যয়দীক্ষিত প্রভৃতি আচার্য্যগণ ন্যায়ামৃতাদি গ্রন্থের প্রতিবাদ করিতে সাহস পান নাই। একমাত্র অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থই অদ্বৈতবাদের স্তম্ভস্বরূপ। অদ্বৈতবাদে এমন আর একখানি গ্রন্থও নাই, যাহা অবলম্বন করিয়া মাধ্ব প্রভৃতি পূর্ব্বপক্ষীর খণ্ডনের যথাযথ সমাধান বলা যাইতে পারে। অপ্যয়দীক্ষিত প্রভৃতি বিরচিত মাধ্বসিদ্ধান্ত খণ্ডনের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ থাকিলেও মাধ্বাচার্য্যগণদ্বারা উদ্ভাবিত অদ্বৈতসিদ্ধান্ত খণ্ডনের সমাধান কল্পে ইঁহাদের কোনও প্রসিদ্ধ গ্রন্থ নাই। অদ্বৈতসিদ্ধান্তে যে পরিমাণ প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য থাকিলে ইহা সম্ভাবিত হয়, তাদৃশ পাণ্ডিত্য ইঁহাদের কাহারও ছিল না। ইঁহারা কোনও একটি বিষয় লইয়া অনেক কোটি প্রকোটি প্রদর্শনপূর্ব্বক নানা কথা বলায় অভ্যস্ত। কিন্তু আমূল অদ্বৈতসিদ্ধান্ত সমর্থন পূর্ব্বক মাধ্বপ্রদর্শিত খণ্ডনরাশির সমাধান করা ইঁহাদের পক্ষে একান্ত অসম্ভব ছিল। একমাত্র বাঙ্গালী দণ্ডিস্বামী মধুসূদন সরস্বতীই অদ্বৈতবেদান্তের সম্মান রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। অবশ্য মধুসূদন সরস্বতীর কিঞ্চিৎ পূর্ব্বভাবী নৃসিংহাশ্রমও বিবরণটীকা ভাবপ্রকাশিকাতে

১ বিবরণ, পৃঃ ২২ ও ২৯ (বিজয়নগর সং)

বিচ্ছিন্নভাবে ও অদ্বৈতদীপিকাতে ধারাবাহিকভাবে মাধ্বপ্রদর্শিত খণ্ডনের উদ্ধার বলিতে প্রয়াস করিয়াছেন। কিন্তু নৃসিংহাশ্রমের গ্রন্থ হইতে অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থ অধিকতর প্রগাঢ় এবং অদ্বৈতসিদ্ধান্তের পূর্ণরহস্যব্যঞ্জক। এজন্য যাঁহারা অদ্বৈত-সিদ্ধান্তের পূর্ণরহস্য জানিতে এবং নব্যরীতি অবলম্বন করিয়া শাস্ত্রের উহাপোহ করিতে অভিলাষী, অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থ তাঁহাদের একমাত্র অবলম্বন। অদ্বৈতসিদ্ধির টীকার মধ্যে বাঙ্গালী ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী প্রণীত লঘুচন্দ্রিকা টীকাই অদ্বৈতসিদ্ধান্তের রহস্য উদ্‌ঘাটনে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। রামানুজ সম্প্রদায়ের পরমাচার্য্য নিগমান্তদেশিক বেঙ্কটনাথ শতদূষণী গ্রন্থেও অদ্বৈতবাদ খণ্ডনের বহু প্রয়াস করিয়াছেন। ৬৬টি প্রকরণযুক্ত শতদূষণী গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের মহাচার্য্য প্রণীত "চণ্ডমারুত" টীকাতে অতিসূক্ষ্মভাবে অদ্বৈতসিদ্ধান্তের খণ্ডন প্রদর্শিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রণিধানের সহিত অদ্বৈতসিদ্ধি ও লঘুচন্দ্রিকার আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা চণ্ডমারুত প্রদর্শিত খণ্ডনের সমাধানেও সমর্থ। ইহা আমরা এই গ্রন্থের শেষে আংশিকভাবে প্রদর্শন করিব। রামানুজমতানুসারী অনন্তাচার্য্য ন্যায়-ভাস্কর গ্রন্থে লঘুচন্দ্রিকার সিদ্ধান্ত খণ্ডনের জন্য অদ্বৈতসিদ্ধির প্রথম পরিচ্ছেদে প্রদর্শিত প্রপঞ্চমিথ্যাত্বানুমানেব দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। লঘুচন্দ্রিকাগ্রন্থে মিথ্যাত্বানুমানে যে সমস্ত যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, ন্যায়ভাস্করগ্রন্থে তাহারই দোষ প্রদর্শনে প্রয়াস করা হইয়াছে। মিথ্যাত্বানুমানের "সোপাধিকত্ব-নিরাস" পর্য্যন্ত ভাগে গৌড় ব্রহ্মানন্দ যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন, ন্যায়ভাস্করকার তাহারই খণ্ডনের জন্য প্রয়াস করিয়াছেন। ন্যায়ভাস্করকার মহানৈয়ায়িক ছিলেন। তাঁহার লেখাও যে নব্যরীতি অনুসারে সূক্ষ্ম, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। লঘুচন্দ্রিকাব বিট্‌ঠলেশী টীকাতে এই খণ্ডনের সমাধানের প্রয়াস করা হইয়াছে এবং বামসুব্বাশাস্ত্রী মহাশয় প্রণীত ন্যায়ভাস্করখণ্ডনেও ন্যায়-ভাস্করকার প্রদর্শিত দূষণের সমাধান প্রদর্শিত হইয়াছে।

বস্তুতঃ অদ্বৈতবেদান্তসিদ্ধান্তে অবিদ্যাবৃত্তিমাত্রেবই জ্ঞানত্ব বা প্রমাত্ব নাই। জ্ঞানমাত্রই প্রমা; যাহা অপ্রমা, তাহা জ্ঞানাভাস। নৈয়ায়িকগণ যেমন প্রমা ও অপ্রমারূপে জ্ঞানেরই দ্বৈবিধ্য স্বীকার করেন, অদ্বৈতবেদান্তসিদ্ধান্তে সেইরূপ স্বীকার করা হয় না। প্রমাণজন্য অন্তঃকরণবৃত্তি বা সেই বৃত্ত্যভিব্যক্ত চৈতন্যকে জ্ঞান বলা হয়.আর তাহা প্রমাই বটে। আর যাহা অপ্রমা, তাহা অন্তঃকরণের বৃত্তিই নহে। তাহা অবিদ্যার বৃত্তি। প্রভাকরসিদ্ধান্তে যে জ্ঞানমাত্রকেই প্রমা বলা হইয়াছে, ভাবিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে—তাহা অদ্বৈতসিদ্ধান্তের প্রতিকূল নহে। অদ্বৈত-বেদান্তিগণ জ্ঞানকে কখনও অপ্রমা বলেন না। যাহা অপ্রমা, তাহা জ্ঞানাভ্যস; জ্ঞানই নহে।

অনধিগতবিষয়ক জ্ঞানই প্রমা। বস্তুতঃ যাহা জ্ঞান, তাহা অনধিগত বিষয়কই হয়।

অজ্ঞানের অবিরোধী অর্থাৎ অজ্ঞানের অনিবর্ত্তক জ্ঞানই হইতে পারে না। শুক্তি-রজতাদি সাক্ষিভাস্য বস্তু অজ্ঞাত বা অনধিগত হইতে পারে না। সুতরাং অনধিগতবিষয়ক জ্ঞানকে প্রমা বলিলে শুক্তি-রজতজ্ঞানে তাহার অতিব্যাপ্তি হইবে না। তথাপি বেদান্তপরিভাষাকার যে—অবাধিতবিষয়কত্বও প্রমালক্ষণে প্রবেশ করাইয়াছেন তাহার অভিপ্রায় তিনিই জানেন[১]! যে বিষয় বাধিত হয় তাহা অনধিগত হইতে পারে না। বাধিত বিষয় কল্পিত; কল্পিত বস্তুবিষয়ক অজ্ঞান অপ্রসিদ্ধ[২]। এইরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে ঈশ্বরের মায়াবৃত্তিরূপ জ্ঞানও অজ্ঞানের নিবর্ত্তক নহে। এজন্য ঈশ্বরের জ্ঞানও প্রমারূপ নহে। যেহেতু তাহা অজ্ঞান বিরোধী নহে। অজ্ঞাতার্থ বিষয়ক নিশ্চয়ই প্রমা। আর ঈশ্বরের জ্ঞান ভ্রমও নহে। মিথ্যা বস্তু মিথ্যাত্বরূপেই ঈশ্বরজ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে। এজন্য ঈশ্বরজ্ঞান প্রমা ও ভ্রমবিলক্ষণ তৃতীয়প্রকার। নৈয়ায়িকগণও ঈশ্বরের জ্ঞানকে প্রমা ও ভ্রম হইতে বিলক্ষণ স্বীকার করিয়াছেন। অবশ্য তাঁহারা অন্য কারণেই তাহা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ঈশ্বরের জ্ঞান নিত্য। এজন্য তাহা গুণজন্যও নহে এবং দোষজন্যও নহে। নৈয়ায়িকগণ প্রমাকে গুণজন্য ও ভ্রমকে দোষজন্য বলিয়া স্বীকার করেন। ঈশ্বরজ্ঞানের যে জ্ঞানত্ব, তাহা মুখ্য নহে; কিন্তু গৌণ। স্মৃতি যেমন ইচ্ছাদির জনক হয় বলিয়া স্মৃতিকে গৌণভাবে জ্ঞান বলা হয়, এইরূপ ঈশ্বরজ্ঞানও ইচ্ছাদির জনক হয় বলিয়া তাহাকে গৌণভাবে জ্ঞান বলা হইয়া থাকে। অদ্বৈতসিদ্ধান্তে ঈশ্বরের জ্ঞান নিত্য নহে। প্রাণিগণের কর্ম্মবশতঃ ঈশ্বরোপাধি মায়ার বা অবিদ্যার বৃত্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এজন্য ঈশ্বরেব স্মৃতিজ্ঞানও স্বীকৃত হইয়াছে। একথা বিবরণাচার্য্য স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন[৩] এবং লঘুচন্দ্রিকাকারও তাহা সমর্থন করিয়াছেন[৪]। এজন্যই মীমাংসান্যায়প্রকাশকার আপোদেব ন্যায়প্রকাশ গ্রন্থের প্রারম্ভে বলিয়াছেন যে—ঈশ্বর গত কল্পীয় বেদ স্মরণ করিয়া এই কল্পে উপদেশ করিয়া থাকেন[৫]। ঈশ্বরের স্মরণাত্মক জ্ঞানের অঙ্গীকার ন্যায়াদি শাস্ত্রবিরুদ্ধ। অদ্বৈতবেদান্তেই ঈশ্বরের স্মৃত্যাত্মক জ্ঞান সমর্থিত হইয়াছে। আপোদেবের অদ্বৈতবেদান্তবাসনা প্রবল থাকায় তিনি ঈশ্বরের স্মৃতি স্বীকার করিয়াছেন। ঈশ্বরের অজ্ঞাতার্থবিষয়ক নিশ্চয় হইতে পারে না। এইরূপ স্বীকার করিলে ঈশ্বরেরও অজ্ঞান স্বীকার করিতে হয়। যে বস্তু ঈশ্বরের অজ্ঞাত ছিল, তাহা পরে তিনি জানিয়াছেন—এরূপ হইতে পারে না। এরূপ স্বীকার করিলে ঈশ্বরের অজ্ঞান স্বীকার করিতে হয়। এজন্য—ঈশ্বরজ্ঞান প্রমা ও ভ্রমবিলক্ষণ। নৈয়ায়িকগণ যথার্থানুভবকে প্রমা বলিয়াছেন। এজন্য

১ বেদান্তপরিভাষা, পৃঃ ১৯-২০ ২ বিবরণ, পৃঃ ১৪ (বিজয়নগর সং)
৩ বিবরণ, পৃঃ ২১০ (বিজয়নগর সং) ৪ লঘুচন্দ্রিকা, পৃঃ ৩০৯
৫ ঈশ্বরো গতকল্পীয়বেদমস্মিন্ কল্পে স্মৃত্বা উপদিশতি……—ন্যায়প্রকাশ, পৃঃ ৪

তাঁহাদের মতে ঈশ্বরের জ্ঞান প্রমা হইতে পারে। কিন্তু "অর্থেঽনুপলব্ধে তৎ-প্রমাণম্" এই জৈমিনিসূত্রের[১] অনুসরণকারী দার্শনিকগণ ঈশ্বরজ্ঞানকে প্রমা বলিতে পারেন না।

প্রথম লক্ষণ সমাপ্ত

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অবিদ্যার দ্বিতীয় লক্ষণ

ভ্রমের উপাদানত্বই অবিদ্যাত্ব। অবিদ্যাই ভ্রমের উপাদান হইয়া থাকে। এই বিশ্বভ্রমের উপাদান মায়া বা অবিদ্যা। ব্রহ্ম অধিষ্ঠান; উপাদান নহে। বিশ্বভ্রমের উপাদান ব্রহ্ম হইলে এই দ্বিতীয় অবিদ্যালক্ষণের ব্রহ্মেই অতিব্যাপ্তি দোষ হইবে। এজন্য যাঁহারা অবিদ্যার এই দ্বিতীয় লক্ষণটি স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে ব্রহ্ম বিশ্বভ্রমের অধিষ্ঠানই হইয়া থাকে; কিন্তু বিশ্বভ্রমের উপাদান নহে। এইরূপ যাঁহারা অবিদ্যাসহিত ব্রহ্মকে বিশ্বভ্রমের উপাদান স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতেও এই লক্ষণটি সঙ্গত হয় না। কারণ ব্রহ্ম ও অবিদ্যা উভয়েতেই বিশ্বভ্রমের উপাদানত্ব আছে বলিয়া ব্রহ্মে অবিদ্যালক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ থাকিয়াই যায়। এজন্য যাঁহারা ব্রহ্মকে মাত্র ভ্রমের অধিষ্ঠান বলিয়াই স্বীকার করেন, ব্রহ্মকে ভ্রমের উপাদান বলিয়া স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতেই এই দ্বিতীয় লক্ষণটি বুঝিতে হইবে। মায়া বা অবিদ্যা বিশ্ব-ভ্রমের উপাদান হইয়া থাকে—বলা হইয়াছে। যাঁহারা ব্রহ্মকেও ভ্রমের উপাদান বলিয়া স্বীকার করেন অথবা ব্রহ্মকেই উপাদান বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতেও বিবেচনা করিয়া দেখিলে মায়ার উপাদানত্ব ও ব্রহ্মের উপাদানত্বে বিশেষ বৈলক্ষণ্য আছে। মায়া পরিণামী বস্তু; আর ব্রহ্ম অপরিণামী বস্তু। পরিণামিত্বরূপে উপাদানত্ব মায়াতেই সম্ভাবিত হয়—ব্রহ্মে সম্ভাবিত হয় না। এইরূপ মায়া বা অবিদ্যা অচেতন জড়; ব্রহ্ম অজড়—চেতন। এজন্য অচেতনত্বরূপে উপাদানত্ব বলিলে ব্রহ্মে লক্ষণের অতিব্যাপ্তিদোষ ঘটিবে না। এজন্য ভ্রমোপাদানত্ব লক্ষণটিকে যদি এরূপ বলা যায়—ভ্রমের পরিণামিত্বরূপে উপাদানত্ব অথবা ভ্রমের অচেতনত্বরূপে উপাদানত্বই অবিদ্যাত্ব; উপাদানতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম পরিণামিত্ব বা অচেতনত্ব; এইরূপ বলিলে, ব্রহ্মকে ভ্রমের উপাদান বলিলেও ব্রহ্মে এই দ্বিতীয় লক্ষণের অতিব্যাপ্তি

১ জৈমিনিসূত্র, ১।১।৫

দোষ হইবে না। পরিণামিত্ব বা অচেতনত্ব ধর্ম ব্রহ্মে নাই বলিয়া পরিণামিত্বরূপে বা অচেতনত্বরূপে ব্রহ্ম ভ্রমের উপাদান হইতে পারে না[১]।

এইরূপ প্রদর্শিত দ্বিতীয় অবিদ্যালক্ষণের অব্যাপ্তি দোষও হইবে না। ন্যায়ামৃতকার এরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন যে—অভাবভ্রমের উপাদান ভাবরূপ অজ্ঞান হইতে পারে না। ভাব ও অভাবের সারূপ্য নাই বলিয়া ভাবরূপ অজ্ঞান আরোপিত অভাবের উপাদান হইতে পারে না। এজন্য অভাব-ভ্রমের উপাদানত্ব ভাবরূপ অজ্ঞানে নাই বলিয়া ভ্রমোপাদানত্বরূপ অজ্ঞানলক্ষণের অব্যাপ্তি দোষই হইবে।[৩] ন্যায়ামৃতকারের এই আশঙ্কার উত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলিতেছেন যে—অভাবারোপের নিবর্ত্তক প্রমাজ্ঞান দ্বারা নিবর্ত্তনীয় অজ্ঞানে এই দ্বিতীয় অবিদ্যালক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ হইবে না[২]। অভাব-বিলক্ষণ অজ্ঞানও অভাবের উপাদান হইতে পারে—ইহা পূর্ব্বেই বিশদভাবে বলা হইয়াছে।

ভ্রম অজ্ঞানোপাদানক হইয়া থাকে—ইহা বলা হইয়াছে। ইহাতে ন্যায়ামৃতকার আশঙ্কা করেন যে—ভাববিলক্ষণ অজ্ঞান ভ্রমের উপাদান হইতে পারে না। তাহার কারণ এই যে—উপাদান ও উপাদেয়ের সারূপ্য থাকে; উপাদানের বিসদৃশ উপাদেয় হইতে পারে না। ভাববিলক্ষণ অজ্ঞান যদি ভ্রমের উপাদান হয়, তবে উপাদেয় ভ্রমও ভাব-বিক্ষণই হইবে। ভ্রমকে ভাব-বিলক্ষণ বলিয়া স্বীকার করিলে ভ্রম উপাদেয়ই হইতে পারিবে না। ঘট-পটাদি ভাব বস্তুই উপাদেয় হইয়া থাকে। ভাব-বিলক্ষণ বস্তু—যেমন ধ্বংস, উপাদেয় হয় না। ভ্রম যদি উপাদেয়ই না হয়, তবে ভ্রমের উপাদান অজ্ঞান হইবে কিরূপে? সুতরাং অজ্ঞানকে ভাব-বিলক্ষণ বলিয়া স্বীকার করিলে এই দ্বিতীয় লক্ষণের অসম্ভব দোষ হইয়া পড়িবে। ভাব-বিলক্ষণ বস্তু উপাদেয় হয় না বলিয়া যদি অদ্বৈতবেদান্তিগণ ভ্রমের ভাবত্ব স্বীকার করেন, তবে তাহার উপাদান অজ্ঞানকেও ভাব বস্তু বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। জন্য-ভাব-বস্তুমাত্রই ভাবোপাদনক হইয়া থাকে; ভাব-বিলক্ষণ অজ্ঞান উপাদান হইতে পাবে না[৩]।

এতদুত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলেন যে—ভাব বস্তুই উপাদান হইয়া থাকে এবং ভাব বস্তুই উপাদেয় হইয়া থাকে, ভাবত্ব ধর্ম্মই উপাদানত্ব ও উপাদেয়ত্বের

১ যদ্বা ভ্রমোপাদানত্বমজ্ঞানলক্ষণম্। ইদং চ লক্ষণং বিশ্বভ্রমোপাদানমায়াধিষ্ঠানং ব্রহ্মেতি পক্ষে, ন তু ব্রহ্মমাত্রোপাদানত্বপক্ষে, ব্রহ্মসহিতাবিদ্যোপাদানত্বপক্ষে বা; অতো ব্রহ্মণি নাতিব্যাপ্তিঃ, ইতরত্র তু পক্ষে পরিণামিত্বেনাচেতনত্বেন বা ভ্রমোপাদানং বিশেষণীয়মিতি ন দোষঃ—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৪৫

২ অভাবারোপনিবর্ত্তকপ্রমানিবর্ত্ত্যাজ্ঞানে চাব্যাপ্তিঃ—ন্যায়ামৃত ৩০৪।২ পৃঃ

ন বাহভাবারোপনিবর্ত্তকপ্রমানিবর্ত্ত্যেঽব্যাপ্তিঃ; তস্যাপি ভ্রমোপাদানত্বাৎ—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৪৫

৩......ভাবরূপাজ্ঞানোপাদানকত্বাযোগাৎ—ন্যায়ামৃত, ৩০৫।১ পৃঃ

ননু—ভ্রমে ভাববিলক্ষণাজ্ঞানোপাদানকত্বং ন ঘটতে; ভ্রমস্য ভাববিলক্ষণত্বে উপাদেয়ত্বাযোগাৎ। ভাবত্বে চ ভাবোপাদানকত্বনিয়মাদিতি চেৎ—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৪৫

প্রযোজক অর্থাৎ ব্যাপ্য—এরূপ বলা যায় না। কারণ শুদ্ধ আত্মাতে ভাবত্ব থাকিলেও শুদ্ধ আত্মা উপাদান বা উপাদেয় হয় না। সুতরাং ভাবত্ব ধর্ম্ম উপাদানত্ব বা উপাদেয়ত্বের প্রযোজক নহে। কার্য্যান্বয়ী কারণত্বই উপাদানত্বের প্রয়োজক। নিমিত্তকারণ কার্য্যের অন্বয়ী কারণ নহে। নিমিত্তকারণমাত্রই কার্য্যে অনন্বয়ী হইয়া থাকে। যেমন মৃত্তিকা ঘটের অন্বয়ী কারণ। এজন্য মৃত্তিকাই ঘটের উপাদান; দণ্ড-চক্রাদি ঘটের অন্বয়ী কারণ নহে; এজন্য তাহা ঘটের উপাদান কারণ নহে; কিন্তু নিমিত্ত কারণ। কার্য্যাত্মক কারণকেই অন্বয়ী কারণ বলা যায়, নিমিত্তকারণ কার্য্যাত্মক হয় না। এইরূপ সাদিত্ব উপাদেয়ত্বের প্রয়োজক। যাহা সাদি বস্তু, তাহাই উপাদেয়। সুতরাং ভাবত্ব ধর্ম্ম উপাদানত্ব বা উপাদেয়ত্বের প্রয়োজক নহে। অন্বয়িকারণত্ব—উপাদানত্বের এবং সাদিত্ব—উপাদেয়ত্বের প্রয়োজক। এই দুইটি ধর্ম্মের একটিও ভাবত্বের ব্যাপ্য নহে। এজন্য উপাদানত্ব বা উপাদেয়ত্বও ভাবত্বের ব্যাপ্য নহে অর্থাৎ যাহাতে ভাবত্ব নাই, তাহাতে উপাদানত্ব নাই বা উপাদেয়ত্ব নাই—এরূপ নহে। সুতরাং অজ্ঞানে ভাবত্ব ধর্ম্ম না থাকিলেও—অজ্ঞান ভাব-বিলক্ষণ হইলেও তাহাতে (ভ্রমের) উপাদানত্ব থাকিতে কোনও বাধা নাই[১]।

ইহাতে আপত্তি এই যে—ভাবত্বধর্ম্ম রহিত বস্তুও যদি উপাদেয় হইতে পারে, তবে ভাবত্ব রহিত ধ্বংসও উপাদেয় হইতে পারিবে। অদ্বৈতসিদ্ধিকার ত বলিয়াছেন—সাদিত্বই উপাদেয়ত্বের প্রয়োজক। ধ্বংস—সাদি বস্তু; তাহাও উপাদেয় হউক অর্থাৎ উপাদানজন্য হউক। কিন্তু ধ্বংস তো উপাদানকারণজন্য নহে, কেবল নিমিত্তকারণ হইতেই ধ্বংসের উৎপত্তি হইয়া থাকে। অদ্বৈতসিদ্ধিকারের মতানুসারে ধ্বংসেরও উপাদেয়ত্বের আপত্তি হইবে অর্থাৎ ধ্বংসের উপাদানকারণ-জন্যত্বের আপত্তি হইবে।

এতদুত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলেন যে—আমাদের মতে অভাবমাত্রই অধিকরণস্বরূপ। সুতরাং ধ্বংসও উপাদানকারণজন্য—ইহা আমরা স্বীকারই করি। সুতরাং ইহা আমাদের ইষ্টাপত্তিই বটে[২]।

ইহাতে ন্যায়ামৃতকার আপত্তি করেন যে—যদি ভাব-বিলক্ষণ অজ্ঞানও ভ্রমের উপাদান হইতে পারে, তবে আর জ্ঞানপ্রাগভাব ব্যতিরিক্ত অজ্ঞান মানিবার আবশ্যকতা কি? জ্ঞানপ্রাগভাবই ভ্রমের উপাদান হইতে পারিবে। জ্ঞানপ্রাগভাব

১ ন; অজ্ঞানস্য ভ্রমস্য চ ভাববিলক্ষণত্বেঽপ্যুপাদানোপাদেয়ভাবোপপত্তেঃ। ন হি ভাবত্বমুপাদানত্বে উপাদেয়ত্বে বা প্রয়োজকম্, আত্মনি তদদর্শনাৎ, কিং ত্বন্বয়িকারণত্বমুপাদানত্বে তন্ত্রম্; সাদিত্বমুপাদেয়ত্বে, তদুভয়ং চ ন ভাবত্বনিয়তম্। অত উপাদানোপাদেয়ভাবোঽপি ন ভাবত্বনিয়তঃ—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৪৫-৪৬

২ ন চৈবং ধ্বংসস্যাপ্যুপাদেয়ত্বাপত্তিঃ, ইষ্টাপত্তেঃ—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৪৬

ভাববিলক্ষণ বলিয়াই ত উপাদান হইতে পারে না। অজ্ঞানও ভাববিলক্ষণ স্বীকার করিলে ভাববিলক্ষণ জ্ঞানপ্রাগভাবই ভ্রমের উপাদান হইতে পারিবে। অতএব ভাবাভাব উভয় বিলক্ষণ অজ্ঞানকে ভ্রমের উপাদান কল্পনা করিবার আবশ্যকতা কি[১]?

এতদুত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলেন যে—ন্যায়ামৃতকারের এরূপ বলা অসঙ্গত। প্রাগভাব প্রতিযোগিমাত্রের জনক হইয়া থাকে। প্রতিযোগিমাত্রের জনকত্বরূপেই প্রাগভাব সিদ্ধ হইয়াছে। প্রাগভাবের প্রতিযোগিমাত্রজনকত্ব প্রাগভাবরূপ ধর্ম্মীর গ্রাহক মানদ্বারাই সিদ্ধ হইয়াছে। প্রাগভাবের প্রতিযোগিমাত্র-জনকত্বই নিয়ম। এজন্য প্রাগভাব ভ্রমের জনকই নহে। যাহা ভ্রমের জনকই নহে, তাহার ভ্রমের জনকত্ববিশেষরূপ উপাদানত্ব অত্যন্তই অসম্ভব। অজ্ঞান ও ভ্রম উভয়ই সদসদ্বিলক্ষণ। সুতরাং তাহাদের উপাদান-উপাদেয়ভাব থাকিতে কোনও দোষ নাই[২]। ইহাতে উপাদান ও উপাদেয়ের সারূপ্যও রক্ষিত হইল। পূর্ব্বে যে ভাবত্ব ও অভাবত্বের কথা বলা হইয়াছে, তাহা সদ্রূপত্ব ও অসদ্রূপত্ব বুঝিতে হইবে। ভাবত্ব ও অভাবত্ব যে সদ্রূপত্ব ও অসদ্রূপত্ব, তাহা অদ্বৈতসিদ্ধিকাব নিজেই এস্থলে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা আমবা পূর্ব্ব লক্ষণেব আলোচনা প্রসঙ্গে বিশদভাবে দেখাইয়াছি। ভ্রমের যে সদসদ্বিলক্ষণত্ব আছে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইযাছে এবং অনির্ব্বাচ্যত্ব সিদ্ধিপ্রসঙ্গে বিশেষভাবে বলা যাইবে[৩]।

আর ন্যায়ামৃতকার এরূপ শঙ্কা করেন যে—ভ্রমোপাদানত্ব অজ্ঞানের লক্ষণ হইতে পারে না। অজ্ঞান যদি ভ্রমের উপাদান হইত, তবে ভ্রমও অজ্ঞানানুবিদ্ধরূপে প্রতীত হইত। কিন্তু তাহা ত হয না; ভ্রম অজ্ঞানানুবিদ্ধরূপে প্রতীত হয় না। উপাদেয় বস্তু উপাদানানুবিদ্ধরূপে প্রতীত হইযা থাকে। যেমন—মৃত্তিকোপাদানক ঘট মৃত্তিকানুবিদ্ধরূপে অর্থাৎ মৃদভিন্নরূপে প্রতীত হয। উপাদানাবিষযক উপাদেয়মাত্র বিষয়ক জ্ঞান হয না; যেহেতু উপাদানেব সহিত উপাদেযের অভেদ আছে। এজন্য মৃত্তিকাকে বিষয না করিয়া ঘটেব প্রতীতি হয না। ভ্রম অজ্ঞানোপাদানক হইলে অজ্ঞানও নিয়তভাবে ভ্রমপ্রতীতির বিষয হইত; কারণ অজ্ঞান ও ভ্রম অভিন্ন। কিন্তু ভ্রম প্রতীতির বিষয অজ্ঞান হয না। এজন্য অজ্ঞানকে ভ্রমের উপাদান বলা সঙ্গত হয নাই[৪]।

১ ন চৈব জ্ঞানপ্রাগভাবস্যৈব ভ্রমোপাদানত্বমস্তু, কিমভাববিলক্ষণাজ্ঞানোপাদানকল্পনেনেতি……
—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৪৬

২ প্রাগভাবস্য প্রতিযোগিমাত্রজনকত্বনিয়মেন ভ্রমং প্রতি জনকত্বস্যাপ্যসিদ্ধেঃ তদ্বিশেষরূপোপাদানত্বস্যৈব দূরনিরস্তত্বাৎ। অতঃ সদ্বিলক্ষণয়োরজ্ঞানভ্রময়োর্যুক্তমুপাদানোপাদেয়ভাবঃ—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ৫৪৬

৩ ভ্রমস্য চ সদ্বিলক্ষণত্বমুক্তম্, বক্ষ্যতে চ—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৪৬

৪ ন চ—এবমজ্ঞানানুবিদ্ধতয়া ভ্রমস্য প্রতীত্যাপত্তিঃ, মৃদনুবিদ্ধতয়া ঘটস্যেবেতি বাচ্যম্—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৪৬। কিঞ্চ যদ্ যদনুবিদ্ধতয়া ভাতি তত্তদুপাদানকম্। ন চ রূপ্যং তজ্জ্ঞানং বা অজ্ঞানমিতি ভাতি—ন্যায়ামৃত, ৩০৭।২ পৃঃ

এতদুত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলেন যে—যে উপাদেয় বস্তু যে উপাদান হইতে উৎপন্ন হয়, সেই উপাদেয় বস্তু, সেই উপাদানানুবিদ্ধরূপেই নিয়ত প্রতীত হইয়া থাকে —এরূপ ব্যাপ্তি বা নিয়মই অসিদ্ধ। কারণ ঘটের রূপের উপাদান ঘট। ঘটের রূপ ঘটোপাদানক হইলেও রূপ ঘটানুবিদ্ধরূপে প্রতীত হয় না। "রূপং ঘটঃ" এইরূপে ঘটের সহিত রূপ অভিন্নরূপে প্রতীত হয় না। এজন্য উপাদেয় উপাদানানুবিদ্ধরূপেই নিয়ত প্রতীত হয়—এই নিয়মই অসিদ্ধ। সাংখ্য মতে—প্রকৃতি জগতের উপাদান। বৈশেষিকমতে দ্ব্যণুক ত্র্যণুকাদির উপাদান। তাঁহাদের মতেও উপাদেয় বস্তু উপাদানানুবিদ্ধরূপে প্রতীত হয় না। তাহা হইলে "প্রকৃতির্মহান্" "দ্ব্যণুকং ত্র্যণুকম্" এইরূপ অভেদপ্রতীতির আপত্তি হইত। সুতরাং ন্যায়ামৃতকারের প্রদর্শিত ব্যাপ্তি সর্ব্বথা অসিদ্ধ[১]।

ইহাতে যদি ন্যায়ামৃতকার এরূপ বলেন যে—"রূপং ঘটঃ" এইরূপে অভেদে প্রতীতি না থাকিলেও "শুক্লো ঘটঃ" "নীলো ঘট" এইরূপে উপাদানের সহিত উপাদেয় অভিন্নরূপে প্রতীত হইয়া থাকে।

এতদুত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলেন যে—রূপ ঘটোপাদানক হইলেও "রূপং ঘটঃ" এইরূপ প্রতীতি হয় না; কিন্তু "শুক্লো ঘটঃ" এইরূপ প্রতীতি হয়। তাহাতে উপাদেয়তাবচ্ছেদকরূপে উপাদেয় উপাদানের সহিত অভিন্নরূপে প্রতীত না হইলেও অন্যরূপে উপাদেয় উপাদানের সহিত অভিন্নরূপে প্রতীত হইয়া থাকে—ইহাই সিদ্ধ হইতেছে। যে কোনওরূপে উপাদেয় উপাদানের সহিত অভিন্নরূপে প্রতীত হয়—ইহাই যদি ন্যায়ামৃতকার বলেন, তবে তাহা আমরাও স্বীকার করি। অজ্ঞানও জড় বস্তু, ভ্রমও জড় বস্তু, ; সুতরাং জড়ত্বরূপে ভ্রম অজ্ঞানাভিন্ন হইয়াই থাকে। "অজ্ঞানং ভ্রমঃ" এইরূপ প্রতীতি হয় না বটে, কিন্তু "জড়ো ভ্রমঃ" এইরূপ প্রতীতি হয়। ভ্রম-জ্ঞানের প্রতীতিকালে ভ্রমজ্ঞান জ্ঞানত্বরূপে প্রতীত হইলেও ভ্রমত্বরূপে প্রতীত হয় না। বাধজ্ঞানকালে ভ্রমও অজ্ঞানরূপে প্রতীত হইয়া থাকে। যেমন রজতরূপে যে জ্ঞান হইয়াছিল, তাহা অজ্ঞানই বটে—এরূপ প্রতীতি হয়। সুতরাং বাধকালে ভ্রমজ্ঞান অজ্ঞানাভিন্নরূপে প্রতীত হয় বলিয়া ভ্রমের অজ্ঞানোপাদানতাতে কোনও দোষ নাই[২]।

আর ন্যায়ামৃতকার আপত্তি করেন যে—ইষ্টসিদ্ধিকারের মতে বলা হইয়াছে অজ্ঞান এক নহে। অজ্ঞান জ্ঞানের সমসংখ্যক ; জ্ঞানও যতগুলি, অজ্ঞানও ততগুলি (ইষ্টসিদ্ধি, পৃঃ ৬৩।৬৪ গাইকোয়াড় সং)। এই ইষ্টসিদ্ধিকারের মতে ভ্রমোপাদানত্ব

১ যৎ যদুপাদানকং তৎ তদনুবিদ্ধতয়ৈব প্রতীয়ত ইতি ব্যাপ্ত্যসিদ্ধেঃ। ন হি ঘটোপাদানকং রূপং ঘট ইতি প্রতীয়তে, প্রকৃতি-দ্ব্যণুকাদ্যনুবিদ্ধতয়া প্রতীতেঃ পরৈরপ্যনভ্যুপগমাৎ—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৪৬

২ কেনচিদ্রূপেণ তদনুবেধস্তু প্রকৃতেঽপীষ্ট এব—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৪৬

অজ্ঞানের লক্ষণ হইতে পারে না। কারণ যে অজ্ঞান ভ্রম-জ্ঞান উৎপাদন না করিয়া প্রথমতঃই প্রমাজ্ঞানদ্বারা নিবৃত্ত হইয়াছে, সেই অজ্ঞানে ভ্রমোপাদানত্ব নাই ; সুতরাং সেই অজ্ঞানে এই দ্বিতীয় লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ ঘটিবে। এমন কোনও নিয়ম নাই যে—সমস্ত প্রমাজ্ঞানই ভ্রমজ্ঞানের পরে হইবে। যে ব্যক্তির প্রথমতঃই শুক্তিতে শুক্তিবিষয়ক প্রমা জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে এবং শুক্তিবিষয়ক প্রমাজ্ঞান দ্বারা শুক্তিবিষয়ক অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়াছে, তাহার এই প্রমানিবর্ত্ত্য অজ্ঞান ভ্রমের উপাদান হয় নাই বলিয়া ভ্রমোপাদানত্ব লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষই হইবে[১]।

এতদুত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলেন যে—প্রদর্শিত অব্যাপ্তি দোষ হইবে না। ভ্রমোপাদানত্ব-যোগ্যত্বই অজ্ঞানের দ্বিতীয় লক্ষণ। ভ্রমাপূর্বক প্রমানিবর্ত্ত্য অজ্ঞান যদিও ভ্রমের উপাদান হয় নাই, তথাপি সেই অজ্ঞানে ভ্রমোপাদানতার যোগ্যতা আছে। অন্য সহকারী কারণের সমবধান হয় নাই বলিয়াই অজ্ঞান ভ্রম উৎপন্ন করিতে পারে নাই। এজন্য সেই অজ্ঞানে স্বরূপযোগ্যত্বরূপ কারণতা আছে। কেবল সহকারি-বৈকল্য-প্রযুক্ত ফলোপধায়ক হইতে পারে নাই। সুতরাং ভ্রমোপাদানত্ব-যোগ্যত্বই অজ্ঞানের লক্ষণ বলিলে ইষ্টসিদ্ধিকারের মতেও কোনও দোষ হইবে না। যাঁহারা জ্ঞান-সমসংখ্যক অজ্ঞান মানেন না, তাঁহাদের মতে লক্ষণে যোগ্যত্ব নিবেশ করিবার আবশ্যকতা নাই[২]।

ইহাতে ন্যায়ামৃতকার আপত্তি করেন যে—অদ্বৈতসিদ্ধিকারের এরূপ বলা সঙ্গত হয় নাই। কারণ ভ্রমোপাদানত্ব-যোগ্যত্বই যদি অজ্ঞানের লক্ষণ হয়, তবে যোগ্যতা-বচ্ছেদক ধর্ম্ম হইবে কে? যোগ্যতার অবচ্ছেদক ধর্ম্ম না জানিলে যোগ্যতার অবধারণ হইতে পারে না। এতদুত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলেন যে—প্রথম লক্ষণটি এই দ্বিতীয় লক্ষণের যোগ্যতার অবচ্ছেদক হইবে। অজ্ঞানে যে ভ্রমোপাদানত্ব-যোগ্যতা আছে, তাহার অবচ্ছেদক ধর্ম্ম "অনাদিভাবরূপত্বে সতি জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বম্" হইবে। সুতরাং এই দ্বিতীয়লক্ষণে কোন দোষ নাই। অজ্ঞানের একত্ব স্বীকার করিলে ভ্রমোপাদানত্বই অজ্ঞানের দ্বিতীয় লক্ষণ[৩]।

ইহাতে ন্যায়ামৃতকার আপত্তি করেন যে—অজ্ঞানের একত্ব স্বীকার করিলে শুক্তি-বিষয়ক জ্ঞানদ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে সেই নিবৃত্তাজ্ঞান পুরুষের মোক্ষলাভ হওয়া

১ দ্বিতীয়লক্ষণেঽপি যাবন্তি জ্ঞানানি তাবন্ত্যজ্ঞানানীতি মতে অভ্রমপূর্বকপ্রমানিবর্ত্ত্যাজ্ঞানে...... অব্যাপ্তিঃ—ন্যায়ামৃত, ৩০৪।২ পৃঃ। ন চ যাবন্তি জ্ঞানানি তাবন্ত্যজ্ঞানানীতি পক্ষে ভ্রমাপূর্বকপ্রমা-নিবর্ত্ত্যেঽজ্ঞানে অব্যাপ্তিঃ—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৪৬

২ ভ্রমোপাদানতাযোগ্যত্বস্য বিবক্ষিতত্বাৎ, সহকারিবৈকল্যাৎ কার্য্যানুদয়েঽপি যোগ্যতানপায়াৎ—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৪৬

৩ অথ যোগ্যতাবচ্ছেদকরূপাপরিচয়ে কথং তদ্গ্রহণম্? প্রথমলক্ষণস্যৈব যোগ্যতাবচ্ছেদকত্বাৎ। একমেবাজ্ঞানমিতি পক্ষে তু তত্র ভ্রমোপাদানত্বমুক্তমেব—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৪৬

উচিত ; কারণ অজ্ঞান একটি। আর তাহা শুক্তিজ্ঞানদ্বারাই নিবৃত্ত হইয়াছে। অদ্বৈতবাদিগণের মতে অজ্ঞানের নিবৃত্তিই মোক্ষ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। "অবিদ্যাস্তময়ো মোক্ষঃ সা চ বন্ধ উদাহৃতঃ"—অবিদ্যার নিবৃত্তিই মোক্ষ এবং অবিদ্যাই বন্ধ[১]।

এতদুত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলেন যে—অজ্ঞানের একত্ব স্বীকার পক্ষে শুক্তিজ্ঞান-দ্বারাই মোক্ষের আপত্তি হইবে না। শুদ্ধ চৈতন্যবিষয়ক অজ্ঞান শুক্তিবিষয়ক জ্ঞানদ্বারা নিবৃত্ত হয় না। সমানবিষয়ক জ্ঞানই অজ্ঞানের নিবর্ত্তক। শুক্তিজ্ঞানদ্বারা শুদ্ধচৈতন্য-বিষয়ক অজ্ঞানের নিবৃত্তি না হইলেও শুক্তি-জ্ঞান মূল অজ্ঞানের অবস্থাবিশেষের নাশক হইয়া থাকে[২]। অদ্বৈতবেদান্তে মূলাজ্ঞান, তূলাজ্ঞান ও মূলাজ্ঞানের অবস্থা নামে অজ্ঞানের প্রকারভেদ বলা হইয়া থাকে। তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই যে—শুদ্ধব্রহ্মের আবরক অজ্ঞানই মূলাজ্ঞান। এই মূলাজ্ঞানে আবরণশক্তি ও বিক্ষেপশক্তি থাকে। আবরণ ও বিক্ষেপ-শক্তিদ্বয়যুক্ত ব্রহ্মজ্ঞাননাশ্য অজ্ঞানই মূলাজ্ঞান। আবরণ-বিক্ষেপশক্তি-যুক্ত ব্রহ্মজ্ঞানভিন্ন-জ্ঞাননাশ্য এবং মূলাজ্ঞানেব সহিত তাদাত্ম্যানাপন্ন অজ্ঞানই তূলাজ্ঞান। আব মূলাজ্ঞানের অবস্থাবিশেষ বলিলে আবরণ-বিক্ষেপশক্তিযুক্ত ব্রহ্মজ্ঞানান্য- জ্ঞাননাশ্য এবং মূলাজ্ঞানের সহিত তাদাত্ম্যাপন্ন অজ্ঞানকে বুঝায়। এই সকল কথা লঘুচন্দ্রিকাতে[৩] বলা হইয়াছে।

অবস্থা-অজ্ঞান সম্বন্ধে বিবরণাচার্য্যের অভিপ্রায়

বিবরণাচার্য্য একাজ্ঞান পক্ষ অবলম্বন করিয়া বলিয়াছেন—শুক্তিকাদি জ্ঞানদ্বারা রজতাদি অধ্যাসের স্বকাবণ অজ্ঞানে প্রবিলয় মাত্র হইয়া থাকে, কিন্তু রজতাধ্যাসের উপাদান অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় না। একাজ্ঞানবাদে ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত অন্য কোনও জ্ঞানদ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইতে পাবে না। যেমন মুষল প্রহার দ্বারা ঘটের উপাদানে ঘটের প্রবিলয় মাত্র হয় ; কিন্তু মুষল প্রহার দ্বারা ঘটের উপাদানের উচ্ছেদ হয় না, এইরূপ শুক্তিকাদি জ্ঞানদ্বারাও অধ্যাসের উপাদানের উচ্ছেদ হয় না[৪]।

বিবরণাচার্য্য এইরূপে একাজ্ঞানবাদ উপপাদন করিয়া পরে অথবা পক্ষ অবলম্বন পূর্বক নানা অবস্থা-অজ্ঞান স্বীকার করিয়াছেন। এই অবস্থা-অজ্ঞান স্বীকার করার অভিপ্রায় এই যে—জ্ঞানদ্বারা অজ্ঞানেরই নিবৃত্তি হইয়া থাকে। অজ্ঞানের সহিতই জ্ঞানের সাক্ষাৎ বিরোধ ; কিন্তু অজ্ঞান কার্য্যের সহিত জ্ঞানের সাক্ষাৎ বিরোধিতা নাই। শুক্তিকাদি জ্ঞানদ্বারা রজতাদি অধ্যাসের উপাদান অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়

১ ন চৈবং শুক্তিজ্ঞানেনৈবাজ্ঞাননাশে মোক্ষাপত্তিঃ—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৪৬

২ তত্তাবস্থাবিশেষনাশকত্বাঙ্গীকারাৎ—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৪৬

৩ লঘুচন্দ্রিকা, পৃঃ ৪৮৭

৪ অস্মিন্ পক্ষে শুক্তিকাদিজ্ঞানেন রজতাদ্যধ্যাসানাং স্বকারণে প্রবিলয়মাত্রং ক্রিয়তে, মুষল-প্রহারেণেব ঘটস্য—বিবরণ, পৃঃ ১০৯ (কলিকাতা সংস্কৃত সিরিজ)

না, কেবল রজতাদি অধ্যাসের প্রবিলয় মাত্র হয়—এইরূপ স্বীকার করিলে প্রদর্শিত অনুভবের বিরোধ অপরিহার্য্য। এবং ব্রহ্মসাক্ষাৎকার দ্বারাও ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞানের কার্য্য প্রপঞ্চেরই নিবৃত্তি হইবে ; কিন্তু ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইবে না। যেমন শুক্তিবিষয়ক জ্ঞানদ্বারা রজতাদি অধ্যাসেরই নিবৃত্তি হইয়া থাকে ; কিন্তু অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় না—এইরূপ আপত্তি হইয়া পড়িবে।

আরও কথা এই যে—অদ্বৈতবাদিগণ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারদ্বারা প্রপঞ্চাধ্যাসের সহিত অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় স্বীকার করিয়াছেন এবং তাঁহারা বলেন—জ্ঞানদ্বারা সবিলাস অজ্ঞানের নিবৃত্তি লোকদৃষ্ট। সুতরাং দৃষ্টানুসারেই জ্ঞান, সবিলাস অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হইয়া থাকে। দৃষ্টদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান সবিলাস অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হইয়া থাকে—ইহাই অদ্বৈতসিদ্ধান্ত। কিন্তু শুক্তিকাদি জ্ঞানদ্বারা যদি অজ্ঞানের নিবৃত্তি না হয়, কেবল অধ্যাসেরই নিবৃত্তি হয়, তবে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার সবিলাস অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হইবে—ইহা দৃষ্টদ্বারা সম্ভাবিত হইল কিরূপে? শুক্তিকাদি জ্ঞানদ্বারা অধ্যাসমাত্রের নিবৃত্তিই তো লোকদৃষ্ট। যদি শুক্তিকাদি জ্ঞানদ্বারা অধ্যাসের সহিত অজ্ঞানের নিবৃত্তি লোকদৃষ্ট হয়, তবেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারদ্বাবা সবিলাস অজ্ঞানের নিবৃত্তি লোকদৃষ্টি অনুসারে স্বীকার করা যাইতে পারে। এজন্য বিবরণাচার্য্য প্রদর্শিত একাজ্ঞানবাদ সমর্থন করিবার জন্য মূলাজ্ঞানেব অবস্থাভেদরূপ অজ্ঞান শুক্তিকাদি জ্ঞাননিবর্ত্তনীয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। শুক্তিকাদি জ্ঞান-নিবর্ত্ত্য মূলাজ্ঞানের অবস্থাভেদ মূলাজ্ঞান হইতে অত্যন্ত ভিন্ন নহে। এই মূলাজ্ঞানেব অবস্থাই রজতাদি অধ্যাসের উপাদান। কিন্তু মূলাজ্ঞান রজতাদি অধ্যাসের উপাদান নহে। শুক্তিকাদিজ্ঞান-দ্বারা রজতাদি অধ্যাসের উপাদান অবস্থা-অজ্ঞানের সহিত রজতাদি অধ্যাসের নিবৃত্তি হইয়া থাকে[১]। এইরূপ মূলাজ্ঞানের অবস্থা স্বীকার করায় কথঞ্চিৎ একা-জ্ঞানবাদও রক্ষিত হইল এবং শুক্তিকাদি জ্ঞান দ্বারা অধ্যাসের সহিত অজ্ঞানের নিবৃত্তিও সমর্থিত হইল। মূলাজ্ঞানের মতই এই অবস্থা অজ্ঞানও আবরণ-বিক্ষেপ শক্তিযুক্ত। মূলাজ্ঞান শুদ্ধচৈতন্যের আবরক ; আর অবস্থা-অজ্ঞান শুক্ত্যাদ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যের আবরক। মূলাজ্ঞান বিক্ষেপশক্তিদ্বারা প্রপঞ্চাধ্যাসের হেতু হইয়া থাকে এবং অবস্থা-অজ্ঞান বিক্ষেপশক্তিদ্বারা রজতাদি অধ্যাসের হেতু হইয়া থাকে। মূলাজ্ঞানের মত এই অবস্থা-অজ্ঞানও অনাদি। সুতরাং এই অবস্থা-অজ্ঞানেও "অনাদিভাবত্বে সতি জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্ব"রূপ অজ্ঞান লক্ষণ সঙ্গতই হইয়া থাকে। অজ্ঞানমাত্রই অনাদি, ইহাই বেদান্তসিদ্ধান্ত।

কিন্তু বিবরণের টীকা ঋজুবিবরণে সর্ব্বজ্ঞ বিষ্ণুভট্ট বলিয়াছেন যে—মূলাজ্ঞানের

১ অথবা—মূলাজ্ঞানস্যৈবাবস্থাভেদা রজতাদ্যুপাদানানি শুক্তিকাদিজ্ঞানৈঃ সহাধ্যাসেন নিবর্তন্ত ইতি কল্প্যতাম্—বিবরণ, পৃঃ ১০৯ (কলিকাতা সংস্কৃত সিরিজ্)

ন্যায় অবস্থা-অজ্ঞানও অনাদি—এইরূপ কোনও কোনও আচার্য স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাহা সঙ্গত নহে। কারণ শুক্তিবিষয়ক জ্ঞান, শুক্তিবিষয়ক অবস্থা-অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হইয়া থাকে। শুক্তিবিষয়ক যতবার জ্ঞান হইবে, ততবারই এক একটি জ্ঞান শুক্তিবিষয়ক অবস্থা-অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হইবে। এজন্য শুক্তিবিষয়ক অবস্থা-অজ্ঞানও জ্ঞানপ্রাগভাবের মত জ্ঞান সমসংখ্যক। এই অবস্থা-অজ্ঞান অনাদি হইলে এক বিষয়ক যতগুলি অবস্থা-অজ্ঞান সম্ভাবিত হইবে, অজ্ঞানের সমানবিষয়ক একটি মাত্র জ্ঞানদ্বারাই সেই সমস্তগুলি অবস্থা-অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া যাইবে। আর তাহাতে শুক্ত্যাদি বিষয় একবার মাত্র জ্ঞাত হইলে আর তাহা অজ্ঞাত হইতে পারিবে না। আর তাহাতে জ্ঞাত বস্তুরও কালান্তরে অজ্ঞানানুভব বিরুদ্ধ হইয়া পড়িবে। সকৃৎ জ্ঞাত বস্তুতে আর কালান্তরেও অধ্যাস হইতে পারিবে না। কারণ অধ্যাসের উপাদান অবস্থা-অজ্ঞান তদ্বিষয়ক একটিমাত্র জ্ঞান দ্বারাই নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে[১]।

যদি বলা যায়—অবস্থা-অজ্ঞান অনাদি হইলেও একবিষয়ক সমস্ত অবস্থা-অজ্ঞান বিষয়ের যুগপৎ আবরক হয় না। এক সময়ে নানা অবস্থা-অজ্ঞান বিষয়কে আবরণ করে না। একটি অজ্ঞানদ্বারাই আবরণ সিদ্ধ হইয়া থাকে। এজন্য বহু অজ্ঞানের যুগপৎ আবরণ ব্যর্থ। সুতরাং জ্ঞান উৎপন্ন হইলে বিষয়াবরক একটি অবস্থা-অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইবে, অন্য অবস্থা-অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইবে না। প্রকাশক জ্ঞান আবরক অজ্ঞানেরই নিবর্ত্তক হইয়া থাকে। এরূপ বলাও নিতান্ত অসঙ্গত। কারণ তাহাতে নির্ব্বিষয়ক অজ্ঞান স্বীকার করিতে হয়। একটি অবস্থা-অজ্ঞানই বিষয়ের আবরণ করে; অন্য অবস্থা-অজ্ঞানগুলি থাকিয়াও বিষয়ের আবরণ করে না—এরূপ বলিলে বিষয়ের অনাবরক অজ্ঞান স্বীকার করিতে হয়। অজ্ঞান যাহাকে আবরণ করে, তাহাই অজ্ঞানের বিষয়। অজ্ঞান বিদ্যমান থাকিয়াও বিষয়ের আবরণ করে না বলিলে নির্ব্বিষয়ক অজ্ঞান অঙ্গীকার করিতে হইবে। কিন্তু নির্ব্বিষয়ক জ্ঞান যেমন অপ্রসিদ্ধ, এইরূপ নির্ব্বিষয়ক অজ্ঞানও অপ্রসিদ্ধ। এজন্য অবস্থা-অজ্ঞানকে অনাদি বলা সঙ্গত নহে। একটি জ্ঞান দ্বারা একটি অবস্থা-অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে, মূলাজ্ঞান হইতে উৎপন্ন আর একটি অবস্থা-অজ্ঞান বিষয়কে আবরণ করিয়া থাকে। এজন্য অসংখ্য অবস্থা-অজ্ঞান যুগপৎ বিদ্যমান থাকে না। এই সমস্ত কথা বলিয়া ঋজুবিবরণকার বলিয়াছেন যে—"বিস্তরভয়াদপরং নোক্তম্[২]"।

১ কেচিৎ—অজ্ঞানবদবস্থানামনাদিত্বম্ আহুঃ তদসৎ, তথা সত্যেকেন তত্ত্বজ্ঞানেন সর্বাবস্থানিবৃত্তিপ্রসঙ্গাৎ একবিষয়ত্বাৎ—ঋজুবিবরণ পৃঃ ১১০ (কলিকাতা সংস্কৃত সিরিজ)

২ ঋজুবিবরণ পৃঃ ১১০

সিদ্ধান্তলেশের প্রথম পরিচ্ছেদে অপ্যয়দীক্ষিত বলিয়াছেন যে—"অস্তদপি অজ্ঞানমবস্থারূপং সাদি ইতি অন্তে[১]"। অর্থাৎ অবস্থা-অজ্ঞান সাদি—ইহাও কোন কোন আচার্য্য স্বীকার করিয়া থাকেন। অবস্থা-অজ্ঞানকে যাঁহারা সাদি বলেন, ঋজুবিবরণকার তাঁহাদের মধ্যে একজন। অবস্থা-অজ্ঞানের সাদিত্ব মতে অনাদিত্ব-ঘটিত অবিদ্যার লক্ষণ সঙ্গত হইতে পারে না। এজন্য অবস্থা-অজ্ঞানের সাদিত্ব স্বীকার করিলে অজ্ঞানের দ্বিতীয় লক্ষণ বা তৃতীয় লক্ষণ স্বীকার করিতে হইবে। অজ্ঞানের দ্বিতীয় ও তৃতীয় লক্ষণ সাদি ও অনাদি অজ্ঞান সাধারণ। অজ্ঞানের অনাদিত্ব অনুভবসিদ্ধ হইলেও নানাবিধ ব্যাবহারিক প্রক্রিয়া উপপাদনের জন্য কোন কোন আচার্য্য অবস্থা-অজ্ঞানের সাদিত্বও স্বীকার করিয়াছেন—বুঝিতে হইবে।

বিবরণের টীকা ভাবপ্রকাশিকাতে নৃসিংহাশ্রম অবস্থা-অজ্ঞানের সাদিত্ব খণ্ডন করিয়া অনাদিত্ব সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—অজ্ঞান মাত্রই অনাদি। অনাদি না হইলে তাহা অজ্ঞানই হইতে পারে না। অজ্ঞানের লক্ষণ অনাদিত্ব-ঘটিত। যদিও জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বরূপ অজ্ঞানের দ্বিতীয় লক্ষণ সাদি অজ্ঞানেও সম্ভাবিতই বটে, তথাপি মূলাজ্ঞানের কার্য্যমাত্রই কেবল ব্রহ্মজ্ঞান-নিবর্ত্ত্য হইয়া থাকে। যেমন আকাশাদি প্রপঞ্চ মূলাজ্ঞানেব কার্য্য বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞানমাত্র নিবর্ত্ত্য হইয়া থাকে। মূলাজ্ঞানের অনিবর্ত্তক জ্ঞান দ্বারা মূলাজ্ঞানের কার্য্য নিবৃত্ত হইতে পারে না। অবস্থা-অজ্ঞানও মূলাজ্ঞানের কার্য্য হইলে তাহা ঘটাদি বিষয়ক জ্ঞান দ্বারা নিবৃত্ত হইতে পারিবে না। আর তাহাতে অবস্থা-অজ্ঞান কল্পনাই ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। এসম্বন্ধে আরও বিস্তৃত আলোচনা ভাবপ্রকাশিকাতে আছে। আমরা অধিক বলিতে বিরত রহিলাম[২]।

যাঁহারা মূলাজ্ঞানের অবস্থাবিশেষ স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতে এই প্রদর্শিত উত্তর অর্থাৎ শুক্তিজ্ঞান মূলাজ্ঞানের অবস্থাবিশেষের নাশক হইয়া থাকে—এইরূপ বলা সঙ্গত হয় না। এজন্য অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলিয়াছেন যে—এই বিষয় আমরা সিদ্ধান্তবিন্দুতে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি[৩]। সিদ্ধান্তবিন্দু গ্রন্থে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় এই যে শুক্তি-প্রমা-বিরহ-বিশিষ্ট মূলাজ্ঞানই "শুক্তির্ন ভাতি" ইত্যাদি ব্যবহারের নিয়ামক হইয়া থাকে। শুক্তিপ্রমা উৎপন্ন হইলে মূলাজ্ঞান থাকিয়াও "শুক্তির্ন ভাতি" এরূপ ব্যবহারের জনক হয় না। সুতরাং শুক্তিপ্রমা "ন ভাতি" ইত্যাদি ব্যবহারের নিবর্ত্তক হইয়া থাকে। কিন্তু মূলাজ্ঞানের

১ সিদ্ধান্তলেশ (প্রথম পরিচ্ছেদ) পৃঃ ২৭

২ ভাবপ্রকাশিকা (সোসাইটি পুঁথি) ৩২ পত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠা ও ৩৩ পত্রের প্রথম পৃষ্ঠা

৩ ব্যুৎপাদিতং চৈতদস্মাভিঃ সিদ্ধান্তবিন্দৌ—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৪৬

নিবর্ত্তক হয় না। আর তাহাতে শুক্তিজ্ঞান দ্বারা মোক্ষের আপত্তিও হয় না[১]। এইরূপ অবিদ্যার দ্বিতীয় লক্ষণও নির্দোষ।

দ্বিতীয় লক্ষণ সমাপ্ত

অবিদ্যার তৃতীয় লক্ষণ

জ্ঞানস্বরূপে সাক্ষাৎ জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বই অবিদ্যার তৃতীয় লক্ষণ। এই লক্ষণটি নব্য বেদান্তিগণের সম্মত। এই তৃতীয় লক্ষণটির বিবরণ প্রথম লক্ষণের বিবরণ প্রসঙ্গেই পূর্ব্বে বিশদভাবে বলা হইয়াছে। সুতরাং ন্যায়ামৃতকার যে বলিয়াছিলেন—অবিদ্যার লক্ষণই সম্ভাবিত নহে[২], তাহা অসঙ্গত। যদিও এই তৃতীয় লক্ষণটি নবীন অদ্বৈত-বেদান্তিগণ সমর্থন করিয়াছেন, তথাপি এই লক্ষণটি বিবরণাচার্য্যেরও সম্মত। বিবরণাচার্য্য বলিয়াছেন যে—"জ্ঞাননিবর্ত্ত্যস্য চ অজ্ঞানত্বাৎ[৩]"। এই বিবরণবাক্যের অর্থ—জ্ঞানস্বরূপে সাক্ষাৎ জ্ঞাননিবর্ত্ত্যই অজ্ঞান—ইহাই বুঝিতে হইবে। এইরূপ ভ্রমোপাদানস্বরূপ দ্বিতীয় অজ্ঞান লক্ষণটিও বিবরণাচার্য্য সম্মতই বটে। অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থে অবিদ্যা সম্বন্ধে যাহা কিছু আলোচিত হইয়াছে, তাহা প্রায় সমস্তই বিবরণের বিস্তৃত ব্যাখ্যা মাত্র।

বিবরণকার ও চিৎসুখ প্রভৃতি প্রাচীন আচার্য্যগণের সম্মত অবিদ্যা লক্ষণ খণ্ডন করিবার জন্য ন্যায়ামৃতকার যে সমস্ত দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থ অনুসারে সেই সমস্ত দোষের সমাধান প্রদর্শন করা হইয়াছে। ন্যায়ামৃত গ্রন্থ আলোচনা করিলে ইহা সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায় যে অদ্বৈতসিদ্ধান্ত খণ্ডন করিবার জন্য দ্বৈতবাদিগণ যে যে দোষের উদ্ভাবন করিয়াছেলেন, সেই সমস্ত দোষের সমাধানও অতি প্রাচীনকাল হইতেই অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ বলিয়া আসিতেছেন। অদ্বৈতবাদিগণের সম্মত এক একটি বিষয় লইয়া ন্যায়ামৃতকার প্রাচীন দ্বৈতবাদিগণ কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত দোষরাশি ও প্রাচীন অদ্বৈতবাদিগণ কর্ত্তৃক সেই সমস্ত দোষের সমাধান ন্যায়ামৃত গ্রন্থে সঙ্কলন করিয়াছেন। আর ন্যায়ামৃত-কার নিজে প্রত্যেক প্রকরণেই অদ্বৈতবাদিগণ কর্ত্তৃক সমাহিত দোষের পুন-রুজ্জীবনের জন্য দুই একটি নূতন কথাও বলিয়াছেন। অদ্বৈতসিদ্ধান্তের খণ্ডনের জন্য যে সমস্ত যুক্তির অবতারণা ন্যায়ামৃত গ্রন্থে করা হইয়াছে, সে সমস্তই ন্যায়া-মৃতকারের বুদ্ধি কল্পিত মনে করিলে অত্যন্ত ভুল করা হইবে। ন্যায়ামৃতকার প্রাচীন প্রদর্শিত দোষগুলির শ্রেষ্ঠ সঙ্কলয়িতা এবং কোনও কোনও স্থানে বোধ হয়

১ সিদ্ধান্তবিন্দু, পৃঃ ৫০৪ (রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ সং)

২ জ্ঞানত্বেন রূপেণ সাক্ষাজ্‌জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বং বা তল্লক্ষণমিতি চ প্রাগুক্তমেব; তস্মান্নাবিদ্যালক্ষণা-সম্ভব ইতি সর্বমবদাতম্—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৪৬

৩ বিবরণ, পৃঃ ১৬ (বিজয়নগর সং)

তিনি নূতন দোষেরও উদ্ভাবন করিয়াছেন। ভগবৎপাদ আনন্দতীর্থ-বিরচিত অনুব্যাখ্যান গ্রন্থের ব্যাখ্যা করিবার জন্য মহামতি জয়তীর্থ সুপ্রসিদ্ধ ন্যায়সুধা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থখানি অতি অসাধারণ; এই গ্রন্থখানি অদ্বৈত-বাদের খণ্ডনের জন্যই লিখিত হইয়াছে। ন্যায়সুধা গ্রন্থের বিবৃতি করিবার জন্যই ন্যায়ামৃত গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছে। ন্যায়সুধার কথাগুলি ন্যায়ামৃত গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে মাত্র।

যাহা হউক, ন্যায়ামৃতকারেব প্রদর্শিত দোষগুলির সমাধানের জন্য অদ্বৈত-সিদ্ধিকার যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। অদ্বৈতসিদ্ধিকারের সমাধান খণ্ডন করিবার জন্য শ্রীমদ্রামাচার্য্য ন্যায়ামৃততরঙ্গিণী গ্রন্থে যে সমস্ত যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন ও লঘুচন্দ্রিকা গ্রন্থে রামাচার্য্য প্রদর্শিত দোষের সমাধানের জন্য গৌড়ব্রহ্মানন্দ যে সমস্ত যুক্তি দেখাইয়াছেন, সেই সমস্ত যুক্তি আমরা এই গ্রন্থে সঙ্গে সঙ্গেই দেখাইয়াছি।

শুক্তিবিষয়ক অজ্ঞান আরোপিত রজতের উপাদান হইয়া থাকে—ইহাই অদ্বৈতবাদিগণ বলেন। এই আরোপিত রজতের উপাদান অজ্ঞান অনাদি হইতে পারে না; কারণ শুক্তি সাদি বস্তু; তদ্বিষযক অজ্ঞান সাদিই হইবে—এই কথা অনাদিত্ব ঘটিত অবিদ্যা লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ প্রদর্শন প্রসঙ্গে ন্যায়ামৃতকার বলিয়াছেন[১]। প্রতিকর্ম্মব্যবস্থাভঙ্গ প্রকবণে[২] এই দোষটিই বলা হইয়াছিল এবং তাহার সমাধানও অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থে বলা হইযেছে[৩]। তথাপি তরঙ্গিণীকার ন্যায়ামৃতে প্রদর্শিত পূর্ব্বোক্ত দোষটি আবার প্রদর্শন করিয়াছেন। পুনরুক্ত বোধে লঘুচন্দ্রিকাকারও অতিসংক্ষেপে তাহার সমাধান বলিয়াছেন।

অবিদ্যার লক্ষণ নিরূপণ সমাপ্ত

১ এই গ্রন্থের পৃঃ ৪ দ্রষ্টব্য। ২ ন্যায়ামৃত, ২৩১।১ পৃঃ। ৩ অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৪৮৬

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভাবরূপ অজ্ঞান সাধক প্রথম প্রকার সাক্ষিপ্রত্যক্ষ

পদ্মপাদাচার্য্য পঞ্চপাদিকা গ্রন্থে বলিয়াছেন যে—"অবশ্যমেবা অবিদ্যাশক্তিঃ··· অভ্যুপগন্তব্যা" (পঞ্চপাদিকা ৪ পৃঃ বিজয়নগর সং)। পঞ্চপাদিকাকার যে এই—"এষা অবিদ্যাশক্তিঃ" বলিয়াছেন, তদ্দ্বারা অবিদ্যা যে সাক্ষিপ্রত্যক্ষসিদ্ধ, ইহাই সূচিত হইয়াছে। বিবরণাচার্য্য ইহার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে যেরূপে সাক্ষিপ্রত্যক্ষ দ্বারা

ভাবরূপ অজ্ঞানের সিদ্ধি হয়, বিশদভাবে তাহার আলোচনা করিয়াছেন। (বিবরণ ১২-১৩ পৃঃ। বিজয়নগর সং)। বিবরণাচার্য্য ভাবরূপ অবিদ্যার সিদ্ধির জন্য "অহমজ্ঞঃ" ইত্যাদি সাক্ষিপ্রত্যক্ষ উপস্থাপিত করিয়াছেন। বিবরণের পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ এই বিবরণের বাক্যগুলিরই বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন মাত্র। ন্যায়ামৃত গ্রন্থে বিবরণ-ব্যাখ্যাতৃগণের আশয় প্রদর্শন করিয়া তাহার খণ্ডন করা হইয়াছে। আর অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থে ন্যায়ামৃতকারের উদ্ভাবিত দোষের সমাধান বলা হইয়াছে এবং বিবরণ ও তাহার ব্যাখ্যাতৃগণের আশয় অতি সুস্পষ্টভাবে দেখান হইয়াছে। সাক্ষি-প্রত্যক্ষ দ্বারা অজ্ঞানের সিদ্ধি, অদ্বৈতবেদান্তের একটি বিশেষ আলোচ্য বিষয়। নিপুণভাবে এই প্রকরণের আলোচনা করিলে অদ্বৈত-বেদান্তের গূঢ় রহস্য অবগত হওয়া যায়। এজন্য আমরা অজ্ঞানের সাক্ষি-প্রত্যক্ষ-সিদ্ধতা প্রকরণের বিশদভাবে আলোচনা করিব।

সাক্ষী প্রমাতা নহে; কিন্তু দ্রষ্টা। এজন্য সাক্ষিজ্ঞান প্রমিতি নহে। সাক্ষি-জ্ঞান প্রমিতি না হইলেও সাক্ষিজ্ঞান, গ্রাহ্য বস্তুর সিদ্ধিরূপ। সাক্ষি-জ্ঞান দ্বারা বস্তু সিদ্ধ হয়; কিন্তু প্রমিত হয় না। অজ্ঞাত অর্থের নিশ্চয়ই প্রমিতি। যে বিষয়ের প্রমিতি উৎপন্ন হয়, প্রমিতি সেই বিষয়ের অজ্ঞান নিবৃত্তি করিয়া উৎপন্ন হয়। এজন্য প্রমিতি, অজ্ঞাতার্থের নিশ্চয়রূপ হইয়া থাকে। সাক্ষিদ্বারা বস্তুর নিশ্চয় হইলেও অজ্ঞাতার্থের নিশ্চয় হয় না। অর্থাৎ বিষয়ের অজ্ঞান নিবৃত্তিপূর্ব্বক সাক্ষী বিষয়কে প্রকাশ করে না। সাক্ষীর সহিত অজ্ঞানের বিরোধিতা নাই। প্রত্যুত সাক্ষী অজ্ঞানের সাধক। অজ্ঞাতার্থের জ্ঞাপক নহে বলিয়াই সাক্ষী প্রমাণ নহে। সাক্ষিসিদ্ধ ও প্রমাণসিদ্ধ বস্তুর ইহাই বৈলক্ষণ্য যে—প্রমাণদ্বারা অজ্ঞাতার্থের নিশ্চয় হয়, সাক্ষিদ্বারা তাহা হয় না। এজন্য সাক্ষিভাস্য সুখ-দুঃখাদি ও শুক্তি-রজতাদি বিষয়ক অজ্ঞানও নাই। সাক্ষি-দ্বারা অজ্ঞাত সুখ-দুঃখাদি জ্ঞাত হয় না, অজ্ঞাত শুক্তি-রজতাদিও জ্ঞাত হয় না। সাক্ষিভাস্য বস্তু যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ সাক্ষিদ্বারা প্রকাশিত হইয়াই থাকে। যখন সাক্ষিদ্বারা প্রকাশিত হয়-না, তখন সেই বস্তুই নাই। সাক্ষিভাস্য বস্তুর অজ্ঞাত সত্তা নাই। প্রমাণসিদ্ধ বস্তুর অজ্ঞাত সত্তা আছে। অজ্ঞান সাক্ষিসিদ্ধ বস্তু; এজন্য অজ্ঞান বিষয়ক আর অজ্ঞান নাই। অজ্ঞান অজ্ঞানাবৃত হয় না। অজ্ঞান বিষয়ক অজ্ঞান স্বীকার করিলে অনবস্থা হয়। সাক্ষী অজ্ঞাত বস্তুকে অজ্ঞাতরূপে ও জ্ঞাত বস্তুকে জ্ঞাতরূপে প্রকাশ করিয়া থাকে। প্রমাণই অজ্ঞাত বস্তুর অজ্ঞাননিবৃত্তি পূর্ব্বক প্রকাশ করিয়া থাকে। অজ্ঞান প্রমাণ দ্বারা প্রমিত হইলে, অজ্ঞান বিষয়ক ও অজ্ঞান স্বীকার করিতে হইত। অজ্ঞাত জ্ঞাপকই প্রমাণ। যাঁহারা অজ্ঞানকে প্রমিত মনে করেন, তাঁহারা এই ভুলের প্রতি লক্ষ্য করেন না। "অর্থেহস্থ-

লকারে তৎপ্রমাণম্” (১।১।৫ জৈঃ সূঃ) এই সূত্রই মীমাংসক, বেদান্তী, সাংখ্য ও পাতঞ্জলগণের উপজীব্য। এই সূত্র অনুসারে অজ্ঞাতার্থ জ্ঞাপককে প্রমাণ বলা হইয়াছে। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক এই জৈমিনি সূত্রটি স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা যথার্থ অনুভবকেই প্রমা বলিয়াছেন। এজন্ত কোনও কোনও স্থলে অদ্বৈতবেদান্তিগণও সাক্ষিভাস্য সুখদুঃখাদির অনুভবকেও প্রমা বলিয়াছেন। ন্যায়-বৈশেষিকের মত অনুবর্ত্তন করিয়াই তাঁহারা একথা বলিয়াছেন। অদ্বৈত-বেদান্তের মতে, স্মৃতি সুখদুঃখাদির অনুভব প্রমা হইতে পারে না। যেহেতু তাহাদের অজ্ঞাত সত্তা নাই। সাক্ষিজ্ঞান প্রমাণজন্য নহে। এজন্য সাক্ষিসিদ্ধ বস্তু প্রমিত হয় না। অবিদ্যা বা অজ্ঞান প্রমিত নহে; কিন্তু সাক্ষিসিদ্ধ বটে। অজ্ঞান সাক্ষাদ্ভাবে প্রমিতির বিষয় হইতেই পারে না। এ সকল কথা আমরা এই প্রকরণে ক্রমশঃ বিশদভাবে আলোচনা করিব। অজ্ঞানের সাক্ষি-সিদ্ধতা দেখাইবার জন্য অদ্বৈতসিদ্ধিকার যে কথাগুলি বলিয়াছেন, সেই কথাগুলি বিবরণবাক্যের বিশদ ব্যাখ্যারূপে গৃহীত হইবার যোগ্য। যদি কেহ অদ্বৈতসিদ্ধি-কারের যুক্তিগুলি মনে রাখিয়া বিবরণের ব্যাখ্যা করেন, তবেই বিবরণ যথার্থ-ভাবে ব্যাখ্যাত হইতে পারে।

অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলিযাছেন—“অহমজ্ঞঃ” “মামন্যং চ ন জানামি” এই সামান্যতঃ সাক্ষিপ্রত্যক্ষ এবং “ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি” এই বিশেষতঃ সাক্ষিপ্রত্যক্ষ এবং “এতাবন্তং কালং সুখমহমস্বাপ্সম্ ন কিঞ্চিদবেদিষম্”—এইরূপ সুপ্তোত্থিত পুরুষের স্মৃতিসিদ্ধ সৌষুপ্ত সাক্ষি-প্রত্যক্ষই ভাবরূপ অজ্ঞানের সাধক। ভাবরূপ অজ্ঞানের সাধকরূপে উক্ত ত্রিবিধ সাক্ষিপ্রত্যক্ষ, অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থে দেখান হইয়াছে। “আমি অজ্ঞ অর্থাৎ অজ্ঞানবান্—আমি অজ্ঞানের আশ্রয়” এইরূপ সাক্ষি-প্রত্যক্ষ ভাবরূপ অজ্ঞানের সাধক হইয়া থাকে—ইহাই অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলিয়াছেন[১]।

ইহাতে ন্যায়ামৃতকার বলেন যে—অদ্বৈতবেদান্তিগণ শুদ্ধ চৈতন্যকে ভাবরূপ অজ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। “অহম্” পদার্থ, শুদ্ধ চৈতন্য নহে; কিন্তু অন্তঃকরণ-তাদাত্ম্য-বিশিষ্ট-চৈতন্য। চৈতন্যে অন্তঃকরণের তাদা-ত্ম্যাধ্যাস নিবন্ধন “অহম্” বস্তু সিদ্ধ হইযাছে—ইহাই অদ্বৈতবাদিগণ বলেন। “অহমজ্ঞঃ” এই প্রতীতিতে “অহম্” পদার্থই অজ্ঞানের আশ্রয়রূপে ভাসমান হইয়া থাকে। আর “অহম্” পদার্থ যে অজ্ঞানের আশ্রয় নহে—ইহা অদ্বৈত-বাদিগণেরই কথা। সুতরাং যে অজ্ঞান “অহম্” বস্তুতে আশ্রিত হইয়া

১ তত্রচাজ্ঞানে ‘অহমজ্ঞো মামন্যং চ ন জানামী’তি প্রত্যক্ষং, ‘ত্বদুক্তমর্থং ন জানামী’তি বিশেষতঃ প্রত্যক্ষং, “এতাবন্তং কালং সুখমহমস্বাপ্সং ন কিংচিদবেদিষ’মিতি পরামর্শসিদ্ধং সৌষুপ্তপ্রত্যক্ষং চ প্রমাণম্—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৪৮

ভাসমান হয়,[১] সে অজ্ঞান কখনও অনাদি ভাবরূপ বলিয়া অদ্বৈতবেদান্তিগণের সম্মত হইতে পারে না। অহমর্থ অজ্ঞানের আশ্রয়ই নহে। সুতরাং "অহমজ্ঞঃ" এই প্রতীতি দ্বারা ভাবরূপ অজ্ঞানের সিদ্ধিই হইতে পারে না। অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে "অহম্" পদার্থ মিথ্যা। মিথ্যা বস্তু অজ্ঞানের আশ্রয়ও হয় না, বিষয়ও হয় না। মিথ্যা বস্তুমাত্রই অজ্ঞান-প্রযুক্ত। অজ্ঞান-প্রযুক্ত বস্তু অজ্ঞানের আশ্রয় বা বিষয় হইতে পারে না—ইহাই অদ্বৈতবেদান্তিগণের সিদ্ধান্ত। সুতরাং "অহমজ্ঞঃ" এই সাক্ষি-প্রতীতি-দ্বারা "অহম্" পদার্থে আশ্রিত অজ্ঞানের সিদ্ধিই হইতে পারে না। "অহম্" পদার্থে আশ্রিত অজ্ঞান অদ্বৈতবেদান্তিগণের সম্মত অজ্ঞান নহে[১]। যে অজ্ঞানের লক্ষণ পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে, সেই অজ্ঞানই অদ্বৈতবোন্তিগণের সম্মত অজ্ঞান[২]।

এই আশঙ্কার সমাধানের জন্য অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলেন যে—"অহমজ্ঞঃ" এই প্রতীতি অনুপপন্ন নহে; কারণ অজ্ঞানের আশ্রয় শুদ্ধ চৈতন্য। এই অজ্ঞানের আশ্রয়ীভূত চৈতন্যেই অজ্ঞানাবচ্ছেদে অন্তঃকরণ অভেদে অধ্যস্ত হইয়াছে অর্থাৎ চৈতন্যে অন্তঃকরণের তাদাত্ম্যাধ্যাস হইযাছে। এজন্য অজ্ঞান সাক্ষাদ্ভাবে অন্তঃকরণে আশ্রিত না হইলেও যে চৈতন্যে অজ্ঞান অধ্যস্ত, সেই চৈতন্যেই অন্তঃকরণও অধ্যস্ত হইয়াছে। অন্তঃকরণ ও অজ্ঞানের আশ্রয় চৈতন্য একই চৈতন্য। অজ্ঞান ও অন্তঃকরণ সমানাধিকরণ হইযাছে; উভয়েরই অধিকরণ একই চৈতন্য। এজন্য অজ্ঞানের সহিত অন্তঃকরণের একাশ্রয়ত্ব সম্বন্ধ আছে। অন্তঃকরণ অজ্ঞানের সাক্ষাৎ আশ্রয় না হইলেও একাশ্রয়তা সম্বন্ধে অর্থাৎ সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধে অন্তঃকরণ, অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারে। সামানাধি-করণ্য সম্বন্ধ—পরম্পরা সম্বন্ধ। পরম্পরা সম্বন্ধে অজ্ঞান অন্তঃকরণ-সংসৃষ্টরূপে "অহমজ্ঞঃ" এই প্রতীতিতে ভাসমান হইয়া থাকে। যেমন—"শিরসি বেদনা" এই প্রতীতিতে আত্মস্থিত বেদনা শিরঃস্থিতরূপে বোধ হয়। চৈতন্যে অন্তঃকরণ অভেদে অধ্যস্ত হওয়ায় চৈতন্যাশ্রিত অবিদ্যাও অন্তঃকরণাশ্রিত বলিয়া প্রতীত হয়। চৈতন্যে অন্তঃকরণের অভেদাধ্যাসই এতাদৃশ প্রতীতির কারণ। যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া জড় বস্তু সাক্ষাৎ অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারে না। এজন্য একাশ্রয়তা সম্বন্ধে জড় অন্তঃকরণ—অজ্ঞানের আশ্রয় হইয়া থাকে[৩]।

১...যচ্চাজ্ঞানে প্রত্যক্ষং মানমিত্যুক্তং তন্ন। ত্বন্মতেপ্যহমর্থস্য ভাবরূপাজ্ঞানানাশ্রয়ত্বেনাহমজ্ঞোহং ন জানামীত্যাদেঃ প্রামাণ্যায় জ্ঞানাভাববিষযত্বাবশ্যংভাবাৎ . —ন্যায়ামৃত ৩০৮।২ পৃঃ

নচ—অহমর্থস্যাজ্ঞানানাশ্রয়ত্বেন কথময়ং প্রত্যয়ো ভাবরূপাজ্ঞানপক্ষে উপপদ্যত ইতি বাচ্যম্—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৪৮

২ এই গ্রন্থের পৃঃ ১-৬১ দ্রষ্টব্য,

৩ ......অজ্ঞানাশ্রয়ীভূতচৈতন্যে অন্তঃকরণতাদাত্ম্যাধ্যাসেন একাশ্রয়ত্বসংবন্ধেনোপপত্তেঃ—অদ্বৈত-সিদ্ধি,পৃঃ ৫৪৮

এস্থলে তরঙ্গিণীকার আপত্তি করেন যে—"অহমজ্ঞঃ" এইরূপ প্রতীতি ব্যতীত শুদ্ধচৈতন্য অজ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া অন্য কোনও বিশেষ প্রতীতি নাই। "অহম্" বস্তুতে আশ্রিত হইয়াই অজ্ঞান প্রকাশিত হয়। শুদ্ধ চৈতন্যে আশ্রিত হইয়া অজ্ঞান কোথাও প্রকাশিত হয় না। অজ্ঞান যে আশ্রিত, তাহার মুখ্য অনুভবই "অহমজ্ঞঃ" এইরূপ। আর এই প্রতীতি দ্বারা অজ্ঞানের শুদ্ধচৈতন্যাশ্রিতত্ব সিদ্ধ হয় না। এজন্য অদ্বৈতবেদান্তিগণের এরূপ বলাই উচিত ছিল যে—অজ্ঞান জীবচৈতন্যাশ্রিত। অজ্ঞানের জীবচৈতন্যাশ্রিতত্বেরই সাধক "অহমজ্ঞঃ" এইরূপ সাক্ষিপ্রত্যক্ষ। "অহমজ্ঞঃ" এই সাক্ষিপ্রত্যক্ষদ্বারা অজ্ঞান শুদ্ধচৈতন্যাশ্রিত—ইহা কখনও সিদ্ধ হয় না। এজন্য অদ্বৈতবেদান্তিগণকে "অহমজ্ঞঃ" এই প্রতীতি জ্ঞানাভাববিষয়ক বলাই উচিত। কিন্তু ভাবরূপ অনাদি অজ্ঞান বিষয়ক বলা সঙ্গত নহে। আমরাও "অহমজ্ঞঃ" এই প্রতীতিকে জ্ঞানাভাববিষয়ক বলিয়াই স্বীকার করি। সুতরাং "অহমজ্ঞঃ" এই প্রতীতি ভাবরূপ অনাদি অজ্ঞানের সাধকই হইতে পারে না[১]। তরঙ্গিণীকারের এই আপত্তির উত্তর অজ্ঞানের আশ্রয় নিরূপণ প্রসঙ্গে অদ্বৈতসিদ্ধি ও লঘুচন্দ্রিকাতে বিস্তৃতভাবে বলা হইবে। এজন্যই লঘুচন্দ্রিকাতে এস্থলে তরঙ্গিণীকারের এই আপত্তির কোন উত্তর বলা হয় নাই। অতএব আমরাও এস্থলে ইহার উত্তর প্রদর্শন করিতে বিরত রহিলাম।

ন্যায়ামৃতকার "অহমজ্ঞঃ" এই প্রতীতি যে ভাবরূপ অজ্ঞানের সাধক নহে—ইহাই দেখাইবার জন্য বলিতেছেন যে অদ্বৈতবেদান্তিগণ জড় বস্তুতে অজ্ঞানের আবরণ স্বীকার করেন না। এজন্য তাঁহাদের মতেও "ঘটং ন জানামি" ইত্যাদি প্রতীতি, ঘট-বিষয়ক-জ্ঞানের অভাববিষয়কই বলিতে হইবে। ঘট-বিষয়ক-অজ্ঞান-বিষয়ক বলা যাইবে না। "ঘটং ন জানামি" এই প্রতীতি যদি ঘট-বিষয়ক-জ্ঞানের-অভাব-বিষয়ক বলিয়াই অদ্বৈতবাদিগণকে স্বীকার করিতে হয়, তবে "অহমজ্ঞঃ" এই প্রতীতিও জ্ঞানাভাব বিষয়ক স্বীকার করিতে দোষ কি[২] ?

এতদুত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলেন যে—ন্যাযামৃতকারের এরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ "ঘটং ন জানামি" এই প্রতীতিও ঘট-বিষয়ক-জ্ঞানের অভাববিষয়ক নহে। কিন্তু ঘটাবচ্ছেদে চৈতন্য অজ্ঞানাবৃত বলিয়া ঘটাধিষ্ঠানীভূত-চৈতন্য অভিব্যক্ত হইতে পারে নাই। প্রমাণ-বৃত্তিদ্বারা ঘটাদির অধিষ্ঠানীভূত-চৈতন্য অভিব্যক্ত হইলে অর্থাৎ

১ ······অহমজ্ঞ ইতি প্রতীতেজ্ঞানাভাববিষয়ত্বং ত্বয়াপি বাচ্যম্—ন্যায়ামৃততরঙ্গিণী, ২২৬।২ পৃঃ

২ ······ত্বন্মতে জডাবরকাজ্ঞানাভাবেন ত্বদুক্তমর্থং ন জানামীত্যাদেরপি প্রামাণ্যায় জ্ঞানাভাব-বিষয়ত্বাচ্চ—ন্যায়ামৃত, ৩০৯।১ পৃঃ

······জড় আবরণকৃত্যাভাবাৎ 'ঘটং ন জানামী'ত্যাদিপ্রতীতেজ্ঞানাভাববিষয়ত্বে প্রকৃতেঽপি তথাস্থিতি···—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৪৮

তদাবরণক হইলে সেই তদাবরণক অভিব্যক্ত-চৈতন্তে অভেদে অধ্যস্ত ঘটাদিরও স্ফুরণ হইয়া থাকে। ঘটাদিবিষয়ক প্রমাণ-বৃত্তির অভাবদশাতে ঘটাবচ্ছেদে চৈতন্ত অজ্ঞানাবৃত থাকে বলিয়া ঘটাবচ্ছেদে চৈতন্তের আবরক অজ্ঞান সাক্ষিদ্বারা ভাস্য হইয়া থাকে। সুতরাং "ঘটং ন জানামি" এই প্রতীতিও ঘট-বিষয়ক-জ্ঞানের অভাববিষয়ক নহে; কিন্তু ঘটাবচ্ছেদে চৈতন্তের আবরক অজ্ঞানবিষয়ক হইয়া থাকে। এই অজ্ঞানবিষয়ক সাক্ষী দ্বারাই "ঘটং ন জানামি" এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে[১]।

ইহাতে ন্যায়ামৃতকার শঙ্কা করেন যে—অদ্বৈতসিদ্ধিকার যে "ঘটং ন জানামি" এই প্রতীতি জ্ঞানাভাব বিষয়ক নহে, কিন্তু ভাবরূপ অজ্ঞানবিষয়ক হয় বলিয়াছেন—তাহা সঙ্গত নহে। কারণ সাক্ষিবেদ্য সুখ, দুঃখ ও অজ্ঞানাদি বিষয়ক এবং প্রাতিভাসিক শুক্তি-রজতাদি বিষয়ক ভাবরূপ অজ্ঞান অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করেন না। সাক্ষিবেদ্য সুখ-দুঃখাদির অজ্ঞাত সত্তা তাঁহারা মানেন না। অথচ সাক্ষিবেদ্য সুখ-দুঃখাদির ও প্রাতিভাসিক শুক্তি-রজতাদিরও "ন জানামি" এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে অর্থাৎ "সুখং ন জানামি" "শুক্তিরজতং ন জানামি" ইত্যাদিরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে। এই প্রদর্শিত "ন জানামি" ব্যবহার ভাবরূপ অজ্ঞান প্রযুক্ত হয়—ইহা অদ্বৈতবাদিগণ বলিতে পারেন না। প্রদর্শিত স্থলে ভাবরূপ অজ্ঞানই তাঁহারা স্বীকার করেন না। এজন্য প্রদর্শিত স্থলে "ন জানামি" এইরূপ ব্যবহার জ্ঞানাভাব প্রযুক্তই বলিতে হইবে। আর কোন স্থলে যদি জ্ঞানাভাব প্রযুক্ত "ন জানামি" এইরূপ ব্যবহার অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করেন, তবে সর্ব্বত্র জ্ঞানাভাব প্রযুক্তই "ন জানামি" এইরূপ ব্যবহারের উপপত্তি হইতে পারিবে। আর জ্ঞানাভাব ব্যতিরিক্ত ভাবরূপ অজ্ঞান মানিবার আবশ্যকতা কি[২]?

এতদুত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলেন যে—ন্যায়ামৃতকারের এরূপ আপত্তি অসঙ্গত। সাক্ষিবেদ্য সুখ-দুঃখাদির "ন জানামি" এইরূপ ব্যবহার কোন্ সময়ে হইবে? যখন সুখ-দুঃখাদি যে পুরুষে বিদ্যমান আছে, সেই সময়ে কি সেই পুরুষে সেই বিদ্যমান সুখ-দুঃখাদি-বিষয়ক "ন জানামি" এই ব্যবহার হইবে? বিদ্যমান সুখ-দুঃখাদি-বিষয়ক "ন জানামি" এই ব্যবহারই অপ্রসিদ্ধ। এইরূপ ভ্রমসিদ্ধ শুক্তিরজতাদিরও "ন জানামি" এই ব্যবহার অপ্রসিদ্ধ। যখন যাহাঁর শুক্তি-রজত ভ্রম হইয়াছে,

১ অতএব···নিরস্তম্, তত্তদবচ্ছিন্নচৈতন্যস্যৈবাজ্ঞানাশ্রয়ত্বেন তত্রাপি তদ্ব্যবহারোপপত্তেঃ—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৪৮

২ ······সাক্ষিবেদ্যসুখদুঃখাজ্ঞানাদৌ প্রাতিভাসিকেচ ভাবরূপাজ্ঞানাভাবেন সুখং ন জানামি শুক্তিরূপ্যং ন জানামীত্যাদেঃ জ্ঞানাভাববিষয়ত্বে বক্তব্যে ঘটংত্বমর্থং ন জানামীত্যাদেরপি তথাত্বাচ্চ—ন্যায়ামৃত, ৩০৮।২ পৃঃ

নচ—সাক্ষিবেদ্যে সুখদুঃখাজ্ঞানাদৌ প্রাতিভাসিকে চ ভাবরূপাজ্ঞানাভাবেন তত্র ন জানামীতি প্রতীতিঃ কথমুপপদ্যত ইতি বাচ্যম্—অদ্বৈতসিদ্ধি পৃঃ ৫৪৮

তখন তাহার কখনও "শুক্তিরজতং ন জানামি" এইরূপ ব্যবহার হইতে পারে না। পরকীয় সুখাদিতে পরপুরুষের "ন জানামি" এইরূপ ব্যবহার হইতে পারে। এইরূপ ব্যবহার হওয়ার কারণ—"ন জানামি" এইরূপ ব্যবহার-কর্ত্তা-রূপ যে প্রমাতা, সেই প্রমাতৃগত অজ্ঞানই তাহার কারণ। প্রমাতৃগত অজ্ঞান পরোক্ষ-জ্ঞান দ্বারা নিবৃত্ত হয়। পরোক্ষজ্ঞান-নিবর্ত্ত্য প্রমাতৃগত অজ্ঞান আছে বলিয়া পরকীয় সুখাদিতে পরপুরুষের "ন জানামি" এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে। পরকীয় সুখাদি-বিষয়ক অনুমিত্যাদিরূপ পরোক্ষ-জ্ঞান, পর পুরুষের হয় নাই বলিয়া প্রমাতৃগত অজ্ঞান নিবৃত্ত হয় নাই। আর এই প্রমাতৃগত অজ্ঞান প্রযুক্তই 'ন জানামি' এইরূপ ব্যবহার প্রদর্শিত স্থলে হইয়া থাকে। পরোক্ষ-জ্ঞান উৎপন্ন হইলেই প্রমাতৃগত অজ্ঞান নিবৃত্ত হইয়া যায়। এজন্য যে বিষয়ের পরোক্ষ-জ্ঞান উৎপন্ন হইবে, সেই বিষয়ে "ন জানামি" এইরূপ ব্যবহার কখনও হইতে পারিবে না। সুতরাং পরপুরুষীয় সুখাদিবিষয়ক অজ্ঞান পরপুরুষে আছে বলিয়া পরপুরুষের সুখাদিবিষয়ক "ন জানামি" এইরূপ ব্যবহারে কোনও আপত্তি হইতে পারে না[১]।

ইহাতে ন্যায়ামৃতকার আপত্তি করেন যে—পরকীয় সুখাদি-বিষয়ক অনুমিত্যাদিরূপ পরোক্ষ-জ্ঞানদ্বারা পরপুরুষরূপ প্রমাতৃগত অজ্ঞান নষ্ট হইলেও পরপুরুষীয় সুখাদি-বিষয়গত অজ্ঞান ত নষ্ট হয় নাই; প্রত্যক্ষ-প্রমা দ্বারাই বিষয়গত অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। পরপুরুষীয় সুখাদি-বিষয়ক প্রত্যক্ষ প্রমা পরপুরুষের হইতেই পারে না। এজন্য পরোক্ষ প্রমা দ্বারা প্রমাতৃগত অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলেও বিষয়গত অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইতে পারে না। বিষয়গত অজ্ঞান যদি থাকিয়াই গেল, তবে পরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইলেও অর্থাৎ যে বিষয়ের পরোক্ষজ্ঞান যাহার উৎপন্ন হইয়াছে, সেই বিষয়গত অজ্ঞান আছে বলিয়া সেই বিষয়েরই "ন জানামি" এইরূপ ব্যবহারের আপত্তি হইবে[২]। অভিপ্রায় এই যে—পরোক্ষ প্রমা দ্বারা প্রমাতৃগত অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলেও বিষয়গত অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় নাই বলিয়া বিষয়গত অজ্ঞান দ্বারাই "ন জানামি"—এইরূপ ব্যবহারের আপত্তি হইবে। অদ্বৈতবেদান্তিগণ অজ্ঞানকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন প্রমাতৃগত ও বিষয়গত; অর্থাৎ প্রমাতৃ-চৈতন্য-স্থিত অজ্ঞান ও বিষয়াবচ্ছিন্ন-চৈতন্য-স্থিত অজ্ঞান। পরোক্ষ প্রমা দ্বারা মাত্র প্রমাতৃগত অজ্ঞানের

১……স্বস্মিন্বিদ্যমানে সাক্ষিবেদ্যে সুখাদৌ স্বভ্রমসিদ্ধে রূপ্যাদৌ চ 'ন জানামী'তি ব্যবহারা-সংভবাৎ, পরসুখাদৌ 'ন জানামী'তি ব্যবহারস্য পরোক্ষজ্ঞাননিবর্ত্ত্যেন প্রমাতৃগতাজ্ঞানেনৈবোপপত্তেঃ—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৪৮

২ ত্বন্মতে পরোক্ষবৃত্তের্বিষয়াবরকাজ্ঞানানিবর্তকত্বেন পরোক্ষতো জ্ঞাতেঽপি ন জানামীত্যনুভবাপাতাচ্চ—ন্যায়ামৃত, ৩০৯।১ পৃঃ

……অত এব—পরোক্ষজ্ঞানেন প্রমাতৃগতাজ্ঞানে নাশিতেঽপি বিষয়গতাজ্ঞানসত্ত্বেন 'ন জানামী'তি ব্যবহারাপত্তিরিতি—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৪৮

নিবৃত্তি হয়। আর প্রত্যক্ষ প্রমা দ্বারা উভয়বিধ অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়। পরোক্ষ-প্রমা অজ্ঞান-সামান্যের বিরোধী নহে; আর প্রত্যক্ষ প্রমা অজ্ঞান-সামান্যের বিরোধী। এজন্য অজ্ঞান-সামান্যের বিরোধী প্রত্যক্ষ প্রমাই বস্তুতঃ জ্ঞান-পদবাচ্য। পরোক্ষ প্রমা আংশিকভাবে অজ্ঞানের বিরোধী হয় বলিয়া পরোক্ষ প্রমাকেও জ্ঞান বলা হইয়া থাকে। জ্ঞান যেমন অজ্ঞানের বিরোধী, অজ্ঞানও সেইরূপ জ্ঞানের বিরোধী। অজ্ঞান যে সাক্ষিভাস্য হয়, তাহাও জ্ঞানবিরোধিস্বরূপেই হইয়া থাকে। যাহা হউক, ন্যায়ামৃতকার পরোক্ষ প্রমা দ্বারা গৃহীত বস্তুতে "ন জানামি" এইরূপ ব্যবহারের আপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন। পরোক্ষ প্রমাদ্বারা প্রমাতৃগত অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলেও বিষয়গত অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় নাই বলিয়াই ন্যায়ামৃতকার "ন জানামি" এই ব্যবহারের আপত্তি করিয়াছেন।

এতদুত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলেন যে—ন্যায়ামৃতকারের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ "ন জানামি" এইরূপ ব্যবহারের কারণ প্রমাতৃগত অজ্ঞান, বিষয়গত অজ্ঞান নহে। পরোক্ষ প্রমা দ্বারা প্রমাতৃগত অজ্ঞান নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং "ন জানামি" এইরূপ ব্যবহার হইতে পারে না। প্রমাতৃগত অজ্ঞানদ্বারা যে কার্য্য হয়, বিষয়গত অজ্ঞানদ্বারা সেই কার্য্যের আপত্তি করা যায় না[১]। এস্থলে তরঙ্গিণীকার আপত্তি করেন যে—ন্যায়ামৃতকার যে আপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা ঠিকই হইযাছে। কারণ অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে অজ্ঞানত দুইটি নহে। যে অজ্ঞান প্রমাতৃগত, সেই অজ্ঞানইত বিষয়গত। সুতরাং বিষয়গত অজ্ঞান থাকিতে "ন জানামি" এইরূপ ব্যবহারের আপত্তি হইবে হইবে না কেন[২] ?

এতদুত্তরে অদ্বৈতবেদান্তিগণের বক্তব্য এই যে—অজ্ঞান এক হইলেও অবচ্ছেদক ভেদে তাহার ভেদ হইয়া থাকে। অন্তঃকরণাবচ্ছেদে চৈতন্যে যে অজ্ঞান, তাহাকেই প্রমাতৃগত অজ্ঞান বলা যায় এবং বিষয়াবচ্ছেদে চৈতন্যগত অজ্ঞানকেই বিষয়গত অজ্ঞান বলা যায়। কোনও অবচ্ছেদে অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলেও অন্য অবচ্ছেদে অজ্ঞান থাকিতে কোনও বাধা নাই। অজ্ঞান এক হইলেও কিঞ্চিদবচ্ছেদে অসম্বদ্ধ হইয়াও কিঞ্চিদবচ্ছেদে সম্বদ্ধ হইতে পারে। বিশেষ কথা এই যে—প্রমাতৃগত অজ্ঞানের ও বিষয়গত অজ্ঞানের শক্তিভেদ আছে বলিয়া অজ্ঞান এক হইলেও বিভিন্ন কার্য্যের প্রযোজক হইতে পারে। প্রমাতৃগত অজ্ঞানে বিষয়ের অসত্তাপাদনানুকূল শক্তি আছে; প্রমাতৃগত অজ্ঞানদ্বারা "বিষয়ো নাস্তি" এইরূপ

১ ······নিরস্তম্। প্রমাতৃগতাজ্ঞানকার্য্যস্য 'ন জানামী'তি ব্যবহারস্য বিষয়গতাজ্ঞানেনাপাদয়িতুমশক্যত্বাৎ—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৪৮

২ ······বিষয়ে প্রমাতরিচাজ্ঞানস্যৈকত্বাচ্চ......অত এব পরোক্ষজ্ঞানেন প্রমাতৃগতাজ্ঞানে নাশিতেঽপি বিষয়গতাজ্ঞানসত্ত্বেপি'ন জানামী'তি ব্যবহারাপত্তিঃ......ন্যায়ামৃততরঙ্গিণী ২২৭।১ পৃঃ

ব্যবহার উৎপন্ন হইয়া থাকে। পরোক্ষ-জ্ঞান দ্বারা প্রমাতৃগত অজ্ঞানের এই শক্তি নিবৃত্ত হয় বলিয়া পরোক্ষ-জ্ঞান-গৃহীত-বস্তুর সত্ত্ব ব্যবহার হয় অর্থাৎ "এই বস্তু আছে" এইরূপ ব্যবহার হয় এবং [বিষয়গত অজ্ঞানে, বিষয়ের অভানানুকূল শক্তি" আছে বলিয়া এই অজ্ঞানদ্বারা "বিষয়ো ন ভাতি, ন প্রকাশতে" এইরূপ ব্যবহার হয়। পরোক্ষ-জ্ঞান-গৃহীত-বস্তু, সত্তাসম্বন্ধিরূপে প্রতীত হইলেও স্ফুরণসম্বন্ধিরূপে প্রতীত হয় না অর্থাৎ "বিষয়ো ভাতি, স্ফুরতি" এইরূপ ব্যবহার হয় না। প্রত্যক্ষ-জ্ঞান, অজ্ঞানের প্রদর্শিত দ্বিবিধ শক্তিরই বিনাশক হয় বলিয়া প্রত্যক্ষজ্ঞান-গৃহীত-বস্তুতে সত্তাসম্বন্ধিতা ও স্ফুরণসম্বন্ধিতার ব্যবহার হইয়া থাকে। অজ্ঞান এক হইলেও তাহার শক্তি অসংখ্য এবং শক্তিভেদপ্রযুক্ত কার্য্যভেদ উৎপন্ন হইতে পারে। এসম্বন্ধে পরে বিশদভাবে আলোচনা করা যাইবে।

ন্যায়ামৃতকার আপত্তি করেন যে—অদ্বৈতবেদান্তিগণ বলেন "অহমজ্ঞঃ" এই প্রতীতি ভাবরূপ অজ্ঞানবিষয়ক হইয়া থাকে। ইহাতে বক্তব্য এই যে "ময়ি জ্ঞানং নাস্তি" এইরূপ প্রতীতি কিন্তু জ্ঞানাভাববিষয়কই হইয়া থাকে। "অহমজ্ঞঃ" এই প্রতীতি ও "ময়ি জ্ঞানং নাস্তি" এই প্রতীতি—এই উভয় প্রতীতির মধ্যে বিষয়গত কোনও বৈলক্ষণ্য নাই। যেমন—"অঘটং ভূতলম্" এবং "ভূতলে ঘটো নাস্তি" এই দুইটি প্রতীতির মধ্যে অভাবের বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাবের ব্যত্যয ভিন্ন, বিষযের আর কোনও বৈলক্ষণ্য নাই; অভিপ্রায় এই যে—"অঘটং ভূতলম্" এই প্রতীতিতে ভূতল বিশেষ্যরূপে ও ঘটাভাব বিশেষণরূপে ভাসমান হয। আর "ভূতলে ঘটো নাস্তি" এই প্রতীতিতে ভূতল বিশেষণরূপে ও ঘটাভাব বিশেষ্যরূপে ভাসমান হইযা থাকে। প্রথম প্রতীতিতে ভূতল বিশেষ্যরূপে ও দ্বিতীয় প্রতীতিতে ভূতল বিশেষণরূপে ভাসমান হইয়াছে এবং প্রথম প্রতীতিতে ঘটাভাব বিশেষণরূপে ও দ্বিতীয় প্রতীতিতে ঘটাভাব বিশেষ্যরূপে ভাসমান হইয়াছে। এই বিশেষণ-বিশেষ্যভাবের বিপর্য্যয় ব্যতিরিক্ত বিষয়গত কোনও বৈলক্ষণ্য নাই। এইরূপ "অহমজ্ঞঃ" এই প্রতীতিতে জ্ঞানাভাব বিশেষণরূপে ও অহং পদার্থ বিশেষ্যরূপে ভাসমান হইয়া থাকে। আর "ময়ি জ্ঞানং নাস্তি" এই প্রতীতিতে জ্ঞানাভাব বিশেষ্যরূপে ও অহং পদার্থ বিশেষণ-রূপে ভাসমান হইয়া থাকে। প্রদর্শিত দৃষ্টান্তে বিশেষ্য-বিশেষণভাবের বিপর্য্যয় ব্যতীত যেমন বিষয়গত কোনও বৈলক্ষণ্য নাই, সেইরূপ "অহমজ্ঞঃ" "ময়ি জ্ঞানং নাস্তি" এই দুইটি প্রতীতিতেও বিশেষ্য-বিশেষণভাবের বিপর্য্যয় ব্যতীত বিষয়গত কোনও বৈলক্ষণ্য ভাসমান হয় না। "অহমিচ্ছামি" ও "অহং ন দ্বেষ্মি" এই দ্বিবিধ প্রতীতিতে বিষয়কৃত বৈলক্ষণ্য ভাসমান হইয়া থাকে। "ইচ্ছামি" এই জ্ঞানের বিষয় ইচ্ছা ও "ন দ্বেষ্মি" এই জ্ঞানের বিষয় দ্বেষাভাব। ইচ্ছা ও দ্বেষাভাব অত্যন্ত বিলক্ষণ বস্তু। ইচ্ছা ভাব-বস্তু ও দ্বেষাভাব অভাব-বস্তু। এইরূপে ভাবাভাব

বৈলক্ষণ্য সর্ব্বানুভবসিদ্ধ। কিন্তু "অহমজ্ঞঃ" "ময়ি জ্ঞানং নাস্তি" এই দুইটি প্রতীতিতে প্রথম প্রতীতির বিষয় ভাবরূপ অজ্ঞান ও দ্বিতীয় প্রতীতির বিষয় জ্ঞানাভাবরূপ অভাব—এরূপ বলা অসঙ্গত। এই দুইটি প্রতীতিতে বিশেষ্য-বিশেষণভাবের বিপর্য্যয় ব্যতীত বিষয়ের কোন বৈলক্ষণ্য ভাসমান হয় না। কিন্তু "ইচ্ছামি" ও "ন দ্বেষ্মি" এই দুইটি প্রতীতির বিষয়েরই ভাবাভাবরূপে বৈলক্ষণ্য প্রতীত হয়। অদ্বৈত-বেদান্তিগণ "ময়ি জ্ঞানং নাস্তি" এই প্রতীতির বিষয় যে জ্ঞানাভাব তাহা অবশ্যই স্বীকার করিবেন। অথচ এই প্রতীতিরই সমানবিষয়ক "অহমজ্ঞঃ" এই প্রতীতি ভাবরূপ অজ্ঞানবিষয়ক হইয়া থাকে—ইহা অদ্বৈতবেদান্তিগণ বলিবেন কিরূপে? সুতরাং "অহমজ্ঞঃ" এই প্রতীতিও জ্ঞানাভাববিষয়কই হইয়া থাকে - ইহাই তাঁহাদিগকে বলিতে হইবে। আর তাহা হইলে "অহমজ্ঞঃ" এই প্রতীতি ভাবরূপ অজ্ঞানের সাধক হইল কিরূপে?[১]

এতদুত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলেন যে—ন্যায়ামৃতকার যে বলিয়াছেন "অহমজ্ঞঃ" ও "ময়ি জ্ঞানং নাস্তি" এই দুইটি প্রতীতির বিষয়ের বৈলক্ষণ্য নাই—তাহা ঠিকই বলিয়াছেন। এই উভয় প্রতীতিই ভাবরূপ অজ্ঞানবিষয়ক বলিয়া এই উভয় প্রতীতির বিষয়বৈলক্ষণ্য থাকিতে পারে না। ন্যায়ামৃতকার যে বলিয়াছেন—"ময়ি জ্ঞানং নাস্তি" এই প্রতীতি জ্ঞানাভাববিষয়ক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে—ইহা ঠিক বলেন নাই। "ময়ি জ্ঞানং নাস্তি" এই প্রতীতিও ভাবরূপ অজ্ঞানবিষয়কই হইবে। "ময়ি জ্ঞানং নাস্তি" এই প্রতীতি কোন মতেই জ্ঞানাভাববিষয়ক হইতে পারে না। এজন্য ন্যায়ামৃতকারকেও এই প্রতীতি ভাবরূপ অজ্ঞানবিষয়ক বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহাতে উক্ত উভয় প্রতীতি সমানবিষয়কই হইবে। উভয় প্রতীতি সমানবিষয়ক হয় বলিয়া ন্যায়ামৃতকার যে আপত্তি করিয়াছেন, তাহা আমরাও স্বীকার করি। ন্যায়ামৃতকার উভয় প্রতীতিকে জ্ঞানাভাববিষয়ক বলিয়া সমানবিষয়ক বলিয়াছেন; আর আমরা উভয় প্রতীতিকে ভাবরূপ অজ্ঞানবিষয়ক বলিয়া সমান-বিষয়ক স্বীকার করিয়া থাকি। "ময়ি জ্ঞানং নাস্তি" এই প্রতীতি জ্ঞানাভাববিষয়ক না হইয়া কেন ভাবরূপ অজ্ঞানবিষয়ক হয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, তাহার যুক্তি এই যে, জ্ঞান-সামান্যাভাবের প্রতীতি ব্যাঘাতদোষ দুষ্ট। অভাবের জ্ঞান, ধর্ম্মিজ্ঞান ও প্রতিযোগিজ্ঞান সাপেক্ষ। কোনও ধর্ম্মীতে কোনও বস্তুর অভাব হইয়া

১ ভাবরূপাজ্ঞানবিষয়ত্বেনাভিমতস্যাহমজ্ঞ ইতি জ্ঞানস্য জ্ঞানাভাববিষয়ত্বেনাভিমতাৎ ময়ি জ্ঞানং নাস্তীতি জ্ঞানাদঘটং ভূতলমিতি জ্ঞানস্য ভূতলে ঘটোনাস্তীতি জ্ঞানাদিবদ্বিশেষণবিশেষ্যভাবব্যত্যাসং বিনা ইচ্ছাদ্বেষাভাবজ্ঞানয়োরিব বিষয়ভেদাপ্রতীতেশ্চ—ন্যায়ামৃত, ৩১০।১ পৃঃ

নমু—ভাবরূপাজ্ঞানবিষয়ত্বেনাভিমতস্য 'অহমজ্ঞ' ইতি প্রত্যয়স্য 'ময়ি জ্ঞানং নাস্তী'তি জ্ঞানাভাব-বিষয়াৎ প্রত্যয়াৎ 'অঘটং ভূতল'মিতি প্রত্যয়স্য 'ঘটোনাস্তী'তি প্রত্যয়াদিব বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাবব্যত্যাসং বিনা ইচ্ছাদ্বেষাভাবজ্ঞানয়োরিব বিষয়ভেদাপ্রতীতিরিতি, চেৎ—অদ্বৈতসিদ্ধি পৃঃ ৫৪৮

থাকে। যেমন ভূতলে ঘটের অভাব। এই অভাবের অনুযোগী বা ধর্ম্মী ভূতল এবং ঘট প্রতিযোগী। প্রতিযোগীর জ্ঞান ও ধর্ম্মীর জ্ঞান না থাকিলে অভাবের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। "ময়ি জ্ঞানং নাস্তি" ইহা প্রত্যক্ষরূপ প্রতীতি। সুতরাং জ্ঞান-সামান্যাভাব প্রত্যক্ষ করিতে হইলে এই সামান্যাভাবের ধর্ম্মীর জ্ঞান ও প্রতিযোগীর জ্ঞান থাকা আবশ্যক। যাহার ধর্ম্মীর জ্ঞান ও প্রতিযোগীর জ্ঞান আছে, তাহার জ্ঞানসামান্যাভাব প্রত্যক্ষ হইতে পারে না ; কারণ তাহার জ্ঞান-সামান্যাভাবই নাই। যে কোনও বিশেষ জ্ঞান থাকিলে জ্ঞান-সামান্যাভাব থাকিতে পারে না। যে পুরুষের কোনও জ্ঞান আছে, সেই পুরুষে জ্ঞান-সামান্যাভাব নাই। ভূতলে যে কোনও ঘট থাকিলে সেই ভূতলে ঘট-সামান্যাভাব থাকিতে পারে না। সুতরাং ধর্ম্মী ও প্রতিযোগীর জ্ঞানবান্ পুরুষ জ্ঞান-সামান্যাভাবের প্রত্যক্ষ করিবে কিরূপে? সুতরাং জ্ঞান-সামান্যের অভাব বলিলে ব্যাঘাত দোষই হইবে। অতএব "ময়ি জ্ঞানং নাস্তি" এই প্রতীতি জ্ঞান-সামান্যাভাব-বিষয়ক হইতে পারে না। এজন্য "ময়ি জ্ঞানং নাস্তি" এই প্রতীতির বিষয় ভাবরূপ অজ্ঞানই হইবে। সুতরাং "অহমজ্ঞঃ" "ময়ি জ্ঞানং নাস্তি" এই উভয় প্রতীতি সমানবিষয়ক অর্থাৎ ভাবরূপ অজ্ঞানবিষয়ক[১]।

"ময়ি জ্ঞানং নাস্তি" এই প্রতীতিকে জ্ঞানাভাববিষয়ক বলিয়া যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা এই প্রতীতির বিষয় জ্ঞানভাবকে দুই প্রকারে বলিতে পারেন। প্রথম প্রকারটি হইতেছে—যাবৎ বিশেষাভাবাতিরিক্ত সামান্যাভাব অর্থাৎ যাবদ্-বিশেষ-জ্ঞানের অভাবাতিরিক্ত জ্ঞানাসামান্যাভাব উক্ত প্রতীতির বিষয়। আর দ্বিতীয় প্রকারটি হইতেছে—জ্ঞানত্বরূপ - সামান্যধর্ম্মাবচ্ছিন্ন - প্রতিযোগিতাক - যাবদ্বিশেষ-জ্ঞানের অভাব। ইহাই উক্ত প্রতীতির বিষয়[২]।

১ সত্যম্, ধর্মিপ্রতিযোগিজ্ঞানাজ্ঞানাভ্যাং জ্ঞানসামান্যাভাবজ্ঞানস্য ব্যাহতত্বেন 'ময়ি জ্ঞানং নাস্তী'ত্যস্যা'পি ভাবরূপাজ্ঞানবিষয়ত্বেন বিষয়ভেদাপ্রতীতেযু্র্ক্তত্বাৎ—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৪৮

প্রতিযোগিজ্ঞানাজ্ঞানাভ্যাং জ্ঞানাভাবজ্ঞানদূষণং তু স্বব্যাহতম্—ন্যায়ামৃত, ৩১০।১ পৃঃ

২ এ স্থলে মনে রাখিতে হইবে যে কেবল যাবদ্বিশেষাভাব-কূট লইয়া সামান্যাভাব প্রতীতির উপপত্তি হইতে পারে না। যাবৎ বিশেষজ্ঞানের যাবৎ অভাবগুলিই জ্ঞানাভাব প্রতীতির বিষয় হয়, এরূপ কোনও মতেই বলা যায় না। কারণ অভাবপ্রতীতিতে প্রতিযোগী যেরূপে ভাসমান হয় সেইরূপই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হয়। যেমন ঘটাভাব প্রতীতিতে, প্রতিযোগী ঘট, ঘটত্বরূপে ভাসমান হয় বলিয়া ঘটত্বই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক। কিন্তু ঘটাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম তদ্ঘটত্ব হইতে পারে না। কারণ তদ্ঘটত্ব ধর্ম্ম, উক্ত অভাবপ্রতীতিতে প্রতিযোগ্যংশে বিশেষণীভূত হইয়া ভাসমান হয় নাই। যদি হইত, তবে "তদ্ঘটোনাস্তি" এইরূপই অভাবের প্রতীতি হইত। প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম তদ্ঘটত্ব হইবে, আর অভাবপ্রতীতি, "ঘটোনাস্তি" হইবে—এরূপ অসম্ভব। যে স্থলে ঘটসামান্যাভাব আছে, সে স্থলে বস্তুতঃ তদ্ঘটের অভাব থাকিলেও,উক্ত অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম তদ্ঘটত্ব হইতে পারে না। এজন্য "ময়ি জ্ঞানং নাস্তি" এই প্রতীতির বিষয়, যাবদ্বিশেষজ্ঞানের অভাব-কূট হইলেও "তজ্জ্ঞানত্ব"

যেমন "বায়ৌ রূপং নাস্তি" এই প্রতীতিকে যাবৎ-রূপবিশেষের যাবৎ-অভাব-ব্যতিরিক্ত, রূপসামান্যাভাব অর্থাৎ রূপত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-রূপসামান্যা-ভাববিষয়ক বলা যায়। উক্ত প্রতীতির বিষয় অভাব বহু নহে, কিন্তু এক। অথবা রূপত্ব-সামান্যধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-যাবৎ রূপের যাবৎ অভাববিষয়ক হইয়া থাকে বলা যায়। উক্ত প্রতীতির বিষয় বহু অভাব; কিন্তু সেই অভাবগুলি, রূপত্বধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক হইয়া থাকে। এইরূপ "ময়ি জ্ঞানং নাস্তি" এই প্রতীতির বিষয় জ্ঞানাভাবও প্রদর্শিত দুইটি প্রকারের যে কোনও একটি হইতে পারে। যাবৎ বিশেষাভাবাতিরিক্ত-সামান্যাভাব স্বীকার পক্ষে, এই দুইটি প্রকার দেখান হইয়াছে। যাঁহারা যাবৎ-বিশেষাভাবকূটাতিরিক্ত একটি সামান্যাভাব স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতে প্রদর্শিত দুইটি প্রকারের মধ্যে একটি মাত্র স্বীকার করিতে হইবে। প্রদর্শিত দুইটি রীতির যে কোনও রীতি অবলম্বন করিলেও "ময়ি জ্ঞানং নাস্তি" এই প্রতীতির বিষয় জ্ঞানাভাব হইতে পারে না। ধর্ম্মী ও প্রতি-যোগীর জ্ঞান থাকিতে, জ্ঞানত্ব-সামান্যধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক জ্ঞান-সামান্যাভাব থাকিতে পারে না। আর জ্ঞানত্বরূপ-সামান্যধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-যাবৎ-বিশেষ-জ্ঞানের অভাবকূটও থাকিতে পারে না। সুতরাং "ময়ি জ্ঞানং নাস্তি" এই প্রতীতিকে যাঁহারা জ্ঞানাভাববিষয়ক বলেন, তাঁহাদের মতে ব্যাঘাত দোষ অবশ্যম্ভাবী। কারণ "ময়ি জ্ঞানং নাস্তি" এই অভাব প্রত্যক্ষের কারণ, ধর্ম্মিজ্ঞান ও প্রতিযোগিজ্ঞান থাকিতে, জ্ঞানসামান্যাভাবের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। আর ধর্ম্মি-প্রতিযোগিজ্ঞান না থাকিলে, কারণ নাই বলিয়াই জ্ঞানসামান্যাভাবের প্রত্যক্ষ হইবে না। সুতরাং "ময়ি জ্ঞানং নাস্তি" এই প্রত্যক্ষ প্রতীতির, কোন মতেই জ্ঞানাভাব বিষয় হইতে পারে না। এজন্য সমস্ত বাদীকেই বাধ্য হইয়া ভাবরূপ অজ্ঞান স্বীকার করিতে

"এতজ্‌জ্ঞানত্ব" প্রভৃতি ধর্ম্ম, অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক নহে। "জ্ঞানং নাস্তি" এই প্রতীতির বিষয় অভাবের প্রতিযোগী জ্ঞান, শুদ্ধ জ্ঞানত্বরূপে ভাসমান হইয়া থাকে। জ্ঞানরূপ প্রতিযোগীতে তজ্‌জ্ঞানত্বাদি ধর্ম্ম প্রকাররূপে ভাসমান হয় না। এজন্যই আচার্য্য "জ্ঞানং নাস্তি" এই প্রতীতির বিষয়, যাবৎ জ্ঞানের অভাবকূট হইলেও সেই অভাবকূটের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম, শুদ্ধ জ্ঞানত্বকে বলিয়াছেন। কারণ শুদ্ধ জ্ঞানত্বই "জ্ঞানং নাস্তি" এই প্রতীতিতে অভাবের প্রতিযোগীর বিশেষণরূপে ভাসমান হইয়া থাকে। আর এজন্যই অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থে তিনটি প্রকার না দেখাইয়া দুইটি প্রকারই দেখান হইয়াছে অর্থাৎ "জ্ঞানং নাস্তি" এই প্রতীতির বিষয় অভাব, যাবৎ-বিশেষাভাব-কূট হইলেও অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম, শুদ্ধ জ্ঞানত্ব এবং যাবৎ-বিশেষাভাবকূটাতিরিক্ত সামান্যাভাব স্বীকার করিলে সেই অভাবের প্রতিযোগিতা-বচ্ছেদক ধর্ম্মও শুদ্ধ জ্ঞানত্বই হইবে। ফল কথা—শুদ্ধজ্ঞানত্বকে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক বলিতেই হইবে। তজ্‌জ্ঞানত্ব, এতজ্‌জ্ঞানত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক বিশেষ জ্ঞানাভাবকূট "জ্ঞানং নাস্তি" এই প্রতীতির বিষয় হইতে পারে না। এজন্যই এপক্ষটি পরিত্যাগ করিয়াছেন।

হইবে। "ময়ি জ্ঞানং নাস্তি" এই প্রতীতির উপপত্তি করিতে না পারিয়া, যাঁহারা এই প্রতীতিরই অস্বীকার করেন, তাঁহারা সর্ব্বজনানুভবসিদ্ধ প্রতীতির অপলাপ করেন বলিয়া কথাবাহু[১]।

আরও কথা এই যে—যৎকিঞ্চিৎ বিশেষজ্ঞানের অভাব সামান্যধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক হইতে পারে না। যে কোনও জ্ঞানব্যক্তির অভাব থাকিলে "জ্ঞানং নাস্তি" এইরূপ প্রতীতি হয় না। "জ্ঞানং নাস্তি" এই প্রতীতি, যাবৎ-জ্ঞানাভাব-বিষয়ক। যে কোনও একটি জ্ঞানব্যক্তির অভাব, জ্ঞানত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক হইতে পারে না। "তজ্‌জ্ঞানং নাস্তি" এইরূপ প্রতীতির বিষয় জ্ঞানসামান্যাভাব নহে। অভাবজ্ঞানে প্রতিযোগ্যংশে প্রকারীভূত ধর্ম্মই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইয়া থাকে। যে কোনও জ্ঞানব্যক্তির অভাবপ্রতীতিতে প্রতিযোগ্যংশে প্রকারীভূত ধর্ম্ম তজ্‌জ্ঞানত্ব, কিন্তু জ্ঞানত্বরূপ সামান্যধর্ম্ম নহে। সুতরাং যে কোন জ্ঞানবিশেষের অভাব, জ্ঞানত্বরূপ-সামান্যধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক নহে। যদি যে কোনও বিশেষ ব্যক্তির অভাবই সামান্যধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক হয় বলিয়া স্বীকার করা যায় অর্থাৎ বিশেষাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকও যদি সামান্যধর্ম্ম হয়, তবে সামান্যাভাব বলিয়া কোনও বস্তুরই সিদ্ধি হইবে না। যে কোনও জ্ঞানব্যক্তির অভাবই যদি শুদ্ধ-জ্ঞানত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক হয, তবে সেই অভাবের প্রতীতিও "জ্ঞানং নাস্তি" এইরূপই হইবে। আব যাবৎ-জ্ঞানবিশেষের অভাবকূটও যদি শুদ্ধ-জ্ঞানত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক হয়, তবে তাহার প্রতীতিও "জ্ঞানং নাস্তি" এইরূপই হইবে। সুতরাং যে কোনও জ্ঞানব্যক্তির অভাব ও যাবৎ-জ্ঞানব্যক্তির অভাবকূট এই উভয়ের প্রতীতিই একরূপ হইযা যাইবে। যৎকিঞ্চিৎ বিশেষাভাব ও সামান্যাভাব এক হইয়া পড়িবে। কিন্তু তাহা সর্ব্বানুভববিরুদ্ধ। এই প্রতীতি-বিরোধ হইবার কারণ এই যে— অভাব প্রতীতিতে প্রতিযোগ্যংশে প্রকারীভূত ধর্ম্মই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইয়া থাকে। যৎকিঞ্চিৎ বিশেষাভাবের প্রতীতিতে, প্রতিযোগ্যংশে প্রকারীভূত ধর্ম্ম—তজ্‌জ্ঞানত্বাদি বিশেষধর্ম্ম; কিন্তু শুদ্ধ জ্ঞানত্ব নহে। এ জন্যই প্রদর্শিত দুইটি প্রতীতির বিষয় অভাব অত্যন্ত ভিন্ন। সামান্যধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব, যাবৎ বিশেষাভাবকূট হইতে অতিরিক্ত—এইরূপ স্বীকার করিবারও কারণ এই যে—প্রতিযোগ্যংশে প্রকারী-ভূত ধর্ম্মই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইয়া থাকে। প্রতিযোগ্যংশে অপ্রকারীভূত

১ তথাহি—'ময়ি জ্ঞানং নাস্তী'তি প্রতীতিঃ 'বায়ৌ রূপং নাস্তী'তি প্রতীতিবদ্যাবদ্বিশেষাভাবান্যসামান্যাভাববিষয়া, সামান্যাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকযাবদ্বিশেষাভাববিষয়া বা অভ্যুপেয়া। তথাচ তৎকারণীভূত-ধর্ম্মিপ্রতিযোগিজ্ঞানাজ্ঞানাভ্যাং কথং ন ব্যাঘাতঃ ?—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৪৮

ধর্ম্ম, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হয় না। যাবৎ বিশেষাভাব-ব্যতিরিক্ত সামান্যাভাব স্বীকার না করিলে প্রতিযোগ্যংশে অপ্রকারীভূত ধর্ম্মকেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তাহা হইতে পারে না। ইহা অনুভব বিরুদ্ধ। তৎ তৎ বিশেষ জ্ঞানের অভাব ও জ্ঞানের অভাব—এই দুইটি অভাব বিলক্ষণ। তাহার কারণ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম ভিন্ন। যৎকিঞ্চিৎ বিশেষাভাব যদি সামান্য-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে ঘটবদ্ ভূতলেও যে কোনও ঘটের অভাব আছে বলিয়া "নির্ঘটং ভূতলম্" এই প্রতীতির প্রমাত্বাপত্তি হইতে পারিত[১]।

ইহাতে তরঙ্গিণীকার আপত্তি করেন যে—যাবদ্বিশেষাভাবকূট হইতে অতিরিক্ত সামান্যাভাব স্বীকার না করিলে যাবদ্বিশেষাভাবকূটকেই সামান্যাভাব বলিয়া স্বীকার করিলে প্রতিযোগ্যংশে অপ্রকারীভূত ধর্ম্মকেই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু প্রতিযোগ্যংশে অপ্রকারীভূত ধর্ম্ম প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইতে পারে না বলিয়া যাবদ্বিশেষাভাবকূট হইতে অতিরিক্ত সামান্যাভাব স্বীকার করিতে হইবে। বিশেষাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক তত্তৎ বিশেষ ধর্ম্ম; বিশেষাভাবের প্রতীতিতে তৎ তৎ বিশেষ ধর্ম্মই প্রতিযোগ্যংশে প্রকাররূপে ভাসমান হয়। সামান্যাভাবের প্রতীতিতে প্রতিযোগ্যংশে সামান্য ধর্ম্মই প্রকাররূপে ভাসমান হইয়া থাকে। এজন্য বিশেষাভাব, সামান্য-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক হইতে পারে না বলিয়া বিশেষাভাবকূট ব্যতিরিক্ত সামান্যাভাব স্বীকার করিতে হইবে। প্রতিযোগ্যংশে অপ্রকারীভূত ধর্ম্ম, কখনই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইতে পারে না। ইহাই অদ্বৈতবাদীর কথা[২]। ইহাতে আপত্তি এই যে "কম্বুগ্রীবাদিমান্ নাস্তি" এইরূপ অভাবপ্রতীতিতে কম্বুগ্রীবাদিমান্, অভাবের প্রতিযোগিরূপে ভাসমান হইয়াছে। কম্বুগ্রীবাদিমত্ত্ব ধর্ম্ম প্রতিযোগ্যংশে প্রকাররূপে ভাসমান হইয়াছে। এজন্য এই অভাবীয় প্রতিযোগিতা কি কম্বুগ্রীবাদিমত্ত্বাবচ্ছিন্ন হইবে? প্রতিযোগ্যংশে প্রকারীভূত ধর্ম্মই ত প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—না, কম্বুগ্রীবাদিমত্ত্ব প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইবে না। উক্ত প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকরূপে ঘটত্বাদিধর্ম্মই ভাসমান হইবে।

১ যৎকিংচিদ্বিশেষাভাবস্য সামান্যাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকত্বাভাবাৎ অভাবজ্ঞানে প্রতিযোগ্যংশে প্রকারীভূতধর্ম্মস্যৈব প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্বাৎ। অন্যথা সামান্যাভাবসিদ্ধির্ন স্যাৎ। যাবদ্বিশেষাভাবান্য-সামান্যাভাবানভ্যুপগমেঽপ্যয়ং দোষঃ। যৎকিংচিদ্বিশেষাভাবস্য সামান্যাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকত্বে ঘটবত্যপি ভূতলে 'নির্ঘটং ভূতল'মিতি প্রতীতিঃ স্যাৎ—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৪৮

২ ন্যায়ামৃততরঙ্গিণী, পৃঃ ২২৭

কম্বুগ্রীবাদিমত্ত্ব গুরু ধর্ম্ম বলিয়া তাহা প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হইতে পারে না। কিন্তু কম্বুগ্রীবাদিমত্ত্বের ব্যাপক লঘুভূত ঘটত্বাদি ধর্ম্মই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকরূপে ভাসমান হইয়া থাকে। প্রতিযোগ্যংশে যাহা প্রকারীভূত ধর্ম্ম অথবা উক্ত প্রকারীভূত ধর্ম্মের যাহা ব্যাপক ধর্ম্ম, তাহাই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকরূপে ভাসমান হইয়া থাকে। প্রতিযোগ্যংশে প্রকারীভূত ধর্ম্মের যদি অবচ্ছেদকত্ব সম্ভাবিত না হয়, তবেই উক্ত প্রকারীভূত ধর্ম্মের ব্যাপক ধর্ম্ম প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকরূপে ভাসমান হইয়া থাকে। "কম্বুগ্রীবাদিমান্ নাস্তি" ইত্যাদি প্রতীতিতে প্রতিযোগ্যংশে প্রকারীভূত ধর্ম্ম কম্বুগ্রীবাদিমত্ত্ব অননুগত গুরু ধর্ম্ম বলিয়া প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইতে পারে না। কিন্তু কম্বু-গ্রীবাদিমত্ত্বের ব্যাপক ঘটত্বই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকরূপে ভাসমান হইয়া থাকে। কম্বুগ্রীবাদিমত্ত্বে ঘটত্বের ব্যাপ্তিপ্রতিসন্ধান না থাকিলে কম্বুগ্রীবাদিমত্ত্বের ব্যাপক ঘটত্বাদি প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকরূপে ভাসমান হইতে পারে না। ঘটত্বে ব্যাপকত্বের অপ্রতিসন্ধানকালে কম্বুগ্রীবাদিমত্ত্বই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকরূপে প্রতীত হইবে। কিন্তু বস্তুতঃ কম্বুগ্রীবাদিমত্ত্বে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব নাই বলিয়া উক্ত প্রতীতি প্রমারূপ হইতে পারিবে না। কিন্তু "জ্ঞানং নাস্তি" এই প্রতীতিতে অভাবের প্রতিযোগ্যংশে প্রকারীভূত ধর্ম্ম জ্ঞানত্বই অবচ্ছেদক হইবে। জ্ঞানত্বের অবচ্ছেদকতাতে কোনও বাধক নাই। কিন্তু "জ্ঞানং নাস্তি" এই অভাবের প্রতি-যোগিতার অবচ্ছেদক তদ্ব্যক্তিত্ব বা তজ্জ্ঞানত্ব কখনও হইবে না[১]।

ইহাতে তরঙ্গিণীকার আপত্তি করেন যে—প্রতিযোগ্যংশে প্রকারীভূত ধর্ম্মই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকরূপে ভাসমান হয়—এইরূপ নিয়ম অদ্বৈতবাদী স্বীকারই করিতে পারেন না। কারণ মিথ্যাত্বনিরুক্তিতে প্রপঞ্চমিথ্যাত্বের দ্বিতীয় লক্ষণে পারমার্থিকত্ব-রূপে প্রপঞ্চাভাবঘটিত মিথ্যাত্ব অদ্বৈতবাদীই স্বীকার করিয়াছেন। পারমার্থিকত্ব ধর্ম্ম, প্রপঞ্চাভাবের প্রতিযোগী প্রপঞ্চাংশে প্রকাররূপে ভাসমান নহে। অদ্বৈতবাদিগণ প্রপঞ্চে পারমার্থিকত্ব ধর্ম্ম স্বীকারই করেন না। পারমার্থিকত্বরূপে প্রপঞ্চাভাব-প্রতীতিতে প্রপঞ্চ, অভাবের প্রতিযোগিরূপে ও পারমার্থিকত্ব ধর্ম্ম, প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকরূপে ভাসমান হইয়া থাকে। সুতরাং প্রতিযোগ্যংশে অপ্রকার পার-মার্থিকত্ব ধর্ম্মকেই প্রপঞ্চাভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক বলিয়া অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিয়াছেন। প্রতিযোগ্যংশে অপ্রকারীভূত ধর্ম্মকে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক স্বীকার করিলে জ্ঞানাভাবের প্রতিযোগী জ্ঞানসামান্যে জ্ঞানবিশেষত্ব প্রতিযোগিতা-বচ্ছেদক হইলে ক্ষতি কি? বিশেষরূপে সামান্যাভাব স্বীকার করিলে দোষ কি?

১ লঘুচন্দ্রিকা, পৃঃ ৫৪৮

প্রতিযোগ্যংশে অপ্রকারীভূত ধর্ম্ম প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হয় ইহা ত অদ্বৈতবাদী প্রদর্শিত স্থলে নিজেই স্বীকার করিয়াছেন[১]।

এতদুত্তরে গৌড় ব্রহ্মানন্দ বলিয়াছেন যে—বিশেষরূপে সামান্যাভাবের সিদ্ধিই হইতে পারে না। "পারমার্থিকত্বেন প্রপঞ্চো নাস্তি", "ঘটত্বেন পটো নাস্তি" ইত্যাদি ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাব প্রতীতিতে প্রতিযোগ্যংশে অপ্রকারীভূতধর্ম্মই প্রতি-যোগিতাবচ্ছেদক হইয়া থাকে। কারণ ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্ন অভাব প্রতীতিতে বিষয়া-ন্তর অসম্ভব। প্রতিযোগ্যংশে প্রকারীভূত ধর্ম্মই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইলে ব্যধি-করণধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাই সিদ্ধ হয় না। সুতরাং ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-অভাব-প্রতীতিতে বিষয়ান্তর অসম্ভব বলিয়াই উক্তরূপ স্বীকার করা হইয়া থাকে। কিন্তু "তদ্ব্যক্তিত্বেন ঘটো নাস্তি" এইরূপ প্রতীতিতে তদ্ব্যক্তিমাত্রের অভাবই বিষয় হইবে, কিন্তু ঘটাভাব বিষয় হইবে না। এইরূপ "ঘটত্বেন তদ্ঘটো নাস্তি" এইরূপ প্রতীতিতেও তদ্ঘটত্বাবচ্ছিন্ন অভাবই বিষয় হইবে। কিন্তু ঘটত্বা-বচ্ছিন্নাভাব উক্ত প্রতীতির বিষয় হইবে না। সুতরাং অভাবজ্ঞানে প্রতিযোগ্যংশে প্রকারীভূত ধর্ম্মই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইয়া থাকে—ইহাই সিদ্ধান্ত[২]।

অদ্বৈতসিদ্ধিকার আরও বলেন যে, যে অধিকরণে সামান্য-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব থাকে, সেই অধিকরণে এই অভাবের যে কোনও প্রতিযোগীই থাকিতে পারে না। যে কোনও প্রতিযোগী থাকিলেও যদি সামান্যধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-অভাবের প্রতীতি হয়, তবে "বায়ৌ রূপং নাস্তি" "পুরো দেশে রজতং নাস্তি" এইরূপ আপ্তবাক্যজন্য প্রতীতির পরেও "বায়ুঃ রূপবান্ ন বা" "পুরো দেশে রজতমস্তি ন বা" এইরূপ সংশয়ের নিবৃত্তি হইতে পারিত না। বায়ুতে যে কোনও বিশেষ রূপের অভাবই সামান্য-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক হইতে পারে বলিয়া "বায়ৌ রূপং নাস্তি" এইরূপ প্রতীতি হইতে পারিবে এবং যে কোনও রূপের অভাব থাকিলেও অন্য রূপ আছে কি না—এইরূপ সংশয় হইতে কোনও বাধা নাই। কোনও বিশেষরূপের অভাব থাকিলেও অন্য বিশেষ-রূপ তাহাতে সম্ভাবিতই বটে। এইরূপ যে কোনও রজতের অভাব থাকিলেই যে কোনও বিশেষাভাব সামান্য-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক •হয় বলিয়া "পুরো দেশে রজতং নাস্তি" এইরূপ প্রতীতির পরেও সেইদেশে অন্য রজত থাকিতে পারে বলিয়া

১ ননু প্রতিযোগ্যংশে প্রকার এব প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতয়া ভাতীতি নিয়মস্ত্বয়াপি ন বাচ্যঃ, পারমার্থিকত্বেন প্রপঞ্চাভাবঘটিতস্য প্রপঞ্চে মিথ্যাত্বস্য ত্বয়োক্তত্বাৎ। তথাচোক্তবুদ্ধৌ জ্ঞানবিশেষত্বং প্রতিযোগিত্ব-প্রকারোঽপি জ্ঞানসামান্যনিষ্ঠপ্রতিযোগিত্বে অবচ্ছেদকতয়া ভাসতামিতি চেৎ—লঘুচন্দ্রিকা, পৃঃ ৫৪৯, ন্যায়ামৃততরঙ্গিণী, পৃঃ ২২৭

২ ...ন; বিশেষরূপেণ সামান্যাভাবাসিদ্ধেঃ।......অতএব ঘটত্বেন তদ্ঘটো নাস্তীতি জ্ঞানেঽপি তদ্ঘটত্বাবচ্ছিন্নাভাব এব বিষয় ইতি ভাবঃ—লঘুচন্দ্রিকা, পৃঃ ৫৪৯

"অয়ং দেশো রজতবান্ ন বা"এইরূপ সংশয় হইতে পারিবে। যে কোনও বিশেষের অভাব থাকিলেও অন্য বিশেষ লইয়া সংশয় হইতে পারিবে। অথচ এইরূপ সংশয় অনুভববিরুদ্ধ। "বায়ৌ রূপং নাস্তি" এই আপ্ত-বাক্য-জন্য প্রতীতির পরে "বায়ুঃ রূপবান্ ন বা" এইরূপ সংশয় হয় না। আর "পুরো দেশে রজতং নাস্তি" এই আপ্ত-বাক্য-জন্য প্রতীতির পরে "পুরো দেশঃ রজতবান্ ন বা" এইরূপ সংশয় হয় না। তাহার কারণই এই যে—যৎকিঞ্চিৎ বিশেষের অভাব, সামান্য-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতি-যোগিতাক নহে। সুতরাং যে কোনও জ্ঞানব্যক্তির অভাব আছে বলিয়া "ময়ি জ্ঞানং নাস্তি" এইরূপ জ্ঞানসামান্যাভাবের প্রতীতি হইবে কিরূপে? সুতরাং "ময়ি জ্ঞানং নাস্তি" এই প্রতীতি, যে কোনও জ্ঞানবিশেষের অভাববিষয়ক হইতে পারে না। এজন্য জ্ঞানসামান্যের অভাববিষয়ক বলিতে হইবে। আর জ্ঞানসামান্যের অভাবের যে প্রত্যক্ষ হইতে পারে না তাহা বলাই হইয়াছে। এই প্রত্যক্ষে ধর্ম্মিজ্ঞান ও প্রতি-যোগিজ্ঞান কারণ হয় বলিয়া কারণীভূত জ্ঞানদ্বয় থাকিতে, সেই পুরুষের জ্ঞান-সামান্যের অভাবের প্রত্যক্ষ হইবে কিরূপে? সুতরাং "ময়ি জ্ঞানং নাস্তি" এইরূপ প্রত্যক্ষ প্রতীতি জ্ঞানাভাববিষয়ক হইতে পারে না। এজন্য ভাবরূপ অজ্ঞানবিষয়কই উক্ত প্রতীতি স্বীকার করিতে হইবে। আর ইহাতে "ময়ি জ্ঞানং নাস্তি" এই প্রতীতি "অহমজ্ঞঃ" এই প্রতীতির সমানবিষয়কই হইবে। সুতরাং "অহমজ্ঞঃ" এই প্রতীতি ভাবরূপ অজ্ঞানবিষয়ক বলিয়া ভাবভূত অজ্ঞান সাক্ষিসিদ্ধ—ইহাই স্বীকার করিতে হইবে[১]।

যদি বলা যায়—অভাববোধে প্রতিযোগ্যংশে প্রকারীভূত ধর্ম্মই প্রতিযোগিতা-বচ্ছেদক হইয়া থাকে। যেমন—ঘটাভাববোধে, ঘটত্বধর্ম্মই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক। এই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ঘটত্বাদিতে যে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব ধর্ম্ম আছে, তাহা অভাব-প্রতীতির পূর্ব্বে দ্রষ্টার নিকটে উপস্থিত ছিল না। অথচ অভাব-বোধে এই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব-ধর্ম্মবিশিষ্ট অবচ্ছেদক ঘটত্বাদি, অভাবপ্রতীতিতে প্রতিযোগ্যংশে বিশেষণরূপে ভাসমান হইয়া থাকে। প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ঘটত্বা-দিতে যেমন প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা ধর্ম্ম, অভাবপ্রতীতির পূর্ব্বে অনুপস্থিত ছিল, সেইরূপ ঘটাদি প্রতিযোগীতেও প্রতিযোগিতাধর্ম্ম, অভাবপ্রতীতির পূর্ব্বে অনুপস্থিত ছিল। অথচ অভাবপ্রতীতিতে অবচ্ছেদকত্ব ও প্রতিযোগিত্ব ধর্ম্ম ভাসমান হইয়া থাকে। প্রতীতির পূর্ব্বে অনুপস্থিত ধর্ম্ম, বিশেষণরূপে ভাসমান হইতে পারে না। বিশিষ্টবুদ্ধিতে যাহা বিশেষণরূপে ভাসমান হয়, বিশিষ্ট বুদ্ধির পূর্ব্বে সেই বিশেষণের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। বিশিষ্টবুদ্ধির পূর্ব্বে বিশেষণের উপস্থিতি আবশ্যক। বিশিষ্ট-

১ …'বায়ৌ রূপং নাস্তি', 'পুরো দেশে রজতং নাস্তী'ত্যাদ্যাপ্তবাক্যজন্যপ্রতীত্যনন্তরমপি তত্তৎসংশয়-নিবৃত্তির্ন স্যাৎ; একবিশেষাভাববোধনেঽপি বিশেষান্তরমাদায় সংশয়োপপত্তেঃ—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৪৮-৪৯

বুদ্ধির পূর্ব্বে অনুপস্থিত ধর্ম্ম অবচ্ছেদকত্ব, প্রতিযোগিত্বাদি অভাব প্রতীতিতে বিশেষণ-রূপে ভাসমান হইতে পারে না। এজন্য অবচ্ছেদকত্বাদি ধর্ম্ম সংসর্গরূপে ভাসমান হইবে। বিশিষ্টবুদ্ধিতে যে সংসর্গ ভাসমান হয় তাহার পূর্ব্বে উপস্থিতি অপেক্ষিত নহে। এজন্য অবচ্ছেদকত্ব, প্রতিযোগিত্বাদি ধর্ম্ম, অভাবপ্রতীতির পূর্ব্বে অনুপস্থিত বলিয়া, অভাবপ্রতীতিতে সংসর্গরূপেই ভাসমান হইয়া থাকে। বিশেষণরূপে ভাসমান হইতে পারে না। প্রতিযোগ্যংশে বিশেষণরূপে ঘটত্বাদির গ্রহ-সামগ্রীই অবচ্ছেদকত্ব গ্রহ-সামগ্রী। ঘটত্বাদিনিষ্ঠ অবচ্ছেদকত্বধর্ম্মের জ্ঞানের জন্য অন্য কোনও সামগ্রী নাই। এই অবচ্ছেদকত্বধর্ম্ম স্বরূপসম্বন্ধবিশেষ। ঘটত্বাদিনিষ্ঠ অবচ্ছেদকত্ব, অতিরিক্ত পদার্থ নহে। যাহাতে অবচ্ছেদকত্ব থাকে, অবচ্ছেদকত্ব তৎস্বরূপ। আর এজন্য তত্তদ্বিশেষাভাব তত্তদ্বিশেষধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক হইয়া থাকে। যেমন তদ্‌ঘটাভাব তদ্‌ঘটত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক, এতদ্‌ঘটাভাব এতদ্‌ঘটত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক হইয়া থাকে। এইরূপ তজ্‌জ্ঞানব্যক্তির অভাব, তজ্‌জ্ঞানত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক; এতজ্‌জ্ঞানব্যক্তির অভাব, এতজ্‌জ্ঞানত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক হইয়া থাকে। কোনও বিশেষব্যক্তির অভাব, সামান্য-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক হইতে পারে না। হওয়ার কোনও সামগ্রীই নাই। যৎকিঞ্চিৎ বিশেষাভাব সামান্য-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক হইতে পারে না বলিয়া যাবদ্বিশেষাভাবকূটে, সামান্য-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকত্ব ধর্ম্ম, ব্যাসজ্যবৃত্তি স্বীকার করা যাইতে পারে। সামান্যধর্ম্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতার নিরূপকত্বই সামান্য-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকত্ব। "সামান্যধর্ম্মাবচ্ছিন্না প্রতিযোগিতা যস্য" এইরূপ বহুব্রীহি সমাস করিয়া সামান্য-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। সামান্য-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাবগত সামান্যধর্ম্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকত্ব ধর্ম্মটি, যৎকিঞ্চিৎ বিশেষাভাবে থাকে না। যাবৎ-বিশেষাভাবকূটে ব্যাসজ্যবৃত্তি হইয়া থাকে। প্রত্যেকাশ্রয়ে পরিসমাপ্ত ধর্ম্মকে অব্যাসজ্যবৃত্তি ধর্ম্ম বলে। আর প্রত্যেকাশ্রয়ে পরিসমাপ্ত না হইয়া যাবদাশ্রয়ে পরিসমাপ্ত ধর্ম্মকে ব্যাসজ্যবৃত্তি ধর্ম্ম বলে। যেমন উভয়ত্বাদি ধর্ম্ম। উভয়ত্ব প্রত্যেকেতে থাকে না; কিন্তু উভয়েতে উভয়ত্ব ধর্ম্ম ব্যাসজ্যবৃত্তি হইয়া থাকে। এইরূপ দ্বিত্ব, ত্রিত্ব সংখ্যাও ব্যাসজ্যবৃত্তি। যাঁহারা যাবদ্-বিশেষাভাব-কূটাতিরিক্ত একটি সামান্যাভাব স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে সামান্য-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকত্ব ধর্ম্মটি, সামান্যাভাবরূপ একটি ধর্ম্মীতে অব্যাসজ্যবৃত্তি হইয়াই থাকে। সুতরাং অতিরিক্ত সামান্যাভাব স্বীকার পক্ষে, সামান্য-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকত্ব ধর্ম্মটি প্রত্যেক বিশ্রান্ত অর্থাৎ অব্যাসজ্যবৃত্তি। সুতরাং দেখা যাইতেছে সামান্য-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব দ্বিবিধ হইতে পারে: (১) যাবদ্বিশেষাভাবকূট, অথবা (২) যাবদ্বিশেষা-

জ্ঞানকূটাতিরিক্ত একটি সামান্যাভাব। সামান্যধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক এই দ্বিবিধ অভাবই যাবৎ-বিশেষ-প্রতীতির বিরোধী। যে স্থলে কোনও বিশেষ থাকিবে, সে স্থলে প্রদর্শিত দ্বিবিধ সামান্যাভাবই থাকিতে পারিবে না। যে স্থলে প্রদর্শিত দ্বিবিধ সামান্যাভাবের যে কোনটি থাকে, সেস্থলে যে কোনও বিশেষ থাকিতে পারে না[1]। সুতরাং "বায়ৌ রূপং নাস্তি" "পুরো দেশে রজতং নাস্তি" ইত্যাদি আপ্তবাক্য-জন্য প্রতীতির বিষয়, রূপের সামান্যাভাব ও রজতের সামান্যাভাব। আপ্ত-বাক্য-দ্বারা বায়ুতে রূপের সামান্যাভাব প্রতীত হইলে বায়ুতে অন্য কোনও বিশেষ রূপ আছে কিনা এরূপ সন্দেহও আর হইতে পারে না। এইরূপ আপ্ত-বাক্য দ্বারা পুরোদেশে রজতের সামান্যাভাব প্রতীত হইলে পুরোদেশে যৎকিঞ্চিৎ রজতবিশেষের সন্দেহও হইতে পারে না। সুতরাং সামান্যাভাব প্রতীত হইলে আর বিশেষ সংশয় হইতে পারে না। বিশেষ সংশয় কেন হইতে পারে না—তাহা বিশেষভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

এতদুত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলেন যে হ্যাঁ প্রদর্শিত মর্য্যাদা সকলেরই স্বীকার্য্য। আর তাহাতে প্রকৃত স্থলেও অর্থাৎ "ময়ি জ্ঞানং নাস্তি" এইরূপ প্রতীতিতেও জ্ঞানত্ব-সামান্য-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক জ্ঞানাভাব ভাসমান হইয়াছে। সুতরাং এই সামান্যাভাব যাবদ্বিশেষ জ্ঞানের বিরোধী। যে কোনও বিশেষজ্ঞান থাকিলে জ্ঞান-সামান্যাভাব প্রতীত হইতে পারে না। জ্ঞান-সামান্যা-ভাবের প্রতীতিদশাতে যে কোনও বিশেষ জ্ঞান থাকিতে পারে না। সুতরাং "ময়ি জ্ঞানং নাস্তি" এই প্রতীতি জ্ঞানাভাব বিষয়ক—ইহা ন্যায়ামৃতকার বলিলেন কিরূপে? জ্ঞানসামান্যাভাবের প্রত্যক্ষের কারণ, ধর্ম্মিজ্ঞান ও প্রতিযোগিজ্ঞান। ধর্ম্মিজ্ঞান ও প্রতিযোগিজ্ঞান থাকিতে জ্ঞানসামান্যাভাবের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। আর ধর্ম্মিজ্ঞান ও প্রতিযোগিজ্ঞান না থাকিলে কারণ নাই বলিয়াই জ্ঞানাভাবের প্রত্যক্ষ হইতে পারিবে না। সুতরাং জ্ঞানাভাব প্রত্যক্ষের কারণ ধর্ম্মি-জ্ঞান ও প্রতিযোগিজ্ঞানরূপ জ্ঞানবিশেষ থাকিতে জ্ঞানসামান্যাভাব থাকিতেই পারে না। যৎকিঞ্চিৎ বিশেষ থাকিলে সামান্যাভাব থাকে না। সুতরাং ব্যাঘাত দোষ ঘটে বলিয়াই "ময়ি জ্ঞানং নাস্তি" এই প্রতীতি জ্ঞানসামান্যাভাব বিষয়ক নহে। জ্ঞানসামান্যাভাব বিষয়ক বলিলে প্রদর্শিত ব্যাঘাত দোষ ঘটিবেই।

১ অথ—অভাববোধে প্রকারীভূতধর্মস্যাবচ্ছেদকত্বং পূর্বানুপস্থিতমপি সংসর্গমর্যাদয়া শাব্দবোধে অন্যত্র চ ভাসতে, ন হ্যবচ্ছেদকত্বস্য স্বরূপসংবন্ধবিশেষস্য গ্রহে অন্যা সামগ্রী ক্লৃপ্তা, তথাচ তত্তদ্বিশেষাভাবানাং তত্তদ্বিশেষাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকত্বাৎ সামান্যাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকত্বং যাবদ্বিশেষাভাবকূটে বা ব্যাসজ্য-বৃত্তি তদতিরিক্তসামান্যাভাবে বা প্রত্যেকবিশ্রান্তমিতি তাদৃগভাবপ্রতীতের্যাবদ্বিশেষপ্রতীতিবিরোধিত্বাৎ কুতো বিশেষসংশয়াদিরিতিচেৎ,—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৪৯

এজন্য ন্যায়ামৃতকারকেও বাধ্য হইয়াই ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে—ঘট-পটাদির সামান্যাভাবের প্রত্যক্ষ হইতে এই জ্ঞানাভাবের প্রত্যক্ষ বিলক্ষণরূপ। ঘট-সামান্যাভাব ও পট-সামান্যাভাবের প্রত্যক্ষ হইতে কোনও ব্যাঘাত-দোষের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু জ্ঞানসামান্যাভাবের প্রত্যক্ষ কোনও মতেই সম্ভাবিত নহে। অন্যান্য বস্তুর সামান্যাভাবের প্রত্যক্ষ যেমন অনায়াসসিদ্ধ, জ্ঞানের সামান্যাভাবের প্রত্যক্ষ সেইরূপই অসিদ্ধ। সুতরাং ঘটসামান্যাভাবের প্রতীতি হইতে জ্ঞানসামান্যাভাবের প্রতীতি বিলক্ষণ—ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বিলক্ষণ প্রতীতির বিষয়ও বিলক্ষণ—ইহাই স্বীকার করা উচিত। বিষয় বৈলক্ষণ্যপ্রযুক্ত প্রতীতির বৈলক্ষণ্য কল্পনা লঘু। অন্য বৈলক্ষণ্য কল্পনা করিলে গৌরব হইবে। বিষয়ের বৈলক্ষণ্য না থাকিলে প্রতীতির বৈলক্ষণ্য হইতেই পারে না। এজন্য অন্য অভাব প্রতীতি বিলক্ষণ জ্ঞানাভাব প্রতীতির বিষয়ও বিলক্ষণ। আর তাহাতে জ্ঞানাভাব প্রতীতির বিষয় জ্ঞানাভাব না হইয়া জ্ঞানবিরোধী ভাবভূত অজ্ঞানই বিষয় হইবে। এজন্য আমরা "ময়ি জ্ঞানং নাস্তি" এই প্রতীতির বিষয়ও জ্ঞানাভাব হইতে পারে না বলিয়াই ভাবভূত-অজ্ঞানকে বিষয় বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকি[১]।

বিষয় বিশেষিত অজ্ঞান অনুভব করিয়াই অর্থাৎ "আমার অমুক বিষয়ে অজ্ঞান আছে" এরূপ অনুভব করিয়াই পুরুষ, সেই অজ্ঞাননিবৃত্তির জন্য বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। বিচার সাধ্য জ্ঞানই সেই অজ্ঞানেব নিবর্ত্তক হইয়া থাকে। অজ্ঞান-নিবর্ত্তক জ্ঞানের সাধন বিচার, এই বলিয়াই অজ্ঞাননিবৃত্তির জন্য পুরুষ বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে—ইহা সর্ব্বানুভবসিদ্ধ। ন্যায়ামৃতকার যে বলিয়াছেন "ন জানামি" এই প্রতীতির বিষয় জ্ঞানসামান্যাভাব নহে; কিন্তু জ্ঞানবিশেষের অভাবই "ন জানামি" এই প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে। কোনও জ্ঞান বিশেষের অভাবই যদি "ন জানামি" এই প্রতীতির বিষয় হয়, তবে "ন জানামি" এই প্রতীতি, কোনও বিশেষ জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও থাকিবে। বিচার সাধ্য জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও কোন জ্ঞানবিশেষের অভাব তখনও থাকিবে এবং তাহার নিবৃত্তির জন্য পুনর্ব্বার বিচারে প্রবৃত্তি হইবে। সুতরাং বিচারদ্বারা এতাদৃশ জ্ঞানাভাবের নিবৃত্তি অসম্ভব। ফল কথা এই যে—"ন জানামি" এই প্রতীতির বিষয়, জ্ঞানত্ব-সামান্য-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব। এই সামান্যাভাবের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, তাহা বলা হইয়াছে। যৎকিঞ্চিৎ বিশেষজ্ঞানের অভাব জ্ঞানত্ব-সামান্য-

১ ......সত্যম্; প্রকৃতেঽপি জ্ঞানত্বসামান্যাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকাভাবপ্রতীতির্যাবজ্জ্ঞানবিশেষবিরোধিনীতি কথং তত্তৎকারণত্বাভিমতজ্ঞানবিশেষে সতি সা ন ব্যাহন্যতে। তথাচ জ্ঞানাভাবপ্রতীতিবৈলক্ষণ্যেহ বস্তুকল্প্যে লাঘবাদ্বিষয়স্যৈবাভাববৈলক্ষণ্যং কল্পয়িতুমুচিতম্; বিষয়াবৈলক্ষণ্যে প্রতীতিবৈলক্ষণ্যাযোগাৎ—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৪৯

ধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক নহে। ইহা যুক্তি ও অনুভব বিরুদ্ধ। অথচ ন্যায়ামৃতকার ইহাই বলিতে চাহিতেছেন যে—যৎকিঞ্চিৎ বিশেষ জ্ঞানের অভাবই জ্ঞানত্বসামান্য-ধর্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকরূপে "ন জানামি" প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা কোনও মতেই হইতে পারে না। উক্ত প্রতীতিতে যে বাধক আছে, তাহা বলা হইয়াছে। সুতরাং জ্ঞানসামান্যাভাব অথবা জ্ঞানত্ব-সামান্যধর্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞানাভাব হইতে বিলক্ষণ ভাবরূপ অজ্ঞানই "ময়ি জ্ঞানং নাস্তি", "অহমজ্ঞঃ" ইত্যাদি প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে—ইহাই সিদ্ধ হইল।[1]

ইহাতে তরঙ্গিণীকার আপত্তি করেন যে—"ন জানামি" এই প্রতীতির বিষয় ভাবরূপ অজ্ঞান হইতে পারে না। কারণ ভাবরূপ অজ্ঞান উক্ত প্রতীতির বিষয় বলিয়া স্বীকার করিলে "ঘটো ন জানাতি" "অহং ন জানামি" এই দুইটি প্রতীতির বিষয় বৈলক্ষণ্যের আপত্তি হইয়া পড়িবে। কারণ "ঘটো ন জানাতি" এই প্রতীতির বিষয় ভাবরূপ অজ্ঞান হইতে পারে না। অদ্বৈতবাদীর মতে চৈতন্যই ভাবরূপ অজ্ঞানের আশ্রয় হইয়া থাকে। ঘট জড় বস্তু। সুতরাং ইহা ভাবরূপ অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারে না। এজন্য "ঘটো ন জানাতি" এই প্রতীতির বিষয় জ্ঞানাভাবই হইবে। জ্ঞানাভাববিশিষ্ট ঘটই উক্ত প্রতীতির বিষয়। "ভাবরূপ অজ্ঞানের আশ্রয় ঘট" ইহা উক্ত প্রতীতির বিষয় নহে। কিন্তু "অহং ন জানামি" এই প্রতীতির বিষয় অদ্বৈতবাদীর মতে ভাবরূপ অজ্ঞান। সুতরাং "ন জানাতি, ন জানামি" এই দুইটি প্রতীতির বিষয়বৈলক্ষণ্যের আপত্তি হইয়া পড়িল। অথচ এই দুইটি প্রতীতিব বিষয়বৈলক্ষণ্য কাহারও অনুভব সিদ্ধ নহে। "ন জানামি" প্রতীতির বিষয়ও জ্ঞানাভাব বলিলে বিষয়বৈরূপ্য দোষ হয় না[2]। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—"ইদমসুরম্" "বলিরসুরঃ" এই দুইটি প্রতীতির মত উক্ত দুইটি প্রতীতির বিষয়বৈরূপ্য দোষাবহ নহে। "অসুরম্" এই প্রতীতির বিষয়—"সুরশূন্যম্" এবং "অসুরঃ" এই প্রতীতির বিষয়—"সুরবিরোধী"[3]।

ইহাতে ন্যায়ামৃতকার এরূপ আশঙ্কা করেন যে—"ময়ি জ্ঞানং নাস্তি" এই প্রতীতি যদি জ্ঞানাভাববিষয়ক হয়, তবে ব্যাঘাত-দোষ হইবে—ইহাই অদ্বৈত-

১ বিষয়াজ্ঞানমনুভূয় চ পুরুষস্তন্নিবৃত্ত্যর্থং বিচারে প্রবর্ত্তত ইতি সর্বানুভবসিদ্ধম্। তদ্যদি জ্ঞানবিশেষাভাবো 'ন জানামী'তি প্রতীতের্বিষয়ঃ, তদা জ্ঞাতেঽপি তথা প্রতীত্যাপাতঃ ; তদ্বিচারার্থং চ প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ। সামান্যাভাবে চ বাধকমুক্তমেব। তস্মাদভাববিলক্ষণমেবাজ্ঞানং 'ময়ি জ্ঞানং নাস্ত্যহমজ্ঞ' ইত্যাদি ধীবিষয় ইতি সিদ্ধম্—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৪৯

২ ন্যায়ামৃততরঙ্গিণী, ২২৭।২ পৃঃ

......নচ—'ঘটো ন জানাতি ন জানামী'তি জ্ঞানয়োর্বিষয়বৈরূপ্যং দোষ ইতি বাচ্যম্—লঘুচন্দ্রিকা, পৃঃ ৫৪৯

৩ ......'ইদমসুরং বলিরসুর' ইতি জ্ঞানয়োরিব তস্যাদোষত্বাৎ। অসুরমিত্যস্য হি সুরশূন্যমর্থঃ, অসুর ইত্যস্য তু সুরবিরোধীতি ভাবঃ—লঘুচন্দ্রিকা, পৃঃ ৫৪৯

বেদান্তিগণ বলিয়াছেন। আর এজন্যই অদ্বৈতবেদান্তিগণ "ময়ি জ্ঞানং নাস্তি" এই প্রতীতির বিষয়, ভাবরূপ অজ্ঞান হইয়া থাকে—ইহাই বলেন। তাঁহারা মনে করেন যে—"ময়ি জ্ঞানং নাস্তি" এই প্রতীতির বিষয় যদি ভাবরূপ অজ্ঞান হয়, তবে জ্ঞানাভাব পক্ষে যে ব্যাঘাত-দোষ হইয়াছিল, ভাবরূপ অজ্ঞান পক্ষে সেই ব্যাঘাত দোষের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এরূপ মনে করা সঙ্গত নহে। ভাবরূপ অজ্ঞান যদি "ময়ি জ্ঞানং নাস্তি" এই প্রতীতির বিষয় হয়, তবে অবশ্যই তাহাতেও ব্যাঘাত দোষ হইবে। "ময়ি জ্ঞানং নাস্তি" এই প্রতীতির বিষয়, ভাবরূপ অজ্ঞান হইলেও ব্যাঘাত দোষের নিবৃত্তি হইবে না[১]। ভাবরূপ অজ্ঞান উক্ত প্রতীতির বিষয় হইলে কিরূপে ব্যাঘাত-দোষ হয় ইহাই দেখাইবার জন্য ন্যায়ামৃতকার বলিতেছেন যে—ভাবরূপ অজ্ঞান "ন জানামি" এই প্রতীতির বিষয় হইলেও এই ভাবভূত অজ্ঞান বা অভাববিলক্ষণ অজ্ঞান জ্ঞানবিরোধিরূপেই প্রতীত হইয়া থাকে। "ন জানামি" এই প্রতীতিতে নঞ্ বিরুদ্ধ অর্থের বোধক। "জানামি" পদের অন্তর্গত জ্ঞা-ধাতুর অর্থ—জ্ঞান। সুতরাং "ন জানামি" এই বাক্যই "ন জানামি" এই প্রতীতির অভিলাপ-বাক্য। আর সেই অভিলাপ-বাক্যের অন্তর্গত নঞ্ বিরুদ্ধার্থক ও জ্ঞা ধাতু জ্ঞানার্থক। তাহাতে "ন জানামি" এই বাক্য দ্বারা "জ্ঞান-বিরুদ্ধবান্ অস্মি" এইরূপ প্রতীতি হইবে।

ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলেন যে, যে সময়ে এই ভাবভূত অজ্ঞান বা অভাববিলক্ষণ অজ্ঞান "ন জানামি" এইরূপ প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে, সে সময়ে উক্ত প্রতীতির অভিলাপ-বাক্যে নঞ্-এর উল্লেখ আছে বলিয়া জ্ঞানবিরোধিত্বরূপে অজ্ঞানের প্রতীতি হয় বটে। কিন্তু এই ভাবভূত অজ্ঞান যে কেবল "ন জানামি" এইরূপ প্রতীতিরই বিষয় হয়, তাহা নহে। এই অজ্ঞান "মুগ্ধোঽস্মি" এইরূপ প্রতীতিরও বিষয় হইয়া থাকে। এই প্রতীতির অভিলাপ-বাক্যে নঞ্-এর উল্লেখ নাই। সুতরাং অজ্ঞান যে জ্ঞানবিরোধিত্বরূপেই প্রতীত হয়—ইহা কিরূপে বলা যায়? "মুগ্ধোঽস্মি" এই প্রতীতিতে মোহ—অজ্ঞান, তদ্‌বান্ অস্মি ইহাই বুঝা যায়। "মুগ্ধোঽস্মি" এই প্রতীতিতে জ্ঞানবিরোধিত্ব ত প্রতীত হয় না। কারণ মুগ্ধোঽস্মি এই প্রতীতির অভিলাপবাক্যে নঞ্-পদ নাই। অদ্বৈতবেদান্তিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ প্রলয়াদি শব্দে নঞ্-এর উল্লেখ না থাকিলেও প্রলয়-শব্দদ্বারা ধ্বংসরূপ অভাবই অবগত হওয়া যায়। এইরূপ মোহ-পদে নঞ্-এর উল্লেখ না থাকিলেও মোহ-পদ দ্বারা প্রতীয়মান বস্তু, জ্ঞানবিরোধিত্বরূপেই প্রতীত হয়। বিবরণাচার্য্যও এই কথাই অজ্ঞানের জ্ঞানবিরোধিত্ব দেখাইবার জন্যই বলিয়াছেন যে—আশ্রয় ও বিষয়-সাপেক্ষ জ্ঞানের বিরোধিরূপেই অজ্ঞান, অজ্ঞানপদদ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে। বিবরণাচার্য্য ভাবরূপ অজ্ঞান সিদ্ধ করিয়া এই অজ্ঞানের আশ্রয় ও বিষয় শুদ্ধ

১ ন্যায়ামৃত, ৩১১।১-২ পৃঃ

চৈতন্যই হইবে। যাহা অজ্ঞানের আশ্রয়, তাহাই অজ্ঞানের বিষয়; অজ্ঞানের আশ্রয় ও বিষয় ভিন্ন হইতে পারে না, এইরূপ বলিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে আপত্তি এই যে—অজ্ঞানের যাহা আশ্রয়, তাহা অজ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না; কারণ "এই পুরুষের এই বিষয়ে অজ্ঞান আছে" এইরূপে অজ্ঞানের আশ্রয় ও বিষয় ভিন্নরূপে অনুভূত হইয়া থাকে। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বিবরণাচার্য বলিয়াছেন যে—এই পুরুষের অজ্ঞান ও এই বিষয়ে অজ্ঞান—এইরূপ প্রতীতিতে বস্তুতঃ পুরুষ অজ্ঞানের আশ্রয়রূপে ভাসমান হয় নাই। কিন্তু এই পুরুষের এই বিষয়ে যে জ্ঞান, তাহার বিরোধিরূপে অজ্ঞান ভাসমান হইয়া থাকে বলিয়া অজ্ঞানেরও আশ্রয় ও বিষয় ভিন্নরূপে প্রতীত হয়; জ্ঞানের আশ্রয় ও বিষয় ভিন্ন বলিয়া জ্ঞান বিরোধী অজ্ঞানেরও আশ্রয় ও বিষয় ভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃ অজ্ঞানের আশ্রয় ও বিষয় ভিন্ন নহে। আর এই কথাই বিবরণাচার্য্য বলিয়াছেন—"অজ্ঞানমিতি চ দ্বয়সাপেক্ষজ্ঞানপর্য্যুদাসেনাভিধানাদ্ দ্বয়সাপেক্ষবদবভাসতে। যথা স্থিতিরগমনশব্দেনাভিধীয়মানা কস্য কিংবিষয়মগমনমিতি কর্ম্মসাপেক্ষবদ্ ভাতি তদ্বৎ"। (বিবরণ ৪৩ পৃঃ কাশী বিজয়নগরমুদ্রিত সং)। ইহার অভিপ্রায় এই যে—স্থিতিশব্দদ্বারা অভিধীয়মান ক্রিয়া কর্ম্মসাপেক্ষরূপে প্রতীত হয় না। কিন্তু স্থিতি-ক্রিয়াই অগমন-শব্দদ্বারা অভিধীয়মান হইলে কর্ম্মসাপেক্ষরূপে প্রতীত হয়। স্থিতি ও অগমন একই বস্তু; স্থা-ধাতুর অর্থ—গতিনিবৃত্তি; অথচ স্থিতি-ক্রিয়া অকর্ম্মকরূপে ও গতিনিবৃত্তি-ক্রিয়া কর্ম্মসাপেক্ষরূপে প্রতীত হয়, গতি-ক্রিয়া সকর্ম্মক বলিয়াই গতি-নিবৃত্তিও কর্ম্মসাপেক্ষরূপে প্রতীত হয়; এইরূপ জ্ঞানবিরোধী অজ্ঞানও ভিন্ন আশ্রয় ও বিষয় সাপেক্ষ জ্ঞানবিরোধিরূপে অভিধীয়মান হয় বলিয়াই অর্থাৎ ভাবরূপ অজ্ঞান বস্তু, অজ্ঞান-শব্দদ্বারা অভিধীয়মান হয় বলিয়াই ভিন্ন আশ্রয় ও বিষয় সাপেক্ষরূপে ভাসমান হয়। কিন্তু এই অজ্ঞান, তমঃ বা মোহাদি শব্দ দ্বারা অভিধীয়মান হইলে ভিন্ন আশ্রয় ও বিষয় সাপেক্ষরূপে ভাসমান হয় না। আশ্রয়-বিষয়দ্বয়সাপেক্ষ জ্ঞানের বিরোধিত্বরূপে যদি অজ্ঞান প্রতীত না হইত, তবে জ্ঞানের সহিত অজ্ঞানের বিরোধ অপ্রামাণিক হইয়া পড়িত। সুতরাং জ্ঞানবিরোধিত্বরূপে প্রতীয়মান অজ্ঞাননিষ্ঠ বিরোধের নিরূপক জ্ঞানের জ্ঞান না হইলে জ্ঞানবিরোধী অজ্ঞান, প্রতীত হইতে পারে না। আর বিরোধনিরূপক জ্ঞান হইলে অজ্ঞানই থাকি[illegible] না বলিয়া অজ্ঞানের প্রতীতি হইতে পারিবে না। অভিপ্রায় এই যে—"ব্রহ্ম ন জানামি" এইরূপ প্রতীতির বিষয় অজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞানবিরোধিরূপে প্রতীত হইয়া থাকে। এস্থলে মনে রাখিতে হইবে যে—যে জ্ঞানের বিরোধিরূপে অজ্ঞান ভাসমান হয়, সেই জ্ঞান, প্রমা জ্ঞান। প্রমাজ্ঞানকেই অদ্বৈতবেদান্তে জ্ঞান বলে। অপ্রমা—জ্ঞান নহে; কিন্তু

জ্ঞানাভাস। সুতরাং ব্রহ্মবিষয়ক প্রমার বিরোধিরূপেই ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান প্রতীত হইবে—ইহাই অদ্বৈতবেদান্তিগণকে বলিতে হইবে। সুতরাং ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞাননিষ্ঠ বিরোধের নিরূপক ব্রহ্মজ্ঞান জ্ঞাত না হইলে অজ্ঞান প্রতীত হইতে পারিবে না। আর ব্রহ্মজ্ঞানও জ্ঞাত হইলে ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞানই থাকিবে না। সুতরাং ভাবভূত অজ্ঞান স্বীকার করিলেও অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতেও ব্যাঘাতদোষ অপরিহার্য্যই হইবে[১]।

আরও কথা এই যে—নির্বিষয়ক অজ্ঞানের প্রতীতি হয় না। এজন্য বিষয় বিশেষিত অজ্ঞানেরই প্রতীতি স্বীকার করিতে হইবে। অজ্ঞানের ব্যাবর্ত্তক বিষয় যদি জ্ঞাত না হয়, তবে বিষয়বিশেষিত অজ্ঞানের প্রতীতি হইবে কিরূপে? আর অজ্ঞানের ব্যাবর্ত্তক বিষয় যদি জ্ঞাত হয়, তবে ত অজ্ঞানই থাকিবে না; সুতরাং অজ্ঞানের প্রতীতি হইবে কিরূপে? অতএব অজ্ঞানের ব্যাবর্ত্তক বিষয়ের জ্ঞানে বা অজ্ঞানে উভয়থাই অজ্ঞান প্রতীতি ব্যাহতই হইয়া পড়িবে। আর তাহা হইলে "উভয় পক্ষেরই যে স্থলে সমান দোষ ও সমান পরিহার হইয়া থাকে, তাদৃশ অর্থবিচারে একপক্ষ অপর পক্ষকে পর্য্যনুযোগ করিতে পারেন না" এইরূপ ন্যায় অনুসারে উভয় পক্ষেরই ব্যাঘাত-দোষের সমাধান কর্ত্তব্য বলিয়া কেবল-মাত্র জ্ঞানাভাব পক্ষেই ব্যাঘাত-দোষের আপাদন করা অদ্বৈতবেদান্তিগণের সঙ্গত হয় নাই[২]

এতদুত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলেন যে—ন্যায়ামৃতকারের এরূপ বলা সঙ্গত হয় নাই। ভাবরূপ অজ্ঞান, প্রমাণজন্য-অন্তঃকরণ-বৃত্তি-দ্বারা নিবর্ত্তনীয় হইয়া থাকে অর্থাৎ প্রমাবৃত্তি-নিবর্ত্তনীয় হইয়া থাকে এবং ভাবরূপ অজ্ঞান সাক্ষিবেদ্য। এজন্য অজ্ঞাননিষ্ঠ বিরোধের নিরূপক জ্ঞানও সাক্ষিবেদ্য। কারণ জ্ঞানবিরোধিত্বরূপেই অজ্ঞান সাক্ষিবেদ্য হইয়া থাকে। যে সাক্ষী অজ্ঞানকে গ্রহণ করে, সেই

১ অপি চ ভাবরূপাজ্ঞানমপি 'ন জানামী'তি জ্ঞানবিরোধিত্বেনৈব ভাতি, মুগ্ধোঽস্মীত্যাদৌ তু প্রলয়াদি-শব্দেষ্বিব নঞনুল্লেখমাত্রম্। অতএব জ্ঞানাভাবাভিপ্রায়েণাপি মুগ্ধোঽস্মীত্যুচ্যতে। উক্তং চ বিবরণে অজ্ঞান-মিতিদ্বয়সাপেক্ষজ্ঞানপর্য্যুদাসেনাভিধানাদিতি। অন্যথাঽজ্ঞানস্য জ্ঞানবিরোধাপ্রামাণিকঃ স্যাৎ। তথা চ বিরোধনিরূপকভূতজ্ঞানস্য জ্ঞানাজ্ঞানাভ্যামজ্ঞানস্যাপি জ্ঞানং দুর্ঘটং স্যাৎ—ন্যায়ামৃত, ৩১২।১ পৃঃ

নমু—অভাববিলক্ষণমপ্যজ্ঞানং 'ন জানামী'তি জ্ঞানবিরোধিত্বেনৈব ভাসতে, মোহাদিপদেঽপি প্রলয়াদিপদবত্তদনুল্লেখমাত্রম্; উক্তং চ বিবরণে—অজ্ঞানমিতি দ্বয়সাপেক্ষজ্ঞানপর্য্যুদাসেনাভিধানা'দিতি। অন্যথা জ্ঞানস্যাজ্ঞানবিরোধিত্বমপ্রামাণিকং স্যাৎ; তথাচ বিরোধনিরূপকজ্ঞানস্য জ্ঞানাজ্ঞানাভ্যাং তথাপি কথং ন ব্যাঘাতঃ? অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৪৯-৫০

২ এবং নির্বিষয়াজ্ঞানাপ্রতীতের্বিষয়জ্ঞানাজ্ঞানয়োরপি ব্যাঘাত আপাদনীয়ঃ, তথাচ 'যত্রোভয়োঃ সমো দোষঃ পরিহারোঽপি বা সমঃ। নৈকঃ পর্য্যনুযোক্তব্যস্তাদৃগর্থবিচারণে॥' ইতি ন্যায়েন উভয়পরিহরণীয়স্য ব্যাঘাতস্য জ্ঞানাভাবপক্ষ এবাপাদনমনুচিতমিতি চেৎ—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫০

............এবং চ "অভাব ইব ভাবেঽপি জ্ঞানাজ্ঞানবিরোধিতা। ন জানামীত্যতশ্চোদ্যপরিহারৌ সমৌ তয়োঃ'॥ ন্যায়ামৃত ৩১২।২ পৃঃ

সাক্ষী অজ্ঞাননিষ্ঠ বিরোধের নিরূপক জ্ঞানকেও গ্রহণ করিয়া থাকে। বিরোধের নিরূপক জ্ঞানকে যদি সাক্ষী গ্রহণ না করিত, তবে জ্ঞানবিরোধিত্বরূপে অজ্ঞান সাক্ষিবেদ্য হইত কিরূপে? অজ্ঞাননিষ্ঠ বিরোধের নিরূপক জ্ঞান, সাক্ষিবেদ্য হইলেও তাহা প্রমাণবেদ্য নহে। এইরূপ অজ্ঞানের ব্যাবর্ত্তক বিষয়ও সাক্ষিবেদ্য; কিন্তু প্রমাণবেদ্য নহে। বিষয়বিশেষিত অজ্ঞানই সাক্ষিবেদ্য .হইয়া থাকে। সুতরাং অজ্ঞানের ব্যাবর্ত্তক বিষয়কে সাক্ষী গ্রহণ না করিলে বিষয়ব্যাবৃত্ত অজ্ঞান সাক্ষিবেদ্য হইত কিরূপে? সুতরাং অজ্ঞাননিষ্ঠ বিরোধের নিরূপক জ্ঞান ও অজ্ঞানের ব্যাবর্ত্তক বিষয়, বেদ্য হইলেও প্রমাণবেদ্য নহে, কিন্তু সাক্ষিবেদ্য। অজ্ঞানের ব্যাবর্ত্তক বিষয় যদি প্রমাণবেদ্য হইত, তবে অবশ্যই ব্যাঘাতদোষ হইত। সাক্ষিদ্বারা অজ্ঞানের ব্যাবর্ত্তক বিষয় গৃহীত হইয়াছে বলিয়া সেই বিষয়ের অজ্ঞান আর থাকিতে পারিবে না; বিষয় জ্ঞাত হইলে আর সেই বিষয়ের অজ্ঞান থাকিবে কিরূপে? এরূপ আপত্তি করা যায় না। সাক্ষীই বিষয়বিশেষিত অজ্ঞানের সাধক। সাক্ষিদ্বারা বিষয় গৃহীত হইলেই যদি অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া যাইত, তবে সাক্ষিদ্বারা অজ্ঞানের সিদ্ধি হইত কিরূপে? বিষয়বিষয়ক সাক্ষিজ্ঞান-দ্বারা সেই বিষয়ের অজ্ঞান নিবৃত্ত হয় না। বিষয়বিষয়ক প্রমাণজ্ঞানদ্বারাই অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। যে সাক্ষী অজ্ঞানের সাধক, সেই সাক্ষীই অজ্ঞানের ব্যাবর্ত্তক বিষয়েরও সাধক হইয়া থাকে। অবশ্য অজ্ঞানের সাক্ষী অজ্ঞাতত্বরূপেই বিষয়ের সাধক হইয়া থাকে[১]। একথা আমরা পরে বলিব।

বিবরণাচার্য্য বলিয়াছেন যে—সমস্ত বস্তুই জ্ঞাতত্বরূপে বা অজ্ঞাতত্বরূপে সাক্ষি-চৈতন্যের বিষয় হইয়া থাকে[২]। প্রমাজ্ঞান যখন সাক্ষিদ্বারা গৃহীত হয়, তখন প্রমা-জ্ঞানের বিষয় জ্ঞাতত্বরূপে সাক্ষিচৈতন্যের বিষয় হইয়া থাকে এবং অজ্ঞান যখন সাক্ষিচৈতন্যদ্বারা গৃহীত হয়, তখন অজ্ঞানের ব্যাবর্ত্তক বিষয়, অজ্ঞাতত্বরূপে সাক্ষি-চৈতন্যের বিষয় হইয়া থাকে। কিন্তু অজ্ঞানের ব্যাবর্ত্তক বিষয় প্রমাণবৃত্তিদ্বারা বেদ্য হয় না। প্রমাণবৃত্তিদ্বারা বেদ্য হইলে অজ্ঞানই নিবৃত্ত হইয়া যাইত। আর তাহাতে ব্যাঘাত দোষই হইত[৩]।

এতদুত্তরে ন্যায়ামৃতকার বলেন যে—ভাবরূপ অজ্ঞান যেমন সাক্ষিবেদ্য, ভাবরূপ

১ ...ন; প্রমাণবৃত্তিনিবর্ত্ত্যস্যাপি ভাবরূপাজ্ঞানস্য সাক্ষিবেদ্যস্য বিরোধনিরূপকজ্ঞানতদ্ব্যাবর্ত্তকবিষয়-গ্রাহকেণ সাক্ষিণা তৎসাধকেন তদনাশাদ্ব্যাহত্যনুপপত্তেঃ। অজ্ঞানগ্রহে বিষয়গোচরপ্রমাপেক্ষায়াং ব্যাহতিঃ স্যাদেব, সা চ নাস্তি—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫০

২ বিবরণ, পৃঃ ১৩ (বিজয়নগর সং)

৩ অজ্ঞানগ্রহে বিষয়গোচরপ্রমাপেক্ষায়াং ব্যাহতিঃ স্যাদেব, সা চ নাস্তি। তদুক্তং বিবরণে সর্বং বস্তু জ্ঞাততয়াঽজ্ঞাততয়া বা সাক্ষিচৈতন্যস্য বিষয় এবেতি—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫০

অজ্ঞানের ব্যাবর্ত্তক বিষয়ও তেমনই সাক্ষিবেদ্য হইয়া থাকে—ইহাই অদ্বৈতবেদান্তিগণ বলিয়াছেন। এইরূপ আমরাও বলিব যে—ভাবরূপ অজ্ঞান বলিয়া কোন বস্তুই নাই। জ্ঞানাভাবই অজ্ঞান। অজ্ঞান জ্ঞানাভাবরূপ হইলেও বিষয়বিশেষিত জ্ঞানের অভাবই অজ্ঞান। জ্ঞানাভাব সাক্ষিবেদ্য এবং অভাব-প্রতিযোগি-জ্ঞানের-ব্যাবর্ত্তক-বিষয়ও সাক্ষিবেদ্য। জ্ঞান সাক্ষিবেদ্য ইহা সকলেই স্বীকার করেন। সুতরাং জ্ঞানের অভাবও সাক্ষিবেদ্য। প্রতিযোগী ও অভাব তুল্য-প্রমাণ-বেদ্য হইয়া থাকে। "ন জানামি" এই প্রতীতিতে প্রমাবৃত্তির অভাবই বিষয় হইয়া থাকে। অর্থাৎ জ্ঞানাভাবকে যে অজ্ঞান বলা হইয়াছে, সেই জ্ঞানাভাবের প্রতিযোগী জ্ঞান, প্রমা-বৃত্তিরূপ। প্রমাবৃত্তির অভাবই জ্ঞানাভাব অর্থাৎ অজ্ঞান। সুতরাং প্রমাবৃত্তির অভাবই অজ্ঞান ; ইহা সাক্ষিবেদ্য। এই অভাবের প্রতিযোগী প্রমাবৃত্তি ও প্রমাবৃত্তির বিষয় ইহারাও সাক্ষিবেদ্য। সুতরাং অজ্ঞানকে জ্ঞানাভাব বলিলেও অজ্ঞানের প্রতীতি সাক্ষিস্বরূপ বলিয়া অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতই আমাদের মতেও ব্যাঘাত-দোষ হইবে না।[১]

এতদুত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলেন যে, আমরা অজ্ঞানের বিষয়কে যে ভাবে সাক্ষিবেদ্য বলিতে পারিয়াছি, জ্ঞানাভাববাদী ন্যায়ামৃতকার সেই ভাবে জ্ঞানাভাব প্রভৃতিকে সাক্ষাৎ সাক্ষিবেদ্য বলিতে পারেন না। আমাদের মতে অজ্ঞান সাক্ষাৎ সাক্ষিবেদ্য এবং অজ্ঞানদ্বারা অজ্ঞানের ব্যাবর্ত্তক বিষয়ও সাক্ষিবেদ্য হইয়া থাকে। অজ্ঞান সাক্ষাৎ সাক্ষিবেদ্য ; আর অজ্ঞানের ব্যাবর্ত্তক বিষয় অজ্ঞানদ্বারা পরম্পরা সাক্ষিবেদ্য। এইরূপ সাক্ষাৎ ও পরম্পরা অজ্ঞান ও অজ্ঞানের বিষয় সাক্ষিবেদ্য হইতে পারিলেও জ্ঞানাভাব সাক্ষাৎ সাক্ষিবেদ্যই নহে। অভাব অনুপলব্ধি-প্রমাণ-বেদ্য। অভাব সাক্ষিপ্রত্যক্ষের বিষয় হয় না। কিন্তু অনুপলব্ধি-প্রমাণ-বেদ্য বলিয়া অভাব পরোক্ষ-প্রতীতির বিষয় হয়। অভাব যে প্রত্যক্ষ-প্রতীতি-বেদ্য নহে, ইহা বিবরণাচার্য্যও বলিয়াছেন। "অভাবস্য ষষ্ঠপ্রমাণগোচরত্বাৎ" (বিবরণ, ১২ পৃঃ বিজয়নগর সং)। অভাব অনুপলব্ধি-প্রমাণ-বেদ্য বলিয়া পরোক্ষ-প্রতীতির বিষয়, একথা অদ্বৈতসিদ্ধিকারও এ স্থলে বলিতেছেন[২]। অথচ বেদান্তপরিভাষাকার "অনুপলব্ধি-প্রমাণ-বেদ্য অভাব প্রত্যক্ষ-প্রতীতির বিষয় হয়" এইরূপ বলিয়া অদ্বৈতসিদ্ধান্তে নিজের অজ্ঞানই প্রকাশ

১ সমং জ্ঞানাভাবপক্ষেঽপি অবচ্ছেদকস্য বিষয়স্য জ্ঞানং সাক্ষিরূপম্। 'ন জানামী'তি ধীস্তু বৃত্তি-জ্ঞানাভাববিষয়েতি সুবচত্বাৎ—ন্যায়ামৃত, ৩১৩।২ পৃঃ

ন চৈবং—জ্ঞানাভাবপক্ষেঽপি বিষয়াদিজ্ঞানং সাক্ষিরূপম্, 'ন জানামী'তি ধীস্তু প্রমাণবৃত্ত্যভাববিষয়েতি ন ব্যাহতিরিতি বাচ্যম্—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫০

২ ন চৈবং......বাচ্যম্; ভাবরূপাজ্ঞানস্য সাক্ষাৎ সাক্ষিবেদ্যত্বেন তদবচ্ছেদকবিষয়াদেস্তদ্দ্বারা সাক্ষি-বেদ্যত্বসংভবেঽপি অভাবস্যানুপলব্ধিগম্যত্বেন সাক্ষাৎ সাক্ষিবেদ্যত্বাভাবাৎ ন তদ্দ্বারা তদবচ্ছেদক-বিষয়াদেঃ সাক্ষিবেদ্যত্বমিতি বৈষম্যাৎ—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫০

করিয়াছেন, ন্যায়মত অনুসরণের লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই[১]। এই জাতীয় এবং আলোচনায় মানুষের অজ্ঞান কোনও দিনও ঘুচিবে না। অপসিদ্ধান্তকেই সিদ্ধান্ত বলিয়া মনে করিবে। অন্ধগোলাঙ্গুলিন্যায়ে অনর্থেরই আপত্তি হইবে।

এস্থলে গৌড় ব্রহ্মানন্দ বলিয়াছেন যে—বস্তুতঃ "এই বিষয়ে এই পুরুষের অজ্ঞান আছে" এইরূপ প্রতীতিতে বিষয়বিশেষাশ্রিতরূপে, এবং পুরুষবিশেষ নিরূপিতরূপে অজ্ঞানত্বরূপ অখণ্ড ধর্ম্মবিশিষ্ট অজ্ঞান বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। "এই পুরুষের অজ্ঞান" এইরূপ ষষ্ঠী বিভক্তিদ্বারা, পুরুষনিরূপিত-অজ্ঞানই বুঝা যায়। "পুরুষের" এই ষষ্ঠী বিভক্তির অর্থ নিরূপিতত্ব। অজ্ঞানে তত্তৎ-পুরুষ-নিরূপিতত্ব ধর্ম্মটি, তৎতৎপুরুষীয়-প্রমানিবর্ত্ত্যতার নিয়ামক অর্থাৎ ব্যাপ্য। অজ্ঞান, তত্তৎপুরুষ-নিরূপিত হইয়াছে বলিয়া, অজ্ঞানে তত্তৎপুরুষীয়-প্রমানিবর্ত্ত্যত্ব ধর্ম্ম আছে—ইহা জানিতে পারা যাইবে। ব্যাপ্য-ধর্ম্মের জ্ঞানদ্বারা, ব্যাপক-ধর্ম্মের অনুমিতি হইয়া থাকে। যে অজ্ঞান, যৎপুরুষনিরূপিত হয়, সেই অজ্ঞান, তৎপুরুষীয়-প্রমানিবর্ত্ত্য হইয়া থাকে। এজন্য তৎপুরুষনিরূপিতত্ব, তৎপুরুষীয়-প্রমানিবর্ত্ত্যত্বের ব্যাপ্য। ব্যাপ্যবিষয়ক-জ্ঞান, ব্যাপকবিষয়ক নহে; কিন্তু ব্যাপ্য-বিষয়ের জ্ঞানদ্বারা, ব্যাপক-বিষয়ের জ্ঞান হইতে পারে। তৎপুরুষীয়-প্রমানি-বর্ত্ত্য বলিয়া অজ্ঞান, তৎপুরুষ-নিরূপিত, এবং বিষয়নিষ্ঠ-কার্য্যের উপাদান বলিয়া অজ্ঞান, বিষয়াশ্রিত। ইদন্ত্বাবচ্ছিন্ন-চৈতন্যাশ্রিত, শুক্তিত্বপ্রকারক-অজ্ঞান, রজতের উপাদান হইয়া থাকে বলিয়া অজ্ঞানকে বিষয়াশ্রিত বলা হইয়াছে। এইরূপে বিষয়াশ্রিত পুরুষবিশেষ-নিরূপিত অজ্ঞানই "অস্য অত্র অজ্ঞানম্" এইরূপ প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে। আর তাহাতে অজ্ঞান, পুরুষবিশেষনিরূপিত বলিয়া তাহা বস্তুগত্যা তৎ-পুরুষীয়-প্রমাজ্ঞানের বিরোধী হইলেও "অস্য অজ্ঞানম্" এইরূপ পুরুষবিশেষ নিরূপিত অজ্ঞানের প্রতীতিতে, তৎপুরুষীয়-প্রমাবিরোধিত্বও ভাসমান হইবে—ইহাতে কোনও প্রমাণ নাই। তৎপুরুষীয়-প্রমা-বিরোধিত্বের ব্যাপ্য, তৎপুরুষ-নিরূপিতত্বই "অস্য অজ্ঞানম্" এইরূপ প্রতীতিতে ভাসমান হইয়া থাকে। কিন্তু প্রমাবিরোধিত্ব-রূপেই অজ্ঞান "অস্য অজ্ঞানম্" এইরূপ প্রতীতিতে ভাসমান হয়, ইহা বলা যায় না। সুতরাং অজ্ঞানে বস্তুগত্যা প্রমাবিরোধিত্ব থাকিলেও "অস্য অজ্ঞানম্" এই প্রতীতিতে প্রমাবিরোধিত্বরূপের উল্লেখ হয় না। প্রমাবিরোধিত্বই অজ্ঞানত্ব নহে। জ্ঞানত্ব যেমন একটি অখণ্ড-ধর্ম্ম, এইরূপ অজ্ঞানত্বও একটি অখণ্ড-ধর্ম্ম। এই অখণ্ড ধর্ম্মবিশিষ্ট-অজ্ঞান, পুরুষবিশেষ-নিরূপিতরূপে ও বিষয়বিশেষাশ্রিতরূপে "অস্য অত্র অজ্ঞানম্" এই প্রতীতিতে ভাসমান হয়। অজ্ঞানে প্রমাবিরোধিত্বের উল্লেখ হইলে, বিরোধের নিরূপক প্রমারও জ্ঞান অপেক্ষিত হইত। অজ্ঞাত বস্তু নিরূপক হইতে পারে না। এই বিরোধ-

১ বেদান্তপরিভাষা—পৃঃ ৩৩০।৩১ অনুপলব্ধি পরিচ্ছেদ। বেঙ্কটেশ্বর সং বোম্বে

নিরূপক প্রমার জ্ঞান অপেক্ষিত হইলে ন্যায়ামৃতপ্রদর্শিত ব্যাঘাতেরও কথঞ্চিৎ সম্ভাবনা থাকিত। ন্যায়ামৃতকার যে বলিয়াছেন—অজ্ঞানে যে প্রমাবিরোধিত্ব ধর্ম্ম, উল্লিখ্যমান হইয়া থাকে, সেই উল্লিখ্যমান বিরোধের নিরূপক প্রমার জ্ঞানে ও অজ্ঞানে উভয়থাই অদ্বৈতবাদীর মতে ব্যাঘাত হইবে। ন্যায়ামৃতকারের এইরূপ আপত্তি সর্ব্বথা নির্ম্মূল। "এই পুরুষের অজ্ঞান" এইরূপ প্রতীতিতে অজ্ঞান, তৎপুরুষনিরূপিতরূপেই প্রতীত হইয়া থাকে, কিন্তু তৎপুরুষীয়-প্রমাবিরোধিত্বরূপে অজ্ঞান উল্লিখ্যমান হয় না। তৎপুরুষীয় প্রমাবিরোধিত্বরূপে তৎপুরুষীয় অজ্ঞানের প্রতীতি কাহারও হইতে পারে না। তৎপুরুষীয় ভাবী প্রমা, অন্য পুরুষের বেদ্য হইতে পারে না।[১]

গৌড় ব্রহ্মানন্দের এইরূপ উক্তিতে, যদিও ন্যায়ামৃতকারের আপত্তি সমাহিত হইয়াছে, তথাপি বিবরণোক্তির সহিত বিরুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। বিবরণকার যে বলিয়াছেন—অজ্ঞান বস্তু, যখন অজ্ঞান-পদদ্বারা অভিহিত হয়, তখন আশ্রয় ও বিষয় এই উভয়-সাপেক্ষ জ্ঞানের বিরোধিত্বরূপেই অজ্ঞান অভিধীয়মান হইয়া থাকে। আশ্রয় সাপেক্ষ জ্ঞান, তৎপুরুষীয় প্রমা। সুতরাং তৎপুরুষীয় প্রমাবিরোধিত্বরূপেই অজ্ঞান প্রতীয়মান হয়—ইহাই ত বিবরণকার বলিয়াছেন। সুতরাং বিবরণোক্তির সহিত বিরোধ সুস্পষ্ট। এতদুত্তরে ব্রহ্মানন্দ বলিয়াছেন যে, বিবরণাচার্য্যের উক্তির প্রদর্শিত অভিপ্রায় নহে। কিন্তু প্রমাজ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে, নিবৃত্তাজ্ঞান পুরুষের নিকটে, অজ্ঞানে জ্ঞানবিরোধিতার অনুভব হইয়া থাকে। এই অভিপ্রায়েই বিবরণাচার্য্য অজ্ঞানে জ্ঞানবিরোধিতার উল্লেখ স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু বিদ্যমান অজ্ঞানই প্রমাবিরোধিত্বরূপে উল্লিখ্যমান হয়—ইহা বিবরণাচার্য্যের অভিপ্রায় নহে।

ইহাতে আপত্তি এই যে—অজ্ঞানের বিদ্যমানতাদশাতে যদি অজ্ঞান, জ্ঞান-বিরোধিত্বরূপে উল্লিখ্যমান হইতে না পারে, তবে "ঘটং ন জানামি—আমি ঘট জানি না" এইরূপ বাক্যে বিরোধ্যর্থক "নঞ্" দ্বারা জ্ঞানবিরোধিত্বরূপেই অজ্ঞানের প্রত্যয় হইবে। সুতরাং আমার ঘটবিষয়ক অজ্ঞানের বিদ্যমানতাদশাতে "আমি ঘট জানি না" এইরূপ বাক্য হইতে আমারই ঘটবিষয়ক প্রমাজ্ঞানবিরোধিত্বরূপে অজ্ঞানের প্রতীতি আমারই হইয়া থাকে—এইরূপ স্বীকার করিলে, উক্ত বাক্য জন্য জ্ঞানে ব্যাঘাত অপরিহার্য্য।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—"ঘটং ন জানামি" এই বাক্যের অন্তর্গত নঞ্ পূর্ব্বক জ্ঞা ধাতুর অজ্ঞানত্ব-জাতিবিশিষ্ট বস্তুতে লক্ষণা স্বীকার করা হয়। জ্ঞা ধাতু যেমন জ্ঞানত্ব-জাতিবিশিষ্ট বস্তুর বাচক, নঞ্ পূর্ব্বক জ্ঞা ধাতুও সেইরূপ অজ্ঞানত্ব জাতিবিশিষ্ট বস্তুর লক্ষক। জ্ঞানত্বের মত অজ্ঞানত্ব জাতি। অজ্ঞানত্বকে

১ লঘুচন্দ্রিকা, পৃঃ ৫৫০

জাতি স্বীকার না করিলেও তাহা অভাবত্বাদি ধর্ম্মের মত অখণ্ডোপাধি হইতে পারিবে। এজন্যই পূর্ব্বে অজ্ঞানত্বকে অখণ্ড ধর্ম্ম বলা হইয়াছে।

যদি বলা যায়, নঞ্ পূর্ব্বক জ্ঞা ধাতু অজ্ঞানত্ব জাতিবিশিষ্ট অর্থের লক্ষক—এরূপ বলা ত সঙ্গত নহে। যোগার্থের দ্বারাই অর্থের প্রতীতি সম্ভাবিত হইলে, সমুদায়ে লক্ষণা স্বীকার করা উচিত নহে। নঞ্ এর অর্থ বিরোধী ও জ্ঞাধাতুর অর্থ জ্ঞান; এই উভয় পদ মিলিতভাবে "জ্ঞানবিরোধী" এইরূপ অর্থেরই বোধক হইয়া থাকে। সুতরাং অজ্ঞানত্বজাতিবিশিষ্টে, নঞ্ পূর্ব্বক জ্ঞা ধাতুর লক্ষণা স্বীকার করা যাইবে কেন? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—অধর্ম্মাদি পদ, যোগার্থ দ্বারা ধর্ম্মবিরোধী বস্তুর বোধক হয় না। কিন্তু পাপত্বজাতি বিশিষ্ট বস্তুরই লক্ষণাদ্বারা বোধক হইয়া থাকে। অধর্ম্মাদি-পদলক্ষ্য যেমন পাপত্বাদি জাতিবিশিষ্ট বস্তু, এইরূপ নঞ্ পূর্ব্বক জ্ঞা ধাতুরও লক্ষণালভ্য অর্থ—অজ্ঞানত্ব জাতিবিশিষ্ট বস্তু। সুতরাং অদ্বৈতবাদীর মতে অজ্ঞাননিষ্ঠ বিরোধের নিরূপক প্রমার জ্ঞানও প্রমার অজ্ঞান প্রযুক্ত। সুতরাং ন্যায়ামৃত প্রদর্শিত-ব্যাঘাত সর্ব্বথাই নির্মূল। এস্থলে মনে রাখিতে হইবে যে—অদ্বৈতসিদ্ধিকার অজ্ঞানে জ্ঞানবিরোধিত্বের উল্লেখ স্বীকার করিয়াই ব্যাঘাত দোষের পরিহার করিয়াছেন। গৌড় ব্রহ্মানন্দ অজ্ঞানে জ্ঞানবিরোধিত্বের উল্লেখ এস্থলে স্বীকার করেন নাই বলিয়া গৌড় ব্রহ্মানন্দের মতে পূর্ব্বপক্ষি-প্রদর্শিত ব্যাঘাত দোষের সম্ভাবনাই নাই।[১]

বস্তুতঃ কথা এই যে, ব্রহ্মানন্দও অজ্ঞানানুভবে প্রমাবিরোধিত্বের উল্লেখ অস্বীকার করেন নাই। ব্রহ্মানন্দ বলিয়াছেন যে—"প্রমিণোমি" ইত্যাদৌ প্রমাবিশেষণতয়া প্রমাত্বাদেরিব "ন জানামী"ত্যাদাবজ্ঞানবিশেষণতয়া প্রমাবিরোধস্যাপি ভানসম্ভবাৎ। অবিদ্যমানত্বংচ প্রমায়ামিব প্রমাত্বঘটকাজ্ঞাতত্বেঽপি সমমিতি ভাবঃ।" (লঘুচন্দ্রিকা ৫৫০ পৃঃ নির্ণয়সাগর সং) ইহার অভিপ্রায় এই যে—প্রমাজ্ঞানের উৎপত্তি দশাতে "প্রমিণোমি" এইরূপ সাক্ষিপ্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। এই সাক্ষিপ্রত্যক্ষে, প্রমাজ্ঞান বিষয়রূপে ভাসমান হয় এবং প্রমাজ্ঞানে প্রমাত্ব ধর্ম্মও বিশেষণরূপে সাক্ষিপ্রত্যক্ষে ভাসমান হইয়া থাকে। প্রমাত্ব-ধর্ম্ম জাতি বা অখণ্ডোপাধি নহে; কিন্তু অজ্ঞাতার্থ-বিষয়কত্বরূপ সখণ্ডোপাধি। অজ্ঞাতার্থ কথার অর্থ—অজ্ঞানবিষয়ীভূত অর্থ। প্রমার গ্রাহক-সাক্ষী, প্রমাপ্রকাশের সঙ্গে প্রমার বিশেষণ প্রমাত্বকেও প্রকাশ করে। এই প্রমাত্ব অজ্ঞাতার্থবিষয়কত্ব। সুতরাং প্রমাত্বকে প্রকাশ করিতে হইলে, প্রমাত্বের ঘটক অজ্ঞানকেও প্রকাশ করিতে হইবে। প্রমার বিদ্যমানতাদশাতে সাক্ষী, প্রমাত্বের ঘটক যে অজ্ঞানকে প্রকাশ

১ লঘুচন্দ্রিকা, পৃঃ ৫৫০

করিতেছে, সে অজ্ঞান প্রমানিবর্ত্ত্য অজ্ঞান। এই অজ্ঞান বিদ্যমান নাই। প্রমাদ্বারা নিবৃত্ত হইয়াছে। সুতরাং তাহা অতীত। সুতরাং প্রমাসাক্ষী প্রমাপ্রকাশের সঙ্গে প্রমানিবৃত্ত-অতীত-অজ্ঞানকেও যেমন প্রকাশ করে, এইরূপ "ন জানামি" এই সাক্ষিপ্রত্যক্ষও অজ্ঞান প্রকাশের সঙ্গে অজ্ঞানাংশে বিশেষণরূপে প্রমাবিরোধিত্বকেও প্রকাশ করিতে পরিবে। অজ্ঞান-সাক্ষী অজ্ঞানাংশে বিশেষণ, প্রমাবিরোধিত্বকে প্রকাশ করে। এই প্রমাবিরেধিত্বের ঘটক প্রমা বিদ্যমান নহে; কিন্তু তাহা ভাবিনী। ভাবিপ্রমার বিরোধিত্বরূপে সাক্ষী অজ্ঞানের প্রকাশক হইতে পারিবে। প্রমাত্ব যেমন অজ্ঞাতার্থবিষয়কত্বরূপ সখণ্ডোপাধি, এইরূপ অজ্ঞানত্বও প্রমাবিরোধিত্বরূপ সখণ্ডোপাধি। "প্রমিণোমি" এই প্রতীতিতে প্রমাত্ব ঘটক অতীত-অজ্ঞান যেমন সাক্ষিভাস্য হইয়া থাকে, প্রমার প্রত্যক্ষদশাতে সাক্ষিজ্ঞানে প্রমার সহিত প্রমার সমানবিষয়ক অজ্ঞানের প্রকাশ যেমন অবিরুদ্ধ ও অব্যাহত, এইরূপ অজ্ঞানের সাক্ষিপ্রত্যক্ষেও অজ্ঞানের প্রকাশ ও অজ্ঞানাংশে বিশেষণ ভাবি-প্রমাবিরোধিত্বের প্রকাশ অবিরুদ্ধ ও অব্যাহতই বটে। সুতরাং অজ্ঞাননিষ্ঠ বিরোধের নিরূপক প্রমার প্রকাশে ব্যাঘাত দোষের সম্ভাবনা নাই। থাকিলে "প্রমিণোমি" প্রতীতিতেও ব্যাঘাত হইত। এস্থলে মনে রাখিতে হইবে, মাধ্বও অজ্ঞাতার্থবিষয়কত্বকেই প্রমাত্ব বলেন। এস্থলে চমৎকারিত্ব এই যে—প্রমার সাক্ষী, প্রমাবিষয়বিষয়ক অতীত অজ্ঞানের প্রকাশক। এইরূপ অজ্ঞানের সাক্ষী, অজ্ঞানের বিশেষণ অজ্ঞানবিষয়বিষয়ক ভাবী প্রমার প্রকাশক।

যাহা হউক, জ্ঞানাভাব সাক্ষিবেদ্য নহে। জ্ঞানাভাব অনুপলব্ধি প্রমাণবেদ্য বলিয়া তাহা পরোক্ষ-প্রতীতি-গম্য। বিদ্যমান জ্ঞানই সাক্ষাৎ সাক্ষিবেদ্য হইয়া থাকে। সাক্ষিবেদ্য জ্ঞানের বিদ্যমানতা দশাতে সেই বিদ্যমান জ্ঞানের বিষয়ও সাক্ষিদ্বারাই ভাসমান হইয়া থাকে। এজন্য জ্ঞানাভাব সাক্ষাৎ সাক্ষিবেদ্য হইতে পারে না। জ্ঞান ও জ্ঞানাভাবের একটি থাকিতে অপরটি বিদ্যমান থাকে না বলিয়া যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান থাকিতে জ্ঞানাভাব থাকিতে পারে না। অবিদ্যমান বস্তুর সহিত অনাবৃত সাক্ষীর তাদাত্ম্য সম্ভাবিত হয় না বলিয়া জ্ঞান ও জ্ঞানাভাবের যুগপৎ সাক্ষিবেদ্যতা অসম্ভব। অনাবৃত সাক্ষীর সহিত তাদাত্ম্যা-পন্ন বস্তুই সাক্ষাৎ সাক্ষিবেদ্য। অবিদ্যমান বস্তু অনাবৃত সাক্ষীর সহিত তাদাত্ম্যা-পন্ন হয় না বলিয়া সাক্ষাৎ সাক্ষিবেদ্য হইতে পারে না। যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞানের বিদ্যমানতা দশাতে, জ্ঞানাভাব নাই বলিয়া তাহা সাক্ষিবেদ্য হইতে পারে না। জ্ঞানাভাবই যদি সাক্ষাৎ সাক্ষিবেদ্য না হইতে পারিল, তবে জ্ঞানাভাবের প্রতিযোগী জ্ঞান ও তাহার ব্যাবর্ত্তক বিষয়ও সাক্ষিবেদ্য হইতে পারিবে না। অজ্ঞান

সাক্ষাৎ সাক্ষিবেদ্য বলিয়া অজ্ঞাননিষ্ঠ বিরোধের নিরূপক জ্ঞান (প্রমা) অবিদ্যমান হইলেও অজ্ঞানের বিশেষণরূপে অবিদ্যমান জ্ঞানও পরম্পরা সাক্ষিবেদ্য হইতে পারে। সুতরাং অজ্ঞানের প্রতীতি ও জ্ঞানাভাবের প্রতীতিতে ব্যাঘাত দোষের তুল্যতা বলা যায় না।[১]

ইহাতে ন্যায়ামৃতকার বলেন যে, অজ্ঞানের প্রত্যক্ষ বিশিষ্ট-বিষয়ক-প্রত্যক্ষ। বিষয়বিশেষিত অজ্ঞানই সাক্ষিভাস্য হইয়া থাকে। বিষয় অজ্ঞানের বিশেষণ। বিশিষ্টবিষয়ক প্রতীতির পূর্ব্বে বিশেষণের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। জন্য বিশিষ্টজ্ঞান বিশেষণ জ্ঞানজন্য হইয়া থাকে। সুতরাং বিষয়বিশিষ্ট অজ্ঞানের প্রত্যক্ষের পূর্ব্বে অজ্ঞানের বিশেষণ বিষয়ের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। জন্য বিশিষ্ট জ্ঞানমাত্রই বিশেষণ জ্ঞানজন্য হইয়া থাকে। সুতরাং অজ্ঞানের বিষয় জ্ঞাত হইলে অজ্ঞানই থাকিবে না। সুতরাং অজ্ঞানের প্রত্যক্ষ হইবে কিরূপে? আর যদি অজ্ঞানের বিশেষণ বিষয়, জ্ঞাত না হয়, তবে বিশেষণজ্ঞান নাই বলিয়াই অজ্ঞানের প্রত্যক্ষ হইতে পারিবে না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে—অজ্ঞানের প্রত্যক্ষ বিশিষ্টবিষয়ক প্রত্যক্ষ। বিশেষণের জ্ঞান না থাকিলে বিশিষ্টবিষয়ক প্রত্যক্ষ হইবে কিরূপে? সুতরাং ভাবরূপ অজ্ঞান স্বীকার করিলেও এই ভাবরূপ অজ্ঞানের সাক্ষিপ্রত্যক্ষও ব্যাঘাত-দোষ দুষ্টই হইবে।[২]

এতদুত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলেন যে, বিশেষণজ্ঞান কোনস্থলে বিশিষ্ট জ্ঞানের জনক নহে। বিশিষ্টজ্ঞানে বিশেষণজ্ঞানের জনকতাতে কোনও প্রমাণ নাই। বিশিষ্টজ্ঞানত্ব ধর্ম্মটি বিশেষণজ্ঞানজন্যতাবচ্ছেদক নহে। এই কথা নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষ-বিচার-প্রবন্ধে বিশেষভাবে আমরা দেখাইয়াছি। বিশিষ্টজ্ঞান, বিশেষণ জ্ঞানজন্য হয় না বলিয়া, নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হয় না। ইহাই সেই প্রবন্ধে অতি বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে। সুতরাং আমরা এস্থলে তাহার পুনরুক্তি করিতে বিরত রহিলাম। যাঁহারা বিশিষ্টজ্ঞানে বিশেষণজ্ঞানের কারণতা স্বীকার করেন, সেই তার্কিকগণও অভাববিষয়ক বিশিষ্টবোধেও, প্রতিযোগিত্ব ও অভাবত্বধর্ম্ম, যাহা অভাবোধে বিশেষণরূপে ভাসমান হয়, সেই বিশেষণীভূত ধর্ম্মের পূর্ব্বে জ্ঞান না থাকিয়াই অভাববিষয়ক বিশিষ্টবুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া থাকে—একথা স্বীকার করেন[৩]।

১ ……অজ্ঞানবিশেষণতয়া তু অনুৎপন্নমপি জ্ঞানং সাক্ষিবেদ্যমিতি ন দোষসাম্যম্—অদ্বৈতসিদ্ধি. পৃঃ ৫৫০

২ অপি চ ভাবরূপাজ্ঞানাবচ্ছেদকবিষয়স্যাজ্ঞানে অজ্ঞানজ্ঞানাযোগাৎ জ্ঞানে চাজ্ঞানস্যৈবাভাবাৎ কথং ভাবরূপাজ্ঞানজ্ঞানম্—ন্যায়ামৃত ৩১২।২ পৃঃ

ন চ অবচ্ছেদকস্য বিষয়াদেঃ প্রাগজ্ঞানে কথং তদ্বিশিষ্টাজ্ঞানজ্ঞানম্? বিশেষণজ্ঞানাধীনত্বাদ্বিবিশিষ্ট-জ্ঞানস্যেতি বাচ্যম্—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫০

৩ বিশেষণজ্ঞানস্য বিশিষ্টজ্ঞানজনকত্বে মানাভাবাৎ, প্রতিযোগিত্বাভাবত্বয়োঃ পূর্ব্বানুপস্থিতয়োরপি তার্কিকৈরভাববোধে প্রকারীভূয় ভানাভ্যুপগমাৎ—অদ্বৈতসিদ্ধি পৃঃ ৫৫০-৫১

একথাও আমরা নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষ-প্রবন্ধে তার্কিকগণের গ্রন্থ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক দেখাইয়াছি।

ইহাতে ন্যায়ামৃতকার আপত্তি করেন যে—বিশিষ্টবুদ্ধি বিশেষণজ্ঞান জন্য না হইলেও বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্য-বিষয়ক বুদ্ধি বিশেষণতাচ্ছেদক প্রকারক নিশ্চয়-জন্য হইয়া থাকে বলিয়া বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্য-বুদ্ধিতে বিশেষণতাবচ্ছেদক প্রকারক নিশ্চয়কে কারণ বলিতে হইবে। আর তাহাতেও অজ্ঞানের প্রত্যক্ষে ব্যাঘাতই ঘটিবে। অজ্ঞানের প্রত্যক্ষও বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্য-বিষয়ক হইয়া থাকে। তাহাতে জ্ঞানবিরোধিত্ব ও সবিষয়কত্ব বিশিষ্ট অজ্ঞানের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। জ্ঞানের অবিরোধিত্বরূপে অথবা নির্ব্বিষয়কত্ব-রূপে অজ্ঞানের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। প্রদর্শিত বিশেষণদ্বয়বিশিষ্ট অজ্ঞান আত্মাশ্রিতরূপে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। আত্মাতে অনাশ্রিত অজ্ঞানের প্রত্যক্ষ হয় না। সুতরাং জ্ঞানবিরোধিত্ববিশিষ্ট অজ্ঞানবিশিষ্ট আত্মার প্রত্যক্ষই অজ্ঞানের প্রত্যক্ষ। সুতরাং বিশিষ্ট অজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য আত্মাতে ভাসমান হয় বলিয়া "অহমজ্ঞঃ" এই প্রতীতি, বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্য-বিষয়ক প্রতীতি। এই প্রতীতিতে আত্মা বিশেষ্য, অজ্ঞান বিশেষণ এবং জ্ঞানবিরোধিত্ব ও সবিষয়কত্ব ধর্ম্ম দুইটি বিশেষণতাব-চ্ছেদক। সুতরাং "অহমজ্ঞঃ" এই বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্য প্রতীতিতে জ্ঞানবিরোধিত্ব ও সবিষয়কত্ব প্রকারক নিশ্চয়ই বিশেষণতাবচ্ছেদক প্রকারক নিশ্চয়। এই বিশেষণতা-বচ্ছেদক প্রকারক নিশ্চয় কারণ বলিয়া বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্য প্রতীতির পূর্ব্বে থাকা আবশ্যক। সুতরাং অজ্ঞান প্রত্যক্ষের পূর্ব্বে অজ্ঞানের বিষয়ের নিশ্চয় হইলে অজ্ঞানই থাকিতে পারিবে না বলিয়া পূর্ব্ববৎ ব্যাঘাত দোষই ঘটিবে।[১]

এতদুত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলেন যে—প্রদর্শিত কার্য্যকারণভাবে কোনও প্রমাণ নাই অর্থাৎ বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্য-বুদ্ধিত্ব কার্য্যতাবচ্ছেদক এবং বিশেষণতাবচ্ছেদক-প্রকারক-নিশ্চয়ত্ব কারণতাবচ্ছেদক—ইহা প্রমাণসিদ্ধই নহে। সুতরাং অজ্ঞানের প্রত্যক্ষে প্রদর্শিত ব্যাঘাত দোষ ঘটিবে না।

ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে—অদ্বৈতসিদ্ধিকার যদি প্রদর্শিত কার্য্য-কারণভাব স্বীকার না করেন, তবে বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যাবগাহী বুদ্ধির প্রতি কারণ হইবে কে? কারণ ব্যতীত কার্য্য ত উৎপন্ন হইতে পারে না। এতদুত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলেন যে—তার্কিকগণের মতে বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহী বোধ চারি প্রকার হইতে পারে; প্রত্যক্ষাত্মক, অনুমিতিরূপ, উপমিতিরূপ ও শাব্দবোধরূপ। এই চতুর্ব্বিধ বুদ্ধি বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্য-বিষয়িণী হইতে পারে। এই চতুর্ব্বিধ বুদ্ধি-সাধারণ বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্য-বুদ্ধিত্বকে কার্য্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম মানিবার আবশ্যকতা নাই। প্রত্যক্ষত্ব,

১ তথাপি বিশেষণতাবচ্ছেদকপ্রকারকজ্ঞানং বিনা কথং বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যবুদ্ধিরিতি চেৎ—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫১; ন্যায়ামৃত, ৩১৫।১ পৃঃ

অনুমিতিত্ব, উপমিতিত্ব ও শাব্দবোধত্ব এই পৃথক্ পৃথক্ চারিটি ধর্মকে কার্য্যতাবচ্ছেদক বলিতেই হইবে। আর তাহাতে প্রত্যক্ষত্বাবচ্ছিন্নের সামগ্রী, অনুমিতিত্বাবচ্ছিন্নের সামগ্রী প্রভৃতিও পৃথক্ পৃথক্ স্বীকার করিতে হইবে। আর তদ্দ্বারাই চতুর্ব্বিধ জ্ঞানও উপপন্ন হইবে। ব্যাপ্তিজ্ঞান ও পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান হইতে অনুমিতি উৎপন্ন হয়। অথবা পরামর্শজ্ঞান হইতে অনুমিতি উৎপন্ন হয়। ব্যাপ্তিজ্ঞান ও পক্ষধর্ম্মতা জ্ঞান থাকিলে অনুমিতি উৎপন্ন হইতে বিলম্ব হয় না। যে স্থলে ব্যপ্তিজ্ঞান ও পক্ষধর্ম্মতা জ্ঞান জন্মেছে, সেই স্থলে বিশেষণতাবচ্ছেদক প্রকারক নিশ্চয় নাই বলিয়া কি অনুমিতি উৎপন্ন হইতে বিলম্ব হইবে? ব্যাপ্তিজ্ঞান ও পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞানাতিরিক্ত, বিশেষণতাবচ্ছেদক-প্রকারক নিশ্চয়ও কি অনুমিতির একটি পৃথক্ সামগ্রী হইবে? আমরা মনে করি, যে পুরুষের ব্যাপ্তিজ্ঞান ও পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান আছে, সেই পুরুষের বিশেষণতাবচ্ছেদক-প্রকারক নিশ্চয় না থাকার অপরাধে, অনুমিতি উৎপন্ন হইতে বিলম্ব ঘটিবে না। এইরূপ প্রত্যক্ষাদি প্রমিতির সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। "পর্ব্বতো বহ্নিমান্" এই অনুমিতিতে পর্ব্বত বিশেষ্য, বহ্নি বিশেষণ ও বহ্নিত্ব ধর্ম্ম বিশমণতাবচ্ছেদক। এই বহ্নিত্ব প্রকারক নিশ্চয় বহ্ন্যনুমিতির সামগ্রী নহে। এই বহ্নিত্ব প্রকারক নিশ্চয়ই বিশেষণতাবচ্ছেদক-প্রকারক নিশ্চয়। এই নিশ্চয় না থাকিয়াও বহ্ন্যনুমিতি হইতে বাধা নাই।[১]

যদি বলা যায়—বহ্নিত্ব-প্রকারক-নিশ্চয় না থাকিলে বহ্নির ব্যাপ্তিজ্ঞান হইবে কিরূপে? বহ্নি-নিরূপিত ব্যপ্তিজ্ঞান ত বহ্ন্যনুমিতির কারণ। যাহার বহ্নিত্ব-প্রকারক নিশ্চয় নাই, তাহার বহ্নিনিরূপিত ব্যাপ্তিজ্ঞানই হইতে পারিবে না। সুতরাং বহ্নির অনুমিতিও হইবে না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে বহ্নিত্ব-প্রকারক নিশ্চয় বহ্নি-নিরূপিত ব্যাপ্তিজ্ঞানের কারণ হইলেও বহ্নির অনুমিতির কারণ নহে। বহ্নির অনুমিতির কারণ ব্যাপ্তিজ্ঞান ও ব্যাপ্তিজ্ঞানের কারণ বহ্নিত্ব-প্রকারক-নিশ্চয়। সুতরাং কারণের কারণ অন্যথাসিদ্ধই হইবে। সুতরাং বহ্নিত্বপ্রকারক নিশ্চয় কারণের কারণ বলিয়া তাহা অন্যথাসিদ্ধ; বহ্ন্যনুমিতির কারণ নহে। অতএব দেখা যাইতেছে—অনুমিতিরূপ বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যাবগাহী জ্ঞানে বিশেষণতাবচ্ছেদক-প্রকারক নিশ্চয় কারণ নহে। এইরূপ প্রত্যক্ষাদি বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যাবগাহী জ্ঞানেও বুঝিতে হইবে। এজন্য প্রত্যক্ষত্ব, অনুমিতিত্ব ব্যতিরিক্ত বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যাবগাহী বুদ্ধিত্বকে পৃথক্ কার্য্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। যদিও অনুমিতি বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্য-বুদ্ধি, তথাপি

১ .. ন, বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যবুদ্ধিত্বেন বিশেষণতাবচ্ছেদকপ্রকারকজ্ঞানত্বেন চ কার্য্যকারণভাবে মানাভাবাৎ প্রত্যক্ষত্বাদিরূপেণ পৃথক্ পৃথক্ ক্লৃপ্তকার্য্যকারণভাবেনৈবোপপত্তেঃ বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যবুদ্ধিত্বস্যার্থসমাজসিদ্ধত্বাৎ—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫১

অনুমিতি সামগ্রী দ্বারাই বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্য-বুদ্ধি হইতে পারিবে। এজন্য বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্য-বুদ্ধিত্ব, অর্ধসমাজসিদ্ধ বলিয়া তাহা পৃথক্ কার্য্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম নহে। বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্য-বুদ্ধি বলিলে প্রদর্শিত চতুর্ব্বিধ বুদ্ধির যে কোনও একটি হইবে। এই চতুর্ব্বিধ বুদ্ধি ব্যতীত বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্য-বুদ্ধি বলিয়া আর একটি কিছু নাই। বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্য-বুদ্ধি হয় প্রত্যক্ষ, না হয় অনুমিতি, না হয় উপমিতি, না হয় শাব্দবোধ হইবে। আর এই চতুর্ব্বিধ জ্ঞানের পৃথক্ পৃথক্ সামগ্রী, সকলের মতেই ক্ল‍ৃপ্ত রহিয়াছে। তদ্দ্বারাই বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্য-বুদ্ধির উপপত্তি হইতে পারিবে। আর পৃথক্‌ভাবে বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্য-বুদ্ধির প্রতি বিশেষণ-তাবচ্ছেদক-প্রকারক-নিশ্চয়ের পৃথক্ কারণতা কল্পনা করিবার হেতু কি? যেমন তার্কিকগণের মতে পৃথক্‌ভাবে নীল-সামগ্রী ও ঘট-সামগ্রী হইতে নীল-ঘট-ব্যক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এজন্য নীল-ঘটত্ব ধর্ম্মকে পৃথক্ কার্য্যতাবচ্ছেদক স্বীকার করা হয় নাই। নীলত্ব ও ঘটত্ব ধর্ম্ম পৃথক্ পৃথক্ ভাবে কার্য্যতাবচ্ছেদক হইলেও ঐ ধর্ম্মদ্বয়, মিলিতভাবে একটি তৃতীয় কার্য্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম নীলঘটত্ব স্বীকৃত হয় নাই, এইরূপ প্রকৃতস্থলেও বুঝিতে হইবে।[১]

বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্য-বিষয়ক বোধে, বিশেষণতাবচ্ছেদক-প্রকারক নিশ্চয় কারণ হইয়া থাকে—ইহা স্বীকার করিলেও যে স্থলে বিশেষণতাবচ্ছেদক-প্রকারক নিশ্চয় সম্ভাবিত নহে, সেইরূপ স্থলে "বিশেষ্যে বিশেষণং তত্রাপি বিশেষণান্তরম্" এই রীতিতে বোধ হইয়া থাকে। এই উভয় রীতি অনুসারে বোধের বিষয়তা ভিন্ন হইলেও বোধের আকার ভিন্ন নহে। "রক্তদণ্ডবান্ পুরুষঃ" এইরূপ বোধ বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যাবগাহীও হইতে পারে। "বিশেষ্যে বিশেষণং তত্রাপি বিশেষণান্তরম্" এই রীতিতেও হইতে পারে। উভয় রীতিতেই "রক্তদণ্ডবান্ পুরুষঃ" এইরূপই জ্ঞান হইবে। কিন্তু রীতিভেদ প্রযুক্ত জ্ঞানের বিষয়তার ভেদ অবশ্য হইবে। যে সমস্ত কারণ, বিশিষ্টের বৈশিষ্ট্যবিষয়ক বোধের জনক হইয়া থাকে, সেই সমস্ত কারণ হইতেই "বিশেষ্যে বিশেষণম্" এই রীতিতেও জ্ঞানের জনক হইতে পারে। এজন্য উভয়বিধ বোধের সামগ্রী তুল্য বলিয়া ভাবরূপ অজ্ঞানবিষয়ক বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্য-জ্ঞানের সমান আকার বিশেষ্যে-বিশেষণ রীতিতে বোধ হইতে পারিবে। ভাবরূপ অজ্ঞান প্রত্যক্ষে যদিও "বিশেষ্যে বিশেষণং" এই রীতি অনুসারে বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্য জ্ঞানের সমান আকার জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে, তথাপি জ্ঞানাভাব-বিষয়ক-বোধ "বিশেষ্যে বিশেষণং" এই রীতি অনুসারে হইতেই পারে না। কারণ অভাবের প্রত্যক্ষ নিয়তই "বিশিষ্টস্য বৈশিষ্ট্যম্" এই

১ প্রত্যক্ষত্বাদিরূপেণ পৃথক্ পৃথক্ ক্ল‍ৃপ্তকার্যকারণভাবেনৈবোপপত্তেঃ বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যবুদ্ধিত্বস্যার্ধ-সমাজসিদ্ধত্বাৎ—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫১

রীতি অনুসারেই হইয়া থাকে—ইহা সর্ব্বসম্মত। তার্কিকগণও বলিয়াছেন যে প্রতিযোগি-বিশেষিত অভাবের জ্ঞান বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যবোধ-মর্য্যাদাকে লঙ্ঘন করিতে পারে না। সুতরাং অদ্বৈতবেদান্তিগণ যে ভাবে ভাবরূপ অজ্ঞানের প্রত্যক্ষের উপপত্তি করিতে পারেন, জ্ঞানাভাববাদী মাধ্বগণ সেভাবে উপপত্তি করিতে পারেন না[১]।

এস্থলে মনে রাখিতে হইবে যে—অনাদি অবিদ্যোপহিত চৈতন্যই যদি অবিদ্যার সাক্ষী হয়, তবে এই সাক্ষিজ্ঞান অনাদি বলিয়া তাহা বিশিষ্ট-জ্ঞান হইলেও বিশেষণ-জ্ঞান জন্যও হইবে না। অনাদি বিশিষ্ট-জ্ঞান, বিশেষণ-জ্ঞানজন্য নহে। অনাদি বিশিষ্ট-জ্ঞান, জন্যই নহে। এজন্য তাহা বিশেষণ-জ্ঞান জন্যও নহে[২]। এইরূপ অজ্ঞানের বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যাবগাহী বোধও যদি অনাদি সাক্ষি-স্বরূপ হয়, তাহাও বিশেষণতাবচ্ছেদক-প্রকারক-নিশ্চয় জন্য হইবে না। বিশিষ্ট-বুদ্ধিতে বিশেষণ জ্ঞানের কারণতা স্বীকার করিলেও এবং বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্য-বিষয়ক বোধে বিশেষণতাবচ্ছেদক-প্রকারক-নিশ্চয়ের কারণতা স্বীকার করিলেও অজ্ঞানের প্রদর্শিতরূপ সাক্ষিপ্রত্যক্ষে বিশেষণাদি জ্ঞানের কারণতা স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। কারণ প্রদর্শিতরূপ অজ্ঞানের প্রত্যক্ষ অনাদি। অবিদ্যাবিষয়ক অবিদ্যাবৃত্তিদ্বারা উপহিত চৈতন্যই যদি অবিদ্যার সাক্ষী হয়, তবে অবিদ্যাবৃত্তি সাদি বলিয়া অবিদ্যাবৃত্ত্যুপহিত চৈতন্যও সাদি। এই সাদি সাক্ষিপ্রত্যক্ষেই বিশেষণজ্ঞানাদির জনকতা সম্ভাবিত হইতে পারে। কিন্তু অদ্বৈত-বেদান্তিগণ এই জনকতা স্বীকার করেন না। বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্য-বোধও বিশেষণতা-বচ্ছেদক-প্রকারক-নিশ্চয় না থাকিয়াই "বিশেষ্যে বিশেষণং তত্রাপি বিশেষণান্তরম্" এই রীতিতে বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যাবগাহী বোধের সমান আকার বোধ হইতে পারিবে—ইহাই অদ্বৈতসিদ্ধিকারের সার কথা। "রক্তদণ্ডবান্ পুরুষঃ" এইরূপ বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যাবগাহীবোধে বিশেষণতাবচ্ছেদক-প্রকারক-নিশ্চয় কারণ বলিয়া রক্তত্ব-প্রকারক নিশ্চয় না থাকিলে "রক্তদণ্ডবান্ পুরুষঃ" এইরূপ বোধ হইতে পারে না। "দণ্ডো রক্তো ন বা" এইরূপ সংশয়ের পরে "রক্তদণ্ডবান্ পুরুষঃ" এইরূপ বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যাবগাহী বোধ হইতে পারে না। বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যাবগাহী বোধের পূর্ব্বে বিশেষণতাবচ্ছেদক-প্রকারক-নিশ্চয় নাই। কিন্তু "দণ্ডো রক্তো ন বা" এইরূপ সংশয়ের পরে "বিশেষ্যে বিশেষণং তত্রাপি বিশেষণান্তরম্" এই রীতি অনুসারে

১ ইহ চ সামগ্রীতুল্যত্বেন 'বিশেষ্যে বিশেষণং তত্র চ বিশেষণান্তর'মিতি ন্যায়েন বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যজ্ঞান-সম্ভবাৎ—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫১

২ অবিদ্যোপহিতচিদ্রূপত্বেৈব সাক্ষিত্বে তু নায়ং দোষঃ; জন্যবিশিষ্টবুদ্ধাবেব বিশেষণধীহেতুত্বাৎ—লঘুচন্দ্রিকা, পৃঃ ৫৫১

"রক্তদণ্ডবান্ পুরুষঃ" এইরূপ বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যাবগাহী বোধের সমান আকার বোধ হইতে পারে। বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যাবগাহী-বোধের সমান আকার প্রদর্শিত বোধকেও বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যাবগাহী-বোধ বলা যাইতে পারে। বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যাবগাহী-বোধের অর্থ যদি এরূপ গ্রহণ করা যায় যে বিশেষ্যের সহিত অন্বিত বিশেষণদ্বারা অন্বিত বিশেষণ বিষয়ক বোধই বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যাবগাহী-বোধ। বিশেষ্য পুরুষের সহিত অন্বিত দণ্ডরূপ বিশেষণদ্বারা অন্বিত রক্তত্ব-বিশেষণ-বিষয়কবোধ "বিশেষ্যে বিশেষণং তত্রাপি বিশেষণান্তরং" এই রীতিতে হইয়াছে। আর এই বোধ বিশেষ্যের সহিত অন্বিত বিশেষণদ্বারা অন্বিত বিশেষণ বিষয়ক হইয়াছে[১]। আর এই অভিপ্রায়েই অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলিয়াছেন যে—"বিশেষ্যে বিশেষণং তত্রাপি বিশেষণান্তরমিতি ন্যায়েন বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যজ্ঞানসম্ভবাৎ"[২]।

এস্থলে লঘুচন্দ্রিকাকার অদ্বৈতসিদ্ধিকারের আশয় প্রদর্শন প্রসঙ্গে একটি বিশেষ কথা বলিয়াছেন যে—বিশেষণতাবচ্ছেদক প্রকারক নিশ্চয় না থাকিয়াও কোন কোন স্থলে "বিশেষ্যে বিশেষণং তত্রাপি বিশেষণান্তরম্" এই রীতিদ্বারাও বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যাবগাহী-বোধ হইতে পারে। যেমন—"ঘটবৎ" ইত্যাদি বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যাবগাহী বুদ্ধি। ঘটত্ববিশিষ্ট ঘটের বৈশিষ্ট্য, উক্ত বুদ্ধির বিষয় হইয়াছে। এজন্য ইহাও বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যাবগাহী-বুদ্ধি। অথচ এতাদৃশ বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যাবগাহী বুদ্ধিতে বিশেষণতাবচ্ছেদক-প্রকারক-নিশ্চয়ের কারণতা নাই। এই বুদ্ধির পূর্ব্বে বিশেষণতাবচ্ছেদক প্রকারক নিশ্চয় না থাকিয়াই অর্থাৎ ঘটত্বপ্রকারক নিশ্চয় না থাকিয়াই "ঘটবৎ" এইরূপ বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যাবগাহী-বুদ্ধি হইয়া থাকে। অথচ "দণ্ডো রক্তো ন বা" এইরূপ সংশয়ের অনন্তর "রক্তদণ্ডবান্" এইরূপ বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যাবগাহী বোধ হয় না। বিশেষণতাবচ্ছেদক প্রকারক নিশ্চয় নাই বলিয়াই "রক্তদণ্ডবান্" এইরূপ বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যাবগাহী-বোধ হইতে পারে না। কোনও বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যাবগাহী-বোধ, বিশেষণতাবচ্ছেদক প্রকারক নিশ্চয় না থাকিয়াই হইতে পারে, আবার কোনও বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যাবগাহী-বোধ, বিশেষণতাচ্ছেদক প্রকারক নিশ্চয় না থাকিয়া হইতে পারে না, ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই যে—বিশেষণতাবচ্ছেদক ধর্ম্মাংশে যদি অন্য কোনও ধর্ম্ম, ধর্ম্মিতাবচ্ছেদকরূপে ভাসমান না হয়, তবে তাদৃশ বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যাবগাহী-বোধে, বিশেষণতাবচ্ছেদক প্রকারক নিশ্চয় অপেক্ষিত হয় না। আর যদি বিশেষণতাবচ্ছেদক ধর্ম্মাংশে অন্য কোনও ধর্ম্মান্তর ধর্ম্মিতাবচ্ছেদক-

১ 'দণ্ডো রক্তো ন বে'তি সংশয়োত্তরং 'বিশেষ্যে বিশেষণং তত্রাপি চ বিশেষণান্তর'মিতি রীত্যা জায়মানে 'রক্তদণ্ডবানি'তি জ্ঞানে বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যবিষয়তায়া অপি বক্তুং শক্যত্বাৎ বিশেষ্যান্বয়িনা যদন্বিতং তদ্বৈশিষ্ট্য ধীঃ তদ্বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যধীরিত্যস্যাপি বক্তুং শক্যত্বাচ্চেতি ভাবঃ—লঘুচন্দ্রিকা পৃঃ ৫৫১

২ অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫১

রূপে ভাসমান হয়, তবে তাদৃশ বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যাবগাহী-বোধে বিশেষণতাবচ্ছেদক প্রকারক নিশ্চয় অবশ্যই অপেক্ষিত হইবে[১]।

"ঘটবৎ" এই বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যাবগাহী প্রতীতিতে, বিশেষণতাবচ্ছেদক ঘটত্ব ধর্ম্মের ধর্ম্মী ঘট। এই ঘটে বিশেষণতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম ঘটত্ব ব্যতীত অন্য কোনও ধর্ম্ম, ঘটরূপধর্ম্মীতে ধর্ম্মিতাবচ্ছেদকরূপে ভাসমান হয় নাই। এজন্যই এতাদৃশ বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্য বুদ্ধিতে, বিশেষণতাবচ্ছেদক-প্রকারক নিশ্চয়েরও আবশ্যকতা নাই। কিন্তু "রক্তদণ্ডবান্" এইরূপ বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যাবগাহী প্রতীতিতে বিশেষণতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম রক্তত্ব; এই রক্তত্ব ধর্ম্মের ধর্ম্মী দণ্ড। বিশেষণতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম রক্তত্ব ব্যতীত দণ্ডত্ব ধর্ম্ম রক্তত্ব ধর্ম্মের ধর্ম্মিতাবচ্ছেদকরূপে ভাসমান হইয়া থাকে। আর এজন্যই বিশেষণতাবচ্ছেদক-প্রকারক নিশ্চয়ও অপেক্ষিত হইয়া থাকে। দণ্ডত্ব বিশিষ্ট দণ্ড-ধর্ম্মীতেই রক্তত্ব বিশেষণতাবচ্ছেদকরূপে ভাসমান হইয়া থাকে। দণ্ডে রক্তত্ব ও দণ্ডত্ব এই দুইটি ধর্ম্ম থাকিলেও রক্তত্ব ধর্ম্মই বিশেষণতাবচ্ছেদক, দণ্ডত্ব ধর্ম্ম বিশেষণ-তাচ্ছেদক নহে। কিন্তু রক্তত্ব বিশেষণের ধর্ম্মী দণ্ডে ধর্ম্মিতাবচ্ছেদকরূপেই দণ্ডত্ব ভাসমান হইয়া থাকে। "ঘটবৎ" এই প্রতীতিতে ঘটত্বরূপ বিশেষণতাবচ্ছেদক ধর্ম্মের ধর্ম্মী ঘটে বিশেষণতাবচ্ছেদক ঘটত্ব ধর্ম্ম ভিন্ন, অন্য কোনও ধর্ম্ম ধর্ম্মিতাবচ্ছেদকরূপে ভাসমান হয় নাই। পূর্ব্ব উদাহরণে রক্তত্ব ধর্ম্ম ব্যতীত দণ্ডত্ব ধর্ম্ম যেরূপ ধর্ম্মিতাবচ্ছেদকরূপে ভাসমান হইয়াছে, এইরূপ "ঘটবৎ" এই বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যা-বগাহী প্রতীতিতে বিশেষণতাবচ্ছেদক ঘটত্ব-ধর্ম্ম ব্যতীত, অন্য কোনও ধর্ম্ম ধর্ম্মিতাবচ্ছেদকরূপে ভাসমান হয় নাই। এজন্য "ঘটবৎ" এই বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যাবগাহী প্রতীতিতে বিশেষণতাবচ্ছেদক-প্রকারক নিশ্চয়েরও অপেক্ষা নাই। আর এজন্য বিষয় বিশেষিত অজ্ঞানের বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যাবগাহী প্রতীতিতেও বিশেষণতাবচ্ছেদক-প্রকারক-নিশ্চয় অপেক্ষিত হইবে না। বিষয় বিশেষিত অজ্ঞানের প্রত্যক্ষে, জ্ঞানবিরোধিত্ব ও সবিষয়কত্ব এই ধর্ম্মদ্বয় বিশিষ্ট অজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য ভাসমান হইয়া থাকে। এই বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যাবগাহী প্রতীতিতে জ্ঞানবিরোধিত্ব ও সবিষয়কত্ব ধর্ম্ম দুইটি, বিশেষণতাবচ্ছেদকরূপে ভাসমান হইলেও এই দুইটি ধর্ম্মের মধ্যে একটি ধর্ম্ম অপরের ধর্ম্মিতাবচ্ছেদকরূপে ভাসমান হয় নাই। অর্থাৎ জ্ঞান-বিরোধিত্ব বিশিষ্ট অজ্ঞানরূপ ধর্ম্মীতে সবিষয়কত্ব ধর্ম্ম, বিশেষণতাবচ্ছেদকরূপে ভাসমান হয় নাই এবং সবিষয়কত্ব-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট অজ্ঞানরূপ ধর্ম্মীতে, জ্ঞান-বিরোধিত্ব ধর্ম্ম বিশেষণতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম হইয়া ভাসমান হয় নাই। প্রদর্শিত ধর্ম্ম দুইটির একটি বিশেষণতাবচ্ছেদক ও অপরটি ধর্ম্মিতাবচ্ছেদক হইয়া ভাসমান হয় নাই; কিন্তু দুইটি ধর্ম্মই তুল্যভাবে "একত্র দ্বয়ম্" রীতিতে বা 'খলে

১ লঘুচন্দ্রিকা, পৃঃ ৫৫১

কপোত' ন্যায় অনুসারে এক অজ্ঞানরূপ ধর্ম্মীতে বিশেষণতাবচ্ছেদকরূপে ভাসমান হইয়াছে। যেমন "দণ্ডী কুণ্ডলী বাসস্বী চৈত্রঃ" এইরূপ প্রতীতিতে চৈত্ররূপ ধর্ম্মীতে দণ্ড, কুণ্ডলাদি বিশেষণ যুগবৎ তুল্যভাবে ভাসমান হইয়া থাকে। কিন্তু দণ্ডবিশিষ্ট চৈত্রে কুণ্ডল বিশেষণ হয় না। এইরূপ জ্ঞানবিরোধিত্ব ও সবিষয়কত্ব ধর্ম্ম দুইটিও অজ্ঞানরূপ ধর্ম্মীতে, যুগপৎ বিশেষণতাবচ্ছেদকরূপে ভাসমান হইয়া থাকে। একটি ধর্ম্মীতে একাধিক বিশেষণ যুগপৎ ভাসমান হইলেই "একত্র দ্বয়ম্" রীতি অনুসারে প্রতীতি হয়। কিন্তু বিশেষণগুলির ক্রমিক সম্বন্ধ বোধ হইলে তাহা হয় না। এইরূপ জ্ঞানবিরোধিত্ব ও সবিষয়কত্ব ধর্ম্ম দুইটি অজ্ঞানরূপ ধর্ম্মীতে যুগপৎ ভাসমান হইয়া থাকে। কিন্তু এক বিশেষণ বিশিষ্টে অপর বিশেষণ ভাসমান হয় না। এক বিশেষণ বিশিষ্টে অপর বিশেষণ ভাসমান হইলে, পূর্ব্বে যে বিশেষণটি ভাসমান হইয়াছিল, তাহা দ্বিতীয় বিশেষণের বৈশিষ্ট্য প্রতীতিকালে ধর্ম্মিতাবচ্ছেদক হইয়া ভাসমান হইয়া থাকে। যেমন "দণ্ডবান্ কুণ্ডলবান্" এস্থলে দণ্ড ধর্ম্মিতাবচ্ছেদক ও কুণ্ডল বিশেষণ। জ্ঞানবিরোধিত্ব ও সবিষয়কত্ব ধর্ম্ম দুইটির মধ্যে একটি ধর্ম্মও অজ্ঞানরূপ ধর্ম্মীতে ধর্ম্মিতাবচ্ছেদকরূপে ভাসমান হয় না এবং এই দুইটি ধর্ম্ম ভিন্ন অপর কোন তৃতীয় ধর্ম্মও অজ্ঞানে ধর্ম্মিতাবচ্ছেদকরূপে ভাসমান হয় না। বিশেষণতাবচ্ছেদক ধর্ম্মের প্রতীতিতে, ধর্ম্মীতে অবশ্যই কোনও ধর্ম্ম ধর্ম্মিতাবচ্ছেদকরূপে প্রতীত হইতে হইবে—এরূপ নিয়মও নাই। সুতরাং অজ্ঞানের প্রত্যক্ষ বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যাবগাহী হইলেও বিশেষণতাবচ্ছেদক প্রকারক নিশ্চয়ের আবশ্যকতা নাই[১]।

এইরূপ নিয়ম স্বীকার না করিলে তার্কিকগণের মতেও ঈশ্বরের ভ্রান্তিজ্ঞত্ব হইতে পারিবে না। ঈশ্বর নিজে ভ্রান্ত না হইয়া ভ্রান্ত পুরুষের ভ্রান্তিকে জানেন। ভ্রান্ত পুরুষের ভ্রান্তি ঈশ্বর যদি না জানিতেন, তবে ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা থাকিতে পারিত না। এজন্য ঈশ্বর ভ্রান্তিজ্ঞ হইয়াও অভ্রান্ত। ভ্রান্তিবিষক জ্ঞান ঈশ্বরের আছে—ইহা স্বীকার করিতে হইবে এবং ভ্রান্তিজ্ঞানও বিষয় বিশেষিত। নির্বিষয়ক ভ্রান্তিজ্ঞান হয় না। ঈশ্বর জ্ঞানের বিষয়—ভ্রান্তিজ্ঞান এবং ভ্রান্তিজ্ঞানের বিষয়—ইদং রজতাদি। সুতরাং বিষয় বিশেষিত ভ্রান্তি জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরের জ্ঞান বিশেষিত হইয়া থাকে। বিষয় বিশিষ্ট ভ্রান্তিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য ঈশ্বরজ্ঞানে ভাসমান হইয়া থাকে। সুতরাং ঈশ্বরের ভ্রান্তিবিষয়ক জ্ঞান হইতেছে বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্য-বিষয়ক। এই বিশিষ্ট-

১ ......ঘটবদিত্যাদি বুদ্ধেরুক্তবৈবিধ্যে সত্যপি তস্যাং বিশেষণতাবচ্ছেদক-প্রকারক-নিশ্চয়ো ন হেতুঃ, কিন্তু রক্তদণ্ডবদিত্যাদি-বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যবুদ্ধৌ, 'দণ্ডো রক্তো ন বেত্যাদিসংশয়ে তদনুৎপত্তেঃ। তথাচ জ্ঞানবিরোধিত্ব-সবিষয়কত্ববিশিষ্টাজ্ঞানবৈশিষ্ট্যবুদ্ধাবপি ন স হেতুঃ; নহি জ্ঞানবিরোধিত্ব-সবিষয়কত্বয়োরেকমপরত্র ধর্মিতাবচ্ছেদকতয়া ভাতীতি নিয়মঃ। ন বা ধর্ম্মান্তরং তথেত্যপি নিয়মঃ; মানাভাবাদিতি ভাবঃ—লঘুচন্দ্রিকা, পৃঃ ৫৫১

বৈশিষ্ট্যাবগাহী জ্ঞানে, ভ্রমজ্ঞানের বিষয়ই বিশেষণতাবচ্ছেদক। এই বিশেষণতাবচ্ছেদক বিষয়ের স্বতন্ত্রভাবে ঈশ্বরের জ্ঞান থাকিলে ঈশ্বরও ভ্রান্ত পুরুষের মতই ভ্রান্ত হইয়া পড়িতেন। যে বিষয়কে স্বতন্ত্রভাবে জানার জন্য ভ্রান্ত পুরুষের জ্ঞান ভ্রান্তি হইয়াছে, সেই বিষয়কে স্বতন্ত্রভাবে ঈশ্বর জানিলে তাঁহারও ভ্রান্তত্বাপত্তি হইত। ভ্রম জ্ঞানের বিষয় স্বতন্ত্রভাবে যেমন ভ্রান্তির বিষয় হয়, ঈশ্বর জ্ঞানে সেরূপ হয় না। স্বতন্ত্রভাবে ভ্রান্তিই ঈশ্বর জ্ঞানের বিষয় বলিয়া ভ্রান্তি দ্বারা ভ্রান্তির বিষয়ও পরম্পরারূপে ঈশ্বর জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে; কিন্তু সাক্ষাদ্‌ভাবে হয় না। সাক্ষাদ্‌ভাবে বিষয় হইলে ঈশ্বরের ভ্রান্তত্বাপত্তি হইত। এইরূপ কথা তার্কিকগণ স্বীকার করিয়াছেন[১]।

এইরূপ আমরাও বলিব—অজ্ঞানের প্রত্যক্ষে অজ্ঞানের বিশেষণ, জ্ঞানবিরোধিত্ব ও সবিষয়কত্ব ধর্ম সাক্ষাদ্‌ভাবে সাক্ষীর বিষয় হইতে পারে না; কিন্তু সাক্ষিভাস্য অজ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানের বিশেষণও পরম্পরাভাবে সাক্ষিদ্বারা গৃহীত হইয়া থাকে। জ্ঞানের জ্ঞানে, প্রথম জ্ঞানের অবচ্ছেদক বিসয়ের স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণের নিয়ম তার্কিকগণও স্বীকার করিতে পারেন না। ইহা স্বীকার করিলে ঈশ্বরের ভ্রান্তত্বাপত্তি হইবে। এইরূপ অজ্ঞানের জ্ঞানেও অজ্ঞানের অবচ্ছেদক বিষয়াদির স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণের অপেক্ষা নাই। অজ্ঞানের অবচ্ছেদক বিষয়াদির স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণের অপেক্ষা থাকিলে অজ্ঞানের জ্ঞানই হইতে পারিত না। সাক্ষী অজ্ঞান দ্বারাই অজ্ঞানের বিষয়কে অজ্ঞাতরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে। অভ্রান্ত ভ্রান্তিজ্ঞ পুরুষের জ্ঞানে স্বতন্ত্রভাবে ভ্রান্তিবিষয়ীভূত হইলেও ভ্রান্তির অবচ্ছেদক বিষয় স্বতন্ত্রভাবে ভ্রান্তিজ্ঞ পুরুষের জ্ঞানের বিষয় হয় না; হইলে ভ্রান্তিজ্ঞ পুরুষের ভ্রান্তত্বাপত্তি হইত। এজন্য ভ্রান্তিজ্ঞ পুরুষের জ্ঞান যখন প্রত্যক্ষ হয়, তখন সেই প্রত্যক্ষ বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যাবগাহী প্রত্যক্ষ হইয়াও বিশেষণতাবচ্ছেদক-প্রকারক-নিশ্চয় জন্য নহে; কিন্তু "বিশেষ্যে বিশেষণং তত্রাপি বিশেষণান্তরম্" এই রীতিতেই বোধ হয়। ভ্রান্তিজ্ঞ পুরুষের জ্ঞান—বিশেষ্য; তাহাতে ভ্রান্তি বিশেষণ এবং ভ্রান্তিতে ভ্রান্তির বিষয় বিশেষণ হইয়া থাকে। ভ্রান্তির বিষয় স্বতন্ত্রভাবে জ্ঞাত হইতে গেলে ভ্রান্তিজ্ঞ পুরুষের ভ্রান্তত্ব অবশ্যম্ভাবী[২]।

এইরূপ অজ্ঞানের প্রত্যক্ষও "বিশেষ্যে বিশেষণং তত্রাপি বিশেষণান্তরম্" এই রীতিতেই হইবে। অজ্ঞানের আশ্রয় আত্মা—বিশেষ্য; এই বিশেষ্যে অজ্ঞান বিশেষণ এবং অজ্ঞানের বিষয় বিশেষণতাবচ্ছেদক হইবে। বিশেষণের

১ অন্যথা তার্কিকাণামপীশ্বরস্য ভ্রান্তিজ্ঞত্বং ন স্যাৎ। ভ্রমবিষয়স্য স্বাতন্ত্র্যেণ গ্রহে ভ্রান্তত্বাপত্ত্যা ভ্রমাবচ্ছেদকতয়ৈব তদ্‌গ্রহণং বাচ্যম্;—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫১; লঘুচন্দ্রিকা, পৃঃ ৫৫১ দ্রষ্টব্য।

২ ভ্রমবিষয়স্য স্বাতন্ত্র্যেণ গ্রহে ভ্রান্তত্বাপত্ত্যা ভ্রমাবচ্ছেদকতয়ৈব তদ্‌গ্রহণং বাচ্যম্; তথাচ ক প্রাক্‌তদবচ্ছেদকগ্রহনিয়মঃ? অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫১; লঘুচন্দ্রিকা, পৃঃ ৫৫১ দ্রষ্টব্য।

বিশেষণকেই বিশেষণতাবচ্ছেদক বলে। ভ্রান্তিজ্ঞ পুরুষ যেমন ভ্রমের বিষয়কে স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণ করিতে পারে না, এইরূপ অজ্ঞানের সাক্ষী অজ্ঞানের বিষয়কেও স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণ করিতে পারে না। এই উভয় স্থলেই "বিশেষ্যে বিশেষণং তত্রাপি বিশেষণান্তরম্" এই রীতি অনুসারেই বোধ হয়। ভ্রান্তি জ্ঞানের বিষয়, ভ্রান্তিতে বিশেষণীভূত না হইয়া, সাক্ষাৎ ভ্রান্তিজ্ঞ পুরুষের জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। এস্থলে ভ্রান্তিজ্ঞ পুরুষের জ্ঞান বিশেষ্য। এই জ্ঞানের বিষয় ভ্রান্তিজ্ঞান এবং ভ্রান্তিজ্ঞানের বিষয়, ভ্রান্তিজ্ঞানে বিশেষণ হইয়া থাকে। ভ্রান্ত ও ভ্রান্তিজ্ঞ পুরুষের ইহাই বৈলক্ষণ্য যে ভ্রমের বিষয় ভ্রান্ত পুরুষের ভ্রান্তিতে সাক্ষাদ্ বিশেষণ বা অবচ্ছেদক হইয়া থাকে। আর ভ্রান্তিজ্ঞ পুরুষের জ্ঞানে তাহা হয় না। ভ্রান্তিদ্বারা ভ্রান্তির বিষয় ভ্রান্তিজ্ঞ পুরুষের জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে। সুতরাং বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যাবগাহী বোধের সমান আকার বোধমাত্রই বিশেষণতাবচ্ছেদক-প্রকারক-নিশ্চয়-সাপেক্ষ নহে[১]।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে—বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যাবগাহী বোধের আকার ও "বিশেষ্যে বিশেষণং তত্রাপি বিশেষণান্তরম্" এই রীতিতে জায়মান বোধের আকার একই হইবে। বিষয়তার ভেদ থাকিলেও আকারের বৈলক্ষণ্য হইবে না। যেমন পর্ব্বতত্ব সামানাধিকরণ্যে বহ্নির অনুমিতির ও পর্ব্বতত্বাবচ্ছেদে বহ্নির অনুমিতির আকার একই। কিন্তু বিষয়তার অবশ্য ভেদ আছে। সুতরাং সর্ব্বত্র বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যাবগাহী বোধে বিশেষণতাবচ্ছেদক প্রকারক নিশ্চয়ের অপেক্ষা নাই। বিশেষণের বিশেষণীভূত ধর্ম্মকে স্বতন্ত্রভাবে জানিয়া বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যাবগাহী বুদ্ধি হয় এবং স্বতন্ত্রভাবে না জানিয়া "বিশেষ্যে বিশেষণং তত্রাপি বিশেষণান্তরম্" এই রীতিতে বোধ হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে—বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যাবগাহী বোধের সমানাকার বোধমাত্রই বিশেষণতাবচ্ছেদক-প্রকারক নিশ্চয় সাপেক্ষ নহে। ঈশ্বরের জ্ঞান নিত্য বলিয়া তাহা বিশেষণতাবচ্ছেদক-প্রকারক নিশ্চয় জন্য না হইলেও বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যাবগাহী বোধবান্ পুরুষের বিশেষণতাবচ্ছেদক-প্রকারক নিশ্চয়ও থাকিতে হইবে—এরূপ নিয়ম নাই। এরূপ নিয়ম স্বীকার করিলেই ঈশ্বরের ভ্রান্তত্বাপত্তি হইবে। জন্য-জ্ঞানবিশিষ্ট পুরুষেরও বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যাবগাহী প্রতীতি-মাত্রই যদি বিশেষণতাবচ্ছেদক-প্রকারক নিশ্চয়-জন্য হইত, তবে জন্যজ্ঞানবান্ অভ্রান্ত ভ্রান্তিজ্ঞ পুরুষও ভ্রান্ত হইয়া পড়িত[২]।

এস্থলে অদ্বৈতসিদ্ধিকার যে—"গ্রহণসামগ্রীতুল্যত্বং প্রকৃতেঽপি সমম্" এইরূপ বলিয়াছেন, তাহার অর্থ—গ্রহণাকারের তুল্যত্ব অর্থাৎ জ্ঞানের আকার তুল্য হইয়া থাকে। কিন্তু জ্ঞানের কারণ তুল্য—এরূপ অর্থ নহে। কারণ ঈশ্বরের

১ অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫১ ২ অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫১

জ্ঞান তার্কিক মতে নিত্য বলিয়া তার্কিকগণের নিকটে উভয়বিধ জ্ঞানের কারণ তুল্য—এরূপ বলা যায় না। ঈশ্বরের জ্ঞানের কারণ নাই। প্রকৃত স্থলে বিশেষণতাবচ্ছেদক-প্রকারক নিশ্চয় হইয়াও জ্ঞানটি যে আকার বিশিষ্ট হয়, "বিশেষ্যে বিশেষণং তত্রাপি বিশেষণান্তরম্" রীতিতেও জ্ঞানটি সেই আকারই হইয়া থাকে। এস্থলে মনে রাখিতে হইবে যে—"ময়ি জ্ঞানং নাস্তি" ইত্যাদি অজ্ঞান প্রত্যক্ষকে যাঁহারা জ্ঞানাভাব-বিষয়ক বলেন, তাঁহাদের মতে "বিশেষ্যে বিশেষণং তত্রাপি বিশেষণান্তরম্" রীতিতে অভাবের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। অভাব প্রত্যক্ষমাত্রই বিশিষ্টের বৈশিষ্ট্যাবগাহী হইয়া থাকে বলিয়া বিশেষণতাবচ্ছেদক-প্রকারক নিশ্চয় অপেক্ষিত হইবে[1]।

ন্যায়ামৃতকার একটি নূতন আপত্তির উত্থাপন করিতেছেন যে—অদ্বৈতবেদান্তিগণ যে বলিয়াছেন—ভাবরূপ অজ্ঞানের প্রত্যক্ষে ব্যাঘাত দোষ না ঘটিলেও জ্ঞানাভাবের প্রত্যক্ষে ব্যাঘাত-দোষ অবশ্যই ঘটিবে। যেহেতু অভাব প্রত্যক্ষ নিয়ত বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যাবগাহী হইয়া থাকে। ইহাতে আমরা অদ্বৈতবাদিগণকে জিজ্ঞাসা করি যে—ব্রহ্মজ্ঞান উৎপত্তি হওয়ার পূর্ব্বে বেদান্তবাক্য শ্রবণাদিসাধ্য এবং মোক্ষের হেতু ব্রহ্মজ্ঞানের প্রাগভাব তাঁহাদের আছে। এই ব্রহ্মজ্ঞানের প্রাগভাবের জ্ঞান তাঁহাদের স্বীকার করিতে হইবে। ব্রহ্মজ্ঞানের প্রাগভাবের জ্ঞান আছে জানিয়াই ত ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য বেদান্ত শ্রবণাদিতে তাঁহারা প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু এই ব্রহ্মজ্ঞানের প্রাগভাবের জ্ঞান অদ্বৈতবাদিগণেরও হইতে পারিবে না। জ্ঞান-প্রাগভাবের জ্ঞান করিতে গেলে ব্যাঘাত-দোষ ঘটিবে। ব্রহ্মজ্ঞানের প্রাগভাবের জ্ঞান না হইলে অদ্বৈতবেদান্তিগণের বেদান্তশ্রবণাদিতে প্রবৃত্তিই হইবে না[2]।

এতদুত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলেন যে—প্রদর্শিত স্থলে কোনও ব্যাঘাত দোষ হইবে না। কারণ ব্রহ্মজ্ঞানের প্রাগভাবের প্রতিযোগী ব্রহ্মজ্ঞান। এই প্রতিযোগীর জ্ঞান প্রাগভাবজ্ঞানের পূর্ব্বে অপেক্ষিত হয় বলিয়াই ব্যাঘাত দোষ হইবে—ইহাই ন্যায়ামৃতকারের কথা। কিন্তু তাহা হইতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞান-প্রাগভাবের প্রতিযোগী ব্রহ্মজ্ঞানের, জ্ঞান বা অজ্ঞান দ্বারা ব্যাঘাত হইবে না। কারণ ব্রহ্মজ্ঞান হওয়া এবং ব্রহ্মজ্ঞান জানা এক কথা নহে। ব্রহ্মজ্ঞান জানিয়াছি বলিয়াই ব্রহ্মজ্ঞান সিদ্ধ হয় নাই। ব্রহ্মজ্ঞানই শ্রবণাদিসাধ্য ও মোক্ষ-হেতু। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের জ্ঞান শ্রবণাদিসাধ্যও নহে এবং মোক্ষ-হেতুও নহে। শ্রবণাদিসাধ্যত্ব ও মোক্ষহেতুত্ব-

১ ......গ্রহণসামগ্রীতুল্যত্বং চ প্রকৃতেঽপি সমম্—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫১, লঘুচন্দ্রিকা, পৃঃ ৫৫১

২ ভাবরূপাজ্ঞানবাদেঽপি ইদানীং বেদান্তশ্রবণাদি-সাধ্যমোক্ষহেতুব্রহ্মজ্ঞানপ্রাগভাবস্য সত্ত্বেন তজ্জ্ঞানস্য ত্বয়াপি বক্তব্যত্বাৎ—ন্যায়ামৃত, পত্র ৩১০।২ পৃঃ

নমু শ্রবণাদিসাধ্যমোক্ষহেতুব্রহ্মজ্ঞানপ্রাগভবস্য সত্ত্বেন তজ্জ্ঞানং ত্বয়াপি বাচ্যম্, তথাচ তত্রাপি ব্যাহতিস্তুল্যেতি চেৎ—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫১

বিশিষ্ট ব্রহ্মজ্ঞানের জ্ঞান পরম্পরা ব্রহ্মবিষয়ক হইলেও তাহা সাক্ষাৎ ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান নহে। সাক্ষাৎ ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানই মোক্ষের হেতু ও শ্রবণাদি সাধ্য। মোক্ষের হেতু ও শ্রবণাদি সাধ্য ব্রহ্মজ্ঞান আমি জানি বলিয়াই আমার ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে, আমার আর বেদান্তশ্রবণের আবশ্যকতা নাই, আমার মোক্ষ হইয়াছে, এরূপ বলা যায় না। সাক্ষাৎ ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান হইলেই মোক্ষ হইবে, ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানের জ্ঞান দ্বারা মোক্ষ হইবে না। ব্রহ্মজ্ঞানের জ্ঞান শ্রবণাদিসাধ্যও নহে, মোক্ষহেতুও নহে। ব্রহ্মজ্ঞানের জ্ঞান থাকিলেও ব্রহ্মজ্ঞানের প্রাগভাব থাকিতে কোনও বাধা নাই। ব্রহ্মজ্ঞানের জ্ঞান আছে বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞান-প্রাগভাব থাকিতে পারিবে না—এরূপ বলা অসঙ্গত। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানের জ্ঞান থাকিলেও ব্রহ্মজ্ঞানের প্রাগভাব থাকিতে কোনও বাধা নাই বলিয়া প্রদর্শিত ব্যাঘাত-দোষেরও কোনও সম্ভাবনা নাই[১]।

সম্প্রতি ন্যায়ামৃতকার একটি নূতন শঙ্কা করিতেছেন যে—"ন জানামি" এই প্রতীতির বিষয় জ্ঞানাভাবও হইতে পারে। প্রদর্শিত ব্যাঘাত-দোষ প্রযুক্ত জ্ঞানাভাব প্রতীতিই অসিদ্ধ, ইহা বলা সঙ্গত নহে। যে কোনও বিশেষজ্ঞানের অভাবই উক্ত প্রতীতির বিষয়। কিন্তু "ন জানামি" এই প্রতীতির বিষয় বিশেষ-জ্ঞানের অভাবের প্রতিযোগী বিশেষজ্ঞান, জ্ঞানত্ব-সামান্য-ধর্ম্মরূপে ভাসমান হইয়া থাকে। সুতরাং জ্ঞানত্ব-সামান্য-ধর্ম্মরূপে জ্ঞানবিশেষের অভাবই "ন জানামি" এই প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে। জ্ঞানত্ব-সামান্যধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক জ্ঞান-বিশেষাভাবই "ন জানামি" এই প্রতীতির বিষয় হয়। এইরূপ স্বীকার করিলে ধর্ম্মী ও প্রতিযোগী জ্ঞানের সত্ত্বাসত্ত্ব প্রযুক্ত ব্যাঘাত-দোষ হইবে না। ধর্ম্মী ও প্রতিযোগী জ্ঞানের সত্ত্বাসত্ত্ব প্রযুক্ত জ্ঞানসামান্যাভাবের প্রতীতি ব্যাহত বলিয়া যে দোষ অদ্বৈতসিদ্ধিকার দেখাইয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে। সামান্যরূপে প্রতিযোগীর জ্ঞান থাকিলেও জ্ঞানবিশেষরূপ প্রতিযোগীর অভাব প্রতীত হইতে পারে। জ্ঞানত্ব সামান্যধর্ম্মরূপে যৎকিঞ্চিৎ বিশেষজ্ঞান থাকিলেও যৎকিঞ্চিৎ বিশেষ জ্ঞানের অভাব থাকিতে বাধা নাই। বিশেষাভাবের প্রতিযোগিতাও সামান্য-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। অভাব প্রত্যক্ষে প্রতিযোগী যেরূপে ভাসমান হইয়া থাকে, সেইরূপে সেই প্রতিযোগীর জ্ঞান, অভাবপ্রত্যক্ষের কারণ নহে। সামান্যধর্ম্মরূপে বিশেষ-প্রতিযোগীর জ্ঞান থাকিলেও সামান্যরূপে বিশেষ প্রতিযোগিক অভাবের প্রত্যক্ষ হইতে পারে। এরূপ স্বীকার না করিলে

১ ন, শ্রবণাদিসাধ্যমোক্ষহেতুব্রহ্মজ্ঞানরূপস্য প্রতিযোগিনো জ্ঞানাজ্ঞানাভ্যাং ব্যাহত্যভাবাৎ, ন হি শ্রবণাদিসাধ্যত্ব-মোক্ষহেতুত্বাদিপ্রকারকব্রহ্মজ্ঞানজ্ঞানং ব্রহ্মজ্ঞানমপি সৎ শ্রবণাদিসাধ্যং মোক্ষহেতুর্বা, যেন তস্মিন্ সতি তাদৃগ্‌জ্ঞানপ্রাগভাবো ব্যাহন্যেত—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫২

কোন স্থলেই প্রাগভাবের প্রত্যক্ষ হইতে পারিবে না। যেমন কপালে যে ঘট-বিশেষের প্রাগভাব আছে, সেই প্রাগভাবের প্রতিযোগী ঘটবিশেষ, বিশেষধর্ম্মরূপে জানিবার উপায় নাই। ঘটবিশেষের উৎপত্তির পূর্ব্বে সেই ঘটবিশেষকে বিশেষ-ধর্ম্মরূপে জানা যায় না। সুতরাং ঘটপ্রাগভাবের প্রতিযোগী বিশেষ ঘট, ঘটত্ব সামান্য ধর্ম্মরূপেই জ্ঞাত হইয়া থাকে। সামান্যধর্ম্মরূপে প্রতিযোগিবিশেষের জ্ঞানই অভাব-প্রত্যক্ষের কারণ হয় স্বীকার করিতে হইবে। ঘটবিশেষের প্রাগভাবের প্রত্যক্ষের জন্য, প্রতিযোগিবিশেষ ঘটকে যদি বিশেষরূপে জানিবার আবশ্যকতা হইত, তবে কখনও বিশেষ ঘটের প্রাগভাবের প্রত্যক্ষ হইতে পারিত না। এজন্য প্রাগভাবের প্রত্যক্ষে বিশেষ প্রতিযোগী সামান্য ধর্ম্মরূপেই ভাসমান হইয়া থাকে। কপালে ঘটবিশেষের প্রাগভাব প্রতীতিতে প্রাগভাবের প্রতিযোগী বিশেষ ঘট, তদ্‌ঘটত্বরূপে ভাসমান না হইয়া কেবল ঘটত্বরূপেই ভাসমান হইয়া থাকে। এজন্য "ন জানামি" প্রতীতির বিষয় জ্ঞানবিশেষের অভাবে প্রতিযোগী জ্ঞানবিশেষও জ্ঞানত্ব সামন্যধর্ম্মরূপে ভাসমান হইয়া থাকে। "ন জানামি" প্রতীতির বিষয় যাবৎ-জ্ঞানের অভাব নহে। তাহা হইলে ধর্ম্মী ও প্রতিযোগীর জ্ঞান, পূর্ব্বে অপেক্ষিত হয় বলিয়া যৎকিঞ্চিৎ বিশেষ জ্ঞান থাকিতে যাবদ্‌বিশেষজ্ঞানের অভাব সম্ভাবিত হইত না। এজন্য "ন জানামি" এই প্রতীতির বিষয় যাবদ্‌বিশেস-জ্ঞানের অভাব নহে; কিন্তু যৎকিঞ্চিৎ বিশেষজ্ঞানের অভাব অর্থাৎ ব্রহ্ম-জ্ঞানের অভাব। এই অভাবের প্রতিযোগী বিশেষজ্ঞান, সামান্য জ্ঞানত্বধর্ম্মরূপে ভাসমান হইয়া থাকে—এই মাত্র। সুতরাং যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান থাকিতেও যৎ-কিঞ্চিৎ জ্ঞানের অভাবের প্রত্যক্ষ হইতে বাধা নাই। এইরূপ নিয়ম স্বীকার না করিলে কোনও প্রাগভাবের প্রত্যক্ষই হইতে পারিবে না। কারণ প্রতিযোগীর সমবায়ী কারণেই ভাব.বস্তুর প্রাগভাব প্রমাণসিদ্ধ। প্রতিযোগীর উৎপত্তির পূর্ব্বে প্রতিযোগীর সমবায়ী কারণে প্রাগভাবের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। প্রতিযোগীর উৎপত্তির পূর্ব্বে প্রতিযোগীর বিশেষভাবে জ্ঞান হইতে পারে না। এজন্য প্রাগভাবের প্রত্যক্ষে প্রতিযোগীর জ্ঞান অপেক্ষিত হইলেও সামান্যভাবে প্রতি-যোগিবিশেষের জ্ঞানই হইয়া থাকে। আর সামান্যভাবে প্রতিযোগিবিশেষের জ্ঞানই প্রাগভাবপ্রত্যক্ষে কারণ স্বীকার করিতে হইবে। বিশেষভাবে প্রতিযোগি-বিশেষের জ্ঞান, প্রতিযোগীর উৎপত্তির পূর্ব্বে হইতে পারে না। এজন্য প্রাগ-ভাবের প্রত্যক্ষে প্রতিযোগিবিশেষের সামান্যরূপে জ্ঞানই কারণ। বিশেষরূপে প্রতিযোগিবিশেষের জ্ঞান অপেক্ষিত হইলে প্রাগভাবের প্রত্যক্ষই হইতে পারে না। সুতরাং প্রাগভাবের প্রত্যক্ষের অনুরোধে অদ্বৈতবেদান্তিগণকেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে—সামান্যধর্ম্মপুরস্কারে বিশেষ প্রতিযোগীর জ্ঞান

থাকিয়াও সামান্যধর্ম্মপুরস্কারে বিশেষ প্রতিযোগীর অভাবের প্রত্যক্ষ হইতে পারে। আর তাহাতে "ময়ি জ্ঞানং নাস্তি" এই প্রত্যক্ষের বিষয় জ্ঞানবিশেষের অভাব হইতে পারিবে[১]।

এতদুত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলেন যে—প্রদর্শিত সমাধান নিতান্ত অসঙ্গত। কারণ "ময়ি জ্ঞানং নাস্তি" এই প্রতীতির বিষয় যদি বিশেষ-জ্ঞানের অভাব হয়, তবে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম বিশেষ জ্ঞানত্ব হইবে; শুদ্ধ জ্ঞানত্ব প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইতে পারে না। আর বিশেষজ্ঞানত্বাবচ্ছিন্ন বস্তু প্রতিযোগী হইলে এই প্রতিযোগীর জ্ঞান, অভাবপ্রতীতিতে কারণ হইবে। আর তাহাতে বিশেষজ্ঞান জ্ঞাত হইলে বিশেষও জ্ঞাত হইয়া যাইবে। সুতরাং বিশেষের জ্ঞান থাকিতে বিশেষজ্ঞানের অভাব থাকিবে কিরূপে? বিশেষ জ্ঞানের সত্ত্বদশাতে বিশেষ জ্ঞানের অভাব সম্ভাবিত নহে। সুতরাং পূর্ব্বপ্রদর্শিত ব্যাঘাত থাকিয়াই যাইবে। যৎকিঞ্চিৎ বিশেষের অভাব যে সামান্য-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক হয় না, তাহা পূর্ব্বেই বিশেষভাবে বলা হইয়াছে। আর এজন্য প্রাগভাবের প্রতিযোগীর জ্ঞান প্রতিযোগিতা-বচ্ছেদক ধর্ম্মপুরস্কারে সম্ভাবিত নহে বলিয়া প্রাগভাবপ্রতীতি অসিদ্ধই বটে। প্রাগভাবের প্রতিযোগী তদ্‌ব্যক্তি। তদ্‌ব্যক্তির উৎপত্তির পূর্ব্বে, তদ্‌ব্যক্তিত্ব পুরস্কারে তদ্‌ব্যক্তির জ্ঞান সম্ভাবিত নহে বলিয়া তদ্‌ব্যক্তির প্রাগভাবের প্রতীতি অসিদ্ধই বটে।[২] সুতরাং প্রাগভাবের প্রত্যক্ষ হইতে পারিবে না, ইহা আপত্তিই নহে।

ইহাতে দ্বৈতবাদিগণ বলেন যে—অভাবপ্রতীতিতে প্রতিযোগী যদ্ধর্ম্মপুরস্কারে ভাসমান হয়, সে ধর্ম্মকে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম বলে। যেমন ঘটাভাব প্রতীতিতে ঘটরূপ প্রতিযোগী ঘটত্বরূপে ভাসমান হইয়া থাকে; এজন্য ঘটত্ব ধর্ম্মই ঘটাভাবীয় প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক। এই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-ধর্ম্ম-প্রকারক জ্ঞানই অভাব প্রতীতির কারণ নহে। অভাবপ্রতীতিতে প্রতিযোগিতা-

১ ......ন জানামীতি ধীস্তু বৃত্তিজ্ঞানাভাববিষয়েতি স্ববচস্তাৎ......। তৎসমং জ্ঞানাভাবেঽপি—তদ্বিশেষজ্ঞানাভাবজ্ঞানং প্রতি চ তৎসামান্যজ্ঞানমেবান্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং হেতুঃ ন তু তদ্বিশেষজ্ঞানমিত্যবিদ্যা-বিষয়ভঙ্গে বক্ষ্যতে—ন্যায়ামৃত, পত্র ৩১৪।১ পৃঃ

নন্বেবং—'ন জানামীতি ধিয়ো জ্ঞানাভাববিষয়ত্বেঽপি ন প্রতিযোগিজ্ঞানাদিনা ব্যাহতিঃ; সামান্যতো বিষয়প্রতিযোগিজ্ঞানেঽপি বিশেষতস্তদভাবসংভবাৎ, অন্যথা প্রাগভাবধীন স্যাৎ; তৎপ্রতিযোগিবিশেষস্য সামান্যধর্ম্মং বিনা বিশেষতো জ্ঞাতুমশক্যত্বাদিতি চেৎ—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫২

২..... ন; বিশেষজ্ঞানাভাবে হি বিশেষজ্ঞানত্বাবচ্ছিন্নং প্রতিযোগীতি তস্য জ্ঞানে স বিশেষোঽপি জ্ঞাত এবেতি বিশেষজ্ঞানাভাবব্যাঘাতাৎ। যৎকিংচিদ্বিশেষাভাবশ্চ ন সামান্যাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-ইত্যুক্তম্। প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-প্রকারক-জ্ঞানাভাবেন প্রাগভাবপ্রতীতিরসিদ্ধৈব—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫২

বচ্ছেদক-প্রকারক জ্ঞানের অপেক্ষা নাই। কিন্তু অভাবপ্রতীতিতে ভাসমান যে প্রতি-যোগী, সেই প্রতিযোগিবৃত্তি যে ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মপ্রকারক জ্ঞানই অভাবপ্রতীতির কারণ। এজন্য তদ্ব্যক্তির প্রাগভাব-প্রতীতিতেও তদ্ব্যক্তিত্বপ্রকারক জ্ঞান কারণ নহে। তদ্ব্যক্তিতে থাকে এমন কোনও ধর্ম্মপ্রকারক জ্ঞান হইলেই প্রাগভাব-প্রতীতি হইতে পারিবে। তদ্‌ঘট ব্যক্তিতে যেমন তদ্‌ঘটত্ব ধর্ম্ম থাকে, এইরূপ ঘটত্বাদি ধর্ম্মও থাকে। শুদ্ধ ঘটত্বাদি ধর্ম্ম প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক না হইলেও তাহা প্রতিযোগিবৃত্তি ধর্ম্ম বটে। তদ্‌ব্যক্তিত্ব ধর্ম্মই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক। তদ্‌ব্যক্তিত্ব-রূপে জ্ঞান না হইয়া ঘটত্বাদিরূপে জ্ঞান হইলেও প্রতিযোগিবৃত্তি-ধর্ম্ম-প্রকারক জ্ঞান হইলই বটে; আর প্রতিযোগিবৃত্তি-ধর্ম্ম-প্রকারক জ্ঞানই অভাব-প্রতীতিতে কারণ। কিন্তু প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-প্রকারক জ্ঞান কারণ নহে। প্রতিযোগিতা-বচ্ছেদক ধর্ম্মও প্রতিযোগিবৃত্তি বটে, প্রতিযোগিবৃত্তি ধর্ম্মমাত্রই প্রতিযোগিতা-বচ্ছেদক ধর্ম্ম নহে। তদ্‌ঘট-প্রতিযোগিক অভাবের প্রতিযোগী তদ্‌ঘট। এই তদ্‌ঘটব্যক্তিতে তদ্‌ঘটত্বরূপ ধর্ম্মও যেমন আছে, এইরূপ ঘটত্ব, দ্রব্যত্বাদি ধর্ম্মও আছে। তদ্‌ঘটত্ব ধর্ম্ম প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক; কিন্তু ঘটত্ব, পৃথিবীত্বাদি ধর্ম্ম প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক নহে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-ধর্ম্ম-প্রকারক জ্ঞান অভাবপ্রতীতির কারণ নহে; কিন্তু প্রতিযোগিবৃত্তি ধর্ম্মপ্রকারক জ্ঞানই অভাবপ্রতীতির কারণ। প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক প্রকারক জ্ঞানও প্রতি-প্রতিযোগিবৃত্তি ধর্ম্মপ্রকারক জ্ঞানই বটে। যাদৃশ অভাবপ্রতীতির পূর্ব্বে, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-ধর্ম্ম-প্রকারক জ্ঞান সম্ভাবিত হয় না, সে স্থলে প্রতিযোগি-বৃত্তি ধর্ম্মপ্রকারক জ্ঞান হইলেই অভাবপ্রতীতি হইতে পারিবে। তদ্‌ঘটব্যক্তির প্রাগভাব-প্রতীতিতে প্রতিযোগী তদ্‌ঘটব্যক্তি উৎপন্ন হয় নাই বলিয়া তদ্‌ঘটবক্তিত্ব-প্রকারক জ্ঞান সম্ভাবিত নহে; কিন্তু তদ্‌ঘটব্যক্তি-বৃত্তি ঘটত্বাদি ধর্ম্ম প্রকারক জ্ঞান হইতে কোনও বাধা নাই। আর তাহাই প্রাগভাব-প্রতীতির কারণ হইতে পারিবে।[১]

আর যদি সামান্যলক্ষণা প্রত্যাসত্তি স্বীকার করা যায়, তবে অভাব প্রতীতির কারণ প্রতিযোগিবিষয়ক জ্ঞানও হইতে পারিবে। প্রতিযোগিবৃত্তি ধর্ম্ম প্রকারক প্রতিযোগিবিষয়ক জ্ঞান অভাব প্রতীতির কারণ হইতে পারিবে। ঘটত্বরূপ সামান্য ধর্ম্মের জ্ঞান থাকিলে এই সামান্যজ্ঞান-প্রত্যাসত্তিদ্বারা ঘটত্ব সামান্য ধর্ম্মের আশ্রয় যাবদ্ ঘটব্যক্তিরই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। প্রাগভাবের প্রতিযোগী তদ্‌ঘট ব্যক্তিও ঘটত্ব সামান্য ধর্ম্মের আশ্রয়ই বটে; তদ্‌ঘট ব্যক্তির প্রাগভাবপ্রতীতিতে তদ্‌ঘট ব্যক্তিত্বরূপে তদ্‌ঘট ব্যক্তিকে জানিতে না পারিলেও ঘটত্বজ্ঞানরূপ সামান্য-প্রত্যাসত্তি

১ ননু—প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-প্রকারক-জ্ঞানং নাভাবজ্ঞানে কারণম্, কিন্ত্বভাবজ্ঞানে ভাসমান-প্রতিযোগিবৃত্তিধর্ম্মপ্রকারকং জ্ঞানম্—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫২

দ্বারা তদ্‌ঘট ব্যক্তিকেও জানা যায়। সুতরাং ঘটত্বরূপে তদ্‌ঘট ব্যক্তির জ্ঞানই তদ্‌ঘটব্যক্তির প্রাগভাব-প্রত্যক্ষে কারণ হইতে পারিবে [১]।

আর সামান্যলক্ষণা প্রত্যাসত্তি স্বীকার না করিলে, প্রতিযোগিবৃত্তি-ধর্ম্ম-প্রকারক জ্ঞানই অভাবপ্রতীতির কারণ হইবে। প্রতিযোগিজ্ঞানকে আর অভাব প্রতীতির কারণ বলা হইবে না। প্রাগভাব-প্রতীতিতে প্রতিযোগীর উৎপত্তির পূর্ব্বে প্রতি-যোগিব্যক্তিকে জানিবার কোনও উপায় নাই। যেমন অসিদ্ধ ব্যক্তিবিষয়ক ইচ্ছা এবং অসিদ্ধ ব্যক্তি বিষয়ক কৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে, অজ্ঞাত বিষয়ের ইচ্ছা বা কৃতি হয় না এবং হইতেও পারে না; অথচ ইচ্ছা'ও কৃতির বিষয় অসিদ্ধ বস্তু। কুম্ভকার যে ঘট প্রস্তুত করে, সে সিদ্ধ ঘটকে প্রস্তুত করিতে পারে না। অর্থাৎ যে ঘটকে সে প্রস্তুত করিয়াছে, তাহাকে সে প্রস্তুত করিতে পারে না; আজ পর্য্যন্ত যে ঘট প্রস্তুত হয় নাই, তাহাকেই কুম্ভকার প্রস্তুত করিয়া থাকে। উৎপন্ন বস্তুর পুনর্ব্বার উৎপত্তি হয় না। অনুৎপন্ন বস্তুকেই উৎপাদন করা যাইতে পারে। অনুৎপন্ন ঘট-বিষয়ক ইচ্ছা ও কৃতি দ্বারাই কুম্ভকার ঘট উৎপাদন করিয়া থাকে। কুম্ভকারের অনুৎপন্ন ঘটবিষয়ক ইচ্ছা ও কৃতি হয়—ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। যে কার্য্যে যাহার চিকীর্ষা বা কৃতি নাই, সে কার্য্য সে করে না। আবার চিকীর্ষা ও কৃতির কারণ জ্ঞান। অজ্ঞাত বিষয়ে চিকীর্ষা বা কৃতি হয় না। এজন্য অনুৎপন্ন ঘট বিষয়ক জ্ঞান, ঘটোৎপত্তির পূর্ব্বে কুম্ভকারের হওয়া চাই। অনুৎপন্ন ঘটকে জানিয়া, ইচ্ছা করিয়া কৃতিদ্বারা কুম্ভকার তাহা উৎপাদন করিয়া থাকে। এই অনুৎপন্ন তদ্‌ঘট ব্যক্তিকে তদ্‌ঘট ব্যক্তিত্বরূপে জানিবার কোনও উপায় নাই। এজন্য সকলকেই বাধ্য হইয়া ইহাই স্বীকার করিতে হইবে যে, অসিদ্ধ অথচ ইচ্ছা ও কৃতির বিষয়ীভূত ঘটাদি বস্তুবৃত্তি ধর্ম্মপ্রকারক জ্ঞানই অসিদ্ধ বিষয়ক ইচ্ছা ও কৃতির কারণ। ইষ্টবৃত্তি-ধর্ম্ম-প্রকারক জ্ঞানকেই তাদৃশ ইচ্ছা ও কৃতির কারণ বলিতে হইবে। কিন্তু ইষ্টবিষয়ক জ্ঞানকে তাদৃশ ইচ্ছা ও কৃতির প্রতি কারণ বলা যাইবে না। সামান্যলক্ষণা প্রত্যাসত্তি স্বীকার না করায় ইষ্টবৃত্তি-ধর্ম্মের আশ্রয় ইষ্ট বস্তু জানিবার কোনও উপায় নাই। এজন্য যাঁহারা সামান্যলক্ষণা প্রত্যাসত্তি স্বীকার করেন না, তাঁহারা ইষ্টবৃত্তি-ধর্ম্ম প্রকারক জ্ঞানকেই অসিদ্ধবিষয়ক ইচ্ছা ও কৃতির প্রতি কারণ বলিয়া থাকেন। এইরূপ অসিদ্ধ প্রতিযোগিক প্রাগভাব-প্রতীতিও প্রতি-যোগিবৃত্তি-ধর্ম্ম-প্রকারক জ্ঞানদ্বারাই উৎপন্ন হইতে পারিবে। প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-ধর্ম্ম-প্রকারক জ্ঞান প্রাগভাবপ্রত্যক্ষে অপেক্ষিতই নহে [২]।

১ ...সামান্যলক্ষণাপ্রত্যাসত্ত্যভ্যুপগমে তু প্রতিযোগিবিষয়ত্বমপি তত্ত্বাধিকম্—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫২

২.. ইতরথা তু তদেব ইষ্টবৃত্তি-সামান্যধর্ম্মপ্রকারকজ্ঞানমেবাসিদ্ধব্যক্তিবিষয়েচ্ছাকৃত্যোঃ—অদ্বৈত-সিদ্ধি, পৃঃ ৫৫২

ইহাতে যদি অদ্বৈতবেদান্তিগণ এরূপ আপত্তি করেন যে প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক অথচ প্রতিযোগিবৃত্তি ধর্ম্মদ্বারা প্রতিযোগিতা গৃহীত হইবে কিরূপে? প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম প্রতিযোগিতার ব্যাপ্য বলিয়া ব্যাপ্যধর্ম্মদ্বারা ব্যাপক প্রতিযোগিতার জ্ঞান সম্ভাবিত হয়, কিন্তু প্রতিযোগিবৃত্তি ধর্ম্মমাত্রই প্রতিযোগিতার ব্যাপ্য নহে। প্রতিযোগিতার অব্যাপ্য ধর্ম্মদ্বারা প্রতিযোগিতার জ্ঞান হইবে কিরূপে? প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক ধর্ম্ম দ্বারাও যদি প্রতিযোগিতা গৃহীত হইতে পারিত, তবে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্মের অনুসরণ বৃথা হইয়া যাইত। প্রতিযোগিতার জ্ঞানের জন্যই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্মের অনুসরণ করা হইয়া থাকে। প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম না জানিলে প্রতিযোগিতা কোথায় আছে, ইহা কিরূপে জানা যাইবে? প্রতিযোগিতার গ্রহের জন্যই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্মের অনুসরণ করা হইয়াছে। প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক ধর্ম্ম দ্বারা প্রতিযোগিতার গ্রহই হইতে পারে না।[১]

এতদুত্তরে দ্বৈতবাদিগণ বলেন যে—অদ্বৈতসিদ্ধিকারের এরূপ বলা সঙ্গত হয় নাই। কারণ যেমন বিশেষ ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন ব্যাপ্তিও সামান্য ধর্ম্ম দ্বারাই গৃহীত হইয়া থাকে; ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম দ্বারাই ব্যাপ্যবৃত্তি ব্যাপ্যতা অর্থাৎ ব্যাপ্তি গৃহীত হইয়া থাকে; সাধারণতঃ ব্যাপ্যতার অনবচ্ছেদক ধর্ম্ম দ্বারা ব্যাপ্যতার গ্রহ হয় না, কিন্তু কোনও স্থলে বিশেষ ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন ব্যাপ্তিও সামান্য ধর্ম্ম দ্বারা গৃহীত হইয়া থাকে। যেমন বৈশেষিকমতে অভিধেয়ত্ব, প্রমেয়ত্বাদি ধর্ম্ম তাঁহাদের মতসিদ্ধ সাতটি পদার্থেই আছে বলিয়া অভিধেয়ত্ব, প্রমেয়ত্বাদি ধর্ম্ম কেবলান্বয়ী। অভিধেয়ত্বাদি ধর্ম্মের অভাব কোন স্থলেই নাই। এই অভিধেয়ত্বাদি ধর্ম্মের কেবলান্বয়িত্ব রক্ষা করিবার জন্য অভিধেয়ত্বাদি ধর্ম্মেও অভিধেয়ত্বাদি ধর্ম্ম স্বীকার করিয়াছেন। এক বস্তুতে আধারাধেয়ভাব বিরুদ্ধ হইলেও কেবলান্বয়িত্ব রক্ষা করিবার জন্যই তাঁহারা এরূপ বলিয়াছেন। এজন্য তাঁহারা আত্মাশ্রয়াদি দোষের উৎপত্তি ও জ্ঞপ্তিতে দূষকতা স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু স্থিতিতে দূষকতা স্বীকার করেন নাই। প্রমেয়ত্ব প্রমেয়ত্বে স্থিত হইতে পারে, ইহা তাঁহারা স্বীকার করেন। তাহা না মানিলে প্রমেয়ত্বাদি ধর্ম্মের কেবলান্বয়িত্ব ভঙ্গ হইয়া যাইত। কেবলান্বয়ী ধর্ম্মের স্থিতিতে আত্মাশ্রয় দোষ হয় না, ইহাই তাঁহাদের অভিপ্রায়।[২]

যাহা হউক, বৈশেষিকগণ সাতটি পদার্থেই প্রমেয়ত্বাদি ধর্ম্ম স্বীকার করেন। সমস্ত পদার্থই প্রমেয়, সমস্ত বস্তুই অভিধেয়, এইরূপ স্বীকার করিলে "যে

১...ন চ—প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকধর্মেণ কথং প্রতিযোগিতা গৃহ্যতামিতি—বাচ্যম্। অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫২
২ ন চ—বাচ্যম্, বিশেষাবচ্ছিন্নায়া ব্যাপ্তেরিব সামান্যেন গ্রহণসম্ভবাৎ...অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫২

বস্তু প্রমেয়বান্, সেই বস্তুই অভিধেয়বান্" এইরূপ ব্যাপ্তি স্বীকার করিতে হয়। আর তাহাতে "ইদমভিধেয়বৎ প্রমেয়াৎ" এই অনুমানের জন্য "যে যে স্থলে প্রমেয় আছে, সেই সেই স্থলে অভিধেয় আছে" এইরূপ ব্যাপ্তি নিশ্চয় হইয়া থাকে। এইরূপ ব্যাপ্তি গ্রহণের সময়ে প্রমেয়ে যে অভিধেয়ের ব্যাপ্তি আছে, সেই ব্যাপ্তির অবচ্ছেদক ধর্ম্ম বৃত্তিমৎ-প্রমেয়ত্ব। বৃত্তিমৎ-প্রমেয়ত্বাবচ্ছেদে অভিধেয়ের সামানাধিকরণ্যরূপ ব্যাপ্তি গৃহীত হইয়া থাকে। এই অভিধেয়-সামানাধিকরণ্যরূপ ব্যাপ্তির অবচ্ছেদক, বৃত্তিমৎ-প্রমেয়ত্ব। গগনাদি নিত্য-দ্রব্য প্রমেয় হইলেও তাহা বৃত্তিমৎ-প্রমেয় নহে। নিত্য দ্রব্য আধেয় হয় না অর্থাৎ কোনও স্থলে থাকে না। যে কোন স্থলে প্রমেয় আছে বলিলে আধেয়-প্রমেয় অর্থাৎ বৃত্তিমৎ-প্রমেয়ই হইয়া থাকে, অবৃত্তিমৎপ্রমেয় হয় না। গগনাদি নিত্য দ্রব্যের অধিকরণ অপ্রসিদ্ধ। সুতরাং সামানাধিকরণ্যরূপ ব্যাপ্তি নিত্য দ্রব্যে থাকিতেই পারে না। অথচ অভিধেয়ের সামানাধিকরণ্যরূপ ব্যাপ্তি বৃত্তিমৎ-প্রমেয়ে থাকিলেও এই ব্যাপ্তির অবচ্ছেদক শুদ্ধ প্রমেয়ত্বই হইবে; কিন্তু বৃত্তিমৎ-প্রমেয়ত্ব হইবে না। বিশেষ-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন ব্যাপ্তিও সামান্যধর্ম্ম দ্বারাই গৃহীত হইবে। প্রমেয়ত্ব ধর্ম্ম অপেক্ষা বৃত্তিমৎ-প্রমেয়ত্ব ধর্ম্ম গুরুশরীর বলিয়া তাহা ব্যাপ্যতার অবচ্ছেদক হইবে না।[১]

আরও কথা এই যে—"বৃত্তিমত্ত্ব" বিশেষণটি নিরর্থক বলিয়াও তাহার আবশ্যকতা নাই। শুদ্ধ প্রমেয়ত্বকে ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক বলিলে ব্যভিচারের সম্ভাবনা নাই। এজন্য "বৃত্তিমত্ত্ব" বিশেষণটি ব্যভিচারের বারক হয় নাই। ব্যভিচারের অবারক বিশেষণ ব্যর্থ। সুতরাং বৃত্তিমৎ-প্রমেয়ত্বকে ব্যাপ্যতার অবচ্ছেদক বলিলে ব্যর্থ-বিশেষণতা দোষও হইবে। নিত্য দ্রব্যমাত্রই অনাশ্রিত, অবৃত্তি। এজন্য নিত্য দ্রব্যে যেমন কাহারও সামানাধিকরণ্য থাকে না অর্থাৎ নিত্য দ্রব্যের কাহারও সহিত একাধিকরণে বৃত্তি হয় না, এজন্য নিত্য দ্রব্য যেমন কাহারও ব্যাপ্য হয় না, সেইরূপ সাধ্যাভাবের সামানাধিকরণ্যরূপ ব্যভিচারও অর্থাৎ ব্যাপ্তির অভাবও নিত্য দ্রব্যে থাকিতে পারে না। নিত্য দ্রব্য যেমন কোনও সাধ্যের সমানাধিকরণ নহে, সেইরূপ কোনও সাধ্যাভাবেরও সমানাধিকরণ নহে। নিত্য দ্রব্যের অধিকরণই অপ্রসিদ্ধ। সুতরাং শুদ্ধ প্রমেয়ত্ব প্রদর্শিত ব্যাপ্তির অবচ্ছেদক হইলে যেমন লাঘব হইবে, শরীরকৃত গৌরব হইবে না, সেইরূপ ব্যভিচার দোষেরও কোন সম্ভাবনা হইবে না। আর বৃত্তিমৎ-প্রমেয়ত্ব

১ তথাহি ইদমভিধেয়বৎ, প্রমেয়াদিত্যনুমানে যত্র প্রমেয়ং তত্রাভিধেয়মিতি ব্যাপ্তিগ্রহণসময়ে বৃত্তিমৎপ্রমেয়ত্বাবচ্ছেদেনৈব সামানাধিকরণ্যরূপ-ব্যাপ্তিসত্ত্বেঽপি তস্যাঃ প্রমেয়ত্বরূপেণৈব গ্রহণম্, ন তু বৃত্তিমৎ-প্রমেয়ত্বেন, গৌরবাৎ—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫২

কর্মকে প্রদর্শিত ব্যাপ্তির অবচ্ছেদক বলিলে যেমন শরীরকৃত গৌরব দোষ হইবে, সেইরূপ ব্যভিচারের অবারক বলিয়া ব্যর্থবিশেষণতা দোষও হইবে। এজন্ত প্রদর্শিত সামানাধিকরণ্যরূপ ব্যাপ্তির অবচ্ছেদক বস্তুতঃ বৃত্তিমৎ-প্রমেয়ত্ব হইলেও শুদ্ধ প্রমেয়ত্বরূপেই উক্ত ব্যাপ্তি গৃহীত হইয়া থাকে। সেই ধর্ম্মই ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক হইতে পারিবে, যে ধর্ম্ম ব্যর্থবিশেষণতা দোষরহিত ও ব্যভিচারীতে অবৃত্তি। শুদ্ধ প্রমেয়ত্ব ধর্ম্ম, ব্যর্থবিশেষণতাদোষ রহিত ও ব্যভিচারী বস্তুতে অবৃত্তি। শুদ্ধ প্রমেয়ত্ব গগনাদি নিত্য দ্রব্যে থাকিলেও গগনাদি নিত্য দ্রব্য যে ব্যভিচারী নহে, তাহা পূর্ব্বেই বিশদভাবে বলা হইয়াছে। সুতরাং শুদ্ধ প্রমেয়ত্ব প্রদর্শিত ব্যাপ্যতার অবচ্ছেদক হইতে কোনও দোষ নাই বলিয়া শুদ্ধ প্রমেয়ত্বই উক্ত ব্যাপ্তির অবচ্ছেদক হইবে। সুতরাং বস্তুতঃ বৃত্তিমৎপ্রমেয় গত ব্যাপ্তিও যেমন শুদ্ধ প্রমেয়ত্ব দ্বারাই গৃহীত হইয়া থাকে, সেইরূপ তৎতৎ নীলাদি ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতাও নীলত্বাদি সাধারণ ধর্ম্মরূপে গৃহীত হইতে পারিবে। বস্তুতঃ ব্যাপ্যতানবচ্ছেদক ধর্ম্ম দ্বারা যেরূপ ব্যাপ্যতা গৃহীত হয়, সেইরূপ বস্তুতঃ প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক ধর্ম্মদ্বারাও প্রতিযোগিতা গৃহীত হইতে পারিবে। সুতরাং অদ্বৈতসিদ্ধিকার যে বলিয়াছিলেন—প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক ধর্ম্ম দ্বারা প্রতিযোগিতা গৃহীত হইবে কিরূপে? তাঁহার এরূপ বলা সঙ্গত হয় নাই। যেমন "ইহ কপালে ইদানীং ঘটো নাস্তি" এইরূপ তদ্‌ঘট ব্যক্তির প্রাগভাববিষয়ক প্রতীতির বিষয় প্রাগভাব ও তাহার প্রতিযোগী তদ্‌ঘট ব্যক্তি। এই প্রতিযোগী তদ্‌ঘট ব্যক্তিতে যে প্রতিযোগিতা ধর্ম্ম আছে, তাহার অবচ্ছেদক বস্তুতঃ তদ্‌ব্যক্তিত্ব হইলেও যেমন শুদ্ধ ঘটত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা উক্ত প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে। তদ্‌ঘটব্যক্তির প্রাগভাবই "ইহ কপালে ইদানীং ঘটো নাস্তি" এই প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে, তদ্‌ঘটের উপাদান তৎকপালে তদ্‌ঘটের প্রাগভাবই উক্ত প্রতীতির বিষয় হয়। অথচ এরূপ প্রতীতি হয় না যে—"ইহ কপালে তদ্‌ঘটো ভবিষ্যতি"। প্রাগ্‌ভাব প্রতীতিকালে প্রতিযোগী উৎপন্নই হয় নাই বলিয়া তদ্‌ব্যক্তিত্বরূপে প্রতিযোগীর জ্ঞান সম্ভাবিতই নহে। এজন্য শুদ্ধ ঘটত্বরূপেই প্রতিযোগী ভাসমান হইয়া থাকে। এইরূপ "ময়ি জ্ঞানং নাস্তি" এই প্রতীতিও প্রমাতৃ পুরুষগত জ্ঞানবিশেষেরই প্রাগভাব-বিষয়ক হইয়া থাকে। জ্ঞানবিশেষের প্রাগভাবই শুদ্ধ জ্ঞানত্বরূপে জ্ঞানবিশেষ—প্রতিযোগিক বলিয়া ভাসমান হয়। যেমন তদ্‌ঘট-প্রতিযোগিক প্রাগভাব ঘটত্বরূপে প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে, সেইরূপ জ্ঞানবিশেষের প্রাগভাবও শুদ্ধজ্ঞানত্বরূপে "ময়ি জ্ঞানং নাস্তি" এই প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে অর্থাৎ বিশেষাভাবই সামান্তরূপে ভাসমান হইয়া থাকে।

আর ইহাতে কোনও অনুপপত্তি নাই।[১] সুতরাং অদ্বৈতসিদ্ধিকারের প্রদর্শিত দোষ অসঙ্গত।

এতদুত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলেন যে—প্রদর্শিত সমাধান অসঙ্গত। অভাবত্ব-রূপে অভাবের জ্ঞান নিয়ত প্রতিযোগিবিশেষিত হইয়া থাকে। অভাবজ্ঞানে প্রতিযোগ্যংশে প্রকারীভূত হইয়া ভাসমান ধর্ম্মই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইয়া থাকে। "ঘটের অভাব, পটের অভাব" এইরূপই অভাব জ্ঞান হয়। প্রতিযোগী দ্বারা অবিশেষিত কোনও অভাবের জ্ঞান হইতে পারে না। কেবল অভাব বলিলেও সামান্যভাবে প্রতিযোগী অবশ্যই ভাসমান হইবে। যেমন পুত্র বলিলে "কাহারও পুত্র" ইহা অনির্দিষ্টভাবে বোধ হইবে। সর্ব্বথা পিতৃনিরপেক্ষ পুত্র বস্তুই হইতে পারে না। অভাবপ্রতীতি সম্বন্ধেও এইরূপই বুঝিতে হইবে। অভাব-বস্তু নিয়ত সসম্বন্ধিক। এজন্য তাহা নিয়ত সপ্রতিযোগিক। নিষ্প্রতিযোগিক অভাব হয় না। নিষ্প্রতিযোগিক অভাব ভাববিলক্ষণ হয় না। যাহা হউক, যৎকিঞ্চিৎ বিশেষ প্রতিযোগীর অভাব সামান্যধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক হইতে পারে না। যদি হইতে পারিত, তবে ঘটবদ্‌ভূতলেও "নির্ঘটং ভূতলম্" এইরূপ প্রতীতিরও প্রমাত্বাপত্তি হইত। আর ঘটজ্ঞানবান্ পুরুষেও "ঘটজ্ঞান নাই" এইরূপ প্রতীতিরও প্রমাত্বাপত্তি হইত। ঘট-বিষয়ক যে কোনও জ্ঞান থাকিলেও ঘটবিষয়ক অন্য জ্ঞানের অভাব সম্ভাবিতই বটে। যেমন ঘটের প্রত্যক্ষ হইতেছে, ঘটের অনুমিতি হইতেছে না বা স্মৃতি হইতেছে না। এরূপ স্থলে ঘটবিষয়ক প্রত্যক্ষজ্ঞান-বিশিষ্ট ব্যক্তিতেও "ঘটানুমিতির্নাস্তি, ঘটস্মৃতির্নাস্তি" এইরূপ জ্ঞানবিশেষের অভাব প্রতীত হইতে পারে; কিন্তু "ঘটজ্ঞানং নাস্তি" এইরূপ প্রতীতি হইতে পারে না। "ঘটানুমিতি-র্নাস্তি" এইরূপ অভাব প্রতীতিতে ঘটানুমিতিত্ব ধর্ম্মই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকরূপে ভাসমান হইয়া থাকে। ঘটজ্ঞানত্ব প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক নহে। অভাবপ্রতীতিতে প্রতিযোগ্যংশে প্রকারীভূত ধর্ম্মই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইয়া থাকে।[২]

যদি বলা যায়—ঘটবিষয়ক প্রত্যক্ষজ্ঞান থাকিলে "ঘটজ্ঞানং নাস্তি" এইরূপ প্রতীতি হইতে পারিবে না। ঘটবিষয়ক যে কোনও জ্ঞানই ঘটাভাব জ্ঞানে

১ বৃত্তিমত্ত্ববিশেষণস্য ব্যভিচারাবারকত্বেন বৈয়র্থ্যাচ্চ, অবৃত্তিষু সাধ্যসামানাধিকরণ্যরূপ-ব্যাপ্ত্যভাববৎ সাধ্যাভাবসামানাধিকরণ্যরূপব্যভিচারস্যাপ্যভাবাৎ, ব্যর্থবিশেষণত্বরহিতত্বে সতি ব্যভিচারিব্যাবৃত্তত্ব-মাত্রেণৈব ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকত্বসংভবাচ্চ। তথাচ যথা বৃত্তিমৎপ্রমেয়গতাপি ব্যাপ্তিঃ প্রমেয়ত্বেনৈব গৃহ্যতে, তথা তত্তন্নীলাদিব্যক্তিগতা প্রতিযোগিতা নীলত্বাদিরূপেণ গৃহ্যত ইতি ন কাচিদনুপপত্তিঃ। এবং চ ইহেদানীং ঘটো নাস্তীতি প্রতীতিরিব ঘটোপাদানগততৎপ্রাগভাববিষয়া 'ময়ি জ্ঞানং নাস্তী'তি প্রতীতিরপি প্রমাতৃগততৎপ্রাগভাববিষয়েতি ন কাপ্যনুপপত্তিরিতি—চেৎ অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫২

২ ......ন, অভাবজ্ঞানে প্রতিযোগ্যংশে ভাসমানস্য ধর্ম্মস্যৈব প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতয়া যৎকিঞ্চিদ্বিশে-ষাভাবস্য সামান্যাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকত্বে ঘটবত্যপি ভূতলে 'নির্ঘটং ভূতলমিতি ঘটজ্ঞানবত্যপি অস্মিন্ ময়ি ঘটজ্ঞানং নাস্তীতি চ প্রতীতেরাপত্তেঃ পূর্বোক্তদোষাৎ—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫২

প্রতিবন্ধক হইবে। এরূপ বলিলে যে কোনও জ্ঞান থাকিলে "ময়ি জ্ঞানং নাস্তি" এইরূপ প্রতীতিও হইতে পারিবে না। যে কোনও জ্ঞানই জ্ঞানাভাব প্রতীতির প্রতিবন্ধক হইবে। আর যদি বলা যায়—প্রদর্শিত ব্যাপ্তিগ্রহণ স্থলে বিশেষ-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন ব্যাপ্তি সামান্য-ধর্ম্মাবচ্ছিন্নরূপে গৃহীত হইল কিরূপে? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—বিশেষ-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন ব্যাপ্তিরও সামান্যধর্ম্মাবচ্ছেদে গ্রহণ হইতে কোনও বাধক প্রমাণ নাই বলিয়া তাহা হইতে পারিয়াছে। বাধক নাই বলিয়া যাহা হইতে পারে, বাধক থাকিলেও তাহা হইতে পারিবে—এরূপ বলা যায় না। এস্থলে অদ্বৈতসিদ্ধিতে যে বলা হইয়াছে—"সামান্যাবচ্ছেদেঽপি ন দোষঃ", [1] এই অপি-কার দ্বারা মনে হয়—অদ্বৈতসিদ্ধিকারের এরূপ স্বীকার অভিপ্রেত নহে। প্রদর্শিত ব্যাপ্তি গগনাদি নিত্য দ্রব্যে নাই। এজন্য শুদ্ধ প্রমেয়ত্ব ধর্ম্ম প্রদর্শিত ব্যাপ্তির অবচ্ছেদকই হইতে পারে না। ব্যাপ্তির সমনিয়ত ধর্ম্মই ব্যাপ্তির অবচ্ছেদক হইবে। অতিপ্রসক্ত ধর্ম্ম অবচ্ছেদক হইতে পারে না। বৃত্তিমৎ-প্রমেয়মাত্রে অবস্থিত ব্যাপ্তির বৃত্তিমৎ-প্রমেয়ত্বই অবচ্ছেদক হইবে। শুদ্ধ প্রমেয়ত্ব ধর্ম্ম অবচ্ছেদক হইতে পারিবে না। প্রদর্শিত ব্যাপ্তি বৃত্তিমত্ত্বাবচ্ছেদে গৃহীত হইতে পারে বলিয়া প্রদর্শিত ব্যর্থ-বিশেষণতা দোষও হইবে না। ব্যাপ্তিতে যদি বৃত্তিমৎ-প্রমেয়ত্বাবচ্ছিন্নত্ব ধর্ম্ম থাকে, তবে তাহার গ্রহণেও কোনও দোষ নাই। আর যদি ব্যাপ্তিতে বৃত্তিমৎ-প্রমেয়ত্বা-বচ্ছিন্নত্ব ধর্ম্ম না থাকে, তবে যাহাতে যে ধর্ম্ম নাই, তাহাতে সেই ধর্ম্মের জ্ঞান হইলেত ভ্রমই হইবে। এই কথা অদ্বৈতসিদ্ধির টীকাতে গৌড় ব্রহ্মানন্দ বলিয়াছেন। গৌড় ব্রহ্মানন্দ অদ্বৈতসিদ্ধির "অপি" শব্দের এই তাৎপর্য্য উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন।[2]

এতদুত্তরে দ্বৈতবাদিগণ আপত্তি করেন যে—কোনও বিশেষ বস্তুর অভাব যদি সামান্যধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক হইতে না পারে অর্থাৎ সামান্য-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকরূপে যদি বিশেষ বস্তুর অভাবের প্রতীতি না হয়, তবে প্রাগভাবের প্রতীতিই হইতে পারিবে না। এতদুত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলেন যে—পূর্ব্বপক্ষি-গণের প্রদর্শিত আপত্তি ইষ্টাপত্তিই বটে। প্রাগভাবের প্রতীতিই হইতে পারে না। ইহাতে দ্বৈতবাদিগণ বলেন যে—"ঘটো ভবিষ্যতি" এইরূপ প্রতীতির বিষয় ঘটের প্রাগভাবই হইয়া থাকে। ঘটত্বপুরস্কারে ঘটবিশেষের প্রাগভাবই "ঘটো ভবিষ্যতি" এরূপ প্রতীতির বিষয়। এতদুত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলেন যে—"ঘটো ভবিষ্যতি" এইরূপ প্রতীতির বিষয় ধাত্বর্থের ভবিষ্যত্তা মাত্র। "ভূ" ধাতুর উত্তর ভবিষ্যৎকালবাচী

১ যৎকিঞ্চিদ্‌ঘটজ্ঞানং ঘটাভাবজ্ঞানে প্রতিবন্ধকমিতি তু জ্ঞানজ্ঞানেঽপি তুল্যম্। উদাহৃতব্যাপ্তি-গ্রহণে তু বাধকাভাবাৎ সামান্যাবচ্ছেদেঽপি ন দোষঃ। অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫২

২······অবচ্ছেদেঽপীত্যপিকারেণ ইদং সূচিতম্-গগনাদাববর্ত্তমানব্যাপ্তেঃ প্রমেয়ত্বং নাবচ্ছেদকম্ অতিপ্রসক্তত্বাৎ, বৃত্তিমত্ত্বাবচ্ছেদেন ব্যাপ্তিধীসংভবেন ব্যর্থবিশেষণত্বস্যাপ্যসংভবাৎ। বৃত্তিমৎপ্রমেয়ত্বা-বচ্ছিন্নত্বস্য ব্যাপ্তৌ সত্ত্বে তদ্‌গ্রহণস্যাদোষত্বাৎ। অসত্ত্বে তদ্‌গ্রহণস্য ভ্রমত্বাদিতি। লঘুচন্দ্রিকা, পৃঃ ৫৫২

লৃট্ বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া "ভূ" ধাতুর অর্থের অর্থাৎ উৎপত্তির ভবিষ্যত্তা মাত্রই উক্ত প্রতীতির বিষয় হইবে। "ঘটো ভবিষ্যতি" এইরূপ প্রতীতির বিষয় প্রাগভাব নহে। যদি প্রাগভাবই "ভবিষ্যতি" এইরূপ প্রতীতির বিষয় হইত, তবে দিনান্তরে উৎপৎস্যমান ঘটেও বর্ত্তমান এতদ্দিনবৃত্তি প্রাগভাবের প্রতিযোগিত্ব আছে বলিয়া "অদ্য ঘটো ভবিষ্যতি" এইরূপ প্রতীতির আপত্তি হইত। কারণ "ভবিষ্যতি" প্রতীতির বিষয় প্রাগভাব; আর দিনান্তরে উৎপৎস্যমান ঘটের প্রাগভাব, অদ্যও আছে। ইহাতে দ্বৈতবাদিগণ আপত্তি করেন যে—"ভবিষ্যতি" এইরূপ প্রতীতির বিষয় যদি "ভূ" ধাতুর অর্থ উৎপত্তির ভবিষ্যত্তা হয়, তবে ভবিষ্যত্তা বস্তুটি কি? প্রাগভাব না মানিলে ভবিষ্যৎকালই নিরূপণ করা যাইবে না। প্রাগভাবের অধিকরণকালকেই ভবিষ্যৎকাল বলে। এতদুত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলেন যে—প্রাগভাব স্বীকার না করিলেও ভবিষ্যৎকাল-সম্বন্ধরূপ ভবিষ্যত্তা নিরূপিত হইতে পারে। প্রতিযোগী ও প্রতিযোগীর ধ্বংসের অনাধার-কাল-সম্বন্ধিত্বই ভবিষ্যত্ত্ব। যে কালে প্রতিযোগীও নাই এবং প্রতিযোগীর ধ্বংসও নাই, সেই কালকেই ভবিষ্যৎ কাল বলে। প্রাগভাবের আধার-কালকে ভবিষ্যৎ-কাল বলিবার আবশ্যকতা নাই। প্রতিযোগীর আধার কালই বর্ত্তমান-কাল ও প্রতিযোগীর ধ্বংসের আধার কালই অতীতকাল; আর যে কাল প্রতিযোগীর ও প্রতিযোগিধ্বংসের আধার নহে, সেই কালই ভবিষ্যৎকাল। ভবিষ্যৎকাল নিরূপণের জন্য প্রাগভাব মানিবার আবশ্যকতা নাই [১]।

ইহাতে দ্বৈতবাদিগণ জিজ্ঞাসা করেন যে—এরূপ বলিলে অদ্বৈতবাদিগণের মতে ধ্বংসের লক্ষণ কি হইবে? এতদুত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলেন যে—যাঁহারা প্রাগভাব স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতে কাদাচিৎকাভাবত্বই ধ্বংসত্ব। অন্যোন্যাভাব ও অত্যন্তাভাব উৎপত্তি-বিনাশরহিত বলিয়া সনাতন। কিন্তু কাদাচিৎক নহে। ধ্বংসের উৎপত্তি আছে বলিয়া তাহা সনাতন নহে; কিন্তু কাদাচিৎক। "কাদাচিৎক" কথার অর্থ—কদাচিদ্ বৃত্তি। যে বস্তু কদাচিৎ থাকে, তাহাকে কাদাচিৎক বলে। অর্থাৎ যে বস্তু কদাচিৎ থাকে, কদাচিৎ থাকে না, (কোনও কালে থাকে, কোনও কালে থাকে না,) তাহাকে কাদাচিৎক বলে। যাঁহারা প্রাগভাব স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে প্রাগভাবও কাদাচিৎক। এজন্য কাদাচিৎকাভাবত্ব তাঁহাদের মতে ধ্বংসের লক্ষণ হইতে পারে না। যাঁহারা প্রাগভাব স্বীকার করেন তাঁহাদের মতে ধ্বংসের লক্ষণ এইরূপ বলিতে হইবে যে—প্রতিযোগীর অজনক কাদাচিৎকা-

১ অথৈবং প্রাগভাবপ্রতীতিরেব ন স্যাৎ, ন স্যাদেব, 'ঘটো ভবিষ্যতীতি প্রতীতেঃ ধাত্বর্থভবিষ্যত্তা-বিষয়ত্বেন প্রাগভাবাবিষয়ত্বাৎ। অন্যথা দিনান্তরোৎপৎস্যমানঘটে এতদ্দিনবৃত্তিপ্রাগভাবপ্রতিযোগিত্বেন 'অদ্য ঘটো ভবিষ্যতীতি ধীপ্রসঙ্গঃ। ভবিষ্যত্বঞ্চ প্রতিযোগিতদ্ধ্বংসানাধারকালসংবন্ধিত্বম্—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫২

ভাবত্বই ধ্বংসত্ব। প্রাগভাব কাদাচিৎকাভাব হইলেও তাহা প্রতিযোগীর জনক। ধ্বংস প্রতিযোগীর জনক নহে; কিন্তু প্রতিযোগিজন্য। সুতরাং প্রতিযোগীর অজনক কাদাচিৎকাভাবই ধ্বংস। কাদাচিৎকাভাবত্বের অর্থ পূর্ব্বে একরূপ বলাই হইয়াছে। তথাপি আরও বলা যাইতে পারে যে—যে অভাব কালত্বের ব্যাপক নহে, তাহাই কাদাচিৎক অভাব। অথবা কাদাচিৎকাভাবত্ব অখণ্ড উপাধিরূপও বলা যাইতে পারে। কিন্তু এরূপ কখনও বলা যাইবে না যে—প্রাগভাবের প্রতিযোগী অভাবই কাদাচিৎকাভাব। যাঁহারা প্রাগভাব স্বীকার করেন না, তাঁহারা প্রাগভাব-ঘটিত ধ্বংসত্ত নিরূপণ করিতে প্রয়াস করেন না।[১]

যাঁহারা প্রাগভাব স্বীকার করেন, তাঁহারা প্রতিযোগীর জনক অভাবকেই প্রাগভাব বলিয়া থাকেন। প্রতিযোগিজনকাভাবত্বই প্রাগভাবত্ব। প্রাগভাবের প্রতিযোগিজনকত্ব ধর্ম্মিগ্রাহক-মানসিদ্ধ, এই কথা তাঁহারা বলেন। প্রাগভাব প্রতিযোগীর জনক বলিয়াই উৎপন্ন বস্তুর পুনর্ব্বার উৎপত্তি হয় না। উৎপন্ন বস্তুর প্রাগভাব নষ্ট হইয়াছে বলিয়াই পুনর্ব্বার উৎপন্ন হইতে পারে না। প্রাগভাবের সমর্থন ও খণ্ডন "অদ্বৈতদীপিকা" গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ২৩৪—২৫০ পৃষ্ঠায় আলোচিত হইয়াছে। এই কথা আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া পূজ্যপাদ নৃসিংহাশ্রম বিবরণের টীকা "ভাবপ্রকাশিকা" গ্রন্থে খণ্ডন করিয়াছেন (২৪।২—২৫।১ পৃঃ এসিয়াটিক সোসাইটি পুঁথি)। "চিৎসুখী" গ্রন্থেও (চিৎসুখী, পৃঃ ২৭৪, নির্ণয়সাগর সং) এই প্রাগভাবের খণ্ডন আছে। পূজ্যপাদ মধুসূদন সরস্বতী "অদ্বৈতরত্নরক্ষণ" গ্রন্থেও প্রাগভাবের খণ্ডন করিয়াছেন। (অদ্বৈতরত্নরক্ষণ ২০ পৃঃ নির্ণয়সাগর সং দ্রষ্টব্য।)

১ ধ্বংসত্বং চ প্রাগভাবানঙ্গীকর্তৃ মতে কাদাচিৎকাভাবত্বমেব। তদঙ্গীকর্তৃমতেঽপি প্রতিযোগ্যজনক কাদাচিৎকাভাবত্বম্। অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫২

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রাগভাব-খণ্ডন

বৈশেষিকাচার্য্যগণই মুখ্যভাবে প্রাগভাব সমর্থন করিয়াছেন। প্রাগভাবের লক্ষণ ও প্রমাণ বৈশেষিক তন্ত্রে নিরূপিত হইয়াছে। নৈয়ায়িকগণও বৈশেষিক তন্ত্রানুসারেই প্রাগভাবের সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু অদ্বৈতবেদান্তিগণ প্রাগভাব স্বীকার করেন না। অদ্বৈতবেদান্তের গ্রন্থে কোনও স্থলে প্রাগভাবের ব্যবহার থাকিলেও বৈশেষিক মতের অভ্যুপগম করিয়াই প্রাগভাবের ব্যবহার অদ্বৈত-বাদিগণ করিয়াছেন। প্রাগভাবের সিদ্ধি হইলে ভাবরূপ অবিদ্যার সিদ্ধি দুর্লভ মনে করিয়াই অদ্বৈতবাদিগণ প্রাগভাব খণ্ডনে যত্নশীল হইয়াছেন। বিদ্যার প্রাগভাবই যদি অবিদ্যা হইতে পারে, তবে ভাবরূপ অবিদ্যার সিদ্ধি হইতে পারিবে না। যাঁহারা ভাবরূপ অবিদ্যা স্বীকার করেন না, তাঁহারা বিদ্যার প্রাগভাবকে অর্থাৎ প্রমার প্রাগভাবকেই অবিদ্যা বলেন। ভাবরূপ অবিদ্যার সিদ্ধির জন্যই প্রাগভাব-খণ্ডন অদ্বৈতবাদিগণের অপেক্ষিত হইয়াছে। বেদান্ত-পরিভাষা, সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ প্রভৃতি নামত: অদ্বৈতবাদের গ্রন্থ হইলেও এই সমস্ত গ্রন্থে লেশতঃও অবিদ্যা আলোচিত হয় নাই। অবিদ্যার নিরূপণ না করিয়া অদ্বৈতবাদের সমর্থন একটি অদ্ভুত ব্যাপার বটে। এই সকল গ্রন্থে প্রাগভাবের সমর্থন বা খণ্ডন উভয়ই নিরর্থক। ভাবরূপ অবিদ্যাসিদ্ধির জন্যই প্রাগভাবের খণ্ডন নিতান্ত অপেক্ষিত। অদ্বৈতসিদ্ধির এই প্রকরণে প্রাগভাব খণ্ডনের জন্য অনেক যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে। অদ্বৈতবাদের অন্যান্য গ্রন্থেও প্রাগভাব খণ্ডনের জন্য বহুবিধ যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রাগভাবের সাধক প্রমাণগুলি না জানিলে প্রাগভাব খণ্ডনের যুক্তিগুলিও বুঝিতে পারা যায় না। এজন্য আমরা এস্থলে প্রাগভাবের সমর্থক ও নিরাসক যুক্তিগুলি প্রদর্শন করিব।

প্রাগভাববাদিগণ প্রাগভাবসিদ্ধির জন্য যথাক্রমে চারিটি প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। (১) পটোৎপত্তির পূর্ব্বে তন্তুসমূহে "পটো নাস্তি" এইরূপ প্রত্যক্ষ-প্রতীতি হইয়া থাকে। এই অবাধিত প্রত্যক্ষ-প্রতীতিই প্রাগভাবে প্রমাণ। (২) তন্তু সমূহে পটোৎপত্তির পরে "এতাবৎ-কাল পর্য্যন্ত তন্তুসমূহে পট ছিল না—পটো নাসীৎ" এইরূপ অবাধিত বুদ্ধিই প্রাগভাবে প্রমাণ। (৩) প্রাগভাব স্বীকার না করিলে "ইহা না হউক—ইদং মাভূৎ" এইরূপ কামনার উপপত্তিই হইতে পারিবে না। অথচ এইরূপ কামনা সকলেরই অনুভবসিদ্ধ। এইজন্য "ইহা না হউক" এইরূপ কামনার অনুপপত্তিই প্রাগভাবে প্রমাণ।

(৪) তন্তুসমূহে পটোৎপত্তির পূর্ব্বে "এই তন্তুসমূহে পট উৎপন্ন হইবে—পটো ভবিষ্যতি" এইরূপ অবাধিত অনুভবই প্রাগভাবে প্রমাণ।[১]

(১) প্রদর্শিত চারিটি পক্ষের মধ্যে প্রথম পক্ষটি অসঙ্গত। কারণ "পটো নাস্তি" এইরূপ প্রত্যক্ষপ্রতীতি প্রাগভাববিষয়ক হইতেই পারে না। যেমন "ঘটে পটো নাস্তি" এই প্রতীতি পটের সামান্যাভাব বিষয়ক হইয়া থাকে, এইরূপ "তন্তুসমূহে পটো নাস্তি" এই প্রতীতিও পটের সামান্যাভাব বিষয়কই হইবে। "পটো নাস্তি" এই অভাবের প্রতিযোগিতা পটে আছে। এই প্রতিযোগিতা পটত্বরূপ সামান্য ধর্ম্মদ্বারা অবচ্ছিন্ন। সামান্যধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাবই সামান্যাভাব। যে অভাবের প্রতিযোগিতা সামান্য ধর্ম্মদ্বারা অবচ্ছিন্ন হয়, সেই অভাবকেই সামান্যাভাব বলে। সুতরাং "পটো নাস্তি" এই প্রতীতির বিষয় অভাব সামান্যাভাব। ত্রিবিধ সংসর্গাভাবের মধ্যে কেবলমাত্র অত্যন্তাভাবই সামান্যাভাব হইতে পারে। অত্যন্তাভাবের মত প্রাগভাব সামান্যাভাব হইতে পারে না। যদি বলা যায়—প্রাগভাবও সামান্যাভাব হইলে ক্ষতি কি? প্রাগভাবের প্রতিযোগিতাও সামান্য ধর্ম্মদ্বারা অবচ্ছিন্ন হউক। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—প্রাগভাব সামান্যাভাব হইতে পারে না। কারণ প্রতিযোগীর জনক অভাবকেই প্রাগভাব বলা হয়। পট-প্রাগভাব পটের জনক। প্রাগভাব যদি সামান্যাভাব হয়, তবে এই প্রাগভাব কাহার জনক হইবে? ঘট প্রাগভাব ঘট ব্যক্তির জনক হইবে? অথবা ঘট সামান্যের জনক হইবে? ঘট ব্যক্তি ব্যতীত ঘট সামান্যরূপ কোনও প্রতিযোগী প্রসিদ্ধ নাই—যাহার জনক প্রাগভাব হইতে পারে। ঘট ব্যক্তি, বিশেষ বিশেষ প্রাগভাবজন্য অর্থাৎ তদ্‌ঘট-প্রাগভাব তদ্‌ঘটের জনক, অপর ঘটের প্রাগভাব, অপর ঘটের জনক। এই বিশেষ প্রাগভাব, ব্যক্তিবিশেষের জনক। কিন্তু প্রাগভাব সামান্যাভাব হইলে সেই প্রাগভাব কোন্ প্রতিযোগীর জনক হইবে?[২]

আর একথাও বলা যায় না যে—বিশেষাভাবরূপ প্রাগভাব প্রতিযোগীর জনক হইলেও সামান্যাভাবরূপ প্রাগভাব কোনও প্রতিযোগীর জনক হইবে

১ ..তত্র কিং পটোৎপত্তেঃ পূর্বং তন্তুষু পটো নাস্তীতি বুদ্ধির্মানম্, এতাবন্তং কালং তন্তুষু পটো নাসীদিতি বুদ্ধির্বা, ইদং মাভূদিতি কামনাঽনুপপত্তির্বা, তন্তুষু পটো ভবিষ্যতীত্যনুভবো বা? অদ্বৈতদীপিকা-বিবরণ (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ), পৃঃ ২৩৫; অদ্বৈতদীপিকা (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ) পৃঃ ২৩৪

২...তত্র ন তাবদুৎপন্নমাত্রতন্তুষু পটো নাস্তীতি প্রত্যক্ষং প্রমাণম্। পটো নাস্তীতি বুদ্ধেঃ পটত্বা-বচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকাভাববিষয়িণ্যাঃ সামান্যাভাববিষয়ত্বয়া প্রাগভাবাবিষয়ত্বাৎ। ন হি সামান্যাভাবরূপঃ প্রাগভাবোঽস্তি। ঘটাদিব্যক্তিব্যতিরেকেণ সামান্যস্য প্রতিযোগিনোঽভাবাৎ। প্রাগভাবস্যাবশ্যং প্রতিযোগিজনকত্বাৎ। ব্যক্তিবিশেষাণাং চ বিশেষপ্রাগভাবকার্যত্বাৎ .... সামান্যাভাবস্য তৎকারণত্বে মানা-ভাবাৎ......অদ্বৈতদীপিকা, (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ), পৃঃ ২৩৪-৩৫; অদ্বৈতদীপিকা—বিবরণ, (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ) পৃঃ ২৩৫-৩৬

না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—প্রাগভাব অবশ্যই প্রতিযোগীর জনক হইয়া থাকে। প্রাগভাববাদীর সিদ্ধান্তে প্রাগভাবত্ব ধর্ম্ম প্রতিযোগিজনকত্ব ধর্ম্মের ব্যাপ্য। যাহাতে প্রতিযোগিজনকত্ব ধর্ম্মই নাই, তাহাতে প্রাগভাবত্বও নাই। ব্যাপক ধর্ম্মের অভাব প্রযুক্ত ব্যাপ্য ধর্ম্মেরও অভাব সিদ্ধ হইবে। সুতরাং প্রতিযোগীর অজনক প্রাগভাব সিদ্ধই হইতে পারে না। সামান্যাভাবরূপ প্রাগভাব স্বীকার করিলে প্রতিযোগীর অজনক প্রাগভাব স্বীকার করিতে হইবে। প্রতিযোগীর অজনক প্রাগভাব যে হইতে পারে না তাহা বলা হইয়াছে।[১]

তৎ তৎ ঘটাদি ব্যক্তির উৎপত্তিতে তৎ তৎ ঘটাদি ব্যক্তির প্রাগভাবই জনক হইবে। বিশেষাভাবরূপ প্রাগভাব ব্যতীত সামান্যাভাবরূপ প্রাগভাবকেও তৎ তৎ প্রতিযোগীর উৎপত্তিতে কারণ স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। সুতরাং সামান্যাভাবরূপ প্রাগভাবের প্রতিযোগিজনকত্বই অসিদ্ধ বলিয়া সামান্যাভাবরূপ প্রাগভাব সিদ্ধ হইতে পারে না।[২] সামান্যাভাবরূপ প্রাগভাবের যেমন প্রতি-যোগিজনকত্ব অসিদ্ধ, এইরূপ সামান্যাভাবরূপ প্রাগভাবের অনুযোগীও অপ্রসিদ্ধ। যাবদ্বিশেষাভাবের অধিকরণেই সামান্যাভাব থাকিতে পারে। যেমন রূপ প্রতিযোগিক যাবদ্‌বিশেষাভাবের অধিকরণ বায়ুতে রূপসামান্যাভাব থাকে, এইরূপ ঘটপ্রাগভাবও যদি সামান্যাভাব হয়, তবে এই অভাবের অনুযোগী অর্থাৎ আশ্রয় কে হইবে? যাবদ্‌ঘট প্রাগভাবের আশ্রয় কোনও ধর্ম্মী প্রসিদ্ধ নাই। এজন্য সামান্যাভাবরূপ ঘটপ্রাগভাবেরও আশ্রয় কেহ হইতে পারিবে না। তৎ তৎ কপালাদি তৎ তৎ ঘটপ্রাগভাবের আশ্রয়। যাবদ্‌ঘট প্রাগভাবের আশ্রয় কোনও কপালই নহে। সুতরাং যাবদ্বিশেষাভাবের আশ্রয় প্রসিদ্ধ নাই বলিয়া সামান্যাভাবরূপ প্রাগ-ভাবেরও আশ্রয় কেহ হইতে পারিবে না।[৩] অত্যন্তাভাব সামান্যাভাবরূপ হইতে পারিলেও প্রাগভাব কখনও সামান্যাভাবরূপ হইতে পারে না। প্রাগভাব প্রতিযোগীর সমবায়ি দেশেই থাকে। তৎ তৎ প্রতিযোগীর সমবায়িদেশ প্রসিদ্ধ থাকিলেও যাবৎপ্রতিযোগীর সমবায়িদেশ অপ্রসিদ্ধ। এমন কোনও কপাল প্রসিদ্ধ নাই, যে কপালে যাবদ্‌ঘট উৎপন্ন হইবে। সুতরাং

১ সামান্যাভাবরূপপ্রাগভাবস্য প্রতিযোগিজনকত্বমেব মাস্তু...তব মতে প্রাগভাবত্বস্য প্রতিযোগিজনকত্ব-ব্যাপ্যত্বাত্তদভাবে প্রাগভাবত্বস্যৈবানুপপত্তেঃ .....অদ্বৈতদীপিকা-বিবরণ, (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ) পৃঃ ২৩৫-৩৬

২ ব্যক্তিবিশেষাণাং চ বিশেষপ্রাগভাবকার্যত্বাৎ ..তদ্‌ব্যতিরেকেণ সামান্যাভাবস্য তৎকারণত্বে মানাভাবাৎ ..অদ্বৈতদীপিকা (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ), পৃঃ ২৩৫

৩...যাবদ্বিশেষাভাববত্যেব সামান্যাভাবস্য নিয়মাৎ .যাবৎপ্রাগভাবানাং চৈকত্রাসংভবাৎ...অদ্বৈত-দীপিকা (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ) পৃঃ ২৩৫

...ধর্মিণোঽসংভবাদপি ন সামান্যপ্রাগভাবঃ . রূপপ্রতিযোগিকযাবদ্বিশেষাভাববত্যেব বায়ৌ রূপসামা-ন্যাভাবদর্শনাৎ, যাবদ্‌ঘটপ্রাগভাবাশ্রয়স্য কস্যচিদভাবান্ন তৎসামান্যপ্রাগভাব ইত্যর্থঃ। অদ্বৈতদীপিকা-বিবরণ (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ) পৃঃ ২৩৬

প্রাগভাবকে সামান্যাভাবরূপ স্বীকার করিলে এই অভাবের প্রতিযোগী ও অনুযোগী উভয়ই অসিদ্ধ হইবে। সুতরাং পটাদির উৎপত্তির পূর্ব্বে "পটো নাস্তি" এইরূপ প্রত্যক্ষ-প্রতীতির বিষয় পটপ্রাগভাব হইতে পারে না। সামান্যধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক প্রাগভাব অসিদ্ধ। আর তৎপটের উৎপত্তির পূর্ব্বে তন্তুতে "তৎপটো নাস্তি" এইরূপ প্রত্যক্ষ প্রতীতির বিষয়ও তৎপট-প্রাগভাব হইতে পারে না; কারণ এই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম তৎপটত্ব বা তদ্ব্যক্তিত্ব—তৎপট ব্যক্তির উৎপত্তির পূর্ব্বে জ্ঞাতই হইতে পারে না। প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্মের অজ্ঞানদশাতে অজ্ঞাত ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতি-যোগিতাক অভাবের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না।

ইহাতে যদি প্রাগভাববাদী এরূপ বলেন যে পটের উৎপত্তির পূর্ব্বে তন্তু-সমূহে "পটো নাস্তি" এইরূপ প্রত্যক্ষ প্রতীতি পটপ্রাগভাববিষয়কই বটে। এই প্রতীতির বিষয় অভাব পটত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক নহে। "পটো নাস্তি" এই প্রতীতি, অভাবীয় প্রতিযোগিতাতে পটত্বাবচ্ছিন্নত্বকে বিষয় করে না। কারণ পটত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব তন্তুতে নাই। কিন্তু উক্ত প্রতিযোগিতাতে পটত্ব সামানাধিকরণ্যমাত্র "পটো নাস্তি" প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে অর্থাৎ পটত্বসমানাধিকরণ প্রতিযোগিতাক অভাব উক্ত প্রতীতির বিষয় হয়; কিন্তু পটত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব উক্ত প্রতীতির বিষয় হয় না। তন্তুতে তৎপট ব্যক্তির উৎপত্তির পূর্ব্বে তন্তুতে তৎপটব্যক্তির প্রাগভাব আছে। এই প্রাগভাব হইতেছে বিশেষাভাব অর্থাৎ বিশেষ প্রতিযোগীর অভাব। এই অভাবের প্রতিযোগী তৎপট ব্যক্তি। ঐ তৎপট ব্যক্তিতে শুদ্ধ পটত্ব ধর্ম্ম আছে এবং অভাবের প্রতিযোগিতাও আছে। সুতরাং এই বিশেষাভাবীয় প্রতিযোগিতা পটত্বরূপ সামান্য ধর্ম্মের সমানাধিকরণ হইয়াছে। সুতরাং শুদ্ধ পটত্বরূপধর্ম্ম-সমানাধিকরণ প্রতিযোগিতাক অভাব "পটো নাস্তি" এই প্রতীতির বিষয় হইতে পারিবে। পটত্বসমানাধিকরণ-প্রতিযোগিতাক অভাব, যাবৎপটের অভাব নহে। যে কোনও পটের অভাবও পটত্বসমানাধিকরণ প্রতিযোগিতাক বটে; কিন্তু পটত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব যৎকিঞ্চিৎ পটের অভাব হইতে পারে না। কারণ পটত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাবপ্রতীতিতে পটত্ব ধর্ম্মের ব্যাপকীভূত প্রতিযোগিতাক অভাব বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। আর ইহাতে যে যে স্থলে পটত্ব ধর্ম্ম আছে, সেই সেই স্থলে অভাবীয় প্রাতযোগিতাও আছে—এইরূপ প্রতীতি হয়। আর তাহাতে যাবৎ পটের অভাবই প্রতীতির বিষয় হইয়া পড়ে। কিন্তু যাবৎ পটের অভাব যে তন্তুতে নাই—ইহা সিদ্ধই আছে। সুতরাং পটত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব উক্ত তন্তুতে প্রতীতির

বিষয় না হইলেও পটত্বসমানাধিকরণ-প্রতিযোগিতাক অভাব উক্ত প্রতীতির বিষয় হইতে কোনও বাধা নাই। যৎকিঞ্চিৎ পটের প্রাগভাবও পটত্ব-সমানাধিকরণ-প্রতিযোগিতাক বটে। আর তাহাতে পূর্ব্বপ্রদর্শিত কোনও দোষেরই আপত্তি হইবে না।[১]

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—"ভূতলে পট নাই" ও "তন্তুতে পট নাই" এই দ্বিবিধ বুদ্ধিই পটপ্রতিযোগিক অভাবকে বিষয় করিয়া থাকে। এই উভয় বুদ্ধিরই অভাববিষয়ত্বাংশে কোনও বৈলক্ষণ্য নাই। "ভূতলে পট নাই" এই বুদ্ধির বিষয়ীভূত অভাব যে পটত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক—ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। ভূতলে যৎকিঞ্চিৎ পট থাকিতে "ভূতলে পটো নাস্তি" এইরূপ প্রতীতি কাহারও হয় না। সুতরাং "ভূতলে পটো নাস্তি" এই প্রতীতির বিষয় অভাব যেমন পটত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক হইয়া থাকে, এইরূপ "তন্তুষু পটো নাস্তি" এইরূপ প্রতীতির বিষয় অভাবও পটত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকই হইবে। কিন্তু পটত্ব-সমানাধিকরণ-প্রতিযোগিতাক হইবে না।[২]

বস্তুতঃ কথা এই যে, প্রতিযোগিবিশেষিত অভাবের প্রতীতিতে প্রতিযোগ্যংশে প্রকারীভূত ধর্ম্মই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকরূপে ভাসমান হইয়া থাকে। "পটো নাস্তি এই প্রতীতি—প্রতিযোগিবিশেষিত অভাব প্রতীতি। এই প্রতীতিতে প্রতিযোগ্যংশে পটত্ব ধর্ম্ম প্রকাররূপে ভাসমান হইয়াছে। এজন্যই পটত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাবই উক্ত প্রতীতির বিষয় হইবে। সুতরাং সামান্যধর্ম্মপ্রতি-যোগিতাক প্রাগভাব সম্ভাবিত নহে বলিয়া পটোৎপত্তির পূর্ব্বে তন্তুতে "পটো নাস্তি" এইরূপ প্রত্যক্ষ প্রতীতির বিষয় পট-প্রাগভাব হইতে পারে না। এজন্য উক্ত প্রতীতি দ্বারা প্রাগভাব সিদ্ধ হয় না। সুতরাং প্রাগভাববাদীর প্রথম প্রমাণ খণ্ডিত হইল।

ইহাতে প্রাগভাববাদী জিজ্ঞাসা করেন যে, পটপ্রাগভাব যদি উক্ত প্রতীতির বিষয় না হয়, তবে উক্ত প্রতীতির বিষয় কে হইবে? এতদুত্তরে অদ্বৈতবাদী বলেন যে, "ভূতলে ঘটো নাস্তি" ইত্যাদি প্রতীতির বিষয় যেমন "কালভেদে অধিকরণ

১. নমু তন্তুষু পটসত্তাভাবাভাবাৎ কথ চিৎ সা বুদ্ধিঃ প্রাগভাবমেব বিষয়ীকরোতীতি চেৎ…অদ্বৈত-দীপিকা (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ) পৃঃ ২৩৬

নমু তন্তুষু পটো নাস্তীতি ধীঃ স্ববিষয়াভাবপ্রতিযোগিতায়াঃ পটত্বাবচ্ছিন্নত্বং ন বিষয়ীকরোতি, পটত্বা-বচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিকাভাবস্য তত্রাসম্ভবাৎ। কিন্তু তস্যাঃ পটত্বসামানাধিকরণ্যমাত্রম্। তচ্চ প্রাগভাব-বিষয়ত্বেঽপ্যুপপদ্যত ইতি শঙ্কতে—নম্বিতি। অদ্বৈতদীপিকা-বিবরণ (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ) পৃঃ ২৩৬

২ ভূতলে পটো নাস্তি, তন্তুষু পটো নাস্তীতি বুদ্ধ্যোঃ পটপ্রতিযোগিকাভাববিষয়ত্বাংশে বৈলক্ষণ্যা-ভাবাদুভয়ত্রাপি পটত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকাভাব এব বিষয়ঃ। অদ্বৈতদীপিকা-বিবরণ (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ), পৃঃ ২৩৭

সংসর্গী অত্যন্তাভাব” হইয়া থাকে, এইরূপ পটোৎপত্তির পূর্ব্বে তন্তুতে “পটো নাস্তি” এইরূপ প্রতীতির বিষয়ও “কালভেদে অধিকরণসংসর্গী অত্যন্তাভাব”ই হইবে। এজন্ত প্রাগভাব স্বীকার করিবার কোনও আবশ্যকতা নাই। অত্যন্তাভাব, সামান্ত ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব হইতে পারে বলিয়া “পটো নাস্তি” এইরূপ প্রতীতিরও কোনও বাধা নাই। সময় বিশেষে সংযোগ সম্বন্ধে ঘটাধার ভূতলাদিতে সময় বিশেষে সংসর্গশীল ঘটাত্যন্তাভাব সকলেরই অনুভব সিদ্ধ। আরও কথা এই যে, প্রতিযোগ্যংশে প্রকারীভূত ধর্ম্ম যদি প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক না হয়, তবে “বায়ৌ রূপং নাস্তি” এইরূপ প্রতীতির বিষয় অভাবও রূপত্বসমানাধিকরণ-প্রতিযোগিতাক অভাবই হইতে পারিবে। আর তাহাতে রূপবিশেষাভাবই বায়ুতে সিদ্ধ হইবে। কিন্তু রূপসামান্তাভাব সিদ্ধ হইবে না। “বায়ৌ রূপং নাস্তি” এই প্রত্যয়ও যদি রূপসামান্তাভাব বিষয়ক না হয়, তবে সামান্তাভাবের সিদ্ধিই হইবে না।[১]

ইহাতে প্রাগভাববাদী আপত্তি করেন :যে—“বায়ৌ রূপং নাস্তি” এইরূপ প্রতীতি দ্বারা সামান্তাভাব সিদ্ধি হয় না ; কিন্তু পৃথিবী, জল ও তেজোবৃত্তি-রূপাভাববত্তয়া নিশ্চিত বায়ুতে “বায়ৌ রূপমস্তি ন বা” এইরূপ সংশয়ের বিষয়রূপে নিশ্চিত তত্তদ্রূপাভাবাতিরিক্ত রূপসামান্তাভাবের সিদ্ধি হইয়া থাকে অর্থাৎ “বায়ুতে পার্থিব রূপ নাই, জলীয় রূপ নাই, তৈজসীয় রূপ নাই” এইরূপ নিশ্চয়দশাতেও “বায়ুতে রূপ আছে কিনা” এইরূপ সন্দেহ হইয়া থাকে ; তত্তদ্বিশেষরূপের অভাব নিশ্চয় কালে বায়ুতে যে রূপাভাব সন্দেহ হয়, এই সন্দেহের বিষয় রূপাভাব—রূপবিশেষাভাবাতিরিক্ত স্বীকার করিতে হইবে। রূপবিশেষাভাব উক্ত সন্দেহের বিষয় হইতে পারে না ; কারণ বায়ুতে রূপবিশেষের অভাবের নিশ্চয়ই আছে। যাহাতে যাহার নিশ্চয় আছে, তাহাতে তাহার সংশয় হয় না। সুতরাং রূপবিশেষাভাবাতিরিক্ত রূপসামান্তাভাবই উক্ত সন্দেহের বিষয় হইবে। সুতরাং সামান্তাভাবের অসিদ্ধি বলা যাইতে পারে না।[২]

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—প্রদর্শিতরূপে সামান্তাভাব সিদ্ধ হইতে পারে না। বায়ুতে রূপবিশেষাভাবের নিশ্চয় থাকিলেও সেই নিশ্চিত রূপবিশেষাভাবেই সংশয় হইতে পারিবে। যদিও নিশ্চিত বিষয়ে সাক্ষাৎ সংশয় হয় না, তথাপি অন্ত সংশয়াহিত সংশয় হইতে পারে। বায়ুবৃত্তি ধর্ম্মে “রূপত্বমস্তি ন বা” এইরূপ

১……ন, ভূতলে ঘটো নাস্তীতি বুদ্ধেরিব কালভেদেনাধিকরণসংসর্গ্যত্যন্তাভাবস্তৈব তদ্বিষয়ত্বাৎ। অন্যথা বায়ৌ রূপং নাস্তীতি প্রত্যয়োঽপি কথং চিদ্বিশেষাভাববিষয় এবেতি সামান্তাভাবস্তৈবাসিদ্ধিপ্রসঙ্গাৎ। অদ্বৈতদীপিকা (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ), পৃঃ ২৩৬

২……নমু বায়ৌ রূপং নাস্তীতি বুদ্ধ্যা ন ;সামান্তাভাবসিদ্ধিঃ। কিং তু পৃথিব্যাদিরূপাভাববত্তয়া নিশ্চিতেঽপি বায়ৌ রূপমস্তি ন বেতি সংশয়বিষয়তয়া নিশ্চিতাভাবাতিরিক্তরূপাভাবসিদ্ধিরিতি চেৎ… অদ্বৈতদীপিকা-বিবরণ (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ) পৃঃ ২৩৭

সংশয়াহিত সংশয় নিশ্চিত রূপবিশেষাভাবেই হইতে পারে। সুতরাং রূপবিশেষা-ভাবই অন্য সংশয়াহিত সংশয়ের বিষয় হইতে পারে বলিয়া বিশেষাভাবাতিরিক্ত সামান্যাভাবের সিদ্ধি হইতে পারে না। রূপবিশেষাভাবই যে উক্ত সংশয়ের বিষয় হইয়া থাকে, তাহাতে আরও প্রমাণ এই যে, যে পুরুষের বায়ুতে প্রত্যেক রূপ-প্রতিযোগিক নিখিলরূপাভাব আছে—এইরূপ নিশ্চয় আছে, তাদৃশ নিশ্চয়দশাতে সেই পুরুষের "বায়ৌ রূপমস্তি ন বা" এইরূপ সংশয়ই হইতে পারে না। এজন্য "বায়ৌ রূপমস্তি ন বা" এই সংশয়—বায়ুবৃত্তি ধর্ম্মে রূপত্বসংশয়াহিত সংশয়ই অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষীর সংশয় সামান্যাভাবের সাধক নহে।[১] প্রথম প্রমাণ খণ্ডন সমাপ্ত।

(২) "তন্তুষু পটো নাস্তি" এই প্রতীতির বিষয় যে পটের প্রাগভাব হইতে পারে না, ইহা বিশদভাবে বলা হইয়াছে। তন্তুতে পটোৎপত্তির পূর্ব্বে "তন্তুষু পটো নাস্তি" এই প্রতীতি যেমন পটের প্রাগভাববিষয়ক নহে, এইরূপ তন্তুতে পটোৎপত্তির পরে "এতাবন্তং কালং তন্তুষু পটো নাসীৎ"—এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত তন্তুতে পট ছিল না এইরূপ বুদ্ধিও প্রাগভাবে প্রমাণ নহে অর্থাৎ "নাসীৎ" এই বুদ্ধির বিষয়ও পটপ্রাগভাব হয় না। কারণ ঘটশূন্য ভূতলে ঘট আনয়নের অনন্তর "এতাবন্তং কালং ভূতলে ঘটো নাসীৎ" এইরূপ প্রতীতি সকলেরই হইয়া থাকে। এই প্রতীতির বিষয় ঘটপ্রাগভাব হইতে পারে না। ঘটের প্রাগভাব ঘটের সমবায়ী কারণে থাকে। ভূতল ঘটের সমবায়ী কারণ নহে। ঘটের সমবায়ী কারণ কপাল। সুতরাং "এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত ভূতলে ঘট ছিল না" এইরূপ প্রতীতির বিষয় ঘটের অত্যন্তাভাবই হইবে—ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। এইরূপ তন্তুতে পটোৎপত্তির পরে "এতাবৎকাল পর্য্যন্ত তন্তুতে পট ছিল না" এইরূপ প্রতীতির বিষয়ও পটের অত্যন্তাভাবই হইবে। "তন্তুষু পটো নাসীৎ" আর "ভূতলে ঘটো নাসীৎ" এই উভয় প্রতীতি সমানরূপ বলিয়া একটি প্রতীতির বিষয় অত্যন্তাভাব ও অপর প্রতীতির বিষয় প্রাগভাব হইবে,—এইরূপ কিছুতেই বলা যায় না। তাহাতে প্রতীতির অপলাপ করিতে হয়। বিলক্ষণ বিষয়ক অবিলক্ষণ প্রতীতি স্বীকার করিলে কোনও ব্যবস্থাই রক্ষিত হইতে পারে না। সুতরাং প্রদর্শিত "নাসীৎ" প্রতীতিও প্রাগভাবে প্রমাণ নহে।[২]

১...ন। তত্র নিশ্চিতাভাবেষেব বায়ুবৃত্তিধর্ম্মে রূপত্বসংশয়াহিতত্বোপপত্তেঃ। বায়ৌ প্রত্যেকপ্রতিযোগিক-নিখিলরূপাভাবাঃ সন্তীতি নিশ্চয়দশায়াং তৎসংশয়াভাবেন তৎসংশয়স্তোক্তসংশয়াহিতত্বাবশ্যকত্বাৎ। অদ্বৈতদীপিকা-বিবরণ (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ) পৃঃ ২৩৭

২......অত এবৈতাবৎকালং তন্তুষু পটো নাসীদিতি বুদ্ধিরপি ন (প্রাগভাবে) প্রমাণম্। এতাবৎকালং ভূতলে ঘটো নাসীদিতি বুদ্ধেরিবাত্যন্তাভাববিষয়ত্বাৎ। অদ্বৈতদীপিকা (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ) পৃঃ ২৩৬-৩৭

(৩) এইরূপ তৃতীয় পক্ষও অসঙ্গত। "ইদং মাভূৎ" অর্থাৎ "ইহা না হউক" এইরূপ কামনাও প্রাগভাববিষয়ক নহে। যদি বলা যায়—"ইহা না হউক" এইরূপ কামনার বিষয় প্রাগভাবই হইবে, কারণ "ইহা না হউক" এইরূপ কামনার বিষয় অভাব অত্যন্তাভাব হইতে পারে না। অত্যন্তাভাব নিত্য; সাধ্য নহে। কামনা সাধ্য বিষয়কই হইয়া থাকে। এইরূপ উক্ত কামনার বিষয় ধ্বংসও হইতে পারে না। কারণ অনিষ্পন্ন-প্রতিযোগিক ধ্বংসই অপ্রসিদ্ধ বলিয়া ধ্বংস সাধ্য হইলেও এস্থলে তাহা কামনার বিষয় হইতে পারে না। ধ্বংসের প্রতিযোগী সিদ্ধ থাকিলে তাহার ধ্বংস বিষয়িণী কামনা হইতে পারে। কিন্তু "ইদং মা ভূৎ" এইরূপ কামনার বিষয় অভাবের প্রতিযোগী অনিষ্পন্ন বলিয়া অনিষ্পন্ন-প্রতিযোগিক ধ্বংস কামনার বিষয় হইতে পারে না। সুতরাং অত্যন্তাভাব ও ধ্বংস এই উভয়ই উক্ত কামনার বিষয় হইতে পারে না বলিয়া প্রাগভাবকেই উক্ত কামনার বিষয় বলিতে হইবে। ইহাতে আপত্তি এই যে—প্রাগভাবও অনাদি বস্তু, তাহাই বা কাম্য হইবে কিরূপে? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—প্রাগভাব অনাদি হইলেও প্রাগভাবের প্রতিযোগীর জনক বিঘটন দ্বারা প্রাগভাব পরিপালন সাধ্য হইতে পারে বলিয়া প্রাগভাব উক্ত কামনার বিষয় হইবে। প্রাগভাব সাধ্য না হইলেও প্রাগভাবের কালান্তর সম্বন্ধ প্রাগভাবের প্রতিযোগীর জনক বিঘটন দ্বারা সম্ভাবিত বটে। প্রাগভাব কালান্তরেও অনুবৃত্ত হউক—এইরূপ কামনা হইতে পারে। প্রাগভাবের কালান্তরানুবৃত্তি সম্পাদন করিতে হইলে প্রাগভাবের প্রতিযোগীর জনক অর্থাৎ যাহা হইতে প্রাগভাবের প্রতিযোগী উৎপন্ন হয়, তাহার বিঘটন করিলেই প্রাগভাবেব প্রতিযোগী উৎপন্ন হইতে পারিবে না। প্রাগভাবের প্রতিযোগী উৎপন্ন না হইলে প্রাগভাবেরও নিবৃত্তি হইবে না। তাহাতে প্রাগভাব কালান্তরেও অনুবৃত্ত হইবে। এইরূপে প্রাগভাবপরিপালনের সাধ্যত্ব সম্ভাবিত বলিয়া সাধ্য প্রাগভাবপরিপালনবিষয়ক কামনা হইতে পারিবে। উক্ত কামনার বিষয় প্রাগভাব পরিপালন। সুতরাং উক্ত কামনার অনুপপত্তিই প্রাগভাবে প্রমাণ। প্রাগভাব স্বীকার না করিলে উক্ত কামনা হইতেই পারিবে না। "ইদং মা ভূৎ" এইরূপ কামনাই অসিদ্ধ—এরূপ বলা যায় না। এরূপ কামনা সর্ব্বানুভবসিদ্ধ। প্রাগভাব স্বীকার না করিলে সর্ব্বানুভবসিদ্ধ এই কামনাই অনুপপন্ন হইয়া পড়িবে বলিয়া প্রাগভাব অবশ্য স্বীকার্য্য। ইহাই প্রাগভাবপরিপালনন্যায়। প্রায়শ্চিত্তাদিদ্বারা দুঃখপ্রাগভাব পরিপালিত হইয়া থাকে।[১]

১ ……নাপি 'ইদং মা ভূৎ' ইতি কামনা প্রাগভাববিষয়া। অত্যন্তাভাবস্তাসাধ্যত্ব৺ তদযোগাৎ, ধ্বংসস্ত চ তদানীমনিষ্পন্নপ্রতিযোগিকস্তাকাম্যত্বাৎ। প্রাগভাবপরিপালনস্ত চ সাধ্যত্বাৎ ইতি বাচ্যম্। অদ্বৈতদীপিকা (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ), পৃঃ ২৩৮

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—উক্ত কামনার অনুপপত্তিও প্রাগভাবে প্রমাণ নহে। অনাদি প্রাগভাবের কালান্তর সম্বন্ধ সাধ্য বলিয়া তাহা যেমন কামনার বিষয় হইতে পারে, এইরূপ অত্যন্তাভাবেরও কালান্তর সম্বন্ধ সাধ্য বলিয়া তাহা কামনার বিষয় হইতে পারিবে। প্রাগভাবের প্রতিযোগিজনক বিঘটন দ্বারা যেমন প্রাগভাবের কালান্তর সম্বন্ধ সাধ্য হইয়া থাকে, প্রতিযোগীর জনক বিঘটনের জন্য যেমন প্রযত্নও পুরুষের হইয়া থাকে, এইরূপ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগীর জনকবিঘটন দ্বারা অত্যন্তাভাবেরও কালান্তরসম্বন্ধ সাধ্য হইতে পারিবে এবং অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগীর জনক বিঘটনের জন্য পুরুষের প্রযত্নও হইতে পারিবে। সুতরাং প্রাগভাবের সম্বন্ধ-পরিপালনের মত অত্যন্তাভাবের সম্বন্ধপরিপালনও সাধ্য বলিয়া তাহাই "ইদং মা ভূৎ" এই কামনার বিষয় হইতে পারিবে। সুতরাং কামনানুপপত্তি প্রাগভাবে প্রমাণ নহে। অত্যন্তভাববিষয়ক হইয়াও উক্ত কামনা উপপন্ন হইতে পারে। সুতরাং অন্যথা উপপন্ন কামনাদ্বারা প্রাগভাবের সিদ্ধি হয় না।[১]

(৪) এইরূপ তন্তুষু পটো ভবিষ্যতি" এইরূপ বুদ্ধিও প্রাগভাব-বিষয়ক নহে। এজন্য "ভবিষ্যতি" প্রতীতি দ্বারাও প্রাগভাব সিদ্ধ হয় না। যদি বলা যায়—তন্তুতে পটোৎপত্তির পূর্ব্বে তন্তুতে যে পটের অভাব আছে, তাহা ত প্রাগভাবই বটে। সুতরাং "ভবিষ্যতি" প্রতীতির বিষয় প্রাগভাবই হইবে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে —"পটো ভবিষ্যতি" এই বুদ্ধি পটের ভবিষ্যৎকালসম্বন্ধবিষয়িণী। কিন্তু পটের প্রাগভাববিষয়িণী নহে। সুতরাং উক্ত প্রতীতিদ্বারা প্রাগভাব সিদ্ধ হইতে পারে না।[২]

এতদুত্তরে প্রাগভাববাদী বলেন যে, বিদ্যমান প্রাগভাবের প্রতিযোগিত্বই ভবিষ্যৎ শব্দের অর্থ। কেবলমাত্র আগামী কালেব সম্বন্ধই "ভবিষ্যতি" এইরূপ বুদ্ধির বিষয় হয় না। বিদ্যমান পর্ব্বতাদিরও আগামী কালসম্বন্ধিনী প্রতীতি থাকিলেও "পর্ব্বতো ভবিষ্যতি" এইরূপ বুদ্ধি হয় না। বর্ত্তমানে না থাকিয়া যে আগামিকাল সম্বন্ধী হয়, তাহাতেই—"ভবিষ্যতি" এই প্রতীতি হইয়া থাকে। আগামিকালসম্বন্ধী বস্তুর বর্ত্তমানে অবিদ্যমানতাই প্রাগভাব। সুতরাং বিদ্যমান বস্তুর কালান্তরসম্বন্ধিতা জ্ঞানে সম্বন্ধজ্ঞান থাকিলেও "ভবিষ্যতি" এইরূপ বুদ্ধি হয় না এবং "ভবিষ্যতি" এইরূপ শব্দপ্রয়োগও হয় না।[৩]

১ ……অনাদিপ্রাগভাবকালান্তরসম্বন্ধস্যেবাত্যন্তাভাবস্যাপি কালান্তরে সম্বন্ধস্য কামনাসম্ভবাৎ। তস্য চ প্রাগভাবসম্বন্ধস্যেব প্রতিযোগিজনকবিঘটনাধীনত্বাৎ তদর্থযত্নাবিরোধাৎ—অদ্বৈতদীপিকা (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ), পৃঃ ২৩৮

২ … অথ তন্তুষু পটো ভবিষ্যতি' ইতি বুদ্ধিঃ প্রাগভাববিষয়া। ন চ ভবিষ্যতীতি বুদ্ধিঃ পটাদেঃ ভবিষ্যৎকালসম্বন্ধবিষয়েতি বাচ্যম্—অদ্বৈতদীপিকা (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ), পৃঃ ২৩৮

৩ … বিদ্যমানপ্রাগভাবপ্রতিযোগিত্বস্যৈব ভবিষ্যচ্ছব্দার্থত্বাৎ। উৎপন্নস্য কালান্তরসম্বন্ধজ্ঞানেঽপি ভবিষ্যতীতি বুদ্ধিপ্রয়োগয়োরভাবাচ্চেতি চেৎ—অদ্বৈতদীপিকা (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ), পৃঃ ২৩৮; অদ্বৈত-দীপিকা-বিবরণ (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ) পৃঃ ২৩৯

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, যাহাতে যে বস্তুর ভবিষ্যত্তা প্রতীত হয়, তাহাতে সেই বস্তুর বর্তমানক্ষণে অসত্ত্ব ও উত্তরক্ষণে সত্ত্ব এই উভয় অংশ লইয়াই "ভবিষ্যতি" এইরূপ বুদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু বিদ্যমান প্রাগভাবের প্রতিযোগিত্বমাত্রই "ভবিষ্যৎ" শব্দের অর্থ নহে। "তন্তুষু পটো ভবিষ্যতি" এইরূপ আপ্তজনের উক্তিদ্বারা আগামী কালে পটের অসত্ত্বাশঙ্কা নিবৃত্ত হইয়া থাকে। প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্বমাত্রই "ভবিষ্যৎ" শব্দের অর্থ হইলে আগামী কালে পটের অসত্ত্বাশঙ্কার নিবৃত্তি হইত না। এতাবৎকাল পর্য্যন্ত তন্তুতে পটের প্রাগভাব থাকিলেও পটের সহকারী কারণ বিরহ প্রযুক্ত যেমন বর্তমানকালে তন্তুতে পট উৎপন্ন হইতে পারে নাই, এইরূপ পরবর্তী কালেও পটের সহকারী কারণের অভাবপ্রযুক্ত পটের অভাব সম্ভাবিত আছে বলিয়া আগামীকালে পটের অসত্ত্বাশঙ্কার নিবৃত্তি হইতে পারে না অর্থাৎ আগামী কালে পটের সত্ত্বনিশ্চয় হইতে পারে না। [১]

যদি বলা যায়—বর্তমান কালে তন্তুতে পটের অসত্ত্ব, পটের প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্বপ্রযুক্তই বটে। যদি পট বর্তমানকালবৃত্তি প্রাগভাবের প্রতিযোগী না হইত, তবে বর্তমানকালে তন্তুতে পটের অসত্ত্ব হইত কেন? বর্তমানক্ষণে পটের অসত্ত্ব, প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্ব-প্রযুক্তই বটে। প্রাগভাববাদীর এরূপ বলা সঙ্গত নহে। কারণ বর্তমানক্ষণে অথবা বর্তমানক্ষণাবচ্ছিন্ন তন্তুতে যে আগামী পটের অসত্ত্ব আছে, তাহা পটের অত্যন্তাভাব প্রতিযোগিত্ব প্রযুক্তই বটে। কিন্তু প্রাগভাব-প্রতিযোগিত্বপ্রযুক্ত নহে। আরও কথা এই যে—বিদ্যমান প্রাগভাবের প্রতি-যোগিত্বই যদি "ভবিষ্যৎ" শব্দের অর্থ হইত, তবে "দেবদত্তঃ পণ্ডিতো ভবিষ্যতি" এইরূপ প্রতীতি ও শব্দপ্রয়োগ উভয়ই অনুপপন্ন হইয়া পড়িত। কারণ উৎপন্ন দেবদত্তে বিদ্যমান প্রাগভাবের প্রতিযোগিত্ব নাই। এজন্য "ভবিষ্যতি" এইরূপ প্রতীতি ও শব্দপ্রয়োগ হওয়া উচিত নহে। [২]

যদি বলা যায়—দেবদত্ত উৎপন্ন হইলেও পাণ্ডিত্যবিশিষ্ট দেবদত্ত উৎপন্ন নহে। কেবল দেবদত্ত ও পাণ্ডিত্যবিশিষ্ট দেবদত্ত ভিন্ন বস্তু। সুতরাং বর্তমানকালে দেবদত্তের

১ ...... ন, বর্তমানক্ষণাসত্ত্বোপহিতোত্তরক্ষণবৈশিষ্ট্যস্যৈব ভবিষ্যতীতি বুদ্ধিবিষয়ত্বাৎ—অদ্বৈতদীপিকা (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ), পৃঃ ২৩৮

...... তন্তুষু পটো ভবিষ্যতীত্যাপ্তোক্ত্যা তত্রাগামিকালে পটাসত্ত্বশঙ্কা ব্যাবর্ত্যতে, প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্ব-মাত্রস্য ভবিষ্যচ্ছব্দার্থত্বে তন্ন স্যাৎ। তত্রৈতাবন্তং কালং প্রাগভাবসত্ত্বেঽপি সহকারিবিরহাৎ পটাভাববদনন্তর-মপি তদ্বিরহাত্তদভাবসম্ভবাত্তৎসত্ত্বনিশ্চয়াযোগাদিতি ভাবঃ। অদ্বৈতদীপিকা-বিবরণ (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ), পৃঃ ২৩৯-৪০

২...... বর্তমানক্ষণাসত্ত্বং চ ন প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্বেন, কিং তু বর্তমানক্ষণে তদবচ্ছিন্নে বা আগামি-ঘটস্য সর্ব্বথাঽসত্ত্বাৎ অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বেনৈব। অন্যথা দেবদত্তঃ পণ্ডিতো ভবিষ্যতীত্যাদিপ্রত্যয়-প্রয়োগৌ ন স্যাতাম্। অদ্বৈতদীপিকা (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ), পৃঃ ২৪০

প্রাগভাব না থাকিলেও পাণ্ডিত্যবিশিষ্ট দেবদত্তের প্রাগভাব আছে; সুতরাং "ভবিষ্যতি" এইরূপ প্রতীতি ও শব্দপ্রয়োগ অনুপপন্ন নহে।[১]

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—বিশিষ্ট বিশেষ্য হইতে ভিন্ন নহে। যদি বিশিষ্টকে বিশেষ্য হইতে ভিন্ন বলা যায়, তবে জিজ্ঞাসা এই যে—এই বিশিষ্ট বস্তু নিত্য হইবে কি অনিত্য হইবে? যদি নিত্য বলা যায়, তবে বিশেষণের অভাবেও নিত্য বিশিষ্ট আছে বলিয়া বিশিষ্টবিষয়ক প্রমাপ্রতীতি ও শব্দপ্রয়োগ হওয়া উচিত। আর যদি বিশিষ্টকে অনিত্য বলা যায়, তবে এই অনিত্য বিশিষ্ট বস্তুর সমবায়ী কারণ, অসমবায়ী কারণ ও নিমিত্ত কারণ কে হইবে? যদি বলা যায়—বিশেষণাদিই সমবায়ী কারণ হইবে, তবে তদুত্তরে বক্তব্য এই যে—যে স্থলে গুণকর্ম্মাদি বিশেষণ, তাহাদেরও সমবায়িকারণতার আপত্তি হইবে।[২]

আরও কথা এই যে—বিশিষ্ট যদি বিশেষ্য হইতে ভিন্ন হয, তবে বিশিষ্ট বস্তুও বিশেষণাদিভেদ বিশিষ্ট বলিয়া বিশেষ্য হইতে ভিন্ন হইবে। তাহাতে অনবস্থার আপত্তি হইবে। সর্ব্বত্র শুদ্ধই বিশেষ্য হইবে, বিশিষ্ট বিশেষ্য হইতে পারে না—এরূপ নহে। বিশিষ্ট বিশেষ্য হইলেই অনবস্থা হইবে। বিশিষ্ট হইতে বিশেষ্য ভিন্ন। সেই বিশিষ্টও বিশেষ্য বলিয়া তাহাও বিশিষ্ট হইতে ভিন্ন, এইরূপে অবিশ্রান্ত ভেদধারা স্বীকার করিতে হইবে। বিশিষ্ট বিশেষ্য হইতে ভিন্ন স্বীকার করিলে আরও দোষ এই যে, "পণ্ডিতো ভবিষ্যতি" এইরূপ বুদ্ধির বিষয় বিশেষণের ভবিষ্যত্তাই হইবে, কিন্তু বিশেষ্যের ভবিষ্যত্তা হইবে না। কেবল বিশেষণমাত্রেরই ভবিষ্যত্তা প্রতীতির বিষয় হইবে। পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যই ভবিষ্যত্তাযুক্ত—এইরূপ বলিতে হইবে। আর তাহাতে "পণ্ডিতো ভবিষ্যতি" এই প্রতীতির বিষয় "পাণ্ডিত্যং ভবিষ্যতি" হইবে।[৩] অথচ পণ্ডিত দেবদত্তেরই ভবিষ্যত্তা অনুভূত হইয়া থাকে; পাণ্ডিত্যের নহে। "পণ্ডিতো ভবিষ্যতি" এইরূপ শব্দপ্রয়োগে দেবদত্তোত্তর প্রথমা বিভক্তির সপ্তম্যর্থে লক্ষণা স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ পণ্ডিত শব্দের পাণ্ডিত্য ধর্ম্মে লক্ষণা স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ পুংলিঙ্গ পণ্ডিত শব্দের ক্লীবলিঙ্গে ব্যত্যাস করিতে হইবে।

১ ......পাণ্ডিত্যবিশিষ্ট-দেবদত্তস্ত কেবলদেবদত্তাদন্যত্বেন তৎপূর্বস্তৎপ্রাগভাবোঽস্তীতি। অদ্বৈত-দীপিকা-বিবরণ (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ) পৃঃ ২৪১

২ ..... বিশিষ্টস্যানঙ্গত্বাচ্চ—অদ্বৈতদীপিকা (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ), পৃঃ ২৪০...তৎ কিং নিত্যমনিত্যং বা? নাদ্যঃ বিশেষণাদ্যভাবেঽপি তৎপ্রসঙ্গাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ তদুপাদানানিরূপণাৎ নচ বিশেষণাদিকমেব তদুপাদানমিতি বাচ্যম্। গুণাদীনামপি তদাপত্তেঃ। অদ্বৈতদীপিকা-বিবরণ (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ) পৃঃ ২৪১

৩ বিশিষ্টস্যাপি বিশেষণাদিভেদবিশিষ্টত্বেন তদনবস্থাপ্রসঙ্গাচ্চেতি ভাবঃ।...পণ্ডিতো ভবিষ্যতীতি বুদ্ধিশব্দয়োর্বিশেষণস্যৈব ভবিষ্যত্তাবিষয়ো ন বিশেষ্যস্য ··· অদ্বৈতদীপিকা-বিবরণ (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ), পৃঃ ২৪১

এইরূপে বহু কল্পনা প্রসঙ্গ হইবে। এজন্য বিশিষ্ট বিশেষ্য হইতে ভিন্ন এরূপ বলা কিছুতেই সঙ্গত নহে। আর বিশিষ্ট বিশেষ্য হইতে অভিন্ন হইলে "দেবদত্তঃ পণ্ডিতো ভবিষ্যতি" এইরূপ ভবিষ্যত্তা প্রতীতির বিষয় বর্ত্তমান-প্রাগভাবের প্রতিযোগিত্ব হইতে পারে না।[১]

ইহাতে প্রাগভাববাদী শঙ্কা করেন যে—প্রাগভাব স্বীকার না করিলে "পণ্ডিতো ভবিষ্যতি" এই প্রতীতির বিষয় কোন্ অভাব হইবে? দেবদত্তের স্থিতিকালে ত দেবদত্তের অভাব হইতে পারে না।[২] এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, পণ্ডিতত্ববিশিষ্ট দেবদত্তের অত্যন্তাভাবই উক্ত প্রতীতির বিষয় হইবে। বিশেষণাভাবপ্রযুক্ত বিশিষ্ট দেবদত্তের অভাব দেবদত্তের স্থিতিকালেও সম্ভাবিত। এজন্য বিদ্যমান বস্তুরও প্রাগসত্ত্ব, অত্যন্তাভাবদ্বারাই উপপন্ন হইতে পারে বলিয়া প্রাগভাব স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই।[৩] ইহাতে আপত্তি এই যে—বিদ্যমান বস্তুরও প্রাক্‌কালাসত্ত্ব, অত্যন্তাভাবদ্বারা উপপন্ন হইলেও কালের প্রাক্‌ত্ব ধর্ম্মটি প্রাগভাব স্বীকার না করিলে নির্ব্বচনই করা যাইবে না। প্রাগভাবের আধার কালই প্রাক্‌কাল। সুতরাং কালের প্রাক্‌ত্ব নিরূপণ করিবার জন্য প্রাগভাব স্বীকার করিতেই হইবে।[৪] এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, কালের প্রাক্‌ত্ব নিরূপণ করিবার জন্য প্রাগভাব স্বীকার করিবার অবশ্যকতা নাই। প্রতিযোগী ও প্রতিযোগিধ্বংসের অনাধার কালই প্রাক্‌কাল। যে কালে প্রতিযোগীও নাই, প্রতিযোগীর ধ্বংসও নাই, তাহাই প্রতিযোগীর প্রাক্‌কাল।[৫]

ইহাতে প্রাগভাববাদী আপত্তি করেন যে, ঘটাদি বস্তুতে যদি প্রাগভাবের প্রতিযোগিত্ব স্বীকার না করা যায়, তবে আত্মাদি নিত্য বস্তুর মত ঘটাদিরও কার্য্যত্ব সিদ্ধ হইবে না। আত্মাদি কার্য্য বস্তু হয় না এবং ঘটাদি কার্য্য বস্তু হয়, ইহার কারণ কি? আত্মাদি বস্তু প্রাগভাবের প্রতিযোগী হয় না বলিয়াই তাহা কার্য্য বা সাধ্য নহে এবং ঘটাদি বস্তু প্রাগভাবের প্রতিযোগী

১ ......ন চ তত্র পাণ্ডিত্যমাত্রস্যৈব ভবিষ্যত্তা ন তু দেবদত্তস্যেতি বাচ্যম্। পণ্ডিতদেবদত্তস্যৈব ভবিষ্যত্তায়ানুভবাৎ। শব্দপ্রয়োগেঽপি দেবদত্ত ইতি প্রথমযা সপ্তম্যর্থোপলক্ষণীয়ঃ পণ্ডিতশব্দস্য চ ধর্ম্মপরত্বং লিঙ্গব্যত্যয়শ্চেতি বহুকল্পনাপ্রসঙ্গাৎ—অদ্বৈতদীপিকা (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ), পৃঃ ২৪০-৪১

২.. দেবদত্তস্থিতিকালে দেবদত্তাভাবাভাবাৎ ত্বন্মতেঽপি কথং তদা বিশিষ্টাসত্ত্বম্? ..অদ্বৈতদীপিকা-বিবরণ (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ) পৃঃ ২৪১

৩ পণ্ডিতত্ববিশিষ্টদেবদত্তাত্যন্তাভাবশ্চ প্রাগপ্যস্তীতি ন বিদ্যমানস্য প্রাগসত্ত্ববিরোধঃ . অদ্বৈতদীপিকা (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ), পৃঃ ২৪১.. বিশেষণাভাবপ্রযুক্তবিশিষ্টাভাবস্য তদাপি সত্ত্বাদিত্যর্থঃ...অদ্বৈতদীপিকা-বিবরণ (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ), পৃঃ ২৪১

৪...নন্বু প্রাগভাবাভাবে কালস্য প্রাক্‌ত্বমেবানুপপন্নম্ প্রাগভাবাবচ্ছিন্নকালস্যৈব প্রাক্কালত্বাৎ—অদ্বৈত-দীপিকা-বিবরণ (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ), পৃঃ ২৪২

৫ প্রাক্‌ত্বং চ কালস্য প্রতিযোগিতদ্ধ্বংসানাধারত্বমিতি ন তদর্থমপি প্রাগভাবঃ—অদ্বৈতদীপিকা (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ) পৃঃ ২৪১

হয় বলিয়াই তাহা কার্য্য বা সাধ্য হইয়া থাকে। সুতরাং ঘটাদি বস্তুর সাধ্যত্ব বা কার্য্যত্ব ঘটাদির প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্ব ব্যতীত অনুপপন্ন হইয়া পড়িবে। এজন্য ঘটাদির কার্য্যত্বানুপপত্তিই প্রাগভাবে প্রমাণ।[১]

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—যে স্বরূপবিশেষ প্রযুক্ত ঘটাদিতে প্রাগভাব-প্রতিযোগিত্ব আছে, সেই স্বরূপবিশেষপ্রযুক্তই ঘটাদির কার্য্যত্ব উপপন্ন হইবে। এজন্য প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্ব স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। অসৎকার্য্যবাদি-গণের মতে উপাদানে কার্য্যের অসত্ত্বমাত্রই অপেক্ষিত। ঘটাদির উৎপত্তির পূর্ব্বে ঘটাদির উপাদান কারণে ঘটাদির সত্ত্ব থাকিলে ঘটাদির সাধ্যত্ব উপপন্ন হইতে পারে না। উপাদান কারণে কার্য্যের অসত্ত্ব কারণনিষ্ঠ অত্যন্তাভাব দ্বারাই উপপন্ন হইতে পারিবে। এজন্য প্রাগভাব স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। আর ইহাতে প্রাগভাববাদিগণ এরূপ আপত্তিও প্রদর্শন করিতে পারেন না যে—প্রাগভাবের অপ্রতিযোগীও যদি কার্য্য হইতে পারে, তবে আত্মারও কার্য্যত্বাপত্তি হইবে। আত্মা প্রাগভাবের প্রতিযোগী হয় না বলিয়াই ত কার্য্য হয় না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, যে স্বরূপবিশেষ প্রযুক্ত আত্মা প্রাগভাবের প্রতিযোগী হয় নাই, সেই স্বরূপবিশেষ প্রযুক্তই আত্মা কার্য্যও হইবে না। আত্মার অসাধ্যতা সিদ্ধির জন্য আত্মাতে প্রাগভাবের অপ্রতিযোগিত্ব স্বীকার করিবার কোনও আবশ্যকতা নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে—"নাস্তি, নাসীৎ, ভবিষ্যতি" এই ত্রিবিধ প্রতীতির যে কোনটিরই বিষয় প্রাগভাব নহে। প্রাগভাব স্বীকার না করিলেও কার্য্যের উৎপত্তির পূর্ব্বে "নাস্তি" ও "ভবিষ্যতি" এই উভয় প্রতীতিই উপপন্ন হইতে পারে এবং কার্য্যের উৎপত্তির পরে "এতাবন্তং কালং কার্য্যং নাসীৎ" এই প্রতীতির বিষয়ও প্রাগভাব নহে বলিয়া উক্ত প্রতীতি দ্বারা প্রাগভাব সিদ্ধ হয় না। এইরূপ "নাস্তু বা মাস্তু" এইরূপ কামনারও অনুপপত্তিপ্রযুক্ত প্রাগভাব সিদ্ধ হয় না।[২]

সম্প্রতি প্রাগভাববাদী নূতন আর একটি আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন যে, প্রাগভাব স্বীকার না করিলে উৎপন্ন কার্য্যের পুনরুৎপত্তির আপত্তি হইবে। কার্য্যের উৎপত্তির অব্যবহিত প্রাক্‌ক্ষণে কার্য্যের সামগ্রী ছিল বলিয়াই সামগ্রীর

১ ন চ কার্যত্বমেব প্রাগভাবং বিনা ন নির্বহতীতি বাচ্যম্—অদ্বৈতদীপিকা (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ) পৃঃ ২৪১ .. ঘটাদীনাং প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্বাভাবে আত্মবৎ কার্যত্বমেব ন স্যাৎ—অদ্বৈতদীপিকা-বিবরণ (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ), পৃঃ ২৪২

২...ঘটাদীনাং স্বরূপবিশেষেণ প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্ববৎ কার্যত্বস্যাপি সাধ্যত্বলক্ষণস্য তত এবোপপত্তেঃ। অসৎকার্যবাদিনঃ কার্য্যাসত্ত্বমাত্রস্যৈব তত্রাপেক্ষিতত্বাৎ। এতেন প্রাগভাবাপ্রতিযোগিনঃ কার্যত্বে আত্ম-নোঽপি কার্য্যত্বাপত্তিরিতি প্রত্যুক্তম্। যেন স্বরূপবিশেষেণাত্মা ন প্রাগভাবপ্রতিযোগী তেনৈবাকার্য-মিতি বক্তুং শক্যত্বাচ্চ। অদ্বৈতদীপিকা (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ), পৃঃ ২৪২

অব্যবহিত উত্তরক্ষণে কার্য্যের উৎপত্তি হইয়াছে। যে সামগ্রী কার্য্যের অব্যবহিত প্রাক্‌ক্ষণে ছিল, সেই সামগ্রীই কার্য্যের উৎপত্তিক্ষণেও আছে। মাত্র কার্যসামগ্রীর অন্তর্গত তৎকার্য্যের প্রাগভাবই নাই। এজন্য প্রাগভাববাদীর মতে উৎপন্ন কার্য্যের পুনরুৎপত্তির আপত্তি হয় না। কার্য্যের প্রাগভাবও কার্য্যের উৎপাদক সামগ্রীর অন্তর্গত একটি কারণ। কার্য্যের উৎপত্তিকালে কার্য্যের প্রাগভাব নষ্ট হইয়াছে বলিয়া কার্য্যের সমগ্র কারণ নাই অর্থাৎ কার্য্যের সামগ্রী নাই। এজন্য উৎপন্ন কার্য্যের পুনরুৎপত্তি হয় না। কিন্তু যাঁহারা প্রাগভাব স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতে উৎপন্ন কার্য্যের পুনরুৎপত্তির আপত্তি অপরিহার্য্য। যে সামগ্রী কার্য্যের উৎপত্তির অব্যবহিত প্রাক্‌কালে ছিল, সেই সামগ্রী কার্যের উৎপত্তিকালেও আছে। সামগ্রী থাকিলেও যদি কার্য্যের উৎপত্তি না হয়, তবে সামগ্রী হইতে কার্য্যের প্রথম উৎপত্তিই বা হইল কেন? এজন্য উৎপন্ন কার্য্যের পুনরুৎপত্তির আপত্তি পরিহার করিবার জন্য অবশ্য প্রাগভাব স্বীকার করিতে হইবে।[১]

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, প্রাগভাববাদিগণের মধ্যেও দুইটি প্রকার দৃষ্ট হয় অর্থাৎ প্রাগভাববাদিগণ দ্বিবিধ:—(১) কেহ কেহ বলেন—প্রতিযোগী প্রাগভাবের নিবর্ত্তক। (২) আবার কেহ কেহ বলেন—প্রতিযোগী প্রাগভাবের নিবর্ত্তক নহে; কিন্তু প্রতিযোগীই প্রাগভাবের নিবৃত্তিস্বরূপ। সাধারণতঃ নৈয়ায়িকগণ "প্রতিযোগী প্রাগভাবের নিবর্ত্তক হইয়া থাকে" ইহাই বলেন। নিবর্ত্তক কথার অর্থ নিবৃত্তির জনক। প্রতিযোগী প্রাগভাব-নিবৃত্তির জনক হইয়া থাকে। যাঁহারা প্রতি-যোগীকে প্রাগভাবের নিবর্ত্তক বলেন, তাঁহাদের মতে উৎপন্ন কার্য্যের পুনরুৎ-পত্তির আপত্তি হইবে না কেন? প্রতিযোগীর উৎপত্তিকালে প্রাগভাব ত নিবৃত্ত হয় নাই। প্রতিযোগী প্রাগভাবের নিবর্ত্তক বলিয়া প্রতিযোগীর উৎপত্তির দ্বিতীয়ক্ষণে প্রাগভাবের নিবৃত্তি হইবে। প্রতিযোগীর উৎপত্তিক্ষণে ত প্রাগভাব আছেই। সুতরাং প্রতিযোগীর উৎপত্তিক্ষণে সামগ্রী আছে বলিয়া উৎপত্তির দ্বিতীয়ক্ষণে কার্য্যের পুনরুৎপত্তির আপত্তি অবশ্যই হইবে।[২] যে পুনরুৎপত্তির আপত্তির পরিহারের জন্য প্রাগভাব স্বীকার করা হইয়াছে, এই মতে সেই আপত্তি থাকিয়াই যাইবে। সুতরাং "ভক্ষিতেঽপি লশুনে ন শান্তো ব্যাধিঃ" এই ন্যায়েরই অবকাশ হইবে।

১...ন চৈবমুৎপন্নস্য পুনরুৎপত্তিপ্রসঙ্গঃ।—অদ্বৈতদীপিকা (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ), পৃঃ ২৪৪... তদ্ধেতোর্ভাবেঃ সত্ত্বাৎ। অদ্বৈতদীপিকা (প্রথম পরিচ্ছেদ), পৃঃ ২২০। প্রাগভাবস্যাকারণত্বে প্রতিযোগ্যুৎ-পত্তিসময়ে সামগ্রীসত্ত্বেনোৎপন্নস্য পুনরুৎপত্তিঃ—অদ্বৈতদীপিকা-বিবরণ (প্রথম পরিচ্ছেদ), পৃঃ ২২০

২—প্রতিযোগ্যুৎপত্তিকালে প্রাগভাবস্যাপি সত্ত্বাৎ পুনরুৎপত্তিপ্রসঙ্গস্য তন্মতেঽপি সমত্বাৎ—অদ্বৈত-দীপিকা-বিবরণ (প্রথম পরিচ্ছেদ), পৃঃ ২২০

বস্তুতঃ এই মতটি নিতান্ত অসঙ্গত। কার্য্যের উৎপত্তিক্ষণে কার্য্য ও কার্য্যের প্রাগভাব উভয়ই আছে বলিয়া কার্য্যের উৎপত্তিক্ষণ কার্য্যের বর্ত্তমানক্ষণ এবং প্রাগভাব আছে বলিয়া তাহাই কার্য্যের ভাবিক্ষণও বটে। একই বস্তুর বর্ত্তমানকাল ও ভাবিকাল একই কাল স্বীকার করিলে কালব্যবহার উচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। বর্ত্তমানকাল কখনও ভবিষ্যৎকাল নহে। এজন্য প্রাগভাব ও প্রাগভাবের প্রতিযোগী এককালে থাকে—ইহা কোনও প্রামাণিক পুরুষই স্বীকার করিতে পারেন না।

আর যাঁহারা প্রতিযোগীকে প্রাগভাবের নিবৃত্তিস্বরূপ স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে প্রদর্শিত দোষ হয় না বটে; কিন্তু তাঁহারাও প্রাগভাব অস্বীকারকারীর নিকটে উৎপন্ন ঘটের পুনরুৎপত্তির আপত্তি প্রদর্শন করিতে পারেন না; কারণ প্রাগভাব ব্যতীত দণ্ড, চক্রাদি কারণ আছে বলিয়াই ত উৎপন্ন ঘটের পুনরুৎপত্তির আপত্তি হইবে। যাহাতে কার্য্যের পূর্ব্বক্ষণসত্ত্ব নিয়ম আছে অর্থাৎ যাহা নিয়ত প্রাক্‌কাল সৎ, তাহাকেই কারণ বলা হয়। দণ্ডাদিতে অনুৎপন্ন ঘটের নিয়ত প্রক্‌কালসত্ত্ব থাকিলেও উৎপন্ন ঘটের নিয়ত প্রাক্‌কালসত্ত্ব নাই। ঘটের উৎপত্তিকালে দণ্ড-সূত্রাদিকে অবশ্যই থাকিতে হইবে—এরূপ ত কোন নিয়ম নাই। ঘটোৎপত্তিকালে দণ্ডাদি না থাকিতেও পারে। সুতরাং উৎপন্ন ঘটের প্রতি দণ্ডাদির পূর্ব্বক্ষণসত্ত্ব নিয়ম নাই বলিয়াই দণ্ডাদিতে উৎপন্ন ঘটের কারণতাই নাই। সুতরাং অকারণ দণ্ডাদি হইতে উৎপন্ন ঘটের পুনরুৎপত্তির আপত্তি নিতান্ত অসঙ্গত।[১]

ইহাতে প্রাগভাববাদী আপত্তি করেন যে—সামগ্রীর অনন্তর ক্ষণ কার্য্যের আধার ক্ষণ হইয়া থাকে; কার্য্যের অনন্তর ক্ষণ নিয়ত কার্য্যবান্‌ হইয়া থাকে। সামগ্রীর অনন্তর ক্ষণে কার্য্য উৎপন্ন না হইলে তাহা সামগ্রীই নহে। অব্যবহিত-পূর্ব্বত্ব সম্বন্ধে কার্য্যবত্ত্বই সামগ্রীত্ব। যে সামগ্রীর অব্যবহিত উত্তর ক্ষণে কার্য্য হইবে না অর্থাৎ কার্য্য উৎপন্ন হইবে না, সে সামগ্রীও অব্যবহিত পূর্ব্বত্ব-সম্বন্ধে কার্য্যবতী হইবে না। সুতরাং তাহা সামগ্রীই হইবে না। অতএব সামগ্রীর অনন্তর ক্ষণে কার্য্যোৎপত্তির নিয়ম আছে বলিয়া উৎপন্ন-ঘটত্বরূপে ঘট কার্য্য না হইলেও কেবল-ঘটত্বরূপে ঘটকার্য্যের পুনরুৎপত্তির আপত্তি কেন হইবে না? দণ্ডাদি উৎপন্ন ঘটের কারণ না হইলেও ঘটের কারণ ত বটেই। সুতরাং ঘটোৎপত্তির পরক্ষণে সামগ্রীবশতঃ ঘটের

১ ..উৎপন্নঘটস্য চ পুনরুৎপত্ত্যাপাদনমসঙ্গতম্। দণ্ডাদেরুৎপন্নঘটাহেতুত্বাৎ—অদ্বৈতদীপিকা (প্রথম পরিচ্ছেদ), পৃঃ ২২০—দণ্ডাদেরুৎপন্নঘটং প্রতি পূর্বক্ষণসত্ত্বনিয়মাভাবাৎ কারণত্বমেব নাস্তি, তথা-চাকারণাৎ কার্যাপাদনমসঙ্গতম্—অদ্বৈতদীপিকা-বিবরণ (প্রথম পরিচ্ছেদ) পৃঃ ২২০—২১

পুনরুৎপত্তির আপত্তি থাকিবেই। ঘটস্বরূপ কার্য্যের পুনরুৎপত্তি নিবারিত হইবে কেন ?[১]

এতদুত্তরে যদি বলা যায়—উৎপন্ন ঘটই প্রতিবন্ধক বলিয়া ঘটের পুনরুৎপত্তি হইতে পারে না। ঘটের পুনরুৎপত্তিতে উৎপন্ন ঘটই প্রতিবন্ধক। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—উৎপন্ন ঘটকে প্রতিবন্ধক স্বীকার করিলে ঘটপ্রাগভাবের কারণত্ব অপরিহার্য্য হইয়া পড়িবে। কারণ যে কার্য্যের যাহা প্রতিবন্ধক, সেই প্রতিবন্ধকের অভাব সেই কার্য্যের কারণ। উৎপন্ন ঘটকে প্রতিবন্ধক বলায় উৎপন্ন ঘটের অভাবকে কারণ বলিতে হইবে। উৎপন্ন ঘটের অভাব উৎপন্ন ঘটের প্রাগভাব ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না।[২] ইহাতে প্রাগভাব অনঙ্গীকর্ত্তৃবাদিগণ বলেন যে—যাঁহারা প্রতিবন্ধকাভাবকে কারণ বলেন, তাঁহারাও প্রতিবন্ধকের অভাবমাত্রকে কারণ বলেন না। কিন্তু উত্তেজকাভাব-বিশিষ্ট প্রতিবন্ধকের অভাবকেই কারণ বলেন। তাদৃশ অভাবই কার্য্যোপযোগী। বিশিষ্টপ্রতিযোগিক অভাবই প্রতিবন্ধকাভাব। প্রাগভাব বিশিষ্টপ্রতিযোগিক নহে। এজন্য প্রতিবন্ধকাভাবত্বরূপে প্রাগভাবের কারণত্বই হইতে পারে না।[৩]

বস্তুতঃ কথা এই যে—সামগ্রী কালীন কার্য্যের অনুৎপাদপ্রযোজককেই প্রতিবন্ধক বলা হয়। ইহাই আমাদের মতে প্রতিবন্ধকতার লক্ষণ। সুতরাং আমাদের মতে প্রতিবন্ধকাভাব কারণই হইতে পারে না। সামগ্রীকালীন কার্য্যের যে অনুৎপাদ, তাহার প্রযোজকত্ব অর্থাৎ ব্যাপ্যত্ব প্রতিবন্ধকের লক্ষণ। প্রতিবন্ধকাভাবকে কারণ বলিলে প্রতিবন্ধকাভাবও সামগ্রীর অন্তর্গতই হইবে। প্রতিবন্ধকাভাব-ঘটিত সামগ্রী থাকিলে কার্য্যের অনুৎপাদই হইতে পারিবে না। কার্য্যের অনুৎপাদ অপ্রসিদ্ধ হইলে তাহার প্রযোজকত্বই অনুপপন্ন হইবে। আমাদের প্রদর্শিত প্রতিবন্ধকের লক্ষণ অনুসারে প্রতিবন্ধকাভাব কারণ হইতে পারে না। বস্তুতঃ আমাদের প্রদর্শিত প্রতিবন্ধক লক্ষণই লোকব্যবহারের অনুগুণ। সামগ্রীসত্ত্ব-দশাতেও কার্য্য উৎপন্ন না হইলে প্রতিবন্ধকবশতঃ কার্য্য উৎপন্ন হয় নাই—ইহাই লোকে ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু কারণের অভাবপ্রযুক্ত কার্য্যের অভাব হইলে প্রতিবন্ধকবশতঃ কার্য্যের অভাব হইয়াছে—এরূপ কেহ বলে না। বহ্নির অভাব-

১...ন চ—তৎসামগ্র্যন্তরক্ষণস্য তদুৎপত্তিকালত্বনিয়মাৎ ঘটোৎপত্ত্যনন্তরকালীনোঽপি ঘট উৎপদ্যেতেতি বাচ্যম্। অদ্বৈতদীপিকা (প্রথম পরিচ্ছেদ), পৃঃ ২২০

২ উৎপন্নস্যৈব প্রতিবন্ধকত্বাৎ। ন চৈবং প্রাগভাবস্য কারণত্বপ্রসঙ্গঃ,—অদ্বৈতদীপিকা (প্রথম পরিচ্ছেদ), পৃঃ ২২০ ...তর্হি প্রাগভাবস্য প্রতিবন্ধকাভাবতয়া কারণত্বসিদ্ধিঃ—অদ্বৈতদীপিকা বিবরণ (প্রথম পরিচ্ছেদ), পৃঃ ২২১

৩ ..উত্তেজকাভাববিশিষ্টস্য হি প্রতিবন্ধকস্যাভাবঃ কার্য্যোপযোগী প্রাগভাবস্য ন তদ্বিশিষ্টপ্রতিযোগিক ইতি ন তস্য প্রতিবন্ধকাভাবতয়াপি কারণত্বমিতি—অদ্বৈতদীপিকা বিবরণ (প্রথম পরিচ্ছেদ), পৃঃ ২২১

প্রযুক্ত দাহের অনুৎপাদদশাতে প্রতিবন্ধকপ্রযুক্ত দাহের অনুৎপাদ হইয়াছে—এইরূপ লোকের অনুভব হয় না। কিন্তু দাহকার্য্যের সামগ্রীদশাতেও দাহকার্য্য না হইলে প্রতিবন্ধকবশতঃ দাহকার্য্য হয় নাই—ইহাই লোকে অনুভব করে। লোকব্যবহারের অনন্যুগুণ বলিয়া "কারণীভূতাভাবপ্রতিযোগিত্বই প্রতিবন্ধকত্ব" এইরূপ প্রতিবন্ধকের লক্ষণ আমরা স্বীকার করি না।[১]

যদি বলা যায়—প্রতিবন্ধকাভাবকে কারণ না বলিলে কার্য্যের সহিত প্রতিবন্ধকাভাবের যে অন্বয়-ব্যতিরেকের অবগতি আছে, তাহার বিরোধ হইবে। প্রতিবন্ধকাভাব থাকিলে কার্য্য হয়, প্রতিবন্ধক থাকিলে কার্য্য হয় না, এইরূপ অন্বয়-ব্যতিরেকের অবগতি ত সকলেরই আছে। সুতরাং অন্বয়-ব্যতিরেকসিদ্ধ বলিয়া প্রতিবন্ধকাভাব কারণ হইবে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—প্রতিবন্ধকাভাবে কার্য্যের কারণতা না থাকিলেও কার্য্যের অনুকূলতা আছে। প্রতিবন্ধকাভাবের অন্বয়-ব্যতিরেক কার্য্যের অনুকূলতার মাত্র গ্রাহক ; কিন্তু কারণতার গ্রাহক নহে। অনুকূলত্ব ও কারণত্ব এক বস্তু নহে। কারণতাবচ্ছেদকে কারণত্ব না থাকিলেও কার্য্যানুকূলত্ব আছে। সুতরাং সামগ্রীকালীন কার্য্যের অনুৎপাদ প্রযোজকত্বই প্রতিবন্ধকত্ব বলিয়া প্রতিবন্ধকাভাব কারণ হইতে পারে না।[২]

আরও কথা এই যে—"একা সামগ্রী একমেব কার্য্যং জনয়তি" এই নিয়ম স্বীকার করিলেই উৎপন্ন কার্য্যের পুনরুৎপত্তির আপত্তি বারণ হইতে পারে। এজন্য প্রাগভাবের কারণতা স্বীকার করিবার কোনও আবশ্যকতা নাই। তৎ তৎ ক্ষণাদিও কার্য্যের সহকারী কারণ বলিয়া ক্ষণাদি সহকারী কারণের বিরহ প্রযুক্তও সামগ্রী নাই বলিয়াই উৎপন্ন কার্য্যের পুনরুৎপত্তি হইবে না।[৩] অদৃষ্টবিশেষও কার্য্যের কারণ। অদৃষ্টবিশেষের অভাবপ্রযুক্তই উৎপন্ন কার্য্যের পুনরুৎপত্তি হইবে না। যাহা হউক, প্রদর্শিতরূপে প্রাগভাব অপ্রামাণিক বলিয়া প্রমাজ্ঞানের প্রাগভাবই অজ্ঞান—এরূপ বলা যায় না। অজ্ঞান অভাবস্বরূপ নহে ; কিন্তু অভাববিলক্ষণ। অজ্ঞান অভাবস্বরূপ হইলে অজ্ঞানের আবরকত্ব সম্ভাবিত হইত না। আর তাহাতে "অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানম্" (গীতা ৫।১৫) ইত্যাদি ভগবদুক্তিরও বিরোধ হইত।[৪]

১.. সামগ্রীকালীনকার্য্যানুৎপাদপ্রয়োজকত্বং হি প্রতিবন্ধকত্বং, ততো ন তদভাবঃ কারণম্। অন্যথানুৎপাদস্য সামগ্রীকালীনত্বাযোগাৎ। অদ্বৈতদীপিকা (প্রথম পরিচ্ছেদ), পৃঃ ২২০ .. ইদং চ প্রতিবন্ধকাভাবস্য কারণত্বেঽনুপপন্নং তদ্ঘটিত-সামগ্র্যাং সত্যাং কার্য্যানুৎপাদাযোগেন তৎপ্রয়োজকত্বস্যাপ্যনুপপত্তেরিতি—অদ্বৈতদীপিকা—বিবরণ (প্রথম পরিচ্ছেদ), পৃঃ ২২১।

২...ন চৈবমন্বয়ব্যতিরেকবিরোধঃ। তয়োস্তদ্গতাঽনুকূলতামাত্রবিষয়ত্বাৎ। অনুকূলত্বং চ কারণত্বাদন্যদেব। অবচ্ছেদকস্যাপি তৎসত্ত্বাৎ। উক্তবাধকেন কারণত্বানুপপত্তেঃ। অদ্বৈতদীপিকা (প্রথম পরিচ্ছেদ) পৃঃ ২২০—২১।

৩...পূর্বক্ষণঃ কারণং তদ্বিরহাদ্যোৎপন্নস্য পুনরনুৎপাদঃ—অদ্বৈতদীপিকা (প্রথম পরিচ্ছেদ) পৃঃ ২৩২

৪ অদ্বৈতব্রহ্মরক্ষণ পৃঃ ২০

যাঁহারা প্রাগভাব স্বীকার করেন, তাঁহারা প্রতিযোগীর জনক অভাবকেই প্রাগভাব বলেন। এই জনকত্ব পদার্থটি বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে—কার্য্যের পূর্ব্বকালে নিয়তবৃত্তি ও অনন্যথাসিদ্ধ বস্তুই জনক। আর কার্য্যের প্রাগভাববৎকালই কার্য্যের পূর্ব্বকাল। সুতরাং জনকত্ব প্রাগভাবঘটিত হইয়া পড়িতেছে। প্রতিযোগিজনকত্বরূপেই প্রাগভাব কল্পিত হয়। আর প্রতিযোগি-জনকত্বও প্রাগভাব কল্পনার পূর্ব্বে জানা যায় না; যেহেতু জনকত্ব প্রাগভাব-ঘটিত। এজন্য প্রাগভাবের জ্ঞান, প্রাগভাব জ্ঞান সাপেক্ষ বলিয়া জ্ঞপ্তিতে আত্মাশ্রয় দোষ হইয়া যাইবে। এজন্য যাঁহারা প্রাগভাব স্বীকার করেন, তাঁহারা প্রদর্শিত প্রাগভাবঘটিত জনকত্ব স্বীকার করিতে পারেন না। এজন্য তাঁহারা স্বরূপসম্বন্ধ বিশেষকেই জনকত্ব বলেন। "স্বরূপসম্বন্ধ বিশেষ" কথার অর্থ জনকত্ব ধর্ম্মটি জনকস্বরূপ, জনক বস্তু হইতে অতিরিক্ত নহে। বস্তুতঃ ইহা কোনও বিশেষ নির্ব্বচন নহে; অগতিক অবস্থাতেই এরূপ বলা হইয়া থাকে। যাহা হউক, যাঁহারা প্রাগভাব স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতেও প্রাগভাবের প্রত্যক্ষ অসম্ভাবিতই বটে। কার্য্যের প্রাগভাবদশাতে প্রতিযোগী অনুৎপন্ন বলিয়া প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-প্রকারক প্রতিযোগীর জ্ঞান সম্ভাবিতই নহে। অভাব প্রতীতিতে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকরূপেই প্রতিযোগী অভাবাংশে বিশেষণ হইয়া থাকে। সুতরাং প্রাগভাবদশাতে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক বিশিষ্ট প্রতিযোগীর জ্ঞান সম্ভাবিত নহে বলিয়া প্রাগভাবের প্রতীতি অসিদ্ধই বটে। কোনও কপালে ঘটের প্রাগভাবের প্রতীতিতে এই প্রাগভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম তদ্‌ব্যক্তিত্ব বা তদ্‌ঘটত্ব; কিন্তু শুদ্ধ ঘটত্ব নহে। যে কোনও ঘটের উপাদান যে কোনও কপালে যাবদ্‌ঘটের প্রাগভাব থাকে না। প্রাগভাব প্রতিযোগীর জনক। যে কোনও কপালে যাবদ্ ঘট উৎপন্ন হয় না। এজন্য উপাদানে উপাদেয় ব্যক্তিরই প্রাগভাব স্বীকৃত হইয়া থাকে। অনুপাদেয় ব্যক্তির প্রাগভাব অনুপাদানে কখনও থাকে না। এজন্য যে কোনও কপালে যে কোনও ঘট-ব্যক্তির প্রাগভাব থাকে; যাবদ্ ঘটের প্রাগভাব থাকে না। এজন্য প্রাগভাব-প্রতীতি অসম্ভাবিতই বটে। আর যাঁহারা প্রাগভাব স্বীকার করেন না, তাঁহাদের কোনই হানি হয় না। আর এজন্যই অদ্বৈতবেদান্তিগণ প্রাগভাব স্বীকার করেন নাই। কোনও স্থলে অদ্বৈতবেদান্তিগণও যে প্রাগভাবের ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা পরমতের অভ্যুপগম করিয়াই বলিয়াছেন, ইহাই বুঝিতে হইবে।[১]

১ জনকত্বং চ স্বরূপসংবন্ধবিশেষঃ, ন প্রাগভাবঘটিতঃ, প্রাগভাবস্যাজনকত্বাপত্তেঃ; অন্যথাত্মা-শ্রয়াৎ। অতঃ প্রাগভাবমঙ্গীকুর্বতোঽপি তৎপ্রত্যক্ষত্বং দুর্লভম্। তমনঙ্গীকুর্বতস্তু ন কাপি হানিঃ অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫২—৫৩

ইহাতে দ্বৈতবাদিগণ আপত্তি করেন যে—"ইহ কপালে ঘটো ভবিষ্যতি" এই প্রতীতির বিষয় প্রাগভাব না হইলেও "ইহ কপালে ইদানীং ঘটো নাস্তি" এই প্রতীতির বিষয় প্রাগভাবই হওয়া উচিত। এতদুত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলেন যে, প্রদর্শিত যুক্তিদ্বারা ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে—যৎকিঞ্চিৎ বিশেষের অভাব সামান্যধর্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক হইতে পারে না। এজন্য "ইহ কপালে ইদানীং ঘটো নাস্তি" এই প্রতীতিও প্রাগভাব বিষয়ক নহে। কিন্তু এই প্রতীতির বিষয় ঘটের অত্যন্তাভাব। সময়বিশেষ সম্বন্ধী অত্যন্তাভাবই উক্ত প্রতীতির বিষয় হইবে। সুতরাং ঘটত্বরূপ সামান্যধর্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক তৎকালাবচ্ছিন্ন যাবদ্‌বিশেষাভাবকূট উক্ত প্রতীতির বিষয় হইবে। "ইদানীং ঘটো নাস্তি" এই প্রতীতির বিষয় অত্যন্তাভাবটী এতৎকালাবচ্ছিন্ন এবং এই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম ঘটত্বরূপ সামান্যধর্ম। ঘটত্বরূপ সামান্য-ধর্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক যাবদ্‌বিশেষাভাবই উক্ত প্রতীতির বিষয় হইবে।[১]

যদিও অদ্বৈতসিদ্ধিকার "ইদানীং ঘটো নাস্তি" এই প্রতীতির বিষয় যাবদ্‌বিশেষা-ভাবকূটকে বলিয়াছেন, যাবদ্‌বিশেষাভাবকূট ব্যতিরিক্ত ঘটসামান্যাভাবকে বলেন নাই, তথাপি যাবদ্‌বিশেষাভাবাতিরিক্ত সামান্যাভাবও বলা যাইতে পারে। সামান্যাভাব না বলিয়া বিশেষাভাবকূট বলার অভিপ্রায় এই যে—অগ্রিম গ্রন্থে সামান্যাভাবের বিচার বিশেষভাবে প্রদর্শিত হইবে বলিয়া সেই বিচারগ্রন্থের অবতারণা করিবার জন্যই ঐরূপ বলিয়াছেন। ধ্বংস এবং প্রাগভাব যেমন সময়বিশেষাবচ্ছিন্ন হয় অর্থাৎ সময়বিশেষ যেমন ধ্বংস ও প্রাগভাবের অবচ্ছেদক হইয়া থাকে, এইরূপ অত্যন্তাভাবেরও অবচ্ছেদক সময়বিশেষ হইতে পারে। "ইদানীং ঘটো নাস্তি" এই প্রতীতিতে এতৎকালাবচ্ছিন্ন অত্যন্তাভাবই বিষয় হইয়া থাকে। এজন্য অত্যন্তাভাবাতিরিক্ত প্রাগভাব স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। যদি সময়বিশেষাবচ্ছিন্ন অত্যন্তাভাব স্বীকার না করা যায়, তবে "আদ্যক্ষণে ঘটো নীরূপঃ" এইরূপ প্রতীতির অনুপপত্তিই হইয়া পড়িবে। রূপের আদ্যক্ষণাবচ্ছিন্ন অত্যন্তাভাবই উক্ত প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে।[২]

এস্থলে এরূপ বলা যায় না যে রূপের প্রাগভাবই "আদ্যক্ষণে ঘটো নীরূপঃ" এই প্রতীতির বিষয় হইবে। রূপপ্রাগভাবই যদি "নীরূপঃ" এইরূপ প্রতীতির বিষয় হয়, তবে রূপবান্ ঘটেও ভাবী রূপের প্রাগভাব আছে বলিয়া রূপবান্

১ ইহেদানীং ঘটো নাস্তীতি প্রতীতিস্তু সামান্যধর্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক-তৎকালাবচ্ছিন্নযাবদ্বিশেষা-ভাববিষয়া, সময়বিশেষস্যাপ্যভাবাবচ্ছেদকত্বাৎ—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫৩

২ সময়বিশেষস্যাপ্যভাবাবচ্ছেদকত্বাৎ। অন্যথা 'আদ্যক্ষণে ঘটো নীরূপ' ইত্যাদিপ্রতীতির্ন স্যাৎ—অদ্বৈতসিদ্ধি পৃঃ ৫৫৩

ঘটও "নীরূপঃ" এইরূপ প্রতীতির বিষয় হইয়া পড়িত। উৎপন্ন দ্রব্য একক্ষণ নির্গুণ থাকে—এইরূপ বৈশেষিকগণ স্বীকার করেন। নির্গুণ দ্রব্যেরই উৎপত্তি হয়। উৎপত্তির পরক্ষণে উৎপন্ন দ্রব্যে গুণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। উৎপন্ন দ্রব্য যেমন অনিত্য, সেইরূপ উৎপন্ন দ্রব্যের গুণগুলিও অনিত্য। এই অনিত্যগুণের সমবায়ী কারণ উৎপন্ন দ্রব্যই হইয়া থাকে। কারণ প্রাক্‌কালবৃত্তি হয়। এজন্য গুণোৎপত্তির পূর্ব্বকালে সমবায়ী কারণের সত্তা স্বীকার করিতে হইবে। এজন্য গুণের সমবায়ী কারণ দ্রব্য গুণরহিত হইয়াই প্রথম উৎপন্ন হয়। দ্রব্যের উৎপত্তির পরক্ষণে গুণ উৎপন্ন হয়। গুণের সহিত দ্রব্য উৎপন্ন হইলে সেই উৎপন্ন গুণের সমবায়ী কারণ, গুণের সহিত উৎপন্ন দ্রব্য হইতে পারিত না। সমকালোৎপন্ন দুইটি বস্তুর একটি অপরটির কারণ হইতে পারে না। যেহেতু কারণ নিয়ত পূর্ব্বকালবৃত্তি হইয়া থাকে। এজন্য উৎপন্ন গুণ, গুণের সহিত উৎপন্ন দ্রব্যে সমবেত হইতে পারিবে না বলিয়া অসমবেত ভাবকার্য্যের আপত্তি হইবে। ইহাই বৈশেষিকগণের অভিপ্রায়। আর এজন্যই বৈশেষিক আচার্য্যগণ "আত্মক্ষণে ঘটো নীরূপঃ" এইরূপ প্রতীতি স্বীকার করিয়া থাকেন। উৎপন্ন ঘট শ্যামরূপ-বিশিষ্ট; অগ্নিপাকে শ্যামরূপ নষ্ট হইয়া রক্তরূপ বিশিষ্ট হইয়া থাকে। ঘটের উৎ-পত্তিক্ষণে যেমন শ্যামরূপের প্রাগভাব আছে, সেইরূপ রক্তরূপেরও প্রাগভাব আছে। শ্যামরূপের প্রাগভাব আছে বলিয়া উৎপত্তিক্ষণে ঘট যদি "নীরূপঃ" এইরূপ প্রতীতির বিষয় হয়, তবে শ্যামরূপবিশিষ্ট ঘটেও রক্তরূপের প্রাগভাব আছে বলিয়া "নীরূপঃ" এইরূপ প্রতীতির বিষয় হইবে না কেন? সুতরাং সময়বিশেষাবচ্ছিন্ন অত্যন্তাভাবই "ইহ কপালে ইদানীং ঘটো নাস্তি" এইরূপ প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে। এজন্য প্রাগভাব স্বীকার করিবার কোনও আবশ্যকতা নাই।[১]

ইহাতে দ্বৈতবাদিগণ আপত্তি করেন যে—"ইহ কপালে ইদানীং ঘটো নাস্তি" এই প্রতীতির বিষয় যদি সামান্যধর্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক যাবদ্‌বিশেষাভাব হয়, তবে যাবদ্‌বিশেষাভাব ব্যতিরিক্ত সামান্যাভাব সিদ্ধ হইবে না। যাবদ্‌বিশেষাভাব যদি সামান্যধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক হইতে পারে, তবে সামান্যাভাববিষয়ক প্রতীতিমাত্রই সামান্যধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক যাবদ্‌বিশেষাভাব দ্বারাই চরিতার্থ হইল। সুতরাং অতিরিক্ত সামান্যাভাব মানিবার কোনও আবশ্যকতাই থাকিবে না। সুতরাং যাবদ্‌বিশেষাভাবীয় প্রতিযোগিতা, সামান্যধর্ম্মাবচ্ছিন্ন হয় স্বীকার করিলে সামান্যাভাব অসিদ্ধই হইয়া পড়িবে।[২]

এতদুত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলেন যে—প্রাগভাব স্বীকার করিলেও অতিরিক্ত

১ অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫৩

২ অথ—অস্মিন্ পক্ষে সামান্যাভাবো ন সিধ্যেদিতি চেৎ—অদ্বৈতসিদ্ধি পৃঃ ৫৫৩

সামান্যাভাবের অসিদ্ধিই হইয়া পড়িবে। অতিরিক্ত সামান্যাভাব ও প্রাগভাব সুন্দ-উপসুন্দের মত পরস্পর ব্যাহত। সামান্যাভাব ও প্রাগভাব যে পরস্পর পরাহত, তাহাই দেখাইবার জন্য অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলিয়াছেন যে—যাঁহারা প্রাগভাব স্বীকার করেন, তাঁহারা যৎকিঞ্চিৎ বিশেষের অভাবকেও সামান্যধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতি-যোগিতাক বলিয়া স্বীকার করেন। কারণ যে কোনও একটি কপালে "ঘটো ভবিষ্যতি" এইরূপ প্রতীতির বিষয় প্রাগভাবের প্রতিযোগী যাবদ্ ঘট নহে; কিন্তু যে কোনও একটি ঘট। অথচ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম শুদ্ধ ঘটত্ব। "ইহ কপালে ঘটো নাস্তি" এই প্রতীতির বিষয় প্রাগভাবটী ঘটত্বরূপ সামান্যধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক হইয়া থাকে। সুতরাং সামান্যধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাবই —সামান্যাভাব, এরূপ আর বলা যায় না। যৎকিঞ্চিৎ বিশেষের প্রাগভাবও সামান্যধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক স্বীকার করা হইয়াছে। যে অভাবের প্রতিযোগিতা সামান্যধর্ম্মাবচ্ছিন্ন, তাহাই যদি সামান্যাভাব হইত; তবে যৎকিঞ্চিৎ ঘটের প্রাগভাবের প্রতিযোগিতাও ঘটত্বরূপ সামান্যধর্ম্মাবচ্ছিন্ন বলিয়া যৎকিঞ্চিৎ বিশেষের প্রাগভাবও সামান্যাভাবই হইয়া পড়িত। প্রাগভাব যে সামান্যাভাব হইতে পারে না, তাহা বিশেষভাবে বলা হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে—সামান্যধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাবের প্রতীতির বিষয় বিশেষাভাবও হয়। সুতরাং এই প্রতীতি দ্বারা বিশেষাভাবাতিরিক্ত সামান্যা-ভাবের সিদ্ধি হয় না। "ঘটো নাস্তি" এই প্রতীতি দ্বারা যদি বিশেষাভাবাতিরিক্ত সামান্যাভাবের সিদ্ধি হইত, তবে "ইহ কপালে ইদানীং ঘটো নাস্তি" এই প্রতীতি কখনও প্রাগভাববিষয়ক হইতে পারিত না। যৎকিঞ্চিৎ বস্তুর প্রাগ-ভাবের প্রতিযোগিতা সামান্যধর্ম্মাবচ্ছিন্ন হয় বলিয়া প্রাগভাববাদিগণ স্বীকার করিয়াছেন। এজন্য সামান্যধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাবই বিশেষাভাবা-তিরিক্ত সামান্যাভাব, একথা আর বলা যায় না। আর যদি বিশেষাভাবা-তিরিক্ত সামান্যাভাব স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে এইরূপই স্বীকার করিতে হইবে যে—যে কোনও বিশেষের অভাবের প্রতিযোগিতা সামান্যধর্ম্মাবচ্ছিন্ন হয় না; বিশেষাভাব সামান্যধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক নহে। আর তাহাতে প্রাগভাবের অসিদ্ধিই হইয়া পড়িবে। "ইহ কপালে ইদানীং ঘটো নাস্তি" এইরূপ প্রতীতির বিষয় প্রাগভাবটী সামান্যধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক বিশেষ প্রাগভাব। ধ্বংস ও প্রাগভাব এই দুইটি অভাব কাদাচিৎক অভাব। এই কাদাচিৎক অভাব ধ্বংস ও প্রাগভাব সামান্যাভাব হইতে পারে না। কোনও ভাব-বস্তুর ধ্বংস বা প্রাগভাব সেই বস্তুর সমবায়ী কারণেই (উপাদানেই) থাকে। কোনও ভাব-বস্তুর ধ্বংস বা প্রাগভাব সেই বস্তুর সমবায়ী কারণেই প্রতীতও হইয়া থাকে।

ঘটের সমবায়ী কারণ কোনও কপালেই ঘট-সামান্য উৎপন্নও হয় না এবং ঘট-সামান্য ধ্বস্তও হয় না। যে কোনও কপালেই যে কোনও বিশেষ ঘটের উৎপত্তি বা ধ্বংস হইয়া থাকে। এজন্য ঘটের সমবায়ী কারণ কপালে ঘট-সামান্যের ধ্বংস বা ঘট-সামান্যের প্রাগভাব সম্ভাবিত নহে। এজন্য কাদাচিৎক অভাব ধ্বংস ও প্রাগভাব সামান্যাভাব হইতে পারে না। অথচ "ইহ কপালে ইদানীং ঘটো নাস্তি" "ইহ কপালে ইদানীং ঘটো নষ্টঃ" ইত্যাদি প্রতীতির বিষয় প্রাগভাব ও ধ্বংস সামান্যধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক বিশেষাভাবই বলিতে হইবে। বিশেষা-ভাবের প্রতিযোগিতা সামান্যধর্ম্মাবচ্ছিন্ন হয় না স্বীকার করিলে প্রদর্শিত প্রতীতিদ্বারা প্রাগভাবের সিদ্ধি হইতে পারে না। এজন্য প্রাগভাব ও সামান্যাভাব এই উভয়ই অসিদ্ধ। যাবদ্‌বিশেষাভাবাতিরিক্ত একটি সামান্যাভাব স্বীকার করাও সঙ্গত নহে এবং যৎকিঞ্চিৎ বিশেষাভাবের প্রতিযোগিতা সামান্য-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন হয়—এরূপ স্বীকার করাও সঙ্গত নহে। সুতরাং অতিরিক্ত সামান্যাভাব ও প্রাগভাব—দুইটিই অসিদ্ধ। আর এই কথাই অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলিয়াছেন যে—"ইতি ন তদুভয়মপি বিপশ্চিতাং চেতসি চমৎকারমাবহতি।" [১]

ইহাতে যাবদ্ বিশেষাভাবাতিরিক্ত সামান্যাভাববাদিগণ বলেন যে—যাবদ্‌বিশেষা-ভাবাতিরিক্ত সামান্যাভাব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কারণ বায়ুতে যাবদ্‌বিশেষ রূপের অভাব নিশ্চয় থাকিলেও "রূপ বায়ুবৃত্তি কি না, বায়ু রূপবান্ কি না" এইরূপ রূপাভাবের সন্দেহ হইয়া থাকে বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে—যাবদ্ বিশেষাভাবাতিরিক্ত সামান্যাভাব আছে। নিশ্চিত বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। যে সময়ে যেস্থলে যে বস্তুর নিশ্চয় আছে, সেই সময়েই সেস্থলে সেই বস্তুর সন্দেহ হইতে পারে না। অথচ যে পুরুষের যে সময়ে বায়ুতে যাবদ্‌রূপবিশেষের অভাব নিশ্চয় আছে, সেই সময়ে সেই পুরুষের "বায়ু রূপবান্ ন বা" "রূপং বায়ুবৃত্তি নবা" এইরূপ সংশয় অনুভবসিদ্ধ। সুতরাং যাবদ্‌রূপবিশেষের অভাবের অতিরিক্ত রূপসামান্যাভাব না থাকিলে প্রদর্শিত রূপসামান্যাভাবের সংশয় হইল কিরূপে? সুতরাং যাবদ্ বিশেষাভাবকূট হইতে অতিরিক্ত একটি সামান্যাভাব স্বীকার করিতে হইবে।[২]

১...প্রাগভাবাভ্যুপগমেঽপি তুল্যমেতৎ। সামান্যাভাবপ্রাগভাবয়োঃ সুন্দোপসুন্দয়োরিব পরস্পরপরা-হতত্বাৎ। তথাহি—প্রাগভাবসিদ্ধৌ বিশেষাভাবস্যাপি সামান্যাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকত্বাৎ ন তাবন্মাত্রপ্রমাণক-সামান্যাভাবসিদ্ধিঃ,—সামান্যাভাবসিদ্ধৌ চ বিশেষাভাবস্য সামান্যাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকত্বাভাবাৎ কাদাচিৎকাভাবস্য চ সামান্যাভাবত্বাযোগাৎ ন সামান্যধর্ম্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকবিশেষপ্রতীতিমাত্রশরণ-প্রাগভাবসিদ্ধিঃ, ইতি ন তদুভয়মপি বিপশ্চিতাং চেতসি চমৎকারমাবহতি—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫৩

২ নতু—যাবদ্বিশেষাভাবনিশ্চয়েঽপি 'রূপং বায়ুবৃত্তি নবা' 'বায়ু রূপবান্নবে'তি রূপাভাবসন্দেহাৎ নিশ্চিতে চ সংশয়াযোগাদ্ যাবদ্বিশেষাভাবাতিরিক্তসামান্যাভাবসিদ্ধি—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫৩

যদি বলা যায়—সংসারে রূপ কতগুলি, ইহা নিশ্চয় না থাকার জন্যই উক্ত রূপ সংশয় হইতে পারিয়াছে। যদি রূপ এতগুলি, এইরূপ নিশ্চয় থাকে, তাহা হইলে বায়ুতে যাবদ্‌রূপবিশেষের অভাবকূটের নিশ্চয় থাকিলে "বায়ুঃ রূপবান্ ন বা" এইরূপ সংশয় হইতে পারে না। সুতরাং "বায়ুঃ রূপবান্ ন বা" "রূপং বায়ুবৃত্তি ন বা" এইরূপ সংশয় তাহারই হইতে পারে, যাহার রূপ কতগুলি, এরূপ নিশ্চয় নাই। রূপ কতগুলি, এরূপ নিশ্চয় যাহার নাই, অথচ সেই পুরুষের যাবদ্‌রূপবিশেষের অভাবকূট বায়ুতে নিশ্চিত আছে, এইরূপ অবস্থায় তাহার "বায়ুঃ রূপবান্ ন বা" এইরূপ সংশয় হইতে পারে। যদি রূপের সংখ্যানিশ্চয় থাকে এবং নিশ্চিত সংখ্যক রূপগুলির অভাবকূটের বায়ুতে নিশ্চয় থাকে, তাহা হইলে "বায়ুঃ রূপবান্ ন বা" এরূপ সংশয় হইতে পারে না। সুতরাং "রূপ এতগুলি" এইরূপ নিশ্চয়ের অসত্ত্বদশাতেই "বায়ুঃ রূপবান্ ন বা" অথবা "রূপং বায়ুবৃত্তি ন বা" এইরূপ সংশয় হয় বলিতে হইবে। আর তাহাতে প্রদর্শিত সংশয়বান্ পুরুষের পার্থিব, জলীয় ও তৈজস এই ত্রিবিধ রূপ হইতে অতিরিক্ত রূপ হইতে পারে অর্থাৎ রূপত্বজাতি পার্থিবাদি ত্রিবিধ রূপ হইতে অতিরিক্তবৃত্তি হইতে পারে—এইরূপ ত্রিবিধ রূপ হইতে অধিক রূপের সম্ভাবনা থাকিলেই বায়ুতে যাবদ্‌রূপবিশেষের অভাবকূটের নিশ্চয় থাকিয়াও "বায়ুঃ রূপবান্ ন বা" এইরূপ সংশয় হইতে পারে। যাহার উক্ত সম্ভাবনা নাই, অথচ বায়ুতে যাবদ্‌বিশেষরূপের অভাবকূটের নিশ্চয় আছে, তাহার কখনই "বায়ুঃ রূপবান্ ন বা" অথবা "রূপং বায়ুবৃত্তি ন বা" এইরূপ সংশয় হইতে পারে না। উক্ত সম্ভাবনার অভাবদশাতে যাবদ্‌রূপবিশেষের অভাব-কূটের নিশ্চয়ই "বায়ুঃ রূপবান্ ন বা" ইত্যাদি সংশয়ের প্রতিবন্ধক। সুতরাং দেখা যাইতেছে—যাবদ্‌বিশেষের অভাবকূট হইতে অতিরিক্ত সামান্যাভাব নাই।[১]

এতদুত্তরে যাবদ্‌বিশেষাভাবাতিরিক্ত সামান্যাভাববাদিগণ বলেন যে—অতিরিক্ত সামান্যাভাব প্রত্যাখ্যান করিবার জন্য যেরূপ প্রতিবন্ধকতা দেখান হইয়াছে, তাহা সঙ্গত হয় নাই। এরূপ প্রতিবন্ধকতা কল্পনাতে কোনও প্রমাণ নাই। অতিরিক্ত রূপের সম্ভাবনা না থাকিয়াও "রূপং বায়ুবৃত্তি ন বা" "বায়ুঃ রূপবান্ ন বা" এইরূপ সংশয় হইতে দেখা যায়। এজন্য যাবদ্-বিশেষাভাবকূট হইতে অতিরিক্ত সামান্যাভাব স্বীকার করিতেই হইবে। ইহাতে আপত্তি এই যে—বায়ুতে রূপ ও রূপ-সামান্যাভাবের সংশয় হইয়া থাকে।

১ অস্তু এতাবন্ত্যেব রূপাণীতি নিশ্চয়দশায়ামেবৈতাদৃশসংশয়স্যানমুভূয়মানত্বেন তদনিশ্চয়দশায়ামেবৈতাদৃশঃ সংশয়ো বাচ্যঃ, তথাচ 'রূপত্বং পার্থিবাপ্যতৈজসরূপত্রিতয়াতিরিক্তবৃত্তি ভবিষ্যতীত্যধিকসংভাবনয়া নিশ্চিতেত্যেব সংশয়ঃ, উক্তসংভাবনাবিরহসহকৃতনিশ্চয়স্যৈব প্রতিবন্ধকত্বাদিতি চেৎ—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫৩

যাবদ্রূপবিশেষের অভাবকূটের বায়ুতে নিশ্চয় থাকিলেও বায়ুতে রূপ ও রূপ-সামান্যাভাবের সংশয় হইয়া থাকে, এরূপ যাঁহারা বলেন, তাঁহারা যাবদ্রূপ-বিশেষাভাবকূট হইতে অতিরিক্ত রূপ-সামান্যাভাবকে রূপ সংশয়ের একটি কোটি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। রূপ-সংশয়ে রূপ ও রূপ-সামান্যাভাব এই দুইটি কোটি। এই দুইটি কোটির মধ্যে একটি কোটি– রূপ-সামান্যাভাব। এই সামান্যা-ভাব যাবদ্রূপবিশেষের অভাবকূট হইতে অতিরিক্ত—ইহাই সামান্যাভাব-বাদিগণের কথা। তাহাতে জিজ্ঞাসা এই যে– এই সংশয়ের দ্বিতীয় কোটি রূপও কি যাবদ্রূপবিশেষ হইতে অতিরিক্ত একটি রূপ? যাবদ্ রূপবিশেষ হইতে অতিরিক্ত রূপসামান্য এই সংশয়ের দ্বিতীয় কোটি হইবে—ইহা ত সামান্যাভাববাদিগণও স্বীকার করিতে পারেন না। যাবদ্‌বিশেষরূপ হইতে অতিরিক্ত রূপসামান্য বলিয়া ত কোনও রূপ প্রসিদ্ধ নাই। সুতরাং রূপ-সংশয়ের কোটিদ্বয়ের মধ্যে একটি কোটি যাবদ্রূপবিশেষাভাবকূটের অতিরিক্ত রূপসামান্যাভাব ও অপর কোটি যাবদ্রূপবিশেষ হইতে অতিরিক্ত সামান্য রূপ, ইহা ত কোনও মতেই বলা যায় না। নীল, পীতাদি যাবদ্রূপবিশেষ হইতে অতিরিক্ত সামান্য রূপ সর্ব্বথা অসিদ্ধ। ইহা সংশয়ের দ্বিতীয় কোটি হইবে কিরূপে? সুতরাং রূপসামান্য সংশয়ের দ্বিতীয় কোটিই নহে।[১]

আরও কথা এই যে—বায়ুতে নীল, পীতাদি যাবদ্রূপবিশেষের অভাবনিশ্চয় আছে বলিয়া রূপ, সংশয়ের দ্বিতীয় কোটি হইতেই পারে না। যদি বলা যায়—নীলরূপাভাবত্ব, পীতরূপাভাবত্বরূপে নীলপীতাদির অভাবের বায়ুতে নিশ্চয় থাকিলেও বায়ুতে রূপাভাবত্বরূপে রূপাভাবের নিশ্চয় নাই বলিয়া রূপসংশয় হইতে পারিবে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এরূপ বলিলেও যাবদ্‌বিশেষাভাবকূটাতিরিক্ত সামান্যাভাব মানিবার আবশ্যকতা কি? বায়ুতে রূপাভাবের সংশয় উপপাদন করিবার জন্য, রূপত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক অভাব স্বীকার করিতে হইবে অর্থাৎ বায়ুতে যে রূপাভাব আছে, সেই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম শুদ্ধ রূপত্ব; কিন্তু নীলত্ব পীতত্বাদি নহে—এই কথাই সামান্যাভাববাদিগণ বলিয়াছেন। বায়ুতে রূপত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাবত্বরূপে রূপভাবের সংশয় হইয়াছে। এই সংশয় উপপাদন করিবার জন্য অতিরিক্ত সামান্যাভাব মানিবার আবশ্যকতা নাই। ইহা সুপ্রসিদ্ধ যে—ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মী কল্পনা করা অপেক্ষা, কেবল ধর্ম্মের কল্পনা করা

১……ন, এবং প্রতিবন্ধককল্পনে মানাভাবাৎ, উক্তসংভাবনাবিরহদশায়ামপ্যেতাদৃশসংশয়দর্শনাচ্চ। নমু-কথা যাবদ্বিশেষাভাবেভ্যোঽতিরিক্তঃ সামান্যাভাবো রূপস্য সংশয়কোটিঃ, তথা রূপসামান্যমপি যাবদ্বিশেষে-ভ্যোঽতিরিক্তং সংশয়কোটিনাভ্যুপগন্তুং শক্যতে। তথাচ কথং রূপস্য সংশয়কোটিত্বম্? সর্ব্বরূপাভাব-নিশ্চয়াৎ—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫৩

লঘু। যাঁহারা অতিরিক্ত সামান্যাভাব মানেন, তাঁহারা সামান্যাভাবরূপ একটি অতিরিক্ত ধর্ম্মী স্বীকার করেন অর্থাৎ বিশেষাভাবাতিরিক্ত একটি সামান্যাভাবরূপ ধর্ম্মী স্বীকার করেন। আর সেই ধর্ম্মীতে সামান্যধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকত্বরূপ একটি অতিরিক্ত ধর্ম্মও স্বীকার করেন। সুতরাং সামান্যাভাববাদিগণ ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী এই দুইটিই অতিরিক্ত কল্পনা করিয়া থাকেন। অতিরিক্ত ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী এই দুইটি কল্পনা করা অপেক্ষা মাত্র অতিরিক্ত ধর্ম্ম কল্পনাদ্বারাই বায়ুতে প্রদর্শিত রূপাভাব সংশয়ের উপপত্তি হইতে পারে। আর তাহাতে লাঘবও হয়। যাবদ্রূপ-বিশেষাভাব অবশ্যই উভয়েরই স্বীকার্য্য। এই যাবদ্‌বিশেষাভাবগুলির প্রত্যেকটি অভাবে তত্তৎরূপত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকত্ব ধর্ম্ম যে আছে, তাহাও উভয়েরই স্বীকার্য্য। এই যাবদ্রূপবিশেষভাবকূটে শুদ্ধরূপত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা-কত্বরূপ একটি ধর্ম্ম অতিরিক্ত স্বীকার করিলেই শুদ্ধরূপত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক যাবদ্রূপবিশেষাভাবকূট দ্বারাই রূপাভাব সংশয়ের উপপত্তি হইতে পারিবে। এইরূপ স্বীকার করিলে অতিরিক্ত অভাবরূপ ধর্ম্মী স্বীকারের গৌরব আর হইবে না। মাত্র ধর্ম্ম কল্পনা দ্বারাই উপপন্ন হইবে। আর এরূপ স্বীকার করিলে ঘটে যৎকিঞ্চিৎরূপের অভাব আছে বলিয়া "ঘটো নীরূপঃ" এইরূপ প্রতীতিরও আপত্তি হইবে না। যৎকিঞ্চিৎ রূপাভাব, তদ্রূপত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক। "নীরূপ" এই প্রতীতির বিষয় অভাব শুদ্ধরূপত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক। আমরা যৎ-কিঞ্চিৎ বিশেষের অভাবকে সামান্য-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক বলি নাই। কিন্তু যাবদ্‌বিশেষাভাবকূটেরই সামান্যধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকত্ব স্বীকার করিয়াছি। ঘটে যে কোনও রূপ আছে বলিয়া যাবদ্রূপবিশেষের অভাবকূট নাই। এজন্য "ঘটো নীরূপঃ" এই প্রতীতির আপত্তি হইবে না।[১]

এতদুত্তরে অতিরিক্ত সামান্যাভাববাদিগণ বলেন যে—এরূপ কল্পনা অত্যন্ত অসঙ্গত। কারণ যাবদ্‌বিশেষাভাবকূট হইতে অতিরিক্ত সামান্যাভাব স্বীকার না করিলে যাবদ্রূপবিশেষাভাবকূটরূপ ধর্ম্মীতে শুদ্ধরূপত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকত্ব ধর্ম্ম স্বীকার করিতে হইবে। এই রূপত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকত্ব ধর্ম্মটি কি যাবদ্রূপ-বিশেষাভাবকূটের প্রত্যেকটি অভাবে থাকিবে? অথবা যাবদ্‌বিশেষাভাবকূটের প্রত্যেক অভাবে না থাকিলেও যাবদ্ অভাবকূটে ব্যাসজ্যবৃত্তি হইয়া থাকিবে? যেমন উভয়ত্ব ধর্ম্ম উভয় ধর্ম্মীর প্রত্যেক ধর্ম্মীতে থাকে না, অথচ উভয়েতে থাকে, এইরূপ রূপত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকত্ব ধর্ম্মটি যাবদ্রূপবিশেষাভাবের প্রত্যেকটিতে

১ যদি তু নীলপীতাদ্যভাবত্বেন নিশ্চয়েঽপি রূপাভাবত্বেনানিশ্চয়াদ্রূপসংশয় ইতি ব্রূষে, তদা কিং সামান্যাভাবেন, রূপত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকাভাবত্বেন সংশয়সংভবাৎ, ধর্ম্মিকল্পনাতো ধর্ম্মকল্পনায়া লঘুত্বেন যাবদ্বিশেষাভাবানামেব রূপত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকত্বকল্পনাৎ, অতো ন যৎকিংচিদভাবমাদায় 'ঘটো নীরূপ' ইতি প্রতীতিপ্রসঙ্গ ইতি—চেৎ। অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫৩

থাকে না; কিন্তু যাবদ্‌বিশেষাভাবে উভয়ত্ব ধর্মের মত ব্যাসজ্যবৃত্তি হইয়া থাকে। গোত্ব ঘটত্বাদি জাতি নানা গো-ব্যক্তি, নানা ঘট-ব্যক্তিতে থাকিলেও তাহা যেমন প্রত্যেক ব্যক্তিতে থাকে; জাতি প্রত্যেক ব্যক্তিতে বিশ্রান্ত, কিন্তু উভয়ত্বের মত নানা ব্যক্তিতে ব্যাসজ্যবৃত্তি হইয়া থাকে না। গোত্ব, ঘটত্বাদি জাতি গো, ঘটাদি ব্যক্তিতে ব্যাসজ্যবৃত্তি হইলে, একটি গো-ব্যক্তির দর্শনে গোত্ব ও একটি ঘট-ব্যক্তির দর্শনে ঘটত্ব গৃহীত হইতে পারিত না। যেমন উভয়ত্ব ধর্মটি উভয় ধর্মীর যে কোনও একটি ধর্মীর দর্শনে গৃহীত হয় না। যদি রূপত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকত্ব ধর্মটি, যাবদ্রূপবিশেষাভাবের মধ্যে যে কোন অভাবেই থাকে স্বীকার করা যায় অর্থাৎ প্রত্যেক অভাবে বিশ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে রূপবান্ ঘটে যে কোনও রূপের অভাব আছে বলিয়া "ঘটো নীরূপঃ" এইরূপ প্রমাপ্রতীতির আপত্তি হইবে। কারণ যে কোনও রূপবিশেষের অভাবও রূপত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক স্বীকার করা হইয়াছে। "নীরূপঃ" এইরূপ প্রতীতিতে রূপত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাবই প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে। যৎকিঞ্চিৎ বিশেষাভাবও সামান্যধর্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক হইলে ঘটে যৎকিঞ্চিৎ রূপের অভাব আছে বলিয়া "ঘটো নীরূপঃ" এইরূপ প্রমাপ্রতীতির আপত্তি হইবে।[১]

আর যদি দ্বিতীয় পক্ষ স্বীকার করা যায় অর্থাৎ রূপত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকত্ব ধর্মটি যাবদ্রূপবিশেষাভাবে ব্যাসজ্যবৃত্তি হইয়া থাকে বল, তবে তত্তৎ রূপাভাবে তত্তৎ রূপত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকত্ব ধর্ম অব্যাসজ্যবৃত্তি, তাহা তত্তৎ রূপাভাব মাত্রেই বিশ্রান্ত; সুতরাং তত্তৎ-রূপাভাবে বিশ্রান্ত তত্তৎ-রূপত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতা-কত্ব ধর্ম হইতে অতিরিক্ত এবং ব্যাসজ্যবৃত্তি শুদ্ধরূপত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকত্ব ধর্ম কল্পনা করিতে হইবে। এরূপ কল্পনা করা অপেক্ষা রূপত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক একটি অতিরিক্ত অভাব কল্পনা করা ভাল। তাহাতেই কল্পনার লাঘব হইবে। অতিরিক্ত সামান্যাভাববাদিগণের মতে একটি সামান্যাভাবরূপ ধর্মী ও সেই ধর্মীতে রূপত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকত্ব ধর্ম—এই দুইটি বস্তু কল্পনা করিতে হয়। অতিরিক্ত সামান্যাভাব স্বীকার না করিলে রূপত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকত্ব ধর্ম ও সেই ধর্মটি ব্যাসজ্যবৃত্তি বলিয়া বহু সংখ্যক তত্তৎ রূপাভাব-ব্যক্তির প্রত্যেক ব্যক্তিতে ঐ ধর্মের বহু সম্বন্ধ কল্পনা করিতে হইবে। সুতরাং একটি ধর্ম ও সেই ধর্মের বহু ধর্মীতে বহু সম্বন্ধ কল্পনা করিতে হইবে। এইরূপে একটি ধর্ম ও তাহার বহু সম্বন্ধ কল্পনা করা অপেক্ষা একটি অতিরিক্ত সামান্যাভাব কল্পনা করাই সঙ্গত। বহু কল্পনা করা অপেক্ষা অল্প কল্পনা করাই উচিত। "ধর্মিকল্পনা করা অপেক্ষা, ধর্ম কল্পনা লঘু"

১ .....ন; যাবদ্বিশেষাভাবেষু যদ্রূপত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকত্বং তৎ প্রত্যেকং বিশ্রান্তং, ব্যাসজ্যবৃত্তি বা? আদ্যে যৎকিংচিদভাবমাদায় 'ঘটো নীরূপ' ইতি প্রতীতিপ্রসঙ্গঃ—অদ্বৈতসিদ্ধি পৃঃ ৫৫৩

এই ন্যায় অনুসারে অতিরিক্ত সামান্যাভাবরূপ ধর্ম্মিকল্পনা আপাততঃ গুরু বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। প্রদর্শিত ন্যায়ের ইহা অভিপ্রায় নহে যে—ধর্ম্মিকল্পনা করিলেই গৌরব ও ধর্ম্মকল্পনা করিলেই লাঘব হইবে; কিন্তু ধর্ম্মি-কল্পনাতে কল্পনীয় বস্তু অধিক হয় বলিয়া অর্থাৎ ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী এই উভয়ের কল্পনা করিতে হয় বলিয়া তাহা গুরু এবং ধর্ম্মকল্পনাতে কল্পনীয় বস্তু অল্প হয় বলিয়া অর্থাৎ ধর্ম্মীর কল্পনা করিতে হয় না বলিয়া তাহা লঘু। কিন্তু যে স্থলে ধর্ম্মিকল্পনাতেই কল্পনীয় বস্তু অল্প হয় ও ধর্ম্মকল্পনাতেই কল্পনীয় বস্তু অধিক হয়, সেই স্থলে ধর্ম্মিকল্পনা করাই লঘু। কল্পনীয় বস্তুর আধিক্য ও অল্পতার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই ধর্ম্মিকল্পনা হইতে ধর্ম্ম কল্পনার লাঘব বলা হইয়াছে। কিন্তু কল্পনীয় বস্তুর আধিক্য হইলে ধর্ম্মকল্পনা লঘু হইবে না। আর কল্পনীয় বস্তুর অল্পতা হইলে ধর্ম্মিকল্পনাও গুরু হইবে না।[১]

অতিরিক্ত সামান্যাভাববাদিগণ আরও বলেন যে—দুইটি ঘটে যাবদ্‌রূপবিশেষের অভাব থাকিলেও দুইটি ঘটে রূপসামান্যাভাব বুদ্ধি হয় না। এজন্য যাবদ্‌রূপবিশেষা-ভাব একটি অধিকরণে বৃত্তি হইলেই সেই যাবদ্‌বিশেষাভাবকূট, সামান্যধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক হইতে পারিবে। বিভিন্ন অধিকরণে যাবদ্‌রূপবিশেষের অভাব থাকিলেও রূপসামান্যাভাবের প্রতীতি হয় না। এজন্য দুইটি ঘটে যাবদ্‌রূপবিশেষের অভাব থাকিলেও দুইটি ঘটের যে কোনও একটি ঘটেও যাবদ্‌রূপবিশেষাভাব নাই বলিয়া রূপসামান্যাভাব বুদ্ধি হয় না। এজন্য অতিরিক্ত সামান্যাভাব স্বীকার না করিয়া যাঁহারা যাবদ্‌বিশেষাভাবকূটকেই সামান্যধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে সেই বিশেষাভাবগুলির একাধিকরণবৃত্তিত্ব বিশেষণও স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহাতে একাধিকরণবৃত্তিত্ববিশিষ্ট যাবদ্‌বিশেষাভাব-কূটই সামান্যধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক হইবে বলিতে হইবে। এরূপ না বলিলে প্রদর্শিতরূপে ঘটদ্বয়ে নীরূপত্ববুদ্ধির আপত্তি হইবে। আরও গৌরব এই হইবে যে—সামান্যধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকত্ব ধর্ম্মটি যদি ব্যাসজ্যবৃত্তি ধর্ম্ম হয়, তবে ব্যাসজ্যবৃত্তি ধর্ম্মের প্রত্যক্ষে সেই ব্যাসজ্যবৃত্তি ধর্ম্মের যাবদ্‌আশ্রয়ের প্রত্যক্ষ কারণ হইবে এবং সেই আশ্রয়গুলির পরস্পর ভেদও জানিতে হইবে। ব্যাসজ্যবৃত্তি ধর্ম্মের যাবদাশ্রয় যদি গৃহীত না হয় এবং যাবদাশ্রয় গৃহীত হইলেও সেই আশ্রয়গুলি পরস্পর ভিন্নরূপে যদি গৃহীত না হয়, তবে ব্যাসজ্যবৃত্তি ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। যেমন দুইটি বস্ত্রের দ্বিত্বসংখ্যা ব্যাসজ্যবৃত্তি। পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধে এই

১ দ্বিতীয়ে তত্তদ্রূপত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকত্বাস্তাব্যাসজ্যবৃত্তিস্বভাবত্বেন তদ্ব্যতিরিক্তং রূপত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকত্বং ব্যাসজ্যবৃত্তি কল্পনীয়ম্। তদ্বরং রূপত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক এক এবাভাবঃ কল্প্যতে, যস্মৈকোঽভাবঃ রূপত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকত্বং চেতি বস্তুদ্বয়ং কল্প্যম্, তব তু রূপত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকত্বং, তস্য চ ব্যাসজ্যবৃত্তিত্বেন বহুষভাবেষু প্রত্যেকং সংবন্ধা ইতি বহুকল্প্যম্। ধর্ম্মিকল্পনাতো ধর্ম্মকল্পনায়া লঘুত্বমিতি ন্যায়স্তু কল্পনীয়াধিক্যাপেক্ষঃ—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫৩

দ্বিত্ব-সংখ্যা দুইটি বস্ত্রেই থাকে—যে কোনও একটি বস্ত্রে থাকে না। এই ব্যাসজ্য-বৃত্তি দ্বিত্বাদি ধর্ম্মের যাবদাশ্রয় বস্ত্রদ্বয়ের জ্ঞান না হইলে এবং বস্ত্রদ্বয়ের জ্ঞান হইলেও বস্ত্র দুইটি পরস্পর ভিন্নরূপে জ্ঞাত না হইলে দুইখানি বস্ত্রে দ্বিত্ববুদ্ধি উৎপন্ন হইতে পারে না। এইরূপ ত্রিত্ব, চতুষ্ট্ব সংখ্যা সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। আর তাহাতে বিশেষাভাববাদিগণকে বলিতে হইবে যে—যাবদ্রূপবিশেষের অভাবকূট ও অভাবকূটের ভেদ গৃহীত না হইলে "নীরূপ" এইরূপ বুদ্ধি হইবে না। সামান্যধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকত্ব ধর্ম্মটি ব্যাসজ্যবৃত্তি ধর্ম্ম বলিয়াই প্রদর্শিত স্থলে "নীরূপ" বুদ্ধি হইতে পারিবে না। সুতরাং সামান্যধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতি-যোগিতাক অভাবটী যাবদ্‌বিশেষাভাবকূট হইতে অতিরিক্ত—ইহাই স্বীকার করা উচিত। আর তাহাতেই লাঘব হইবে। অতিরিক্ত সামান্যাভাব স্বীকার না করিলে বহু গৌরব স্বীকার করিতে হইবে। আর সেই গৌরব পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। সুতরাং সামান্যাভাব প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া—প্রাগভাব স্বীকার করিলে আর সামান্যাভাব সিদ্ধ হইবে না বলিয়া যে পূর্ব্বে প্রাগভাব ও সামান্যাভাবের পরস্পর পরাহতি বলা হইয়াছিল, তাহা নিতান্তই অসঙ্গত। সামান্যধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক বিশেষ অভাব অসিদ্ধ। কিন্তু যাবদ্‌ বিশেষাভাবাতিরিক্ত সামান্যাভাব প্রমাণসিদ্ধ। ইহাই অতিরিক্ত সামান্যাভাব-বাদিগণের সিদ্ধান্ত।[১]

এতদুত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলেন যে—অতিরিক্ত সামান্যাভাববাদিগণের প্রদর্শিত যুক্তি অনুসারে ইহাই সিদ্ধ হইয়াছে যে—সামান্য-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতি-যোগিতাক বিশেষাভাবের প্রতীতিই হয় না। আর তাহাতে শুদ্ধ জ্ঞানত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক জ্ঞানবিশেষের প্রাগভাবও "ন জানামি" এই প্রতীতির বিষয় হইতে পারিবে না। কারণ সামান্যরূপে বিশেষের অভাব অসিদ্ধ। আর এজন্য "ন জানামি" এই প্রতীতির বিষয় জ্ঞানবিশেষের প্রাগভাব হইতে পারিল না বলিয়া ভাবরূপ অজ্ঞানই উক্ত প্রতীতির বিষয় হইবে। আর তাহাতে অদ্বৈতবেদান্তিগণের অভীষ্টই সিদ্ধ হইবে। বিশেষাভাবের প্রতিযোগিতা, সামান্যধর্ম্মাবচ্ছিন্ন হয় না। সামান্যাভাবের প্রতিযোগিতাই সামান্যধর্ম্ম দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। কোন প্রাগভাবই সামান্যাভাব হইতে পারে না। কোন

১ কিংচ ঘটদ্বয়ে যাবদ্বিশেষাভাবসত্ত্বেঽপি রূপসামান্যাভাববুদ্ধ্যনুদয়াৎ ঐকাধিকরণ্যাবচ্ছেদেনাপ্যভাবা বিশেষণীয়াঃ; তথাচাতিগৌরবম্। অপি চ ব্যাসজ্যবৃত্তিধর্ম্মগ্রহে যাবদাশ্রয়গ্রহস্তদ্ভেদগ্রহশ্চ হেতুঃ, অগৃহীতেষু ভিন্নতয়া বাঽগৃহীতেষু বস্ত্রাদিষু দ্বিত্বাদিবুদ্ধ্যনুদয়াৎ, তথাচ যাবদভাবতদ্ভেদাগ্রহে প্রথমত এব নীরূপ ইতি 'ধীর্ন' স্যাৎ, ব্যাসজ্যবৃত্তিসামান্যপ্রতিযোগিতাকত্বস্যাগ্রহণাৎ। অতঃ সামান্যাভাবস্য প্রামাণিকত্বাৎ কথং তৎপরাহতিরিতি চেৎ——অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫৩-৫৪

বিশেষেরই প্রাগভাব হইয়া থাকে। প্রাগভাবও যদি সামান্যাভাব হইতে পারিত, তবে সেই প্রাগভাবের প্রতিযোগিতাও সামান্য ধর্ম্মদ্বারা অবচ্ছিন্ন হইতে পারিত। প্রাগভাবমাত্রই বিশেষাভাব; বিশেষাভাবের প্রতিযোগিতা বিশেষধর্ম্ম দ্বারাই অবচ্ছিন্ন হইয়া থাকে, সামান্যধর্ম্ম দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইতে পারে না। তদ্‌ঘটের প্রাগভাবের প্রতিযোগিতা তদ্‌ঘটত্বরূপ বিশেষধর্ম্ম দ্বারাই অবচ্ছিন্ন হইবে। কিন্তু ঘটত্বরূপ সামান্যধর্ম্ম দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইতে পারিবে না। তদ্‌ঘটের প্রাগভাবের প্রতিযোগী—তদ্‌ঘট। তাহা তদ্‌ঘটের উৎপত্তির পূর্ব্বে অর্থাৎ তদ্‌ঘটের প্রাগভাব-কালে তদ্‌ঘটত্বরূপে জ্ঞাত হইতে পারে না। ভাবী তদ্‌ঘট, তদ্‌ঘটত্বরূপে জ্ঞানের অযোগ্য। তদ্‌ঘটের উৎপত্তির পরে তদ্‌ঘটত্বরূপে তদ্‌ঘটের জ্ঞান সম্ভাবিত হইলেও তদ্‌ঘটের উৎপত্তির পূর্ব্বে, তদ্‌ঘটত্বরূপে তদ্‌ঘটের জ্ঞান সম্ভাবিত নহে বলিয়া তদ্‌ঘটের প্রাগভাব প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। এইরূপ কোনও বস্তুর প্রাগভাবই প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। তদ্‌ঘটের উৎপত্তির পরে তদ্‌ঘটত্বরূপে তদ্‌ঘট-ব্যক্তির প্রত্যক্ষ হইতে পারিলেও সেই সময়ে তদ্‌ঘটের প্রাগভাবই নাই বলিয়া তদ্‌ঘটের প্রাগভাবের প্রত্যক্ষ হইতে পারিবে না। সুতরাং তদ্‌ঘটের উৎপত্তির পূর্ব্বে বা তদ্‌ঘটের উৎপত্তির পরে কোনও সময়েই তদ্‌ঘটের প্রাগভাবের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। তদ্‌ঘটের উৎপত্তির পূর্ব্বে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-প্রকারক জ্ঞান অসম্ভব এবং তদ্‌ঘটের উৎপত্তির পরে প্রাগভাবই নাই। সুতরাং কোনও সময়েই প্রাগভাবের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। প্রত্যক্ষ, বিষয়জন্য হইয়া থাকে। বিষয়ের অসত্ত্ব দশাতে বিষয়ের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। তদ্‌ঘটের প্রাগভাবরূপ বিশেষাভাবের প্রত্যক্ষে ঘটত্বসামান্যপ্রকারক জ্ঞান কারণ নহে। প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক প্রকারক প্রতিযোগিজ্ঞানই অভাবত্ব-প্রকারক অভাব প্রত্যক্ষে কারণ। অভাবত্বরূপে অভাবের প্রত্যক্ষ হইতে গেলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক প্রকারক প্রতিযোগীর জ্ঞান থাকা আবশ্যক। তদ্‌ঘটের প্রাগভাব প্রত্যক্ষে তদ্‌ঘটত্বরূপে প্রতিযোগী তদ্‌ঘটের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কিন্তু তাহা হইতে পারে না। অভাবত্বরূপে অভাবের প্রত্যক্ষেই প্রতিযোগি-তাবচ্ছেদকরূপে প্রতিযোগীর জ্ঞান কারণ। কিন্তু অন্যরূপে অভাবের প্রত্যক্ষে উক্ত জ্ঞান কারণ নহে। যেমন ইদন্ত্বরূপে বা প্রমেয়ত্বরূপে অভাবের প্রত্যক্ষ উক্ত জ্ঞান না থাকিয়াই হইয়া থাকে। ইদন্ত্বরূপে অভাবের প্রত্যক্ষ "ইদং" এইরূপ প্রত্যক্ষ। যদিও ইদংবস্তু অভাবই বটে, তথাপি অভাবত্বরূপে অভাবের প্রত্যক্ষ না হইয়া ইদন্ত্বরূপে অভাবের প্রত্যক্ষ হইয়াছে। এইরূপ প্রমেয়ত্বরূপে অভাবের প্রত্যক্ষ "প্রমেয়ম্" এইরূপ প্রত্যক্ষ। ইহা অভাবের প্রত্যক্ষ হইলেও অভাবত্ব-রূপে অভাবের প্রত্যক্ষ নহে। সুতরাং ইহাতে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকরূপে

প্রতিযোগিজ্ঞানের কারণতা নাই।[১] প্রাগভাব যে প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, তাহা বিশেষভাবে বলা হইয়াছে।

যদি বলা যায়—প্রাগভাব প্রত্যক্ষগম্য হইতে না পারিলেও অনুমিতির বিষয় হইতে বাধা কি? আর তাহাতে যৎকিঞ্চিৎ বিশেষ জ্ঞানের প্রাগভাব অনুমেয় হইতে পারিবে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—জ্ঞানপ্রাগভাব অনুমানগম্য হইতে পারিলেও "ন জানামি" এই প্রতীতি অপরোক্ষ প্রতীতি। এই অপরোক্ষ প্রতীতির বিষয় যে, জ্ঞানবিশেষের প্রাগভাব হইতে পারে না, তাহা সিদ্ধই হইল। জ্ঞানবিশেষের প্রাগভাবের অনুমিতি হইলেও তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। সুতরাং "ন জানামি" এই প্রত্যক্ষ প্রতীতি জ্ঞানবিশেষের প্রাগভাব বিষয়ক নহে। এজন্য অভাববিলক্ষণ অজ্ঞানই উক্ত প্রতীতির বিষয় হইবে। আরও বিশেষ কথা এই যে—জ্ঞানবিশেষের প্রাগভাবের অনুমিতি তবেই হইতে পারিবে, যদি জ্ঞানবিশেষের প্রাগভাবের অব্যভিচারী কোনও হেতু থাকে। অব্যভিচারী হেতু জন্যই অনুমিতি হইয়া থাকে। প্রকৃত স্থলে কোনও অব্যভিচারী হেতু নাই বলিয়া অনুমিতি হইতেই পারিবে না। সুতরাং প্রাগভাবের প্রত্যক্ষও হয় না, অনুমিতিও হয় না; এজন্য প্রাগভাবই অসিদ্ধ[২]।

ইহাতে প্রাগভাববাদিগণ বলেন যে—অদ্বৈতসিদ্ধিকার যে বলিয়াছেন, প্রাগভাবই অসিদ্ধ, ইহা সঙ্গত নহে। কারণ "অনিষ্ট বিষয় না হউক" এইরূপ লোকের ইচ্ছা অনুভবসিদ্ধ। "ইদং মাভূৎ" এইরূপ ইচ্ছার বিষয় প্রাগভাবই হইবে। অনিষ্ট বস্তুর প্রাগভাব "ইদং মাভূৎ" এইরূপ ইচ্ছার বিষয়। অজ্ঞাত বস্তুতে ইচ্ছা হয় না; এজন্য প্রাগভাবের জ্ঞানও স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং প্রাগভাব ইচ্ছার বিষয়রূপে সিদ্ধই বটে।[৩]

এতদুত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলেন যে—প্রাগভাববাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। প্রাগভাববাদিগণ প্রাগভাবকে সাধ্য বস্তু বলিয়া স্বীকার করেন না। প্রাগভাব অনাদি; এজন্য প্রাগভাব সাধ্য নহে। কিন্তু তাহা অনাদি। এজন্য

১......অত্র ক্রমঃ—এবং তর্হি সামান্যপ্রকারেণ বিশেষাভাবাপ্রতীতের্জ্ঞানবিশেষপ্রাগভাবো ন জানামীতি ধিয়ো জ্ঞানত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকো ন বিষয় ইতি সিদ্ধং নঃ সমীহিতম্। ন হি প্রাগভাবোঽপি কশ্চিৎ সামান্যাভাবোঽস্তি; যেন তৎপ্রতিযোগিতা সামান্যধর্মেণাবচ্ছিদ্যেত, বিশেষাভাবপ্রতিযোগিতা তু তত্তদ্ঘটত্বাদিনা বিশেষেণাবচ্ছিদ্যতে। ন চ তেন তেন রূপেণ ভবিষ্যদ্ঘটাদি জ্ঞাতুং শক্যম্; তজ্জন্মানন্তরং তু তত্তদ্রূপেণ তজ্জ্ঞানসংভবেঽপি ন প্রাগভাবধীঃ প্রত্যক্ষা স্যাৎ, তদানীং প্রাগভাবাসত্ত্বাৎ, প্রত্যক্ষস্য বিষয়জন্যত্বাৎ। সামান্যপ্রকারকজ্ঞানং চ ন বিশেষাভাবজ্ঞানে হেতুরিত্যুক্তম্, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-প্রকারক-প্রতিযোগিজ্ঞানস্যাভাবত্বপ্রকারকাভাবজ্ঞানে হেতুত্বাৎ—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫৪

২......তস্যানুমানগম্যত্বেঽপি 'ন জানামী'তি ধিয়ঃ অপরোক্ষায়াস্তদ্বিষয়ত্বাযোগাৎ। অব্যভিচারিলিঙ্গাভাবাত্তদনুমানমপি দূরনিরস্তমেব—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫৪

৩ ......ননু—ইদং মাভূদিতীচ্ছাবিষয়তয়া তৎসিদ্ধিঃ—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫৪

প্রাগভাব স্বরূপতঃ অসাধ্য বলিয়া ইচ্ছার বিষয় হইতে পারে না। ইচ্ছা সিদ্ধ বিষয়ে হয় না; কিন্তু সাধ্য বিষয়েই হইয়া থাকে। এজন্য প্রাগভাববাদিগণকে বাধ্য হইয়াই এই কথা বলিতে হইবে যে—উক্ত ইচ্ছা, প্রাগভাবপরিপালন-বিষয়িণী অর্থাৎ প্রাগভাবের সম্বন্ধবিষয়িণী। প্রাগভাবের প্রতিযোগী উৎপন্ন হইলে প্রাগভাব থাকে না বলিয়া প্রাগভাবের সম্বন্ধও কালান্তরে থাকে না। কালান্তরে প্রাগভাবের সম্বন্ধ থাকুক—এই জন্যই উক্তরূপ ইচ্ছা বা কামনা হইয়া থাকে। প্রতিযোগীর জনক অর্থাৎ প্রতিযোগীর উৎপাদক কারণের বিঘটন করিতে পারিলেই প্রতিযোগী উৎপন্ন হইবে না। আর তাহাতে প্রাগভাবের সম্বন্ধও কালান্তরে থাকিতে পারিবে। সুতরাং প্রাগভাবের কালান্তর সম্বন্ধ, প্রাগভাবের প্রতিযোগীর জনকের বিঘটনাধীন। প্রাগভাবের প্রতিযোগীর জনকের বিঘটন, সাধ্য বস্তু বলিয়া তাহাতে ইচ্ছা ও যত্ন উভয়ই হইতে পারে। আর এইরূপেই অনিষ্ট বস্তুর প্রাগভাব ইচ্ছার বিষয়ীভূত হয়। কিন্তু স্বরূপতঃ প্রাগভাব ইচ্ছার বিষয়ীভূত হইতে পারে না। কারণ প্রাগভাব অসাধ্য। আর ইহাই প্রাগভাববাদি-গণকে স্বীকার করিতে হইবে। প্রাগভাবের কালান্তর সম্বন্ধ যেরূপে কামনার বিষয় হয়, এইরূপে অত্যন্তাভাবেরও কালান্তর সম্বন্ধ কামনার বিষয় হইতে পারে। কালান্তরে অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগীর সম্বন্ধ থাকিলে অত্যন্তাভাবের সম্বন্ধ, কালান্তরে থাকিতে পারিবে না। এজন্য কালান্তরে অত্যন্তাভাবের সম্বন্ধ পরিপালন করিবার জন্য কালান্তরে প্রতিযোগীর সম্বন্ধ বিঘটন করিতে হইবে। কালান্তরে প্রতিযোগীর বিঘটন সাধ্য বস্তু। তাহাতে ইচ্ছা ও প্রযত্ন উভয়ই হইতে পারে। আর তাহাতে অত্যন্তাভাব নিত্য বলিয়া অসাধ্য হইলেও অত্যন্তাভাবের সম্বন্ধ পরিপালন, প্রাগভাবের সম্বন্ধ পরিপালনের মতই প্রদর্শিতরূপে সাধ্য বলিয়া তদ্বিষয়ক ইচ্ছা হইতে পারিবে। অত্যন্তাভাব উভয় সিদ্ধ বস্তু; আর এই অত্যন্তাভাব দ্বারাই প্রাগভাব স্বীকার করিয়া যে প্রতীতি, ইচ্ছা বা কার্য্যের উপপত্তি করা হয়, তাহা হইতে পারিবে। আর তাহাতে অত্যন্তাভাবের অতিরিক্ত প্রাগভাব সিদ্ধ হইবে না। অত্যন্তাভাবদ্বারা প্রাগভাব অন্যথাসিদ্ধই হইয়া পড়িবে।[১]

ইহাতে প্রাগভাববাদিগণ বলেন যে, যে বস্তুটি উৎপন্ন হইয়াছে, সেই উৎপন্ন বস্তু, উৎপত্তির পরক্ষণেই পুনর্ব্বার উৎপন্ন হইল না কেন? যে সামগ্রীজন্য বস্তুর উৎপত্তি হইয়াছিল, উৎপত্তিক্ষণেও সেই সামগ্রী অবিকল রহিয়াছে। এই সামগ্রী থাকিয়াও উৎপন্ন বস্তু, উৎপত্তির পরক্ষণে দ্বিতীয় বার উৎপন্ন হয় না। যে সামগ্রী উৎপত্তি

১ ..ন, প্রাগভাবস্য স্বরূপতোঽসাধ্যত্বেন প্রতিযোগিজনকবিঘটনেন তৎসংবন্ধস্যেবাত্যন্তাভাবসংবন্ধস্যাপি সাধ্যত্বাত্তেনৈবান্যথাসিদ্ধেঃ—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫৪

ক্ষণে থাকিয়াও উৎপন্ন বস্তুর পুনরুৎপাদক হইল না, সেই সামগ্রীই বস্তুর প্রথম উৎপত্তির জনক হইয়াছিল। সুতরাং উৎপত্তির পূর্ব্বক্ষণে থাকিয়া যে সামগ্রী উৎপত্তির জনক হইয়াছিল, উৎপত্তিক্ষণেও সেই সামগ্রী থাকিয়াও উৎপত্তির জনক হইল না। ইহাতে অবশ্যই বলিতে হইবে যে—উৎপত্তির পূর্ব্বক্ষণে যে সামগ্রী ছিল, উৎপত্তিক্ষণে সেই সামগ্রী নাই। সেই সামগ্রী থাকিলে অবশ্যই উৎপন্ন বস্তুর পুনরুৎপত্তি হইত। একথা কখনই বলা যায় না যে—উৎপত্তির জনক সামগ্রী উৎপত্তির অজনক। উৎপত্তির পূর্ব্বক্ষণে ও উৎপত্তিক্ষণে যদি একই সামগ্রী থাকিত, তবে এই কথাই স্বীকার করিতে হইত যে—উৎপত্তির জনক সামগ্রীই উৎপত্তির অজনক। এজন্য অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে—উৎপত্তির পূর্ব্বক্ষণে যে সামগ্রী ছিল, উৎপত্তি ক্ষণে আর সে সামগ্রী নাই। আর এজন্যই উৎপন্ন বস্তুর পুনর্ব্বার উৎপত্তি হইতে পারে না। সামগ্রী নাই বলিয়াই পারে না। সুতরাং উৎপন্ন বস্তুর পুনরুৎপত্তির সামগ্রী নাই বলিয়াই পুনরুৎপত্তি হয় না। উৎপত্তির পূর্ব্বক্ষণে ও উৎপত্তিক্ষণে সামগ্রী ত একই রহিয়াছে; সামগ্রীর ভেদ হইল কেন? ইহার উত্তরে বলিতে হইবে যে—উৎপত্তির পূর্ব্বক্ষণে বস্তুর প্রাগভাব ছিল; উৎপত্তি ক্ষণে সেই প্রাগভাব নাই। উৎপাদক সামগ্রীর অন্তর্গত প্রাগভাবের সত্ত্ব ও অসত্ত্ব প্রযুক্তই উৎপত্তির পূর্ব্বক্ষণে ও উৎপত্তিক্ষণে সামগ্রীর ভেদ হইয়াছে। উৎপত্তিক্ষণে প্রাগভাব নাই বলিয়া প্রাগভাবঘটিত সামগ্রীও নাই। প্রাগভাব ব্যতীত আর সমস্ত কারণই উৎপত্তি ক্ষণে আছে। কেবল প্রাগভাবের অভাব প্রযুক্তই উৎপন্ন বস্তুর পুনরুৎপত্তি হইতে পারিল না। সুতরাং প্রাগভাব স্বীকার না করিলে উৎপন্ন বস্তুর পুনরুৎপত্তি অপরিহার্য্য হইয়া পড়িবে।[১]

এতদুত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলেন যে—প্রাগভাববাদিগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা অসঙ্গত। কারণ যাঁহারা প্রাগভাব স্বীকাব করেন, তাঁহারা অবশ্যই অত্যন্তাভাবও স্বীকার করিয়া থাকেন। এই অনাদি অত্যন্তাভাবেরও দেশবিশেষের মত কালবিশেষও অবচ্ছেদক হইয়া থাকে। দেশবিশেষে অত্যন্তাভাব যেমন অনুভবসিদ্ধ, এইরূপ কালবিশেষেও অত্যন্তাভাব অনুভবসিদ্ধ। সুতরাং কালবিশেষে অধিকরণ-সংসর্গী অত্যন্তাভাব দ্বারাই প্রাগভাব স্বীকারের ফল সিদ্ধ হইয়া যাইবে। আর এই অত্যন্তাভাবকে সাময়িক অত্যন্তাভাব বলা হয়। এই সাময়িক অত্যন্তাভাবদ্বারাই প্রাগভাব অন্যথাসিদ্ধ হইয়া পড়িবে। সুতরাং অত্যন্তাভাবাতিরিক্ত প্রাগভাব স্বীকারের আবশ্যকতা নাই।

১ অথ উৎপন্নস্য দ্বিতীয়ক্ষণে পুনরুৎপত্ত্যভাবাত্তৎপূর্ব্বক্ষণে সামগ্র্যভাবো বাচ্যঃ, সচ প্রাগভাবাভাবাদেব, অন্যহেতূনাং সত্ত্বাদিতি চেৎ? অদ্বৈতসিদ্ধি পৃঃ ৫৫৪

আরও কথা এই যে—উৎপন্ন বস্তুই স্বোৎপত্তির বিরোধী। যাহা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার আর উৎপত্তি হইতে পারে না। আরও বিশেষ কথা এই যে—সামগ্রী কার্য্য সত্ত্বেরই প্রযোজক হইয়া থাকে; কিন্তু সামগ্রী উৎপত্তির প্রযোজক নহে। আদ্যকাল সম্বন্ধ হইতেছে উৎপত্তি; এই উৎপত্তিতে সামগ্রী প্রযোজক নহে। আদ্যকাল সম্বন্ধরূপ উৎপত্তি বস্তুটি এই যে—যে বস্তুর উৎপত্তি হইবে, তাহার সমানকালীন পদার্থের ধ্বংসের অনাধার কালাধারত্বই উৎপত্তি অর্থাৎ যে কাল কার্য্যের সমান কালীন পদার্থের ধ্বংসের অনাধার হইয়া কার্য্যের আধার হইয়া থাকে, এতাদৃশ কালাধারত্বই কার্য্যের উৎপত্তি।[১] ইহাতে সামগ্রী, কার্য্যের কালাধারত্বাংশে প্রযোজক। কিন্তু কার্য্যের আধারীভূত কালে যে বিশেষণাংশ যোগ করা হইয়াছে, তাহার প্রযোজক নহে। স্বসমান-কালীন পদার্থের ধ্বংসের অনাধারত্বই কালাংশে বিশেষণ। এই বিশেষণাংশ সামগ্রী-প্রযোজ্য নহে। কাল যে স্বসমানকালীন পদার্থের ধ্বংসের অনাধার হইয়াছে, তাহার প্রযোজক স্বসমানকালীন পদার্থ ধ্বংসের সামগ্রীর অভাব। তাদৃশ সামগ্রীর অভাব প্রযুক্তই কাল স্বসমানকালীন পদার্থের ধ্বংসের অনধিকরণ হইয়াছে। কিন্তু বস্তুর উৎপাদক সামগ্রী হইতে এই বিশেষণাংশ সিদ্ধ হয় নাই। এজন্য প্রাগভাবঘটিত সামগ্রী স্বীকার করিবার কোনও আবশ্যকতা নাই। আদ্য-কাল সম্বন্ধই উৎপত্তি। উৎপাদক সামগ্রী এই উৎপত্তির অন্তর্গত কাল-সম্বন্ধাংশ-মাত্রের প্রযোজক হইয়া থাকে। আদ্যত্ব অংশের প্রযোজক উৎপাদক সামগ্রী নহে। প্রতিক্ষণেই কোনও কার্য্যের উৎপত্তি এবং কোনও কার্য্যের ধ্বংস হইয়া থাকে। এই নিয়ম স্বীকার করিয়া উৎপত্তি পদার্থ দেখান হইয়াছে। কিন্তু স্বসমান-কালীন পদার্থ ধ্বংসের সামগ্রীর অভাবই আদ্যত্ব অংশেব প্রযোজক। সুতরাং প্রাগভাবঘটিত সামগ্রী সিদ্ধ হয় নাই।[২]

ইহাতে প্রাগভাববাদিগণ আপত্তি করেন যে—পার্থিব বস্তুর পাকবশতঃ রূপ রসাদি বিশেষ উৎপন্ন হইয়া থাকে। একই অগ্নিসংযোগ হইতে বিভিন্ন রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ—এই চারিটি উৎপন্ন হয়। অগ্নিসংযোগ কারণ এক; অথচ একটি কারণ হইতেই বিভিন্ন রূপ-রসাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। কারণ ভিন্ন না হইলে কার্য্যও ভিন্ন হইতে পারে না। কার্য্যভেদের জন্য কারণেরও ভেদ

১ ন্যায়লীলাবতী—প্রকাশ পৃঃ ৫৬৮

২...ন, সামগ্রিকাত্যন্তাভাবেনৈবান্যথাসিদ্ধেঃ, উৎপন্নস্যৈব স্বোৎপত্তিবিরোধিত্বাচ্চ। অপি চ সামগ্রী কার্যসত্ত্বে প্রযোজিকা, ন তু তস্যাদ্যকালসংবন্ধরূপোৎপত্তাবপি। আদ্যকালসংবন্ধো হি স্বসমানকালীন-পদার্থধ্বংসানাধারকালাধারত্বম্। তত্র সামগ্রী কার্যস্য কালাধারত্বাংশমাত্রে প্রযোজিকা, ন তু বিশেষণাংশেঽপি, তস্য তাদৃক্পদার্থধ্বংসসামগ্রীবিরহাদেব সিদ্ধেঃ। অদ্বৈতসিদ্ধি পৃঃ ৫৫৪ ও অদ্বৈতদীপিকা (প্রথম পরিচ্ছেদ), পৃঃ ২৩২

স্বীকার করিতে হইবে। কারণ—ভেদ স্বীকার করিতে হইলে অন্য কোনও কারণভেদ এস্থলে সম্ভাবিত নহে বলিয়া রূপ-রসাদি চারিটি কার্য্যের জন্য রূপপ্রাগভাব, রস-প্রাগভাব, গন্ধপ্রাগভাব ও স্পর্শপ্রাগভাব এই চারিটি প্রাগভাব স্বীকার করিতে হইবে। এই বিভিন্ন চারিটি প্রাগভাব হইতেই বিভিন্ন রূপ-রসাদি চারিটি কার্য্য উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু একমাত্র অগ্নিসংযোগ হইতে বিভিন্ন চারিটি কার্য্য উৎপন্ন হইতে পারিত না। কারণ ভেদ প্রযুক্তই কার্য্য ভেদ হইয়া থাকে। কারণের ভেদ না থাকিলে কার্য্যের ভেদ অসম্ভব। এজন্য প্রদর্শিত স্থলে অবশ্যই প্রাগভাব স্বীকার করিতে হইবে।

এতদুত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলেন যে—প্রদর্শিত স্থলে প্রাগভাবভেদ-বশতঃ কার্যভেদ হয় নাই; কিন্তু অগ্নিসংযোগের ভেদ প্রযুক্তই কার্য্যভেদ হইয়াছে। রূপ-রসাদির জনক অগ্নিসংযোগ এক নহে।[১] রূপের জনক অগ্নিসংযোগ ও রসের জনক অগ্নিসংযোগ ভিন্ন।

ইহার অভিপ্রায় এই যে, পার্থিব বস্তু ঘটাদির সহিত অগ্নির সংযোগ হইয়া পার্থিব বস্তু ঘটাদিতে বিভিন্ন রূপ-রসাদির উৎপত্তি হইয়া থাকে। আপাত দৃষ্টিতে এক অগ্নিসংযোগ হইতে নানাবিধ রূপ-রসাদির উৎপত্তি অসঙ্গত বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু অগ্নিসংযোগ এক নহে। অগ্নিত্ব জাতি অবয়ব ও অবয়বিবৃত্তি জাতি। ঘটত্বাদি জাতি যেমন অবয়বিমাত্রবৃত্তি জাতি। অবয়বীই ঘট, ঘটের অবয়ব কপাল ঘট নহে; কিন্তু অগ্নিত্বজাতি সেই ঘটত্বজাতির মত অবয়বিমাত্রবৃত্তি নহে। অগ্নির অবয়বও অগ্নি এবং তাহার অবয়বও অগ্নি। এজন্য অগ্নিত্বজাতি অবয়বী অগ্নিতে ও সেই অবয়বীর অবয়বে ও তাহার অবয়বেও আছে। সুতরাং যেখানে অগ্নি-সংযোগ একটি বলিয়া মনে হইতেছে, সেখানে বস্তুতঃ বহু অগ্নিসংযোগ রহিয়াছে। ঘটাদি পার্থিব বস্তু অবয়বী অগ্নির সহিত সংযুক্ত হইলে অগ্নির অবয়বের সহিতও সংযুক্ত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। আর সেই অবয়বের অবয়বের সহিতও সংযুক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ইহা হইতে পারে না যে—ঘটাদি পার্থিব বস্তু অগ্নিরূপ অবয়বীর সহিতই সংযুক্ত, কিন্তু অগ্নির অবয়বের সহিত সংযুক্ত নহে। সুতরাং অগ্নির নানা অবয়বের সংযোগ ও তদবয়বের সংযোগ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং ঘটাদি বস্তুর সহিত অগ্নিসংযোগ নানা। আপাত-দৃষ্টিতে ঘটাদি বস্তুর সহিত অগ্নিসংযোগ এক বলিয়া বোধ হইলেও বস্তুতঃ সে স্থলে বহু অগ্নিসংযোগ আছে। বৈশেষিকাদি মতে অবয়ব ও অবয়বীর অত্যন্ত ভেদ আছে বলিয়া ঘটাদি পার্থিব বস্তুর সহিত অগ্নিসংযোগ হইলে

১ …পাকজরূপাদিভেদোঽপ্যগ্নিসংযোগভেদাৎ পূর্বরূপাদিধ্বংসভেদাদ্বা, ন তু প্রাগভাবভেদাৎ—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫৪

অগ্নিসংযোগের নানাত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আর নানা অগ্নি-সংযোগজন্য ঘটাদি পার্থিব বস্তুতে নানা রূপ-রসাদিগুণ উৎপন্ন হইতে পারিবে। এজন্য পাকজ রূপ-রসাদির ভেদের জন্য বিভিন্ন রূপ-রসাদির প্রাগভাব স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। অগ্নি সংযোগের ভেদ প্রযুক্তই রূপ-রসাদির ভেদ হইতে পারিবে।

ইহাতে আপত্তি এই যে—পার্থিব পরমাণুতে তেজঃ পরমাণু সংযুক্ত হইয়া পার্থিব পরমাণুতে পাকজ রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ উৎপন্ন হইয়া থাকে। একটি পার্থিব পরমাণুর সহিত একটি তেজঃ পরমাণুর সংযোগ একটিই হইবে। এই সংযোগ প্রদর্শিতরূপে নানা হইতে পারে না। যেহেতু পরমাণু নিরবয়ব। সুতরাং পার্থিব পরমাণুতে একটিমাত্র তেজঃ সংযোগ হইতে পাকজ বিভিন্ন রূপ-রসাদির উৎপত্তি হইয়া থাকে বলিয়া অবশ্যই রূপ-রসাদির প্রাগভাবকে কারণ বলিতে হইবে। কারণের ভেদ না থাকিলে কার্য্যের ভেদ হইতে পারে না।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—একটি তেজঃপরমাণুর সংযোগে পার্থিব পরমাণুতে পাকজ নানাবিধ রূপাদির উৎপত্তি হয়, ইহাতে কোনও প্রমাণ নাই। পরমাণুই অপ্রামাণিক বলিয়া প্রদর্শিত কার্য্য-কারণভাবও অসঙ্গত। যদি পরমাণু প্রমাণ-সিদ্ধ হয়, তবে পরমাণুর রূপ-রসাদির ধ্বংসকেই পাকজ রূপ-রসাদির কারণ স্বীকার করা যাইবে। এজন্য প্রাগভাব স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। তাৎপর্য্য এই যে, অগ্নি সংযোগ জন্য যে রূপরসাদির উৎপত্তি হয়, তাহাতে অগ্নিসংযুক্ত বস্তুর পূর্ব্ব রূপ-রসাদির ধ্বংস হইয়াই অন্য রূপ-রসাদির উৎপত্তি হইয়া থাকে। পূর্ব্বরূপের ধ্বংস হইয়া রূপান্তরের উৎপত্তি এবং পূর্ব্বরসের ধ্বংস হইয়া রসান্তরের উৎপত্তি হয়, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহাতে ধ্বংসের ভেদপ্রযুক্তই কার্য্যের ভেদ হইতে পারিবে। প্রাগভাব ভেদ-প্রযুক্ত কার্য্যের ভেদ স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই।

পরমাণুর অস্বীকার পক্ষে অগ্নিসংযোগের ভেদ প্রযুক্তই পাকজ রূপ-রসাদির ভেদ হইবে এবং পরমাণু স্বীকার পক্ষে পূর্ব্ব রূপ-রসাদির ধ্বংসের ভেদ প্রযুক্তই পাকজ রূপ-রসাদির ভেদ সিদ্ধ হইবে। ফল কথা—পরমাণু স্বীকার করিলে বা না করিলে কোনও পক্ষেই প্রাগভাব স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। এজন্যই অদ্বৈতসিদ্ধিকার অগ্নিসংযোগের ভেদ ও পূর্ব্ব রূপাদির নাশকে পাকজ রূপ-রসাদির প্রতি কারণ বলিয়াছেন। ইহাই অদ্বৈতসিদ্ধিকারের কথার রহস্য।

আরও বিশেষ কথা এই যে—প্রতিযোগীর ভেদ সিদ্ধ না হইলে প্রাগভাবের ভেদও সিদ্ধ হইতে পারে না। প্রতিযোগী ভেদের সিদ্ধির অধীন প্রাগভাবের ভেদ-সিদ্ধি। এই প্রাগভাবের প্রতিযোগী রূপ-রসাদি। এই প্রতিযোগী রূপ-রসাদির ভেদ-

সিদ্ধি হইলে রূপ-প্রাগভাব, রস-প্রাগভাব প্রভৃতির ভেদ সিদ্ধি হইবে। এক অগ্নিসংযোগ হইতে রূপ-রসাদির ভেদই অসিদ্ধ হইয়াছিল ; এই ভেদ সিদ্ধি করিবার জন্যই প্রাগভাব স্বীকার। প্রাগভাবের ভেদ স্বীকার করিলেও প্রতিযোগী রূপ-রসাদির ভেদ স্বীকার করিতে হইতেছে। রূপ-রসাদির ভেদই যদি সিদ্ধ হইতে পারে, তবে রূপ-রসাদির ভেদ সিদ্ধির জন্য প্রাগভাবের আবশ্যকতা কোথায় ? আর রূপ-রসাদির ভেদই যদি সিদ্ধ না হইয়া থাকে, তবে প্রাগভাবের ভেদ সিদ্ধ হইবে কিরূপে ? সুতরাং প্রাগভাবের ভেদ দ্বারা প্রতিযোগী রূপ-রসাদির ভেদ সিদ্ধ করিতে গেলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইবে। রূপ-রসাদির ভেদ সিদ্ধ হইলে, রূপ-রসাদির প্রাগভাবের ভেদ সিদ্ধি এবং রূপ-রসাদির প্রাগভাবের ভেদ সিদ্ধি হইলে রূপ-রসাদির ভেদ সিদ্ধি—এইরূপে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইবে।[১]

আর প্রাগভাববাদিগণ বলেন যে—কোনও বিশেষ বস্তু কোনও বিশেষ বস্তুর উপাদান হইয়া থাকে, সমস্ত বস্তুই সমস্ত বস্তুর উপাদান হয় না। কপাল ঘটের উপাদান হয়, কিন্তু পটের উপাদান হয় না। তন্তু পটের উপাদান হয়, কিন্তু ঘটের উপাদান হয় না। এইরূপ উপাদানতার ব্যবস্থা সকলেরই স্বীকার্য্য। এইরূপ ব্যবস্থার ব্যবস্থাপক নিরূপণ করিলে ইহাই সিদ্ধ হইবে যে—যে বস্তুতে যাহার প্রাগভাব আছে, সেই বস্তুই তাহার উপাদান হয়। আর যে বস্তুতে যাহার প্রাগভাব নাই, সেই বস্তু তাহার উপাদান হয় না। কপালে ঘটের প্রাগভাব আছে, কিন্তু পটের প্রাগভাব নাই ; এজন্য কপাল ঘটের উপাদান হইয়া থাকে ; কিন্তু পটের উপাদান হয় না। এই উপাদানতার ব্যবস্থা রক্ষা করিবার জন্য অবশ্যই প্রাগভাব স্বীকার করিতে হইবে। প্রাগভাব স্বীকার না করিলে উপাদানতার ব্যবস্থাই থাকিবে না।[২]

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—প্রাগভাববাদিগণের এরূপ বলা সঙ্গত নহে। কপালে ঘটের প্রাগভাব আছে বলিয়া কপাল ঘটের উপাদান হয়—এরূপ বলিবার আবশ্যকতা নাই। কপালে কপালত্ব ধর্ম্ম আছে বলিয়াই কপাল ঘটের উপাদান হইয়া থাকে। এইরূপ তন্তুতে তন্তুত্ব ধর্ম্ম আছে বলিয়াই তন্তু পটের উপাদান হইয়া থাকে, ঘটের উপাদান হয় না। এইরূপে কপালত্ব ও তন্তুত্বাদি ধর্ম্মদ্বারাই উপাদেয় ঘট, পটাদির উপাদানতার ব্যবস্থা হইতে পারিবে। এজন্য প্রাগভাব স্বীকার করিবার কোনও আবশ্যকতা নাই। প্রদর্শিতরূপ ব্যবস্থা স্বীকার না করিলে প্রাগভাবদ্বারা ব্যবস্থাই হইতে পারে না। কারণ কপালে ঘটের প্রাগভাব আছে, কিন্তু তন্তুতে

১...পাকজরূপাদিভেদোঽপ্যগ্নিসংযোগভেদাৎ পূর্ব রূপাদিধ্বংসভেদাদ্বা, নতু প্রাগভাবভেদাৎ, প্রতিযোগিভেদং বিনা প্রাগভাবভেদাযোগাচ্চ—অদ্বৈতসিদ্ধি পৃঃ ৫৫৪

২...নাপ্যুপাদানত্বব্যবস্থা তত্র মানম্—অদ্বৈতসিদ্ধি পৃঃ ৫৫৪

নাই—এইরূপে কপাল ঘট-প্রাগভাবের সম্বন্ধী হইবে; কিন্তু তন্তু ঘট-প্রাগভাবের সম্বন্ধী হইবে না। এইরূপ প্রাগভাবের সম্বন্ধিবিশেষের অবধারণ কিরূপে হইবে? সুতরাং প্রাগভাববাদিগণকেও ইহাই স্বীকার করিতে হইবে যে—যে বস্তুতে কপালত্ব ধর্ম্ম আছে, তাহাতেই ঘটপ্রাগভাব থাকে। যাহাতে কপালত্ব ধর্ম্ম নাই, তাহাতে ঘট-প্রাগভাব থাকে না। আর যাহাতে যাহার প্রাগভাব থাকে, তাহাই তাহার উপাদান হয়। এইরূপ স্বীকার করিয়া উপাদানতার ব্যবস্থা দেখাইতে হইবে। ইহাতে প্রাগভাববাদিগণের প্রয়াস গৌরবই হইবে। উপাদানতার ব্যবস্থা করিবার জন্য প্রাগভাব স্বীকার, আবার প্রাগভাবের সম্বন্ধি-ব্যবস্থার জন্য কপালত্বাদি ধর্ম্মের নিয়ামকত্ব স্বীকার, ইহাই প্রয়াস গৌরব। এতদপেক্ষা কপালত্বাদি ধর্ম্মকেই ঘটাদি উপাদেয়ের উপাদানতার ব্যবস্থাপক স্বীকার করিলেই চলিতে পারে। প্রাগভাব স্বীকারের কোনও আবশ্যকতা নাই।[1]

ইহাতে প্রাগভাববাদিগণ বলেন যে—কার্য্যের উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের উপাদানে কার্য্যের অভাব থাকে—ইহা সকলেরই অনুভবসিদ্ধ। কার্য্যের উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের উপাদানে যে অভাব থাকে, তাহা সেই কার্য্যের প্রাগভাব। প্রাগভাব স্বীকার না করিলে কার্য্যের উৎপত্তিব পূর্ব্বে কার্য্যের উপাদানে প্রতীয়মান অভাব অত্যন্তাভাবই হইবে, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহাতে ইহাই স্বীকার করিতে হইবে যে—যে যাহার অত্যন্তাভাববান্, সে তাহার উপাদান। অত্যন্তাভাববান্ কখনও উপাদান হয় না। এজন্য কার্য্যের উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের উপাদানে কার্য্যের অত্যন্তাভাব থাকে, এরূপ স্বীকার করা অত্যন্ত অসঙ্গত।[2]

এতদুত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলেন যে—প্রাগভাববাদিগণও কার্য্যের উপাদানে কার্য্যের অত্যন্তাভাব স্বীকার করিয়াই থাকেন। ঘটের উপাদান কপালে ঘটের প্রাগভাব থাকিলেও সংযোগ সম্বন্ধে কপালে ঘটের অত্যন্তাভাব প্রাগভাববাদিগণও স্বীকার করেন। কপালে সমবায় সম্বন্ধে ঘটের অত্যন্তাভাব স্বীকার না করিলেও সংযোগাদি সম্বন্ধে কপালে ঘটের অত্যন্তাভাব প্রাগভাববাদিগণও স্বীকার করেন। সুতরাং অত্যন্তাভাববান্ উপাদান হয় না—এ কথা বলা যায় না। কার্য্যের উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের উপাদানে কার্য্যের অত্যন্তাভাব থাকিলেও কার্য্যের উৎপত্তির পরে কার্য্যের উপাদানে কার্য্যের অত্যন্তাভাব থাকে না। সময়বিশেষে অত্যন্তাভাব থাকিলেও সময়বিশেষে অত্যন্তাভাব থাকে না। এজন্য সময়বিশেষাবচ্ছিন্ন অত্যন্তা-ভাববান্ উপাদান হইয়া থাকে। নিরবচ্ছিন্ন অত্যন্তাভাববান্ উপাদান হয় না।

১ ...তন্তুত্বাদিনৈব তৎসিদ্ধেঃ। অন্যথা প্রাগভাবস্য সংবন্ধিবিশেষোঽপি কুতঃ সিধ্যেৎ? অদ্বৈতসিদ্ধি পৃঃ ৫৫৪

২ ন চ তদত্যন্তাভাববতঃ কথং তদুপাদানত্বম্? অদ্বৈতসিদ্ধি পৃঃ ৫৫৫

ঘটের উৎপত্তির পূর্ব্বে কপালে ঘটের অত্যন্তাভাব সময়বিশেষাবচ্ছিন্ন এবং তন্তুতে ঘটের অত্যন্তাভাব সময়বিশেষানবচ্ছিন্ন অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন। এজন্য কপাল ঘটের উপাদান হয়, তন্তু ঘটের উপাদান হয় না। সময়বিশেষাবচ্ছিন্ন অত্যন্তাভাব ও সময়-বিশেষানবচ্ছিন্ন অত্যন্তাভাব পরস্পর বিলক্ষণ। এজন্য সময়বিশেষাবচ্ছিন্ন অত্যন্তা-ভাববান্ বস্তু উপাদান হইতে পারে এবং সময়বিশেষানবচ্ছিন্ন অত্যন্তাভাববান্ বস্তু উপাদান হইতে পারে না। সুতরাং প্রাগভাব স্বীকার করিবার কোনও আবশ্যকতা নাই। এ সম্বন্ধে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।[১]

যাবদ্ বিশেষাভাবাতিরিক্ত সামান্যাভাব খণ্ডন

যাঁহারা যাবদ্‌বিশেষাভাবকূটের অতিরিক্ত সামান্যাভাব স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে তিনটি বস্তু কল্পনা করিতে হয়;—(১) অতিরিক্ত সামান্যাভাব-ব্যক্তিতে সামান্যধর্ম্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকত্ব ধর্ম্ম, (২) সেই ধর্ম্মের আশ্রয় অতিরিক্ত সামান্যাভাব ধর্ম্মী, (৩) সেই অতিবিক্ত সামান্যাভাবের সহিত নানা অধিকরণ-ব্যক্তির নানা সম্বন্ধ। এই তিনটি কল্পনা করিতে হয়। সামান্যাভাব স্বীকার করিলে প্রদর্শিত তিনটি বস্তুর কল্পনা কবিতে হয বলিযা সামান্যাভাব স্বীকার করিলে গৌরব দোষই হয়। যাঁহারা সামান্যাভাব স্বীকাব করেন, তাঁহাদেরও তত্তৎবিশেষাভাব-কূট ও সেই অভাবকূটের একাধিকরণবৃত্তিত্ব স্বীকাব করিতেই হইবে। সুতরাং একাধিকরণবৃত্তি যাবদ্‌বিশেষাভাবকূটে সামান্যধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকত্বরূপ একটি অতিরিক্ত ধর্ম্ম স্বীকাব ও সেই স্বীকৃত ধর্ম্মের নানা অভাবব্যক্তিতে ব্যাসজ্যবৃত্তিত্ব স্বীকার, এই দুইটি স্বীকার করিলেই অতিরিক্ত সামান্যাভাব স্বীকার করিবার আবশ্যকতা থাকে না। অতিরিক্ত সামান্যাভাব স্বীকাব কবিলে তিনটি কল্পনা করিতে হয়। অতিরিক্ত সামান্যাভাব স্বীকার না কবিলে দুইটি কল্পনা করিতে হয। এইরূপ কল্পনার লাঘবপ্রযুক্ত বিদ্বদ্‌গণ দ্বিতীয় পক্ষই স্বীকার করিয়া থাকেন। অতিরিক্ত সামান্যাভাব স্বীকার করেন না।[২]

কেহ কেহ বলেন যে, যাবদ্‌বিশেষাভাবকূটে ব্যাসজ্যবৃত্তি সামান্যধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকত্ব ধর্ম্ম, পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধে থাকিতে পারে বলিযা অতিরিক্ত সামান্যাভাব

১……সম্বন্ধান্তরেণ ত্বয়াপ্যভ্যুপগমাৎ সময়াবচ্ছেদতদনবচ্ছেদাভ্যাং বৈলক্ষণ্যাভ্যুপগমাচ্চেত্যলমতি-বিস্তরেণ—অদ্বৈতসিদ্ধি পৃঃ ৫৫৪—৫৫

২ এবং সামান্যাভাবোঽপি গৌরবপরাহত এব। তথা হি সামান্যাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকত্বং অভাবঃ তস্য চ তত্তদধিকরণসংবন্ধা ইত্যেবং বা কল্প্যতাম্? ক্লৃপ্ততত্তদধিকরণসংবন্ধানামেকাধিকরণবৃত্তিত্বাবচ্ছেদেন সিদ্ধানামভাবানাং সামান্যাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকত্বং, তস্য চ ব্যাসজ্যবৃত্তিত্বমিতি দ্বয়ং বা কল্প্যতাম্। তত্রোত্তরঃ পক্ষ এব প্রেক্ষাবদ্ভ্যো রোচতে—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫৫

স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। এরূপ বলা সঙ্গত হয় নাই; কারণ প্রতি-যোগিতার নিরূপকত্ব ধর্ম্ম তত্তদভাবে থাকে। বস্তুতঃ প্রতিযোগিতার নিরূপকত্ব ধর্ম্ম যে অভাবে থাকে, নিরূপকত্ব ধর্ম্ম সেই অভাব হইতে ভিন্ন নহে; কিন্তু সেই অভাব স্বরূপ—এইরূপই স্বীকার করিতে হইবে। তত্তদভাব অব্যাসজ্যবৃত্তি; আর সামান্যধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার নিরূপকত্ব ধর্ম্ম ব্যাসজ্যবৃত্তি স্বীকার করা হইতেছে। ব্যাসজ্যবৃত্তি ধর্ম্ম অব্যাসজ্যবৃত্তি তত্তদভাবস্বরূপ হইতে পারে না। এজন্য যাবদ্বিশেষাভাবকূটে বা সমুদায়ে সামান্যধর্ম্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকত্বরূপ ব্যাসজ্যবৃত্তি ধর্ম্ম স্বীকার করা সঙ্গত নহে।[১]

কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে পূর্ব্বোক্ত কথা সঙ্গত মনে হয় না। "আত্ম-তত্ত্ববিবেক" গ্রন্থের টীকাতে দীধিতিকার জ্ঞানের বিষয়তা পদার্থকে জ্ঞানস্বরূপ হইতে অতিরিক্ত স্থাপন করিয়া প্রতিযোগিত্ব, অনুযোগিত্ব প্রভৃতি পদার্থকেও প্রতিযোগী, অনুযোগী হইতে অতিরিক্ত বলিয়া ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন।[২] অনুযোগিত্ব ধর্ম্ম যদি অনুযোগী হইতে অতিরিক্ত বস্তু হয়, তবে সামান্যধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকত্ব ধর্ম্মও তদাশ্রয় তত্তৎ বিশেষাভাব হইতে ভিন্নই হইবে। কারণ সামান্যধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকত্ব বস্তুটী উক্ত প্রতিযোগিতার নিরূপকত্ব। প্রতিযোগিতার নিরূ-পকতা অনুযোগীতে থাকে। এজন্য প্রতিযোগিতার নিরূপকত্ব ধর্ম্মটি অভাবনিষ্ঠ অনু-যোগিতাবিশেষ হইবে। অনুযোগিতাধর্ম্মটি যে অনুযোগী অভাব হইতে অতিরিক্ত, তাহা আত্মতত্ত্ববিবেকের দীধিতি টীকাতে বলাই হইয়াছে। সুতরাং অনুযোগিতার আশ্রয় অভাব অব্যাসজ্যবৃত্তি হইলেও অভাব হইতে ভিন্ন অভাববৃত্তি ধর্ম্ম অনুযোগিত্ব ব্যাসজ্যবৃত্তি হইতে পারিবে। অনুযোগিত্ব অভাবস্বরূপ হইলেই এরূপ বলা যাইত যে—অভাব অব্যাসজ্যবৃত্তি বলিয়া অভাবস্বরূপ অনুযোগিতাও অব্যাসজ্যবৃত্তি। কিন্তু অনুযোগিতা অনুযোগী অভাব হইতে ভিন্ন সিদ্ধ হওয়ায় প্রদর্শিত আপত্তি হয় না। এজন্য যাবদ্‌বিশেষাভাব সমুদায়ে ব্যাসজ্যবৃত্তি সামান্যধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকত্ব ধর্ম্ম পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধে থাকিতে পারিবে। আর তাহাতে অতিরিক্ত সামান্যাভাব অসিদ্ধই হইয়া পড়িবে। এজন্যই অদ্বৈত-সিদ্ধিকার বলিয়াছেন যে—এই পক্ষটি অধিকতর সমীচীন বলিয়া পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন।[৩]

ব্যাসজ্যবৃত্তি ধর্ম্মের যতগুলি আশ্রয় হইয়া থাকে, সেই সমস্ত আশ্রয়ের জ্ঞান ব্যাসজ্যবৃত্তি ধর্ম্মের জ্ঞানে কারণ এবং ব্যাসজ্যবৃত্তি ধর্ম্মের আশ্রয় সমূহের পরস্পর

১ অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫৫
২ আত্মতত্ত্ববিবেক, পৃঃ ৫১৫
৩ তত্রোত্তরঃ পক্ষ এব প্রেক্ষাবদ্ভ্যো রোচতে—অদ্বৈতসিদ্ধি পৃঃ ৫৫৫

ভেদজ্ঞানও ব্যাসজ্যবৃত্তি ধর্ম্মের জ্ঞানে কারণ। সামান্যধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকত্ব ধর্ম্মটি ব্যাসজ্যবৃত্তি ধর্ম্ম ; এই ধর্ম্মের আশ্রয় যাবদ্বিশেষাভাব সমুদায়। এই ব্যাসজ্য-বৃত্তি ধর্ম্মের জ্ঞানে যাবদ্বিশেষাভাব সমুদায়ের জ্ঞান ও অভাব সমুদায়ের পরস্পর ভেদজ্ঞান কারণ হইবে। আর তাহাতে সামান্যাভাব ভিন্ন যাবদ্‌বিশেষাভাব সমূহকে সামান্যধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক বলিয়া স্বীকার করিলে বিশেষাভাব-বাদিগণেরই গৌরব হইবে। বরং সামান্যাভাববাদিগণেরই লাঘব।[১]

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—দ্বিত্ব, ত্রিত্ব প্রভৃতি ব্যাসজ্যবৃত্তি ধর্ম্মের প্রত্যক্ষে যাবদাশ্রয়ের প্রত্যক্ষ ও যাবদাশ্রয়ের পরস্পর ভেদ প্রত্যক্ষ কারণ হইলেও সামান্য-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকত্বরূপ ব্যাসজ্যবৃত্তি ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ যাবদাশ্রয়ের প্রত্যক্ষ না হইয়াই এবং আশ্রয়সমূহের পরস্পর ভেদের প্রত্যক্ষ না হইয়াই হইয়া থাকে—ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। অন্য ব্যাসজ্যবৃত্তি ধর্ম্মের প্রত্যক্ষে ব্যাসজ্যবৃত্তি ধর্ম্মের যাবদাশ্রয়ের প্রত্যক্ষ ও তাহাদের ভেদের প্রত্যক্ষ কারণ হইলেও সামান্য-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকত্বরূপ ব্যাসজ্যবৃত্তি ধর্ম্মের প্রত্যক্ষে কারণ নহে। যেহেতু "আদ্যক্ষণে ঘটো নীরূপঃ" এইরূপ প্রতীতি সর্ব্বসিদ্ধ। এই প্রতীতির বিষয় রূপসামান্যের অত্যন্তাভাব হইতে পারে না। উৎপত্তিক্ষণে ঘটে যে যে রূপের প্রাগভাব আছে, সেই সমস্ত রূপের অত্যন্তাভাব সেই ঘটে স্বীকার করা যায় না। প্রাগভাবের অধিকরণে অত্যন্তাভাব থাকে না অর্থাৎ যাহার প্রাগভাব যাহাতে আছে, তাহার অত্যন্তাভাব তাহাতে থাকিতে পারে না। জনিষ্যমান রূপের অত্যন্তাভাব আদ্যক্ষণে ঘটে নাই। সর্ব্বদা বিদ্যমান অভাবকেই অত্যন্তাভাব বলে। ঘটে জনিষ্যমান রূপ নানা। এজন্য ঘটে তত্তৎ রূপাভাব-সমুদায় রূপত্ব-সামান্যধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকরূপে ভাসমান হইয়া থাকে। এস্থলে যাবদ্‌রূপবিশেষের জ্ঞান ও তাহাদের পরস্পর ভেদজ্ঞান অপেক্ষিত হইলে "আদ্যক্ষণে ঘটো নীরূপঃ" এই প্রতীতি অনুপপন্ন হইয়া পড়িত। এই প্রতীতির উপপত্তির জন্য সামান্যধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকত্ব ধর্ম্ম ব্যাসজ্যবৃত্তি ধর্ম্ম হইলেও তাহার প্রত্যক্ষে যাবদাশ্রয়ের প্রত্যক্ষ ও যাবদাশ্রয়ের ভেদের প্রত্যক্ষের আবশ্যকতা নাই। কার্য্য কল্পনীয় ধর্ম্মের কার্য্যানুসারেই কল্পনা হইয়া থাকে।[২]

ইহাতে সামান্যাভাববাদিগণ বলেন যে—লাঘব বিবেচনা করিয়া যদি সামান্যা-ভাব অস্বীকার করা হয়, তবে অতি লাঘব প্রতিসন্ধান করিয়া বিশেষাভাবেরও অস্বীকার করা যাইতে পারে। কারণ বিশেষাভাব স্বীকার করিলেও সেই বিশেষা-

১ অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫৫ ,

২ আদ্যক্ষণে ঘটো নীরূপ ইতি প্রতীতেঃ সর্ব্বসিদ্ধত্বাৎ, যাবদাশ্রয়তদ্ভেদগ্রহস্য দ্বিত্বাদিগ্রহে হেতুত্বেঽপি উক্তপ্রতিযোগিতাগ্রহে হেতুত্বানভ্যুপগমাৎ, কার্য্যোন্নেয়ধর্ম্মাণাং যথাকার্যমুন্নয়নাৎ—অদ্বৈত-সিদ্ধি পৃঃ ৫৫৫

ভাবের অধিকরণ স্বীকার করিতেই হইবে। আর সেই বিশেষাভাবের অধিকরণই অভাব প্রত্যক্ষের হেতু হইতে পারিবে। আর বিশেষাভাবই স্বীকার করিবার আবশ্যকতা কি? বিশেষাভাবগুলিকেও তাহাদের অধিকরণস্বরূপ বলিলেই চলিতে পারে। আর অধিকরণাতিরিক্ত বিশেষাভাব মানিবার আবশ্যকতা নাই।[১]

এইরূপ আপত্তিতে অদ্বৈতসিদ্ধিকার ইষ্টাপত্তি প্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন—"অস্মাকম্ ইষ্টাপত্তেঃ"। যদি বলা যায়—অভাবের অধিকরণ ভাব বস্তু। যেমন ঘটাভাবের অধিকরণ ভাব বস্তু। এই ভাব বস্তুকে অভাবপ্রতীতির বিষয় বলিয়া স্বীকার করা যাইবে কিরূপে? ভাব অভাব হইতে অত্যন্ত ভিন্ন। এতদুত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলিয়াছেন যে—সামান্যাভাববাদিগণও ত ঘটাভাবের অভাবকে অতিরিক্ত অভাব স্বীকার না করিয়া ঘটস্বরূপই স্বীকার করিয়া থাকেন। সুতরাং ভাব বস্তুও যে অভাবত্বরূপে প্রমাপ্রতীতির বিষয় হয়, তাহা উভয়বাদিসিদ্ধ। সুতরাং ভাব বস্তু অভাবত্বপ্রকারক প্রতীতির বিষয় হয় না—এরূপ বলা যায় না। সুতরাং অভাবের অধিকরণ ভাব বস্তুও অভাবত্ব-প্রকারক প্রতীতির বিষয় হইতে পারিবে। আর এইরূপে অভাবমাত্রের অস্বীকার করিলে অতি লাঘবই হইবে।[২]

এই সামান্যাভাব সমর্থনের জন্য কেহ কেহ এরূপ বলিয়া থাকেন যে—অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকের ভেদই অভাব ভেদের নিয়ামক। প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকের ভেদ না থাকিলে অভাবের ভেদ হইতে পারে না। এজন্য বিশেষাভাব ও সামান্যাভাবের ভেদ অবশ্যই সিদ্ধ হইবে। বিশেষাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক বিশেষ ধর্ম্ম এবং সামান্যাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সামান্য ধর্ম্ম। এই বিশেষ ধর্ম্ম ও সামান্য ধর্ম্ম পরস্পর ভিন্ন। এজন্যই সামান্যাভাব ও বিশেষাভাব পরস্পর ভিন্ন হইয়াছে। প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম ভিন্ন বলিয়াই সামান্যাভাব ও বিশেষাভাব ভিন্ন। প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকের ভেদ না থাকিলে অভাবের ভেদই সিদ্ধ হইতে পারে না। প্রতিযোগীর ভেদে অভাব ভিন্ন হয় না। যদি প্রতিযোগীর ভেদ প্রযুক্তই অভাবের ভেদ হইত অর্থাৎ প্রতিযোগীর ভেদ অভাবের ভেদের জ্ঞাপক হইত, তবে যে স্থলে প্রতিযোগীর ভেদ নাই, সে স্থলে অভাবের ভেদের জ্ঞাপক নাই বলিয়া অভাবের ভেদও সিদ্ধ হইতে পারিত না। যেমন একটি ঘটের প্রাগভাব, ধ্বংস, অত্যন্তাভাব ও অন্যোন্যাভাব—এই চারিটি অভাবের প্রতিযোগী এক ঘট-ব্যক্তি। সুতরাং এই চারিটি অভাবের প্রতিযোগী ভিন্ন নহে। অথচ

১ ন চৈবম্—অতিলাঘবাৎ ক্লৃপ্তানামধিকরণানামেবাভাবধীহেতুত্বমস্তু। কিং বিশেষাভাবৈরপীতি—বাচ্যম্। অদ্বৈতসিদ্ধি পৃঃ ৫৫৫

২ অস্মাকমিষ্টাপত্তেঃ, ঘটাভাবো নেত্যাদাবতিরিক্তাভাবস্য স্বরূপাপ্যনভ্যুপগমেন ভাবস্যাপ্যভাবত্ব-প্রকারকপ্রমাহেতুত্বস্যোভয়বাদিসিদ্ধত্বাৎ—অদ্বৈতসিদ্ধি পৃঃ ৫৫৫

অভাব চারিটি অত্যন্ত ভিন্ন। এই অভাব চারিটির প্রতিযোগী ভিন্ন নহে বলিয়া অভাব চারিটিও অভিন্ন হইয়া পড়িত। এজন্য প্রতিযোগীর ভেদ অভাবের ভেদক নহে; কিন্তু প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকের ভেদ প্রযুক্তই অভাবের ভেদ হইয়া থাকে। তদ্‌ঘটের প্রাগভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম পূর্ব্বকালীন তদ্‌ঘটত্ব। তদ্‌ঘটের ধ্বংসের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম অপরকালীন তদ্‌ঘটত্ব। তদ্‌ঘটের অত্যন্তা-ভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ সংযোগাদি এবং তদ্‌ঘটের অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ তাদাত্ম্য। এইরূপে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম বা প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধের ভেদ প্রযুক্তই এক ঘট প্রতিযোগিক অভাব চারিটির পরস্পর ভেদ সিদ্ধ হইয়াছে। এই চারিটি অভাবের প্রতিযোগী অভিন্ন বলিয়া অভাব চারিটি অভিন্ন হয় নাই।[১]

এতদুত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলেন যে—সামান্যাভাববাদিগণের এরূপ বলা সঙ্গত হয় নাই। কারণ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকের ভেদপ্রযুক্ত অভাবেব ভেদ হইয়া থাকে—এইরূপ যাঁহারা বলেন, তাঁহারা সংসর্গ ও প্রতিযোগীর বিশেষণ ধর্ম্ম এই উভয়কেই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক বলিয়া থাকেন। সংসর্গে ও প্রতিযোগীর বিশেষণে যে অবচ্ছেদকত্ব ধর্ম্ম আছে, তাহার নির্ব্বচন করা অসম্ভব। সংযোগ, তাদাত্ম্য প্রভৃতি সংসর্গ ও প্রতিযোগীর বিশেষণ ঘটত্ব ধর্ম্ম। এই সংসর্গ ও প্রতিযোগীর বিশেষণ, এতদুভয়-সাধারণ একটি অবচ্ছেদকতার নিরূপণ করিতে পারা যায় না। প্রতিযোগিতার ন্যূনবৃত্তি বা অধিকদেশবৃত্তি প্রতিযোগীর বিশেষণ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম হয় না। কিন্তু ন্যূনাধিকবৃত্তি সংসর্গ প্রতি-যোগিতাবচ্ছেদক হইয়া থাকে। সুতরাং ধর্ম্ম ও সংসর্গসাধারণ অবচ্ছেদকতা একটি হইতে পারে না। এইরূপ ভেদের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক তাদাত্ম্য এবং ধ্বংস ও প্রাগভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক তত্তৎ ব্যক্তিত্ব হইবে—ইহাতেও কোনও প্রমাণ নাই। এজন্য তাদাত্ম্য ও তত্তৎ ব্যক্তিত্ব ধর্ম্মের প্রতিযোগিতা-বচ্ছেদকত্ব অসিদ্ধ। ভাব বস্তুর পরস্পর ভেদসিদ্ধির জন্য বিরুদ্ধ ধর্ম্ম সম্বন্ধকেই ভাব বস্তুর ভেদক ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সম্বন্ধপ্রযুক্ত যেমন ভাব বস্তুসমূহের পরস্পর ভেদের সিদ্ধি হয়, সেইরূপ অভাবসমূহেরও বিরুদ্ধ ধর্ম্ম সম্বন্ধ প্রযুক্তই পরস্পর ভেদের সিদ্ধি হইতে পারিবে। অভাবের ভেদের সিদ্ধির জন্য প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকের ভেদ মানিবার আবশ্যকতা নাই। যাঁহারা

১ যদপি কশ্চিদাহ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকভেদস্যাভাবভেদনিয়ামকত্বাদ্বিশেষাভাবান্য-সামান্যাভাব-সিদ্ধিঃ, অন্যথা অভাবভেদাসিদ্ধেঃ, প্রতিযোগিভেদস্যাভাবভেদকত্বে একঘটপ্রতিযোগিকস্য প্রাগভাবাদি-চতুষ্টয়স্যাভেদপ্রসঙ্গাৎ, অবচ্ছেদকভেদাত্তু তদ্ভেদে ন কোঽপি দোষঃ, কচিত্তাদাত্ম্যস্য কচিৎ সংসর্গস্য কচিৎ পূর্ব্বাপরকালীনতদ্‌ঘটত্বাদেশ্চ ভেদাৎ—ইতি—অদ্বৈতসিদ্ধি পৃঃ ৫৫৫

প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকের ভেদপ্রযুক্ত অভাবের ভেদ স্বীকার করেন, তাঁহারাও একথা বলিতে পারেন না যে—প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকের ভেদ হইতে অভাবের ভেদ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভেদ অনাদি বস্তু; তাহা উৎপন্ন হয় না। সুতরাং ভেদের জনক অপ্রসিদ্ধ। এজন্য তাঁহাদিগকে বলিতে হইবে যে—অবচ্ছেদকের ভেদ অভাবভেদের জ্ঞাপক। ব্যাপ্য লিঙ্গ যেমন ব্যাপক সাধ্যের অনুমাপক হইয়া থাকে, এইরূপ ভেদের ব্যাপ্য অবচ্ছেদকের ভেদ, অভাবভেদের জ্ঞাপক অর্থাৎ অনুমাপক হইবে। অবচ্ছেদকের ভেদ অভাবের ভেদের ব্যাপ্য না হইলে অবচ্ছেদকের ভেদ অভাবভেদের জ্ঞাপক হইতে পারিত না। এজন্য অবচ্ছেদক-ভেদে অভাবভেদের ব্যাপ্তি অর্থাৎ অভাবভেদনিরূপিত ব্যাপ্তি আছে স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং অভাবভেদ ব্যাপক ও অবচ্ছেদকভেদ ব্যাপ্য—এইরূপ স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু বিপক্ষবাধক তর্ক নাই বলিয়া এবং সামানাধিকরণ্যও নাই বলিয়া প্রদর্শিত ব্যাপ্তির সিদ্ধি হইতে পারে না। যে যে স্থলে অবচ্ছেদকের ভেদ থাকিবে, সেই সেই স্থলে অভাবও ভিন্ন হইবে—এরূপ বলিলে প্রদর্শিত ব্যাপ্তির অভাবেই ব্যভিচার হইবে। ভূতলে ঘটের অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ঘটত্ব ধর্ম্ম ও সংযোগ সংসর্গ। এই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম ও সংসর্গ ভিন্ন; কিন্তু অভাব ভিন্ন নহে—এক। প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক নানা হইয়াও অভাব নানা হয় নাই, কিন্তু একই বটে। সুতরাং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকের নানাত্ব প্রযুক্ত অভাবের নানাত্ব হইল না বলিয়া প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকের ভেদ অভাবভেদের ব্যাপ্য হইল না। প্রত্যুত ব্যভিচারই হইল।[১]

আরও কথা এই যে—একটি অবচ্ছেদকের ভেদ অপর অবচ্ছেদকে থাকিবে এবং একটি অভাবের ভেদ অপর অভাবে থাকিবে। অবচ্ছেদকের ভেদ ও অভাবের ভেদ সমানাধিকরণ হয় নাই, কিন্তু ব্যধিকরণ হইয়াছে। অবচ্ছেদকের নানাত্ব অবচ্ছেদকে থাকে ও অভাবের নানাত্ব অভাবে থাকে। সমানাধিকরণ ধর্ম্মেরই জ্ঞাপ্য-জ্ঞাপকভাব হয়। ব্যধিকরণ ধর্ম্ম ব্যধিকরণ ধর্ম্মের জ্ঞাপক হইতে পারে না। সুতরাং অবচ্ছেদকের ভেদ লিঙ্গের মত অভাবভেদের জ্ঞাপক হইতে পারে না। যেহেতু ব্যাপ্তিই অসিদ্ধ। বিপক্ষবাধক তর্ক নাই বলিয়া এবং সামানাধিকরণ্যও নাই বলিয়া ব্যাপ্তিই অসিদ্ধ। এরূপও বলা যায় না যে—যে অভাবে তদিতর-ধর্ম্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকত্ব ধর্ম্ম আছে, সেই অভাবে তদবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক

১ তন্ন, সংসর্গপ্রতিযোগিবিশেষণ-সাধারণস্যৈকস্যাবচ্ছেদকত্বস্য দুর্বচত্বাৎ, তাদাত্ম্যাদেশ্চ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্বে মানাভাবাৎ। ভেদসিদ্ধিস্তু ভাববদভাবস্যাপি বিরুদ্ধধর্মাধ্যাসাদেব। অবচ্ছেদকভেদস্যাভাবভেদনিয়ামকত্বং লিঙ্গবিধয়া তজ্জ্ঞাপকত্বমেব বাচ্যম্, ন তু তজ্জনকত্বম্। তচ্চ ন; বিপক্ষবাধকতর্কাভাবেন সামানাধিকরণ্যাভাবেন চ ব্যাপ্তেরেবাসিদ্ধেঃ—অদ্বৈতসিদ্ধি পৃঃ ৫৫৫

অভাবের ভেদও আছে। এজন্য তদিতরধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকত্ব ধর্মটি তদবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক অভাবের ভেদের ব্যাপ্য—এইরূপ নিয়মও সিদ্ধ হইবে না। ঘটত্ব ধর্মের ইতর ধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব হইতেছে পটাভাব। পটাভাব পটত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক। এজন্য পটাভাব ঘটত্বেতরধর্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক। এই ঘটত্বেতরধর্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক পটাভাবে ঘটত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক অভাবের ভেদও আছে। এজন্য তদিতর ধর্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকত্ব ধর্ম, তদ্ধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাবের ভেদের ব্যাপ্য অর্থাৎ যে যে স্থলে তদিতর ধর্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকত্ব আছে, সেই সেই স্থলে তদ্ধর্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক অভাবের ভেদও আছে—এইরূপ নিয়মও স্বীকার করা যায় না। কারণ অবৃত্তি গগনাদি দ্রব্যের অত্যন্তাভাব একটি। গগনের অভাব, আত্মার অভাব, দিকের অভাব প্রভৃতি অবৃত্তি দ্রব্য-প্রতিযোগিক। প্রদর্শিত অভাবগুলির প্রতিযোগী গগনাদি দ্রব্য। এই দ্রব্যগুলি অবৃত্তি অর্থাৎ ইহাদের অধিকরণ নাই। গগনাদি দ্রব্য কোথাও থাকে না। এজন্য গগনাদি অবৃত্তি দ্রব্যের অভাব সর্ব্বত্রই থাকে। এইরূপ পরমাণুর অভাবও সর্ব্বত্রই থাকে। পরমাণুও অবৃত্তি দ্রব্য। এই অবৃত্তি দ্রব্যগুলির অত্যন্তাভাব ভিন্ন নহে, কিন্তু একটি। অবৃত্তি দ্রব্যের অত্যন্তাভাবের ভেদ তার্কিকগণেরও স্বীকার্য্য নহে। ভেদক ধর্ম্ম নাই বলিয়াই তার্কিকগণ তাহা স্বীকার করেন না। প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকভেদেই যদি অভাবের ভেদ হইত, তবে অবৃত্তি গগনাদি দ্রব্যের অভাবেরও প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকের ভেদ আছে বলিয়া ঐ অভাবের ভেদ সিদ্ধ হইত। অবৃত্তি গগনাদির অভাব কেবলান্বয়ী অর্থাৎ সর্ব্বত্রই আছে। এই সর্ব্বত্র গগনাদির অভাব ভিন্ন নহে। এইরূপ সমনিয়ত নানা ধর্ম্মের অভাবও নানা নহে, কিন্তু এক। প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকের ভেদে অভাবের ভেদ হইলে সমনিয়ত নানা ধর্ম্মের অভাবেরও ভেদ সিদ্ধ হইত।[১]

এইরূপ একদেশবৃত্তি যুগপৎ উৎপন্ন বস্তুসমূহের প্রাগভাব একটি এবং একাবচ্ছেদে যুগপৎ বিনষ্ট বস্তুসমূহের ধ্বংসও একটি। এইরূপে নানা বস্তুর প্রাগভাব ও নানা বস্তুর ধ্বংস প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্মের নানাত্ব প্রযুক্ত নানা সিদ্ধ হয় না। একটি বৃক্ষের মূলাবচ্ছেদে ও অগ্রাবচ্ছেদে যুগপৎ উৎপন্ন বা যুগপৎ বিনষ্ট সংযোগের প্রাগভাব ও ধ্বংস এক না হইয়া নানাই হইবে। কারণ অগ্রাবচ্ছেদে ও মূলাবচ্ছেদে সংযোগের প্রাগভাব ও ধ্বংসের ভেদপ্রতীতি হইয়া থাকে। সুতরাং একাবচ্ছেদে যুগপৎ উৎপন্ন ও যুগপৎ বিনষ্ট সংযোগাদির প্রাগভাব

১ অত এব তদিতরধর্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকত্বং তদবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকান্তত্বব্যাপ্যমিত্যপি—নিরস্তম্; এবং চাবৃত্তীনাং গগনাদীনাং সমনিয়তানাং বাহুল্যেষাং ধর্মাণামেক এবাত্যন্তাভাবঃ... —অদ্বৈতসিদ্ধি পৃঃ ৫৫৫

ও ধ্বংস একই হইবে, নানা নহে। আরও কথা এই যে—যাঁহারা ব্যধিকরণ-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে এতাদৃশ একটি অভাবেরই প্রতিযোগিতা সমস্ত সমানাধিকরণ ও সমস্ত ব্যধিকরণ সম্বন্ধ দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। অবচ্ছেদক সম্বন্ধের ভেদ প্রযুক্ত এই অভাব ভিন্ন হয় না। এইরূপ এক গগনাভাবকেই সর্ব্ববিধ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। এইরূপ সর্ব্ববিধ ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্ন বলিয়াও স্বীকার করা যাইতে পারে। সুতরাং সর্ব্বপ্রকার ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব এক গগনাত্যন্তাভাবই হইতে পারে। অতএব প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভেদে অভাব ভিন্ন হয় না। ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাবের প্রতিযোগিতা সর্ব্ববিধ সমানাধিকরণ ও ব্যধিকরণ সম্বন্ধদ্বারাও অবচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। আর এই অভাবের স্থানাপন্ন এক গগনাভাবই বটে। সুতরাং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকের ভেদে অভাবের ভেদ সিদ্ধ হয় না।[১]

ইহাতে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকের ভেদে অভাবের ভেদবাদিগণ এরূপ বলেন যে—এইরূপে নানা অভাবকে এক স্বীকার করিলে পৃথিবীতে একটি মাত্র অভাব স্বীকার করিলেই চলিতে পারে। একটি মাত্র অভাবই দেশ-কালাদি অবচ্ছেদকভেদে অভাবভেদ ব্যবহারের জনক হইতে পারিবে। সুতরাং একাধিক অভাব মানিবার আর আবশ্যকতাই থাকিবে না। আর ইহাতে অভাব কল্পনা অতিলঘু হইবে। এতদুত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলেন যে—একটি মাত্র অভাব স্বীকার দ্বারাই যদি সর্ব্ববিধ অভাবভেদের ব্যবহার উপপন্ন হইতে পারে, তবে তাহাই হউক, তাহাতে আমাদের আপত্তি কি? কিন্তু প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকের ভেদে যে অভাব ভিন্ন হয় না, ইহা সত্যই বটে; ইহাতে কোনও বাধক নাই। অবৃত্তি গগনাদির অভাব যে ভিন্ন নহে, ইহাতে কাহারও কোনও আপত্তি নাই।[২]

অদ্বৈতবেদান্তিগণ আরও বলেন যে—বৈশেষিকগণ যে সর্ব্বাধার কাল পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন, এই কাল পদার্থকেই চিদ্রূপ স্বীকার করিলে একমাত্র কাল পদার্থদ্বারাই সর্ব্বব্যবহারের উপপত্তি হইতে পারিবে। কালাতিরিক্ত পদার্থান্তর স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। কালাতিরিক্ত সমস্ত বস্তুই চিদ্রূপ কালদ্বারা

১ যুগপদ্বিনষ্টানামুৎপন্নানাং বা সমানদেশানামসতি বাধকে এক এব ধ্বংসঃ প্রাগভাবো বা; ব্যধিকরণ-ধর্ম্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকোঽপি চেদভাবঃ প্রামাণিকঃ, তদা তস্যৈকস্যৈব প্রতিযোগিতাঃ সর্ব্বৈরেব ব্যধিকরণৈঃ সর্ব্বৈশ্চ সমানাধিকরণৈঃ সংবন্ধৈরেবাবচ্ছিন্নস্তাম্, আকাশাভাব এব বা তথাঽস্তাম্ একেনৈবোপপত্তাবন্তাবচ্ছেদকল্পনে মানাভাবাৎ—অদ্বৈতসিদ্ধি পৃঃ ৫৫৫

২ ন চৈবমেক এব জগতীতলে ভবত্বভাবঃ, স এব তত্তদবচ্ছেদকদেশকালাদিভেদেন তত্তদ্ব্যবহার-জনকং জনয়িষ্যতীতি কিমধিককল্পনয়েতি—বাচ্যম্; উপপদ্যতে চেদস্তু। প্রকৃতে তু ন বাধকং কিংচিৎ—অদ্বৈতসিদ্ধি পৃঃ ৫৫৫

ভ্রান্ত হইবে। আর চিদ্ভোগ্য বস্তুমাত্রই মিথ্যা ; যেমন শুক্তিরজত। এজন্য বৈশেষিক মতসিদ্ধ কালপদার্থকে চিদ্রূপ স্বীকার করিলে, কালাতিরিক্ত অন্য পদার্থ স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। আর তাহাতে যে অতি লাঘব হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। সুতরাং "অহমজ্ঞঃ" এই সাক্ষি-প্রত্যক্ষ, অভাবপ্রত্যক্ষের সামগ্রী হইতে বিলক্ষণ সামগ্রীজন্য—ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আর অভাব প্রত্যক্ষের সামগ্রী হইতে বিলক্ষণ সামগ্রীজন্য "অহমজ্ঞঃ" এই সাক্ষি-প্রত্যক্ষের বিষয় অভাব-বিলক্ষণ। সুতরাং "অহমজ্ঞঃ" এই সাক্ষি-প্রত্যক্ষদ্বারা অভাববিলক্ষণ অজ্ঞানের সিদ্ধি হইয়া থাকে।[১]

১ অত এব বৈশেষিকাণাং স্বাভ্যুপগতকালপদার্থস্যৈব সর্বব্যবহারহেতুত্বোপপত্তৌ ন পদার্থান্তর-সিদ্ধিরিত্যদ্বৈতবাদিনো বদন্তি। তদেবং 'অহমজ্ঞ' ইতি জ্ঞানস্যাভাবজ্ঞানসামগ্রীবিলক্ষণসামগ্রীজন্যত্বাদ-ভাববিলক্ষণবিষয়ত্বং সিদ্ধম্—অদ্বৈতসিদ্ধি পৃঃ ৫৫৫

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ভাবরূপ অজ্ঞানসাধক দ্বিতীয় প্রকার সাক্ষিপ্রত্যক্ষ

"ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি" অর্থাৎ তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা আমি জানি না—এইরূপ সাক্ষি-প্রত্যক্ষ দ্বারাও অভাববিলক্ষণ অজ্ঞান সিদ্ধ হইয়া থাকে।[১] ইহাতে ন্যায়ামৃতকার বলেন যে—প্রদর্শিত সাক্ষি-প্রত্যক্ষ দ্বারা অভাববিলক্ষণ অজ্ঞানের সিদ্ধি হইতে পারে না। প্রদর্শিত সাক্ষিপ্রত্যক্ষদ্বারা এইমাত্র সিদ্ধি হইতে পারে যে—"তুমি যাহা বলিয়াছ, তদর্থ-বিষয়ক সাক্ষাৎ প্রমিতি আমার নাই"। সুতরাং সাক্ষাৎ প্রমিতির অভাবই উক্ত প্রত্যক্ষদ্বাবা সিদ্ধ হয়।[২] এতদুত্তরে অদ্বৈতবাদীর বক্তব্য এই যে—"ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি" এইরূপ সাক্ষি-প্রত্যক্ষ দ্বারা অভাববিলক্ষণ অজ্ঞান সিদ্ধ হইয়া থাকে—ইহা বিবরণাচার্য্য বলিয়াছেন।[৩] বিবরণাচার্য্যের অভিপ্রায় এই যে—লোকের বিষয়বিশেষিত অজ্ঞানের অনুভব হইয়া থাকে বলিয়াই সেই বিষয়বিশেষিত অজ্ঞানের নিবৃত্তির জন্য লোক সেই বিষয়ের জ্ঞান সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। বিষযবিশেষিত অজ্ঞানের অনুভব না হইলে কেহই সেই বিষয়ের জ্ঞানের জন্য প্রবৃত্ত হইত না। বিষয়ের জ্ঞানের উৎপত্তির পূর্ব্বে, সেই বিষয়ের অজ্ঞান সকলেরই অনুভবসিদ্ধ। বৌদ্ধ, জৈন, মীমাংসক প্রভৃতি দার্শনিকগণের মতে অনধিগতবিষয়ক জ্ঞানকেই প্রমা বলা হইয়া থাকে। অনধিগত বিষয়ের অধিগতির জন্যই প্রামাণিকগণ প্রমাণের অন্বেষণ করিয়া থাকেন। "এই বিষয় আমার অনধিগত অর্থাৎ অজ্ঞাত, এই বিষয় আমি জানি না," এইরূপ জানিয়াই প্রামাণিকগণ সেই বিষয়ের জ্ঞানের জন্য প্রবৃত্ত হইযা থাকেন। বিষয়-বিশেষিত অজ্ঞান সাক্ষিবেদ্য ; সাক্ষিদ্বারা অজ্ঞান গৃহীত হয এবং সেই অজ্ঞানের ব্যাবর্ত্তক বিষযও সাক্ষিদ্বারাই গৃহীত হইযা থাকে। অজ্ঞানের ব্যাবর্ত্তক বিষয় অজ্ঞাতস্বরূপেই সাক্ষিদ্বারা গৃহীত হয়। এই অজ্ঞান অভাববিলক্ষণ না হইয়া যদি জ্ঞানাভাব হইত, তবে বিষয়বিশেসিত জ্ঞানের অভাব সাক্ষিসিদ্ধ—এই কথা বলিতে হইত। মাধ্বগণ এইরূপই স্বীকার করেন। বিষয়বিশেষিত জ্ঞানের অভাব সাক্ষিদ্বারা গৃহীত হইতে পারে না, ইহাই অদ্বৈতবেদান্তিগণের কথা। অভাবের প্রতিযোগীর জ্ঞান না থাকিলে অভাবের জ্ঞান হইতে পারে না। বিষয়বিশেষিত জ্ঞান—প্রতিযোগী ; বিষয়বিশেষিত জ্ঞান জ্ঞাত হইলে বিষয়ও জ্ঞাত হইয়া যাইবে।

১ এবং ত্বদুক্তমর্থং ন জানামীতি প্রত্যক্ষস্যাপি—অদ্বৈতসিদ্ধি পৃঃ ৫৫৫

২ ······সাক্ষাৎ ত্বদুক্তার্থবিষয়কং প্রমাণজ্ঞানং ময়ি নাস্তীত্যর্থঃ।··ন্যায়ামৃত, পত্র ৩১৫।১ পৃষ্ঠা। নমু—সাক্ষাত্ত্বদুক্তার্থবিষয়ং প্রমাণজ্ঞানং ময়ি নাস্তীত্যেতদ্বিষয়কমুদাহৃতজ্ঞানম্, তচ্চ ন সাক্ষাদর্থবিষয়ম্—অদ্বৈতসিদ্ধি পৃঃ ৫৫৫

৩ বিবরণ পৃঃ ১২ (বিজয়নগর সং)

বিষয় জ্ঞাত হইলে আর বিষয়ের অজ্ঞান থাকিবে কিরূপে ? বিষয়ের অজ্ঞান না থাকিলে কাহার নিবৃত্তির জন্ত প্রামাণিকগণ প্রমাণান্বেষণে প্রবৃত্ত হইবেন ? একন্ত বিষয়বিশেষিত অজ্ঞান জ্ঞানাভাব হইতে বিলক্ষণ স্বীকার করিতে হইবে। আর এই অজ্ঞান "ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি" এইরূপ সাক্ষিপ্রত্যক্ষ দ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে। জ্ঞানাভাব বিলক্ষণ অজ্ঞান সাক্ষিসিদ্ধ—এরূপ স্বীকার না করিলে প্রামাণিকগণের প্রমা সম্পাদন প্রয়াস ব্যর্থ হয় বলিয়া জ্ঞানাভাব-বিলক্ষণ অজ্ঞান সকলেরই স্বীকার্য্য। আর এই কথাই সুরেশ্বরবার্ত্তিকে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে—সর্ব্বতীর্থদৃশাং সিদ্ধিঃ স্বাভিপ্রেতস্ত বস্তুনঃ। যদভ্যুপগমাদেব তৎসিদ্ধির্বার্য্যতে কুতঃ ॥"[১]

অজ্ঞানের ব্যাবর্ত্তক বিষয় সাক্ষিদ্বারা অজ্ঞাতত্বরূপে সিদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু জ্ঞাতত্বরূপে সিদ্ধ হয় না। অজ্ঞাতত্বরূপে সিদ্ধ বস্তুর জ্ঞাতত্ব সম্পাদনের জন্যই প্রামাণিকগণ প্রমাণানুসন্ধান করিয়া থাকেন। অজ্ঞানের ব্যাবর্ত্তক বিষয় সাক্ষিদ্বারা সিদ্ধ না হইয়া যদি প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হইত, তবে সেই বিষয় জ্ঞাতত্বরূপে সিদ্ধ হইত। প্রমাণপ্রবৃত্তির পূর্ব্বে বিষয় জ্ঞাতত্বরূপে সিদ্ধ হইলে আর প্রমাণ সম্পাদনের আবশ্যকতা থাকে না। একমাত্র সাক্ষীই অজ্ঞাতত্বরূপে বিষয় সিদ্ধি করিতে পারে; প্রমাণ তাহা পারে না। অজ্ঞানের ব্যাবর্ত্তক বিষয় সাক্ষিদ্বারা অজ্ঞাতত্বরূপে সিদ্ধ হয়—একথা বিবরণাচার্য্য স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে—"সর্ব্বং বস্তু জ্ঞাততয়া অজ্ঞাততয়া বা সাক্ষিচৈতন্যস্ত বিষয়ঃ"।[২] সাক্ষিদ্বারা জ্ঞান গৃহীত হইলে সেই জ্ঞানের ব্যাবর্ত্তক বিষয় জ্ঞাতত্বরূপে ও সাক্ষিদ্বারা অজ্ঞান গৃহীত হইলে সেই অজ্ঞানের ব্যাবর্ত্তক বিষয় অজ্ঞাতত্বরূপে সাক্ষিদ্বারা গৃহীত হইয়া থাকে।

ইহাতে যদি কেহ এরূপ মনে করেন যে—"ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি" এইরূপ প্রতীতির বিষয় "ত্বদুক্ত অর্থ-বিষয়ক জ্ঞান আমার নাই" এরূপ নহে, কিন্তু "ত্বদুক্ত অর্থের সংখ্যা আমি জানি না অর্থাৎ ত্বদুক্ত অর্থ কতগুলি, তাহা আমি জানি না" ইহাই উক্ত প্রতীতির বিষয়। কিন্তু এরূপ বলা সঙ্গত নহে। অর্থই অজ্ঞাত বলিয়া প্রতীত হয়; কিন্তু অর্থ জ্ঞাত ও তাহার সংখ্যা অজ্ঞাত—এরূপ প্রতীত হয় না। আর এরূপ বলিলেও যে স্থলে "ত্বদুক্ত সংখ্যা জানি না" এরূপ প্রতীত হইবে, সে স্থলে সংখ্যাবিষয়ক জ্ঞানের অভাব ত বলা যাইবে না। যেহেতু সংখ্যাতে সংখ্যা থাকে না। সুতরাং "ত্বদুক্তার্থগতসংখ্যাং ন জানামি" এইরূপ প্রতীতির উপায় হইবে কি ? ইহাতে যদি কেহ এরূপ বলেন যে—"ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি" এইরূপ প্রতীতির বিষয় ত্বদুক্ত অর্থ-বিষয়ক প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাব। ত্বদুক্ত অর্থ-বিষয়ক পরোক্ষজ্ঞান আমার আছে, কিন্তু প্রত্যক্ষ জ্ঞান আমার নাই।

১ বৃহদারণ্যক ভাষ্যবার্ত্তিক.. ৪অ, ৩ ব্রা, ১৫৬ শ্লো
২ বিবরণ, পৃঃ ১৩ (বিজয়নগর সং)

সুতরাং প্রত্যক্ষজ্ঞানের অভাবই "ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি" এই প্রতীতির বিষয় হইবে। এজন্য অভাববিলক্ষণ অজ্ঞান স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। ইহাতে বক্তব্য এই যে—এরূপ বলা অত্যন্ত অসঙ্গত। ত্বদুক্ত অর্থ-বিষয়ক প্রত্যক্ষজ্ঞানের অভাবের প্রত্যক্ষ হইতে গেলে প্রতিযোগিজ্ঞানের অপেক্ষা হইবে। তাহাতে ত্বদুক্ত অর্থ-বিষয়ক প্রত্যক্ষজ্ঞানের জ্ঞান থাকিতে হইবে। প্রত্যক্ষজ্ঞান জ্ঞাত হইলে প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয়ও জ্ঞাত হইয়া পড়িবে।[১]

আরও দোষ এই হইবে যে—যে বিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞানই অপ্রসিদ্ধ, সেই স্থলে কি উপায় হইবে? যেমন "ত্বদুক্তং ধর্ম্মং ন জানামি" "ত্বদুক্তমধর্ম্মং ন জানামি" ইত্যাদি প্রতীতিতে ত্বদুক্ত ধর্ম্মাধর্ম্মবিষয়ক প্রত্যক্ষ জ্ঞান আমার নাই—ইহাই বলিতে হইবে। কিন্তু ইহা নিতান্ত অসম্ভব। কারণ ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম নিত্য অতীন্দ্রিয় বস্তু। নিত্য অতীন্দ্রিয় বস্তু-বিষয়ক প্রত্যক্ষ জ্ঞান অলীক। সুতরাং প্রতিযোগীই অপ্রসিদ্ধ বলিয়া অলীক-প্রতিযোগিক অভাবের জ্ঞান হইতে পারে না।[২]

ইহাতে যদি এরূপ বলা যায় যে—"ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি" এরূপ যিনি বলেন, তাঁহার এরূপ অভিপ্রায় নহে যে—ত্বদুক্ত অর্থ-বিষয়ক জ্ঞানই আমার নাই; কিন্তু ত্বদুক্ত অর্থ-বিষয়ক জ্ঞান আমার থাকিলেও অন্যকে পরীক্ষা করিবার জন্যই জানিয়াও জানি না—এইরূপ বলা হইতেছে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এরূপ বলা অত্যন্ত অসঙ্গত। কারণ ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান অনুভব করিয়াই শিষ্য গুরুশুশ্রূষাদি পূর্ব্বক গুরুবাক্য শ্রবণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। শিষ্য কখনও গুরুকে প্রতারণা করিবার জন্য "জানিযাও জানি না" এরূপ বলিতে পারে না। আর প্রতারণার জন্য গুরুশুশ্রূষাদি ক্লেশও দীর্ঘকাল স্বীকার করিতে পারে না। সুতরাং যাহারা পরপ্রতারণার জন্য জানিয়াও জানি না বলেন, তাঁহাদের মতে গুরুশুশ্রূষাদি পূর্ব্বক শ্রবণে অপ্রবৃত্তিই হইয়া পড়িবে। "বিপ্রলম্ভোহপি নেদৃশঃ" এই উদয়ন বাক্য স্মরণ করিতে আমরা তাঁহাদিগকে বলি।[৩] প্রদর্শিত অনুপপত্তি প্রতিসন্ধান করিয়াই অদ্বৈতবেদান্তিগণ জ্ঞানাভাব-বিলক্ষণ সাক্ষিসিদ্ধ অজ্ঞান স্বীকার করিয়াছেন।[৪]

আর ইহাতে ন্যায়ামৃতকার বলেন যে—"ত্বদুক্তমথং ন জানামি" এই প্রতীতির বিষয়—ত্বদুক্ত অর্থ-বিষয়ক সাক্ষাৎ প্রমাণজ্ঞানের অভাব। ত্বদুক্ত অর্থ-বিষয়ক সাক্ষাৎ প্রমাণজ্ঞান আমার নাই। জ্ঞানাভাবের প্রত্যক্ষে উক্ত অভাবের প্রতিযোগী জ্ঞানের জ্ঞান আবশ্যক বটে। অর্থ-বিষয়ক জ্ঞানের জ্ঞান, জ্ঞানদ্বারা অর্থ-বিষয়ক

১ তত্ত্বদীপন, পৃঃ ৯৮ (কলিকাতা সংস্কৃত সিরিজ্)
২ তত্ত্বদীপন, পৃঃ ৯৮ (কলিকাতা সংস্কৃত সিরিজ্)
৩ কুসুমাঞ্জলি, প্রথম স্তবক, কা ৭ ৪ তত্ত্বদীপন, পৃঃ ৯৮

হইলেও সাক্ষাৎ অর্থ-বিষয়ক নহে। যেমন অনুব্যবসায়রূপ জ্ঞানের বিষয়, সাক্ষাদ্‌ভাবে ব্যবসায় জ্ঞানই হইয়া থাকে, ব্যবসায় বিষয়কই অনুব্যবসায় হইয়া থাকে। ব্যবসায় সাক্ষাদ্‌ভাবে অনুব্যবসায়ের বিষয় হইলেও ব্যবসায়ের বিষয়ও অনুব্যবসায়ের বিষয় হইয়া থাকে। ব্যবসায়ের বিষয়কে সাক্ষাদ্‌ভাবে অনুব্যবসায় গ্রহণ করে না। বিষয় বিশেষিত ব্যবসায় অনুব্যবসায়ের বিষয় হয় বলিয়া ব্যবসায় দ্বারা ব্যবসায়ের বিষয়ও অনুব্যবসায়ের বিষয় হইয়া থাকে। এইরূপ অর্থ-বিষয়ক প্রমাণজ্ঞানের জ্ঞান সাক্ষাদ্‌ভাবে অর্থ-বিষয়ক নহে। প্রমাণ জ্ঞানের জ্ঞান হইলে প্রমাণজ্ঞানের বিষয়েরও জ্ঞান হইবে বটে। বিষয়বিশেষিত প্রমাণজ্ঞানের জ্ঞান, পরম্পরা বিষয়বিষয়ক হইলেও সাক্ষাৎ বিষয়বিষয়ক নহে। সুতরাং সাক্ষাৎ বিষয়বিষয়ক জ্ঞান আমার নাই, কিন্তু বিষয়বিষয়ক জ্ঞানের জ্ঞান আছে, ইহা দ্বারাই "ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি" এইরূপ প্রতীতির উপপত্তি হইতে পারিবে। অর্থবিশেষিত জ্ঞানের জ্ঞান থাকিলেও সাক্ষাৎ অর্থ-বিষয়ক জ্ঞান নাই। জ্ঞানের ব্যাবর্ত্তকরূপে বিষয়ের জ্ঞান হইলেও সাক্ষাদ্ বিষয়ের জ্ঞান হয় নাই। সুতরাং "ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি" এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানাভাব-বিষয়ক হইলে ব্যাঘাত-দোষ হইবে—এরূপ বলা অদ্বৈতবাদিগণের সঙ্গত নহে। বিষয়, পরম্পরা ভাবে জ্ঞাত হইলেও সাক্ষাদ্ জ্ঞাত নহে বলিয়া জ্ঞাত বস্তুই অজ্ঞাত স্বীকার করাতে ব্যাঘাত-দোষ হইবে না। সাক্ষাদ্-ভাবে অজ্ঞাত ও পরম্পরাভাবে জ্ঞাত; ইহাতে ব্যাঘাত-দোষ কোথায়? ব্যাঘাত-দোষ হয় বলিয়াই অদ্বৈতবাদিগণ জ্ঞানাভাব-বিলক্ষণ অজ্ঞান স্বীকার করিয়াছিলেন। আর তজ্জন্যই "ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি" এইরূপ প্রতীতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই প্রতীতিও যে জ্ঞানাভাব-বিষয়ক, তাহা বলাই হইযাছে। সুতরাং প্রদর্শিত প্রতীতিদ্বারা জ্ঞানাভাব বিলক্ষণ অজ্ঞান সিদ্ধ হয় না।[১]

এতদুত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলেন যে—ন্যায়ামৃতকারের এরূপ বলা সঙ্গত নহে। কারণ "ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি" এস্থলে ব্যাঘাত অপরিহার্য্য। কারণ সাক্ষাৎ ত্বদুক্তার্থ-বিষয়ক জ্ঞানের অভাব জানিতে হইলে এই অভাবের প্রতিযোগী সাক্ষাৎ ত্বদুক্তার্থ-বিষয়ক জ্ঞানকে জানিতে হইবে। প্রতিযোগীর জ্ঞান না হইলে অভাবের জ্ঞান হইতে পারে না। এজন্য সাক্ষাৎ ত্বদুক্তার্থ-বিষয়ক প্রমাজ্ঞানের জ্ঞান আবশ্যক। যেহেতু প্রতিযোগিজ্ঞান অভাব জ্ঞানের কারণ। এই কারণীভূত জ্ঞানের বিষয় ত্বদুক্তার্থ-বিষয়ক প্রমাজ্ঞান। এই প্রমাজ্ঞানের বিষয় ত্বদুক্ত অর্থ। সুতরাং

১ সাক্ষাৎ ত্বদুক্তার্থবিষয়কং প্রমাণজ্ঞানং ময়ি নাস্তীত্যর্থঃ। ন চৈবং বিশিষ্ট-বিষয়জ্ঞানস্য প্রমাণত্বাৎ তদ্বিশেষণতয়ার্থস্যাপি প্রমাণেনাধিগমাৎ স্ববচনব্যাঘাত ইতি বাচ্যম্? অস্য সাক্ষাৎ তদ্বিষয়ত্বাভাবাৎ সাক্ষাৎ প্রমাণবিষয়ত্বস্যৈব চ সত্ত্বপ্রয়োজকত্বাদিত্যাহুঃ—ন্যায়ামৃত, ৩১৫।১……প্রমাণজ্ঞানাবচ্ছেদকতয়ার্থস্য ভানাৎ, অতো ন ব্যাঘাত ইতি—চেৎ অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫৫—৫৬

ত্বদুক্ত অর্থ বিশেষিত প্রমাজ্ঞানের জ্ঞান হইতে গেলে ত্বদুক্তার্থ-বিষয়ক জ্ঞানও অপেক্ষিত হইবে। সর্ব্বত্র বিষয় নিরূপিত জ্ঞানে, বিষয় বিশেষণরূপে ভাসমান হইয়া থাকে। বিশেষণীভূত বিষয় অজ্ঞাত হইলে, অজ্ঞাত বিশেষণদ্বারা বিশেষিত জ্ঞানের জ্ঞান হইতে পারে না। এজন্য ত্বদুক্ত অর্থদ্বারা বিশেষিত জ্ঞানের অভাব জানিতে হইলে, ত্বদুক্তার্থেরও সাক্ষাজ্‌জ্ঞান অপেক্ষিত হইবে। ত্বদুক্ত অর্থকে সাক্ষাদ্‌ ভাবে না জানিলে ত্বদুক্তার্থ বিশেষিত জ্ঞানের অভাবও জানিতে পারা যাইবে না। ত্বদুক্তার্থ-বিষয়ক সাক্ষাজ্‌জ্ঞান নাই বলিয়া ত্বদুক্তার্থ-বিষয়ক জ্ঞানের জ্ঞানও সাক্ষিরূপ হইতে পারে না। সাক্ষী বিদ্যমান বিষয়েরই গ্রাহক হইয়া থাকে। যাহার যদ্বিষয়ক জ্ঞান নাই, সেই অবিদ্যমান জ্ঞানের প্রকাশ সাক্ষিদ্বারা হয় না। সুতরাং ত্বদুক্তার্থ-বিষয়ক জ্ঞানের সাক্ষিরূপ জ্ঞান হইতে গেলে সাক্ষাৎ ত্বদুক্তার্থ বিষয়ক জ্ঞানও হইতে হইবে। সাক্ষাৎ ত্বদুক্তার্থ-বিষয়ক জ্ঞান স্বীকার করিলে ত্বদুক্তার্থ-বিষয়ক অজ্ঞান ব্যাহতই হইয়া পড়িবে।[১]

যদি বলা যায়—ত্বদুক্তার্থ-বিষয়ক সাক্ষাজ্‌জ্ঞান আমার না থাকিলেও অন্যের আছে; আর তাহার অভাবই অর্থাৎ অন্যনিষ্ঠ সাক্ষাৎ ত্বদুক্তার্থ-বিষয়ক জ্ঞানের অভাব আমাতে আছে; আর এই অভাবের প্রত্যক্ষই সাক্ষাৎ "ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি" এইরূপ হইবে। এইরূপ বলা অত্যন্ত অসঙ্গত। অন্যনিষ্ঠ জ্ঞানের অভাব দ্বারা যদি "ন জানামি" এই প্রতীতি হইতে পারে, তবে ন্যায়-মত সিদ্ধ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরেরও "ন জানামি" এই প্রতীতির আপত্তি হইবে। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ হইলেও অন্যনিষ্ঠ জ্ঞানের অভাব ঈশ্বরে আছে। আরও কথা এই যে—অন্যনিষ্ঠ জ্ঞানের অভাব আমাতে আছে—এরূপ স্বীকার করিলেও এই অভাবের প্রতিযোগী অন্যনিষ্ঠ জ্ঞান, জ্ঞাত হইতে হইবে। অন্যনিষ্ঠ জ্ঞান জানিতে হইলে শব্দাদি প্রমাণ দ্বারাই জানিতে হইবে। ত্বদুক্তার্থ-বিষয়ক অন্যনিষ্ঠ জ্ঞান, শব্দাদি দ্বারা জানিতে হইলে যে শব্দ অর্থাৎ বাক্য ত্বদুক্তার্থ-বিষয়ক অন্যনিষ্ঠ জ্ঞানের বোধক হইবে, সেই বাক্যই ত্বদুক্ত অর্থেরও বোধক হইবে। ত্বদুক্তার্থের বোধক না হইয়া ত্বদুক্তার্থ-বিষয়ক জ্ঞানের বোধক বাক্য হইতে পারে না। বাক্য ত্বদুক্তার্থ-বিষয়ক বোধ জন্মাইয়াই ত্বদুক্তার্থ-বিষয়ক জ্ঞানের বোধ জন্মাইবে। সুতরাং শব্দাদিদ্বারাও প্রথমতঃ ত্বদুক্তার্থ-বিষয়ক সাক্ষাজ্‌জ্ঞান মানিতেই হইবে। ত্বদুক্তার্থ-বিষয়ক সাক্ষাজ্‌জ্ঞান যাহার আছে, তাহার ত্বদুক্তার্থ-বিষয়ক জ্ঞানের অভাব থাকিতে পারে না। সুতরাং অজ্ঞান জ্ঞানাভাবরূপ হইলে প্রদর্শিতরূপে ব্যাঘাত অপরিহার্য্য।[২]

১ ……ন, সাক্ষাত্ত্বদুক্তার্থমবেত্য হি তদভাবো গ্রাহ্যঃ। তজ্জ্ঞানং চ ন সাক্ষিণা, যস্মিংস্তাদৃক্‌-প্রমাণজ্ঞানাভাবাৎ।…ন কুতো ব্যাঘাতঃ? অদ্বৈতসিদ্ধি পৃঃ ৫৫৬

২ অন্যনিষ্ঠং তু শব্দাদিনা গ্রাহ্যম্। শব্দাদিশ্চ ত্বদুক্তার্থং বোধয়ন্নেব তদ্বিষয়ত্বং জ্ঞানে বোধয়েৎ …ন কুতো ব্যাঘাতঃ? অদ্বৈতসিদ্ধি পৃঃ ৫৫৬

অন্তপুরুষের ত্বদুক্তার্থ-বিষয়ক সাকাজ্‌ জ্ঞান বাক্যদ্বারা জানিতে হইলে বাক্যটি এইরূপ হইবে যে—"ত্বদুক্তার্থজ্ঞানবানয়ম্"। এইরূপ বাক্য-জন্য বাক্যার্থজ্ঞানে অবান্তর বাক্যার্থজ্ঞান কারণ। অবান্তর বাক্যার্থ বোধ পূর্ব্বক মহাবাক্যার্থ বোধ হয়। ইহা ভট্টপাদ প্রভৃতি মীমাংসকগণেরও সম্মত। "অর্থবোধে সমাপ্তানামঙ্গাঙ্গিত্বব্যপেক্ষয়া। বাক্যানামেকবাক্যত্বং পুনঃ সংহত্য জায়তে॥" প্রদর্শিত মহাবাক্যের অন্তর্গত অবান্তরবাক্য—অর্থঃ ত্বদুক্তঃ" এইরূপ হইবে। "অর্থত্বদুক্তঃ" এই অবান্তর বাক্য জন্য বাক্যার্থজ্ঞান উৎপন্ন হইলে ত্বদুক্তার্থ-বিষয়ক শাব্দ পরোক্ষজ্ঞান সাক্ষাৎ উৎপন্ন হইবে। যে বিষয়ের সাক্ষাৎ শাব্দজ্ঞান যাহার আছে, তাহার কখনই ত্বদুক্ত অর্থ জানি না—এইরূপ জ্ঞানাভাবের বোধ হইতে পারে না। সুতরাং প্রদর্শিত ব্যাঘাত থাকিয়াই যাইবে।[১]

ন্যায়ামৃতকার যে বলিয়াছিলেন—"ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি" এইরূপ প্রতীতি জ্ঞানাভাব-বিষয়ক হইতে পারে; ত্বদুক্ত অর্থবিশেষ, স্বরূপতঃ জানিলেও ত্বদুক্ত অর্থবিশেষের বিশেষ প্রকারক জ্ঞান নাই, সুতরাং স্বরূপতঃ বিশেষ বিষয়ক জ্ঞান থাকিলেও বিশেষ-প্রকারক জ্ঞানের অভাব থাকিতে বাধা নাই।[২] ইহাতে ব্যাঘাত-দোষ হয় না। যেমন "প্রমেয়ম্" এইরূপ জ্ঞানে প্রমেয়ত্বরূপে ঘটাদি বস্তুও স্বরূপতঃ বিষয় হইয়া থাকে; এজন্য "প্রমেয়ম্" এইরূপ জ্ঞানও ঘটাদি বিশেষ বস্তুবিষয়ক হইয়া থাকে। ঘটাদি বিশেষ বস্তুও প্রমেয়ই বটে। "প্রমেয়ম্" এইরূপ জ্ঞানে ঘটাদি বিশেষ বস্তু স্বরূপতঃ ভাসমান হইলেও ঘটত্বাদি বিশেষরূপে ঘটাদি বিশেষ বস্তু "প্রমেয়ম্" এইরূপ জ্ঞানে ভাসমান হয় না। সুতরাং স্বরূপতঃ বিশেষ-বিষয়ক জ্ঞান থাকিলেও বিশেষ প্রকারক জ্ঞানের অভাব থাকিতে পারে। ইহাতে ব্যাঘাত-দোষ হয় না। যে পুরুষের যে সময়ে "প্রমেয়ম্" এইরূপ জ্ঞান আছে, সেই পুরুষের সেই সময়েই ঘটত্বাদি প্রকারে ঘটাদি বিশেষ বস্তুর জ্ঞানের অভাব থাকিতে পারে। প্রমেয়ত্বরূপে ঘট জ্ঞান থাকিলেও ঘটত্বরূপে ঘট জ্ঞানের অভাব থাকিতে বাধা নাই। যে বস্তুর সামান্যরূপে জ্ঞান আছে, সেই বস্তুরই বিশেষরূপে জ্ঞানের অভাব থাকিতে পারে। ইহাতে ব্যাঘাত-দোষ হইবে না। এজন্য "ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি" এইরূপ অনুভবের বিষয় প্রদর্শিতরূপে জ্ঞানাভাবই হইতে পারিবে। এজন্য অভাববিলক্ষণ অজ্ঞান স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। "ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি" এইরূপ প্রতীতি যে জ্ঞানের অভাববিষয়ক হইয়া থাকে,

১ ……তথা চ প্রথমতত্ত্বদুক্তার্থ-বিষয়কং সাক্ষাদেব জ্ঞানমাগতমিতি তন্নিষেধে ন কুতো ব্যাঘাতঃ? অদ্বৈতসিদ্ধি পৃঃ ৫৫৬

২ ……বিশেষস্য স্বরূপেণ জ্ঞানেঽপি বিশেষপ্রকারকজ্ঞানং নিষিধ্যতে…সংভবতি হি সর্বত্র প্রমেয়ত্বাদ্যাকারেণ বিশেষজ্ঞানমিতি…ন্যায়ামৃত ৩১৪।২

সেই জ্ঞানের বিষয় "ত্বদুক্ত অর্থ" অর্থাৎ অর্থবিশেষ। ত্বদুক্ত-অর্থবিশেষ-বিষয়ক জ্ঞানের অভাবই প্রদর্শিত "ন জানামি" এই প্রতীতির বিষয়। এই প্রতীতির বিষয় অভাবের প্রতিযোগী ত্বদুক্তার্থ-বিষয়ক জ্ঞান। অভাবজ্ঞানে প্রতিযোগিজ্ঞান কারণ। এজন্য ত্বদুক্তার্থ-বিষয়ক জ্ঞানের জ্ঞান আবশ্যক। প্রতিযোগিজ্ঞান সম্পাদন করিবার জন্য সামান্যতঃ ত্বদুক্তার্থ-বিষয়ক জ্ঞানের জ্ঞান থাকিলেও বিশেষরূপে ত্বদুক্তার্থ-বিষয়ক জ্ঞানের অভাব সম্ভাবিত হইতে পারে। যে পুরুষের স্বরূপতঃ ত্বদুক্তার্থ-বিষয়ক জ্ঞান আছে, তাহার ত্বদুক্তার্থ-বিষয়ক জ্ঞানের জ্ঞানও হইতে পারিবে। এইরূপে স্বরূপতঃ ত্বদুক্তার্থ-বিষয়ের জ্ঞানদ্বারা প্রতিযোগিজ্ঞান সম্পন্ন হইবে এবং বিশেষরূপে ত্বদুক্তার্থ-বিষয়ক জ্ঞানের অভাব "ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি" এই প্রতীতির বিষয় হইবে। স্বরূপতঃ বিশেষ-বিষয়ক জ্ঞানের সত্তা ও বিশেষপ্রকারক জ্ঞানের অসত্তা অবিরুদ্ধ বলিয়া ব্যাঘাত হইবে না।[১]

এইরূপে ব্যাঘাতনিরসন ন্যায়ামৃতকারের অসঙ্গত হইয়াছে। কারণ যে পুরুষের বিশেষ-প্রকারক জ্ঞানই অপ্রসিদ্ধ, সেই পুরুষের বিশেষ-প্রকারক জ্ঞানের অভাব সেই পুরুষদ্বারা গৃহীত হইতে পারে না। "ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি" এই প্রতীতিতে ত্বদুক্তার্থ-বিষয়ক জ্ঞানের অভাব ভাসমান হইয়া থাকে, ইহাই ন্যায়ামৃতকারের কথা। অভাবাংশে জ্ঞান ও জ্ঞানাংশে ত্বদুক্ত অর্থ বিশেষণ। জ্ঞানাংশে বিশেষণীভূত "ত্বদুক্ত অর্থ" যদি জ্ঞাত না হয়, তবে অজ্ঞাত বিশেষণবিশিষ্ট জ্ঞানের অভাব গৃহীত হইবে কিরূপে? সুতরাং ত্বদুক্ত অর্থ না জানিলে ত্বদুক্ত অর্থ দ্বারা বিশেষিত জ্ঞানের অভাব কখনই গৃহীত হইতে পারে না। সুতরাং বিশেষ-প্রকারক জ্ঞানের অভাবই "ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি" এই প্রতীতির বিষয় হইবে—এইরূপ যাহা ন্যায়ামৃতকার বলিয়াছিলেন, তাহা অসঙ্গত। ন্যায়ামৃতকারের এইরূপ কথার অতি স্থূল দোষ এই যে—তিনি যে বিশেষের স্বরূপতঃ জ্ঞান স্বীকার করিয়াছেন, অথচ বিশেষ-প্রকারক জ্ঞান স্বীকার করেন নাই, তাহাতে জিজ্ঞাসা এই যে—বিশেষ বস্তুটি কি? (১) বিশেষ পদের অর্থ কি ব্যক্তি? (২) অথবা অপরা জাতি? (৩) অথবা ব্যঞ্জক অসাধারণ ধর্ম্ম? ইহার কোন্‌টি তিনি স্বীকার করেন? সামান্যরূপে জ্ঞান আছে, কিন্তু বিশেষরূপে জ্ঞান নাই, এরূপ বলাতে প্রথম পক্ষ অনুসারে ব্যক্তির জ্ঞান নাই—ইহাই বলা হইল। কিন্তু ইহা অসঙ্গত। সামান্যরূপে জানিতে গেলেই সামান্যাশ্রয় ব্যক্তিও জ্ঞাতই হইয়া পড়িবে। ব্যক্তি জ্ঞাত না হইলে সামান্যরূপে কাহার জ্ঞান হইবে? এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষও অসঙ্গত। সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব—এই চারিটি পদার্থে কোনও জাতি থাকে না।

১ ......বিশেষস্য স্বরূপতো জ্ঞানেঽপি বিশেষপ্রকারকজ্ঞানাভাবো ন ব্যাহত ইতি—অদ্বৈতসিদ্ধি পৃঃ ৫৫৬

ইহারা নিঃসামান্ত বলিয়া শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। এজন্ত প্রদর্শিত চারিটি পদার্থের অজ্ঞান অপ্রসিদ্ধ হইয়া পড়িবে। সামান্ত জানি না, বিশেষ জানি না প্রভৃতি অনুভবে সামান্তগত অপরা জাতি জানি না, বিশেষগত অপরা জাতি জানি না—এইরূপই স্বীকার করিতে হইবে। সামান্ত ও বিশেষগত অপরা জাতি অলীক। সুতরাং সামান্ত জানি না, বিশেষ জানি না, সমবায় জানি না, অভাব জানি না ইত্যাদি প্রতীতির উপপাদন প্রদর্শিতরূপে সর্ব্বথা অসম্ভব। এইরূপ তৃতীয় পক্ষ অবলম্বনে বিশেষ পদের অর্থ যদি ব্যঞ্জক অসাধারণ ধর্ম্ম হয়, তবে অর্থাৎ ব্যঞ্জক অসাধারণ ধর্ম্ম বিশেষ এইরূপ স্বীকার করিলে ব্যঞ্জক অসাধারণ ধর্ম্মের বিশেষত্ব, ব্যাপ্যত্বপ্রযুক্ত বলিতে হইবে। যে যাহার বিশেষ, সে তাহার ব্যাপ্য। ব্যঞ্জক অসাধারণ ধর্ম্মকে বিশেষ বলিলে ব্যঞ্জক অসাধারণ ধর্ম্মকে ব্যাপ্য বলিতে হইবে। সুতরাং বিশেষরূপে জানি না বলিলে ব্যাপক নিরূপিত অজ্ঞান, ব্যাপ্য বিষয়ক হইয়া পড়িবে অর্থাৎ বহ্নি নিরূপিত জ্ঞানের অভাবের বিষয় ধূম হইয়া পড়িবে। সুতরাং ইহা অনুভব-বিরুদ্ধ বলিয়া অসঙ্গত।[১]

আরও কথা এই যে—ন্যায়ামৃতকাব যে বলিয়াছেন,—"ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি" এই প্রতীতিতে ত্বদুক্তার্থবিশেষ স্বরূপতঃ জ্ঞাত হইলেও ত্বদুক্ত অর্থবিশেষের বিশেষ-প্রকারক জ্ঞান নাই, বিশেষ-প্রকারক জ্ঞানের অভাবই উক্ত প্রতীতির বিষয় - এরূপ বলাও অত্যন্ত অসঙ্গত। বিশেষ-প্রকারক জ্ঞানের অভাব, প্রাগভাব অথবা অত্যন্তাভাব হইতে পারে। যে পুরুষের যে বিষয়ে কোনও দিনও বিশেষ-প্রকারক জ্ঞান উৎপন্ন হইবে না, সেই পুরুষের সেই বিষয়ে জ্ঞানের প্রাগভাব অসম্ভাবিত। যেমন দক্ষিণাপথবাসীর উষ্ট্রবিষয়ক জ্ঞানের অভাব। দক্ষিণাপথ গ্রামবাসীর জন্ম হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত উষ্ট্রবিষয়ক প্রত্যক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইবে না; সুতরাং তাহার উষ্ট্রজ্ঞানের প্রাগভাব স্বীকার করা যায় না। এইরূপ অনন্ত বস্তুবিষয়ক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ জ্ঞান প্রত্যেকেরই উৎপন্ন হইতে হইবে—এরূপ নিয়ম নাই। সুতরাং যাহার যে বিষয়ে জ্ঞান উৎপন্ন হইবে না, সেই বিষয়ের জ্ঞানের প্রাগভাবও তাহাব স্বীকাব করা যায় না। অতএব বিশেষ-প্রকারক জ্ঞানের প্রাগভাব "ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি" এইরূপ প্রতীতির বিষয় হইবে—এরূপ বলা যায় না। যদি বলা যায়—অন্য পুরুষের উষ্ট্রাদিবিষয়ক জ্ঞান প্রসিদ্ধ আছে, আব সেই প্রসিদ্ধ জ্ঞানের অত্যন্তাভাবই অপর পুরুষে "ন জানামি" এইরূপ প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে। অন্য পুরুষে অন্য পুরুষীয় জ্ঞানের অত্যন্তাভাব আছে বলিযা সেই অত্যন্তাভাবই অন্য পুরুষের নিকট "ন জানামি" এই প্রতীতির বিষয় হইবে—এরূপ বলা অত্যন্ত অসঙ্গত। কারণ দেবদত্তাদিনিষ্ঠ জ্ঞানের

১ অতএব ·····ইত্যপাস্তম্—অদ্বৈতসিদ্ধি পৃঃ ৫৫৬

অত্যন্তাভাব, সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের ও সর্ব্বজ্ঞ যোগীর আছে বলিয়া তাঁহাদের "ন জানামি" এইরূপ প্রতীতির আপত্তি হইবে। বিশেষপ্রকারক জ্ঞানের অভাব স্বীকার করিলে বিশেষ পদার্থটি কি, তাহা নিরূপণ করিতে হইবে।[১] বিশেষ পদার্থ যে নিরূপণ করা যায় না, তাহা পূর্ব্বেই বিশদভাবে বলা হইয়াছে।

ন্যায়ামৃতকার "ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি" এইরূপ প্রতীতির উপপাদনের জন্য অন্য একটি নূতন রীতি অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি বলেন—"ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি" এই প্রতীতির বিষয় অর্থ-জ্ঞানের অভাব নহে। কিন্তু করতলস্থিত আমলকাদি বিষয়ক জ্ঞানে অসাধারণ ধর্ম্মবিষয়কত্ব প্রসিদ্ধ আছে। সেই প্রসিদ্ধ অসাধারণ ধর্ম্মবিষয়কত্ব "ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি" এই জ্ঞানে নিষিধ্যমান হইয়াছে।[২] অদ্বৈত-সিদ্ধিতে যে বলা হইয়াছে—"করতলামলকজ্ঞানে স্ববিষয়ব্যাবর্ত্তকধর্ম্মবিষয়ত্বং প্রসিদ্ধম্" তাহার অর্থ এই যে—"স্ব" পদের অর্থ—করতলামলক জ্ঞান, তাহার বিষয়-করতলস্থ আমলক, সেই আমলকস্থিত যে ঘটাদির ব্যাবৃত্তি অর্থাৎ ঘটাদির ভেদ আছে, তাহার অর্থাৎ সেই ভেদের অনুমাপক ধর্ম্ম যে আমলকত্ব, তাহাই স্ববিষয়-ব্যাবর্ত্তক-ধর্ম্ম। এই ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্ম করতলস্থ আমলক জ্ঞানে বিষয়ীভূত হইয়াছে।[৩]

ন্যায়ামৃতকারের এরূপ বলা সঙ্গত নহে। ন্যায়ামৃতকার করতলস্থ আমলকাদিতে ব্যাবর্ত্তক-ধর্ম্ম গৃহীত আছে বলিয়া ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্ম সামান্যের অভাব "ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি" এই জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে—এরূপ বলিতে চাহিতেছেন। কিন্তু যৎকিঞ্চিৎ ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্মের অভাব "ন জানামি" এই প্রতীতির বিষয় হয়—ইহা বলেন না। কিন্তু ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্ম-বিষয়কত্বের সামান্যাভাব উক্ত প্রতীতির বিষয় হইবে—এরূপ বলিতে চাহিতেছেন। কিন্তু ইহা অসঙ্গত। কারণ "ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি" এই জ্ঞানের বিষয় ত্বদুক্ত অর্থে ত্বদুক্তত্ব ধর্ম্ম গৃহীত আছে। এই ত্বদুক্তত্ব ধর্ম্মও মদুক্ত ব্যাবৃত্তির জ্ঞাপক। ত্বদুক্ত বস্তু মদুক্ত নহে; ত্বদুক্ত বস্তুতে মদুক্তের ভেদ আছে। ত্বদুক্ত বস্তুতে মদুক্তের ব্যাবৃত্তি আছে। এই ব্যাবৃত্তির জ্ঞাপক অর্থাৎ ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্ম ত্বদুক্তত্ব, ত্বদুক্ত বস্তুতে গৃহীত আছে বলিয়া "ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি" এই জ্ঞানে ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্ম-সামান্য-বিষয়কত্বের অভাব থাকিতে পারে না। সুতরাং "ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি" এই অনুভবে ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্ম-সামান্য-বিষয়কত্বের নিষেধ হইতে পারে না। যেহেতু ত্বদুক্তত্বরূপ ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্মবিষয়কত্ব উক্ত জ্ঞানে আছে।[৪]

১ অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫৬

২ করতলামলকাদিজ্ঞানে স্ববিষয়েতরপ্রতিযোগিকব্যাবৃত্ত্যধিকরণতাবচ্ছেদকধর্ম-বিষয়ত্বাদিকং প্রসিদ্ধমিহজ্ঞানে নিষিধ্যত ইতি—ন্যায়ামৃত পত্র ৩১৪—১৫

৩ করতলামলকজ্ঞানে স্ববিষয়ব্যাবর্ত্তকধর্মবিষয়ত্বং প্রসিদ্ধমিহ নিষিধ্যতে .....অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫৬

৪......ইত্যপি ন ; ত্বদুক্তত্বস্যাপি মদুক্তাদ্ব্যাবর্ত্তকত্বেন সামান্যতো ব্যাবর্তকধর্মবিষয়ত্বস্য নিষেদ্ধুমশক্যত্বাৎ —অদ্বৈতসিদ্ধি পৃঃ ৫৫৬

আরও কথা এই যে, স্ববিষয়ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্ম কোনও অনুগত ধর্ম্ম হইতে পারে না। যেহেতু "স্ব" শব্দের অর্থই অননুগত। সুতরাং এই অননুগত "স্ব" পদার্থ ঘটিত স্ব-বিষয়-ব্যাবর্ত্তক-ধর্ম্ম-বিষয়কত্বও অননুগতই হইবে। অননুগত ধর্ম্ম সমূহের জ্ঞান সম্ভাবিত নহে বলিয়া স্ববিষয় ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্মের অজ্ঞানদশাতে প্রতিযোগীই অপ্রসিদ্ধ হইয়া পড়িবে। এজন্য স্ব-বিষয়-ব্যাবর্ত্তক-ধর্ম্ম-বিষয়কত্ব নিষেধের প্রতিযোগী হইতে পারিবে না বলিয়া "ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি" এই জ্ঞানে স্ব-বিষয়-ব্যাবর্ত্তক-ধর্ম্ম-বিষয়কত্ব নিষিধ্যমান হইয়া থাকে—এরূপ বলা যায় না। নিষেধের প্রতিযোগী অননুগত স্বপদার্থ ঘটিত হইয়াছে বলিয়া প্রতিযোগীর জ্ঞানই অসম্ভব।

প্রসঙ্গতঃ এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে অদ্বৈতসিদ্ধিকার প্রায় সর্ব্বত্রই ন্যায়ামৃতকারের উক্তি খণ্ডন করিয়া অদ্বৈতসিদ্ধান্তের নির্দ্দোষতা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু কোনও কোনও স্থলে নূতন পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া তাহার নিরাস করিয়াছেন। যে পূর্ব্বপক্ষ ন্যায়ামৃত গ্রন্থে নাই, তাদৃশ পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডনও অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থে আছে। যেমন ইতঃপূর্ব্বে প্রাগভাব ও সামান্যাভাবের সমর্থন ও খণ্ডন যাহা অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থ হইতে দেখান হইয়াছে, তাহা ন্যায়ামৃত গ্রন্থে নাই। ন্যায়ামৃত গ্রন্থে প্রাগভাব ও সামান্যাভাবের সমর্থক যুক্তি বলা হয় নাই। এজন্য মনে হয় ন্যায়, বৈশেষিকাদি তন্ত্র হইতে পূর্বপক্ষ সঙ্কলন করিয়াও অদ্বৈতসিদ্ধিকার স্থানে স্থানে তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। অদ্বৈতসিদ্ধিকার গ্রন্থের সমাপ্তিতে বলিয়াছেন "নিজবিবিধবিদ্যাপরিচয়াৎ শ্রুতের্যন্মেসম্যগ্মননপরিনিষ্পন্নমভবৎ তদেতস্মিন্ গ্রন্থে নিখিলমতিযত্নেন নিহিতম্" অর্থাৎ বিবিধ বিদ্যার অনুশীলনদ্বারা যে সমস্ত বিষয় অবগত হইয়াছি, সেই সমস্ত বিষয়ও অতি যত্নের সহিত এই গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছি।

সম্প্রতি অদ্বৈতসিদ্ধিকার "ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি, ত্বদুক্তবিশেষং ন জানামি" প্রভৃতি বিষয় বিশেষিত অজ্ঞানের প্রত্যক্ষ যদি বিষয়বিশেষিত জ্ঞানের অভাববিষয়ক হয়, তবে ব্যাঘাত-দোষ হইবে, এই ব্যাঘাত দোষের সমাধানের জন্য নূতন আর একটি শঙ্কা (পূর্ব্বপক্ষ) উত্থাপন করিতেছেন। এই শঙ্কা ন্যায়ামৃত গ্রন্থে প্রদর্শিত হয় নাই।

যাহা হউক, জ্ঞানাভাববাদিগণ বলেন যে,—"ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি" এই প্রতীতি ত্বদুক্তার্থ-বিষয়ক জ্ঞানের অভাব বিষয়ক নহে; অথবা ত্বদুক্তার্থ বিষয়ের বিশেষ-বিষয়কও নহে। এজন্য "ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি" এই প্রতীতিতে জ্ঞানাভাবের প্রতিযোগী জ্ঞানের অবচ্ছেদক ত্বদুক্ত অর্থ হইলেও ব্যাঘাত দোষ হইবে না। ত্বদুক্ত অর্থবিশেষ জানিলে তদ্বিষয়ক জ্ঞানের অভাব থাকিতে পারে না। ত্বদুক্ত অর্থ না জানিলে অজ্ঞাত ত্বদুক্ত অর্থ "ন জানামি" প্রতীতির বিষয়

জ্ঞানাভাবের প্রতিযোগী জ্ঞানের অবচ্ছেদকরূপে ভাসমান হইতে পারে না। এজন্য ব্যাঘাত দোষ হইবে; এইরূপ যাহা অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়াছিলেন, তাহা আর সঙ্গত হইল না; কারণ আমরা "ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি" এই প্রতীতির বিষয়, ত্বদুক্ত অর্থ-বিষয়ক জ্ঞানের অভাবকে বলি না। তাহা বলিলে ব্যাঘাত হইত। আমরা এরূপও বলি না যে—ত্বদুক্ত অর্থ-বিষয়ক জ্ঞান থাকিলেও ত্বদুক্ত অর্থগত বিশেষ ধর্ম্মের জ্ঞান নাই বলিয়া ত্বদুক্ত অর্থগত বিশেষ বিষয়ক জ্ঞানের অভাবই "ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি" এই প্রতীতির বিষয় হইবে। "ত্বদুক্তার্থগতবিশেষং ন জানামি" এইরূপ প্রতীতির বিষয়-বিশেষ-বিষযক জ্ঞানের অভাব হইলেও প্রদর্শিতরূপে ব্যাঘাত দোষ থাকিযাই যাইবে। বিশেষ-বিষয়ক জ্ঞানের অভাব অথবা ত্বদুক্তার্থ-বিষয়ক জ্ঞানের অভাব-এই দুইটি অভাবের একটি অভাবও "ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি" এই প্রতীতির বিষয় হয় না। এজন্য প্রদর্শিত ব্যাঘাত দোষ সম্ভাবিত নহে।[১] পূর্বপক্ষিগণেব এরূপ বলাতে জিজ্ঞাসা এই যে—প্রদর্শিত দুইটি অভাবই যদি "ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি" এই প্রতীতির বিষয় না হইল, তবে "ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি" এই প্রতীতির বিষয় কোন্ জ্ঞানের অভাব হইবে? পূর্বপক্ষী ত জ্ঞানাভাব ব্যতীত অজ্ঞান স্বীকারই করেন না। এজন্য তাঁহাকে প্রদর্শিত "ন জানামি" প্রতীতির বিষয় কোনও জ্ঞানাভাবকে বলিতেই হইবে।

এতদুত্তরে পূর্বপক্ষী বলেন যে—"ত্বদুক্তমর্থ ন জানামি" এই প্রতীতির বিষয় ত্বদুক্তার্থ-বিষয়গত বিশেষ ধর্ম্মের জ্ঞানের অভাব। যদিও বিশেষ ধর্ম্মের জ্ঞানের অভাব "ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি" এই প্রতীতির বিষয় হয় বলিয়া স্বীকার করিলে প্রদর্শিতরূপে ব্যাঘাত দোষই হয়, তথাপি আমরা যেরূপ জ্ঞানাভাব বলিব, তাহাতে ব্যাঘাত দোষ হইবে না। "ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি" এই প্রতীতির বিষয় জ্ঞানাভাব। এই অভাবের প্রতিযোগী জ্ঞান। এজন্য প্রতিযোগীর জ্ঞান অভাবজ্ঞানে আবশ্যক বলিয়া প্রতিযোগি-জ্ঞানের জ্ঞান আমরা অস্বীকার করি না। প্রতিযোগি-জ্ঞানের জ্ঞানে প্রতিযোগিজ্ঞান ত্বদুক্তার্থ-বিশেষ্যক বিশেষ-প্রকারক হইয়া থাকে। কোনও বিশিষ্ট জ্ঞান জ্ঞাত (জ্ঞানের বিষয়) হইলে সেই বিশিষ্ট জ্ঞানে কিঞ্চিৎ বিশেষ্যকত্ব ও কিঞ্চিৎ প্রকারকত্ব ধর্ম্মও ভাসমান হইয়া থাকে। এজন্য ত্বদুক্তার্থ বিষয়ক জ্ঞানের জ্ঞান হইলে দ্বিতীয় জ্ঞানের বিষয়ীভূত প্রথম জ্ঞানে ত্বদুক্তার্থ-বিশেষ্যকত্ব ও বিশেষ-প্রকারকত্ব ভাসমান হইয়া থাকে। সুতরাং ত্বদুক্তার্থ-বিশেষ্যক বিশেষ-প্রকারক জ্ঞানের অভাব "ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি" এই প্রতীতির বিষয় হইবে। ত্বদুক্তার্থ-বিশেষ্যক বিশেষ-প্রকারক জ্ঞানত্বরূপে প্রতিযোগি-

১ ননু—অবচ্ছেদকতয়া বিশেষজ্ঞানে জ্ঞাতেঽপি ন ব্যাহতিঃ। তথা হি—ন হি বিশেষজ্ঞানাভাবস্ত্বদুক্তার্থবিষয়কজ্ঞানাভাবো বাত্র প্রতীয়তে..... অদ্বৈতসিদ্ধি পৃঃ ৫৫৬

জ্ঞানের জ্ঞান হইলেও ত্বদুক্তার্থ-বিশেষ্যক বিশেষ-প্রকারক জ্ঞানের অভাব থাকিতে কোনও বাধা নাই। বিষয়ের জ্ঞান না থাকিয়াও বিষয় জ্ঞানের জ্ঞান থাকিতে পারে। ইহাতে কোনও বাধা নাই। প্রথম জ্ঞান-বিষয়ক দ্বিতীয় জ্ঞানে প্রথম জ্ঞানটি বিশেষ্য। এই বিশেষ্য প্রথম জ্ঞানটিতে বিশেষ-প্রকারকত্ব ধর্ম্ম আছে বলিয়া সেই ধর্ম্মটি প্রকাররূপে ভাসমান হইবে। এজন্য প্রথম জ্ঞান-বিষয়ক দ্বিতীয় জ্ঞানটি ত্বদুক্তার্থ-বিষয়ক জ্ঞান-বিশেষ্যক বিশেষ-প্রকারকত্ব-প্রকারক হইবে। "ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি" এই প্রতীতির বিষয় ত্বদুক্তার্থ-বিষয়ক জ্ঞানের অভাব নহে। কারণ এরূপ স্বীকার করিলে ব্যাঘাত-দোষ অপরিহার্য্যই হইয়া পড়ে। এজন্য পূর্বপক্ষী বলিয়াছেন—উক্ত প্রতীতির বিষয় ত্বদুক্তার্থ-বিশেষ্যক বিশেষ-প্রকারক জ্ঞানের অভাবই হইবে। এই জ্ঞানাভাব প্রতীতির জন্য অভাবের প্রতিযোগীর জ্ঞানের জ্ঞান আবশ্যক হইলেও অর্থাৎ অভাবের প্রতিযোগী জ্ঞানের জ্ঞান থাকিলেও ত্বদুক্তার্থ-বিশেষ্যক বিশেষ-প্রকারক জ্ঞানের অভাব থাকিতে পারিবে। আর এই অভাবই "ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি" এই প্রতীতির বিষয় হইবে। এই প্রতীতির বিষয় বিশেষ-জ্ঞানাভাব নহে, কিন্তু বিশেষ-প্রকারক জ্ঞানাভাব। আর এই প্রতীতির বিষয় ত্বদুক্তার্থ-বিষয়ক জ্ঞানাভাবও নহে; কিন্তু ত্বদুক্তার্থ-বিশেষ্যক জ্ঞানাভাব। আর এই জন্যই ত্বদুক্তার্থ-বিশেষ্যক বিশেষ-প্রকারক জ্ঞানাভাবকেই "ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি" এই প্রতীতির বিষয় বলা হইয়াছে।[১]

এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে—"ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি" এইরূপ প্রতীতিতে প্রতীতির বিষয় অভাবের প্রতিযোগী জ্ঞান, বিশেষ-প্রকারক জ্ঞান। বিশেষ-প্রকারক জ্ঞানের অভাবকেই "ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি" এই প্রতীতির বিষয় বলা হইয়াছে। "ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি" এই প্রতীতি উপপাদনের জন্য জ্ঞানাভাববাদী পূর্বপক্ষীকে যদি বিশেষ-প্রকারক জ্ঞানের অভাব পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে হয়, যাহা "ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি" এই প্রতীতি স্পর্শ করে নাই, তবে "ত্বদুক্তং বিশেষং ন জানামি" এইরূপ প্রতীতির বিষয় পূর্বপক্ষী কাহাকে বলিবেন? "ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি" এই প্রতীতির বিষয় অভাবের প্রতিযোগী জ্ঞান যদি বিশেষ-প্রকারক হয়, তবে "বিশেষং ন জানামি" এই প্রতীতির বিষয় অভাবের প্রতিযোগী জ্ঞানের বিষয় কে হইবে? বিশেষের ত আর বিশেষ ধর্ম্মান্তর নাই। সুতরাং এস্থলে বিশেষ-বিষয়ক জ্ঞানের অভাবই বলিতে হইবে। আর তাহাতে বিশেষ-বিষয়ক জ্ঞানের জ্ঞান অপেক্ষিত হইবে। প্রতিযোগীর

১ কিং তু ত্বদুক্তার্থ-বিশেষ্যক-বিশেষপ্রকারক-জ্ঞানাভাবঃ, তত্র চ ত্বদুক্তার্থ-বিশেষ্যক বিশেষপ্রকারক-জ্ঞানত্বেন প্রতিযোগিজ্ঞানেঽপি (প্রতিযোগিনো জ্ঞানস্য জ্ঞানেঽপি) তাদৃক্‌প্রকারক-তদ্বিশেষ্যকজ্ঞানাভাবসংভবঃ, অন্য জ্ঞানস্য জ্ঞানে বিশেষ্যে বিশেষপ্রকারকত্বপ্রকারকত্বাৎ .....অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫৬

জ্ঞান অভাবপ্রতীতিতে কারণ হইয়া থাকে। আর বিশেষ-বিষয়ক জ্ঞানের জ্ঞান বিশেষ-বিষয়কও বটে। সুতরাং ব্যাঘাত সুস্পষ্ট। এজন্য পূর্বপক্ষী বলিতেছেন—"তত্রাপি ব্যাহত্যভাব কথঞ্চিন্নয়েঃ"। ইহার অভিপ্রায় লঘুচন্দ্রিকাগ্রন্থে এরূপ বলা হইয়াছে যে—বিশেষস্বরূপে বিশেষের জ্ঞানই এ স্থলে প্রতিযোগী জ্ঞান হইবে। এই প্রতিযোগী জ্ঞানই অভাববুদ্ধির কারণ। অভাববুদ্ধির বিসয় শুদ্ধ-বিশেষ-বিষয়ক জ্ঞানাভাব অর্থাৎ বিশেষত্বরূপে বিশেষের জ্ঞান হইতে শুদ্ধ বিশেষবিষয়ক জ্ঞানের অভাব "ত্বদুক্তং বিশেষং ন জানামি" এই প্রতীতির বিষয় হইবে। প্রতিযোগীর জ্ঞান সপ্রকারক জ্ঞান এবং "ত্বদুক্তং বিশেষং ন জানামি" এই প্রতীতির বিষয় শুদ্ধ-বিশেষ-বিষয়ক জ্ঞানের অভাব। "ন জানামি" এই প্রতীতিব বিষয় শুদ্ধ-বিশেষ-বিষয়ক জ্ঞানের অভাব। সপ্রকারক বিশেষ জ্ঞান দ্বাবা শুদ্ধ-বিশেষ-বিষয়ক জ্ঞানের অভাবের প্রতীতি হইবে। ইহাই মূলস্থিত "কথঞ্চিন্নয়েঃ" কথার অর্থ।[১]

ইহাতে আপত্তি এই যে—যে বিশেষে কোনও ধর্ম্মান্তর প্রসিদ্ধ নাই, তাদৃশ বিশেষেব বিশেষত্ব-প্রকারক জ্ঞান সম্ভাবিত নহে। সুতবাং তাদৃশ স্থলে প্রতিযোগীই অপ্রসিদ্ধ। সুতরাং অপ্রসিদ্ধ প্রতিযোগিক অভাবেব প্রতীতি হইবে কিরূপে? এতদুত্তরে পূর্বপক্ষী বলেন যে—অপ্রসিদ্ধ প্রতিযোগিক অভাবেরও প্রতীতি হইতে পারে। যেমন "সমবেতবাচ্যত্বং নাস্তি" এই অভাবেব প্রতিযোগী সমবেত-বাচ্যত্ব। এই সমবেতবাচ্যত্ব অপ্রসিদ্ধ, কাবণ বাচ্যত্ব কোনও স্থলেই সমবায় সম্বন্ধে থাকে না। এজন্য বাচ্যত্ব সমবেত বস্তু নহে। যে বস্তু কোনও স্থলে সমবায় সম্বন্ধে থাকে, যেমন অবযবী, গুণ, ক্রিযা প্রভৃতি অবযবে, গুণীতে ক্রিয়াবানে সমবায সম্বন্ধে থাকে বলিযা অবযবী প্রভৃতি সমবেত বস্তু। কিন্তু বাচ্যত্ব সমবেত বস্তু নহে। পদশক্যত্বই বাচ্যত্ব অর্থাৎ শক্তিদ্বারা পদপ্রতিপাদ্যত্ব। যেমন শক্তিদ্বারা ঘট-পদ-প্রতিপাদ্যত্ব ধর্ম্ম ঘটে আছে। এজন্য ঘট-পদ-বাচ্যত্ব ধর্ম্ম স্বরূপ সম্বন্ধে ঘটবস্তুতে আছে। কিন্তু সমবায সম্বন্ধে ঘট-পদ-বাচ্যত্ব ধর্ম্ম ঘট বস্তুতে থাকে না। যেমন ঘট বস্তু ঘটপদবাচ্য, এইরূপ পট, মঠাদি বস্তুও পট-মঠাদি পদবাচ্য হইযা থাকে। এমন কোনও বস্তু নাই, যাহা কোনও পদের বাচ্য হয না। এজন্য বাচ্যত্ব ধর্ম্ম সমস্ত বস্তুতেই আছে বলিযা বৈশেষিক আচার্য্যগণ, বাচ্যত্ব ধর্ম্মকে কেবলান্বযী ধর্ম্ম বলিযা স্বীকার করিযাছেন। এমন কোনও বস্তু তাঁহাদের মতে হইতে পারে না, যাহাতে বাচ্যত্ব ধর্ম্ম নাই। এজন্য সামান্য, বিশেষ, সমবাযাদি বস্তুতেও বাচ্যত্ব ধর্ম্ম আছে। এই বাচ্যত্ব ধর্ম্ম বাচ্য বস্তুতে

১..... যত্রাপি ত্বদুক্তবিশেষং ন জানামীত্যভিলাপঃ, তত্রাপ্যেবমেব ব্যাহত্যভাবঃ কথংচিন্নয়েঃ—অদ্বৈতসিদ্ধি পৃঃ ৫৫৬,

..... প্রতিযোগিজ্ঞানং তু বিশেষত্বেন বিশেষপ্রকারকমিতি ভাবঃ......লঘুচন্দ্রিকা, পৃঃ ৫৫৬

স্বরূপ সম্বন্ধে থাকে; সমবায় সম্বন্ধে কোথাও থাকে না। এজন্য "সমবেতবাচ্যত্ব" অপ্রসিদ্ধ বস্তু। এই অপ্রসিদ্ধ সমবেত-বাচ্যত্বের অভাবের প্রতীতির বিষয় বিশেষ্যে বিশেষণের অভাবই হইয়া থাকে অর্থাৎ সমবেতত্ব-বিশিষ্ট বাচ্যত্বের অভাব উক্ত প্রতীতির বিষয় না হইয়া বাচ্যত্বে সমবেতত্বরূপ বিশেষণের অভাবই "সমবেতবাচ্যত্বং নাস্তি" এই প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে। যেমন "শশশৃঙ্গং নাস্তি" এই প্রতীতির বিষয় শৃঙ্গে শশীয়ত্বাভাব; এইরূপ বিশেষ্যে বিশেষণের অভাবই অপ্রসিদ্ধ-প্রতিযোগিক অভাব প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে। এইরূপ বিশেষে বিশেষান্তর প্রসিদ্ধ না থাকিলেও অন্যত্র প্রসিদ্ধ বিশেষের, বিশেষান্তরে অভাবই "বিশেষং ন জানামি" এই প্রতীতির বিষয় হইবে। অথবা "বিশেষং ন জানামি" এই প্রতীতির বিষয় অভাব ব্যধিকরণ-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব। বিশেষে বিশেষান্তর না থাকিলেও ব্যধিকরণ-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক বিশেষাভাবই "ত্বদুক্তং বিশেষং ন জানামি" এই প্রতীতির বিষয় হইবে। শশবিষাণ অপ্রসিদ্ধ বলিয়া শশবিষাণের অভাবের প্রতীতি কিরূপে হইবে? অর্থাৎ "শশবিষাণং নাস্তি" এইরূপ প্রতীতির বিষয় অভাবের প্রতিযোগী কে হইবে? কাহার অভাবের প্রতীতি হইবে? এইরূপ জিজ্ঞাসাতে বিশেষ্যে বিশেষণের অভাবই অর্থাৎ বিষাণে শশীয়ত্বের অভাবই উক্ত প্রতীতির বিষয় হইবে বলা হইয়াছে। ইহাতে ব্যধিকরণ-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব স্বীকার করিতে হয় না।[১]

যাঁহারা এরূপ মনে করেন যে—"সমবেতবাচ্যত্বং নাস্তি" ইত্যাদি অপ্রসিদ্ধ-প্রতিযোগিক অভাব প্রতীতির বিষয় বিশেষ্যে বিশেষণের অভাব হইতে পারে না; ইহাতে অনুভবের বিরোধ ঘটে। "শশবিষাণং নাস্তি" এইরূপ প্রতীতির বিষয় অভাবের প্রতিযোগী বিষাণ; কিন্তু শশীয়ত্ব নহে। শশীয়ত্ব প্রতিযোগিক অভাব "বিষাণং নাস্তি" এইরূপ প্রতীতির বিষয় হইতে পারে না। বিষাণাভাবের প্রতিযোগিতা বিষাণে থাকে; শশীয়ত্বাভাবের প্রতিযোগিতা শশীয়ত্বে থাকে; সুতরাং বিষাণের অভাব ও শশীয়ত্বের অভাব পরস্পর অত্যন্ত ভিন্ন। এজন্য "বিষাণং নাস্তি" এই অভাব প্রতীতির বিষয় শশীয়ত্বাভাব হইতে পারে না। এইরূপ "সমবেতবাচ্যত্বং নাস্তি" এ স্থলেও বাচ্যত্বাভাব ও সমবেতত্বাভাব পরস্পর অত্যন্ত ভিন্ন। এজন্য এক অভাব-প্রতীতির বিষয়, অন্য অভাব হইতে পারে না। এইরূপ মনে করিয়া কেহ কেহ ব্যধিকরণ-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব স্বীকার করিয়া থাকেন। "সমবেতবাচ্যত্বং নাস্তি" "শশবিষাণং নাস্তি" ইত্যাদি অপ্রসিদ্ধ প্রতি-

১ ন চ—যত্রোক্তপ্রতিযোগ্যপ্রসিদ্ধিঃ, তত্র কথমভাবপ্রতীতিরিতি—বাচ্যম্, সমবেতবাচ্যত্বং নাস্তীত্যত্রেব বিশেষ্যে বিশেষণাভাববিষয়ত্বেন ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকাভাব বব্যয়ত্বেনোপপত্তেরিতি চেৎ—অদ্বৈতসিদ্ধি পৃঃ ৫৫৬

যোগিক অভাব। এই অভাবের প্রতিযোগী স্বরূপতঃ প্রসিদ্ধ হইলেও প্রতিযোগি-তাবচ্ছেদক ধর্ম্মবিশিষ্ট প্রতিযোগী অপ্রসিদ্ধ। বাচ্যত্ব ও বিষাণ প্রসিদ্ধ হইলেও সমবেতত্ব-বিশিষ্ট বাচ্যত্ব অপ্রসিদ্ধ। এইরূপ শশীয়ত্ব বিশিষ্ট বিষাণ অপ্রসিদ্ধ। এজন্য "সমবেতবাচ্যত্বং নাস্তি" এই অভাবের প্রতিযোগী বাচ্যত্ব-ধর্ম্ম এবং "শশবিষাণং নাস্তি" এই অভাবের প্রতিযোগী বিষাণ। প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম—বাচ্যত্বরূপ-প্রতিযোগীতে অবিদ্যমান, সমবেতত্ব ধর্ম্ম এবং বিষাণে অবিদ্যমান শশীয়ত্ব ধর্ম্ম। প্রতিযোগীতে অবিদ্যমান ধর্ম্মকে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক স্বীকার করিলে সেই ধর্ম্মকে প্রতিযোগিতার ব্যধিকরণ ধর্ম্ম বলা বলা হয়। প্রতিযোগীতে বিদ্যমান ধর্ম্মই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হইয়া থাকে। প্রতিযোগীতে অবিদ্যমান ধর্ম্মকে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক স্বীকার করিলে প্রতিযোগিতার ব্যধিকরণ ধর্ম্মকে প্রতিযোগি-তাবচ্ছেদক স্বীকার করা হয়। যাঁহারা প্রতিযোগিতার ব্যধিকরণ ধর্ম্মকেও প্রতি-যোগিতাবচ্ছেদক স্বীকার করেন, তাঁহারা ব্যধিকরণ ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাবই অপ্রসিদ্ধ-প্রতিযোগিক অভাবপ্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে বলিয়া থাকেন। "সমবেতবাচ্যত্বং নাস্তি" এই অভাবের প্রতিযোগিতা বাচ্যত্বে আছে এবং এই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক—প্রতিযোগী বাচ্যত্বে অবিদ্যমান সমবেতত্ব ধর্ম্ম। সমবেতত্বরূপে বাচ্যত্ব নাই—এইরূপ অভাবই অপ্রসিদ্ধ-প্রতি-যোগিক অভাব প্রতীতির বিষয়। এইরূপ "শশবিষাণং নাস্তি" এই অভাবের প্রতিযোগী বিষাণ ও বিষাণে অবিদ্যমান শশীয়ত্ব ধর্ম্মই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক। শশীয়ত্বরূপে বিষাণ নাই—এরূপ অভাবই "শশবিষাণং নাস্তি" এইরূপ অপ্রসিদ্ধ-প্রতিযোগিক অভাব প্রতীতির বিষয় হইবে। ব্যধিকরণ-ধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাব স্বীকার করিলে প্রদর্শিত অনুভব বিরোধ দোষ ঘটিবে না। অনুভববিরোধ পরিহার করিবার জন্য ব্যধিকরণ-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব স্বীকার করা হইয়াছে। এইরূপ অভিনব অভাব স্বীকার করিয়া প্রদর্শিত অনুভব বিরোধের পরিহার করিলেও প্রতিযোগীতে অবিদ্যমান ধর্ম্ম প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হয় না; প্রতিযোগীতে বিদ্যমান ধর্ম্মই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হইয়া থাকে। ইহা সর্ব্বানুভবসিদ্ধ হইলেও ব্যধিকরণ-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাববাদিগণের এই অনুভবের অপলাপই করিতে হইয়াছে। সুতরাং বিবেচনা করিয়া দেখিলে অপ্রসিদ্ধ-প্রতিযোগিক অভাবের প্রতীতি দুর্ঘটই বটে। যে দুইটি প্রকার প্রদর্শিত হইয়াছে, উভয় প্রকারেই অনুভববিরোধ অপরিহার্য্য। অনন্যোপায় হইয়াই এতাদৃশ স্থলে প্রদর্শিত দুইটি রীতির যে কোনও একটি আচার্য্যগণ স্বীকার করিয়াছেন। এজন্য অদ্বৈতসিদ্ধিকারও এই পূর্ব্বপক্ষ গ্রন্থে দুইটি রীতিই প্রদর্শন করিয়াছেন। ব্যধিকরণ-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব চিন্তামণিকার স্বীকার করেন নাই।

তিনি এই অভাবের খণ্ডনই করিয়াছেন। সুতরাং যে স্থলে "ত্বদুক্তং বিশেষং ন জানামি" এইরূপ অভিলাপ হয়, সে স্থলে ত্বদুক্ত-বিশেষ-বিষয়ক জ্ঞানাভাব আমার আছে এইরূপ স্বীকার করিলে ব্যাঘাত দোষ হইবে, এজন্য বিশেষে বিশেষান্তর বিষয়ক জ্ঞানাভাব স্বীকার করিতে হইবে। যে স্থলে বিশেষে বিশেষান্তর অপ্রসিদ্ধ হইবে, সে স্থলে বিশেষ্যে বিশেষণের অভাব অথবা ব্যধিকরণ-ধর্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব "বিশেষং ন জানামি" এই প্রতীতির বিষয় হইবে। ইহাই পূর্ব্বপক্ষিগণের অভিপ্রায়।[১]

এতদুত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলেন যে—পূর্ব্বপক্ষিগণের এরূপ বলা সঙ্গত হয় নাই। কারণ ইহাতে অনুভব বিরোধই হইবে। "ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি" এই প্রতীতির বিষয় যদি ত্বদুক্তার্থ-বিষয়ক জ্ঞানের অভাব না হয় এবং "ত্বদুক্তং বিশেষং ন জানামি" এই প্রতীতির বিষয় যদি ত্বদুক্ত বিশেষের জ্ঞানের অভাব না হয়, তবে প্রদর্শিত উভয় প্রতীতিতেই অনুভববিরোধ ঘটিবে। "ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি" এই প্রতীতি ত্বদুক্তার্থ-বিষয়ক জ্ঞানের অভাব-বিষয়ক নহে বলিয়া পূর্ব্বপক্ষী স্বীকার করিতেছেন। তাহাতে পূর্ব্বপক্ষীকে বাধ্য হইয়াই ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে—ত্বদুক্তার্থ-বিষয়ক জ্ঞানের অভাব না থাকিলে ত্বদুক্তার্থ-বিষয়ক জ্ঞান থাকিবে। ত্বদুক্তার্থ-বিষয়ক জ্ঞান থাকিলে ত্বদুক্তার্থ বিষয়ের ব্যবহারও থাকিবে। আর ইহাতে "ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি" এইরূপ অনুভব যাহার আছে, তাহার ত্বদুক্তার্থ-বিষয়ক জ্ঞান ও ত্বদুক্তার্থবিষয়ের ব্যবহারের আপত্তি অপরিহার্য্য। অথচ "ত্বদুক্তার্থং ন জানামি" এইরূপ অনুভবকালে ত্বদুক্তার্থ-বিষয়ক জ্ঞান ও ত্বদুক্তার্থ-বিষয়ক ব্যবহার কিছুতেই হইতে পারে না। সুতরাং তাদৃশ জ্ঞান ও ব্যবহার পূর্ব্বপক্ষীকে স্বীকার করিতে হইতেছে বলিয়া অনুভববিরোধই ঘটিবে। এইরূপ "ত্বদুক্তং বিশেষং ন জানামি" এই অনুভব কালে ত্বদুক্ত-বিশেষ-বিষয়ক জ্ঞান থাকিলে ত্বদুক্ত বিশেষ-বিষয়ক ব্যবহারেরও আপত্তি হইবে; কিন্তু ইহা অনুভববিরুদ্ধ। সুতরাং বিশেষ-বিষয়ক জ্ঞান স্বীকার করিলে অনুভব বিরোধ এবং বিশেষ-বিষয়ক জ্ঞানের অভাবপ্রতীতি স্বীকার করিলে প্রদর্শিত ব্যাঘাত-দোষ অপরিহার্য্যই হইবে।[২]

আর যাঁহারা স্বতঃ প্রমাত্বগ্রহ স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে জ্ঞানগ্রাহক সাক্ষী, অনুব্যবসায় অথবা অনুমিতিদ্বারা গৃহ্যমাণ জ্ঞানের প্রমাত্বও গৃহীত হইয়া থাকে। জ্ঞানের বা অনুভবের যাথার্থ্যই প্রমাত্ব। "যথার্থানুভবো মানম্" যথার্থ অনুভবই

১ অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫৬

২......ন অনুভববিরোধাৎ, বিশেষজ্ঞানাভাবস্য ত্বদুক্তার্থজ্ঞানাভাবস্য বাঽনভ্যুপগমে তদ্বিষয়জ্ঞানসত্ত্বেন তদ্ব্যবহারাপত্তেশ্চ। ন চৈবং দৃশ্যতে—অদ্বৈতসিদ্ধি পৃঃ ৫৫৬

প্রমা, ইহাই আচার্য উদয়ন কুসুমাঞ্জলিতে বলিয়াছেন।[১] জ্ঞানের যাথার্থ্য—তদ্বতি তৎপ্রকারকত্ব। সপ্রকারক জ্ঞান কিঞ্চিৎ-প্রকারক ও কিঞ্চিদ্বিশেষ্যক হইয়া থাকে। অনুব্যবসায় প্রভৃতিদ্বারা জ্ঞান যখন গৃহীত হয়, তখন সেই গৃহ্যমাণ জ্ঞান কিঞ্চিদ্ধর্ম্ম-প্রকারকত্বরূপে এবং প্রকারীভূত-ধর্ম্মবিশিষ্ট-বিশেষ্যকত্বরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। গৃহ্যমাণ পূর্ব্বজ্ঞানে যেমন কিঞ্চিদ্ধর্ম্ম-প্রকারকত্ব ধর্ম্ম আছে এবং কিঞ্চিদ্বিশেষ্যকত্ব ধর্ম্মও আছে, এই উভয় ধর্ম্মই জ্ঞানের গ্রাহক উত্তর জ্ঞানদ্বারা অর্থাৎ সাক্ষী, অনুব্যবসায় প্রভৃতিদ্বারা গৃহীত হইবার সময় গৃহ্যমাণ জ্ঞানের বিশেষ্যে প্রকারীভূত ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য-বিষয়কত্বও, যাহা পূর্ব্বজ্ঞানে আছে, তাহাও সাক্ষী, অনুব্যবসায় প্রভৃতি দ্বারা গৃহীত হইয়া থাকে। সপ্রকারক জ্ঞানমাত্রই বৈশিষ্ট্য-বিষয়ক হয় অর্থাৎ বিশেষ্যে প্রকারীভূত ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য-বিষয়ক হয়। জ্ঞানের গ্রাহক সাক্ষী, অনুব্যবসায় প্রভৃতি দ্বারা পূর্ব্বজ্ঞান যখন গৃহীত হয়, তখন পূর্ব্বজ্ঞানের কিঞ্চিদ্ধর্ম্ম-প্রকারকত্ব ধর্ম্ম, সবিশেষ্যকত্ব ধর্ম্ম এবং বিশেষ্যে প্রকারীভূত ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য-বিষয়কত্ব ধর্ম্মও গৃহীত হইয়া থাকে। জ্ঞানের বিশেষ্যে প্রকারীভূত ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য-বিষয়কত্বই জ্ঞানগত প্রমাত্ব। এই প্রমাত্ব জ্ঞানগ্রাহক সাক্ষী প্রভৃতি দ্বারা নিয়মিতভাবে গৃহীত হইয়া থাকে। ইহাই স্বতঃপ্রমাত্ববাদিগণ কলেন।[২]

আর পরতঃ প্রমাত্ববাদিগণ অর্থাৎ নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক আচার্য্যগণ গৃহীত জ্ঞানে কদাচিৎ প্রমাত্ব সংশয় অনুভবসিদ্ধ বলিয়া অর্থাৎ "ইদং জ্ঞানং প্রমা ন বা" এইরূপ সন্দেহ কদাচিৎ হয় বলিয়া তাঁহারা মনে করেন যে—জ্ঞান গ্রাহক সাক্ষী, অনুব্যবসায় প্রভৃতি, গ্রাহ্য পূর্ব্বজ্ঞানের কিঞ্চিদ্ধর্ম্ম-প্রকারকত্ব এবং কিঞ্চিদ্বিশেষ্যকত্ব ধর্ম্ম নিয়মিতভাবে গ্রহণ করিতে পারিলেও বিশেষ্যে প্রকারীভূত ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য-বিষয়কত্ব, যাহা পূর্ব্বজ্ঞানে আছে, তাহার গ্রহণ করিতে পারে না। গ্রহণ করিতে পারিলে পূর্ব্বজ্ঞানের প্রমাত্ব গৃহীত হইয়া পড়ে বলিয়া গৃহীত জ্ঞানের প্রমাত্ব সংশয় অনুপপন্ন হইয়া পড়ে। এজন্য জ্ঞানগ্রহক অনুব্যবসায়াদির পূর্ব্ব জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য-বিষয়কত্বরূপ প্রমাত্ব গ্রহণের সামর্থ্য নাই। ইহাই তাঁহারা স্বীকার করিয়া থাকেন। প্রমাত্বের স্বতস্ত্ব ও পরতস্ত্ব বিচার অতি বিস্তৃত বলিয়া এস্থলে তাহা বিবৃত করিতে বিরত রহিলাম।[৩]

সুতরাং পূর্ব্বপক্ষী যে বলিয়াছিলেন—"ত্বদুক্তার্থং ন জানামি" এইরূপ প্রতীতিতে ত্বদুক্তার্থ-বিশেষ্যক বিশেষ-প্রকারক জ্ঞানের অভাবই বিষয় হইয়া থাকে, ইহাতে ব্যাঘাত-দোষ হইবে না, কিন্তু তাহাতে প্রদর্শিত স্বতঃপ্রমাত্ববাদিগণের মতে

১ কুসুমাঞ্জলি, চতুর্থস্তবক কা। ১ ২ অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫৬
৩ অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫৬

ব্যাঘাত সুস্পষ্ট। কারণ প্রদর্শিত জ্ঞানের অভাবের প্রতীতি, অভাবের প্রতিযোগী জ্ঞানের জ্ঞান সাপেক্ষ। অভাবের প্রতিযোগিভূত জ্ঞানটি, ত্বদুক্তার্থ-বিশেষ্যক বিশেষ-প্রকারক। এই জ্ঞানের জ্ঞানে—পূর্ব্বজ্ঞানের বিশেষ্যে প্রকারীভূত ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য-বিষয়কত্ব ধর্ম্মটীও আছে অর্থাৎ ত্বদুক্তার্থরূপ বিশেষ্যে প্রকারীভূত বিশেষরূপ ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য-বিষয়কত্ব ধর্ম্মটি আছে। আর তাহা উত্তর জ্ঞান দ্বারা গৃহীত হইবে। সুতরাং বিশেষ ধর্ম্ম-বিশিষ্ট ত্বদুক্তার্থ-বিশেষ্যক জ্ঞানের জ্ঞান থাকিলে ত্বদুক্তার্থ-বিশেষ্যক বিশেষ-প্রকারক জ্ঞানের অভাব থাকিতে পারে না। তাহাতে ব্যাঘাত হইবে। আর এই কথাই অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলিয়াছেন—"স্বতঃপ্রামাণ্যমতে স্পষ্ট এব ব্যাঘাতঃ"। অদ্বৈতবেদান্তিগণ স্বতঃপ্রামাণ্যবাদী। সুতরাং অদ্বৈতবেদান্তিগণের নিকটে পূর্ব্বপক্ষীর যুক্তি ব্যাঘাত দোষে দুষ্ট। এজন্য "ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি" এইরূপ প্রতীতির বিষয় অভাবরূপ অজ্ঞান হইতেই পারে না। অভাবরূপ অজ্ঞানের প্রতীতি করিতে গেলেই ব্যাঘাত দোষ হইবে। উক্ত প্রতীতির বিষয় ভাবরূপ অজ্ঞান স্বীকার করিলে কোনও দোষ হইবে না। কারণ ভাবরূপ অজ্ঞান ও অজ্ঞানের ব্যাবর্ত্তক বিষয় ও অজ্ঞানে প্রমাজ্ঞান-বিরোধিত্ব ধর্ম্ম ও বিরোধের নিরূপক প্রমাজ্ঞান সমস্তই সাক্ষিভাস্য। এজন্য ব্যাঘাত দোষের সম্ভাবনা নাই। অজ্ঞানের নিরূপক বিষয়, প্রমাণবেদ্য হইতে গেলেই ব্যাঘাত দোষ হইবে। অজ্ঞানের নিরূপক বিষয় প্রমাণবেদ্য হইতে গেলেই অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া যাইবে। প্রমাজ্ঞানমাত্রই অজ্ঞানের নিবৃত্তি-পূর্ব্বক বিষয়ের প্রকাশ করিয়া থাকে। সাক্ষী অজ্ঞানের সাধক; এজন্য অজ্ঞানের নিরূপক বিষয় সাক্ষি দ্বারা অজ্ঞাতত্বরূপে গৃহীত হইলেও অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় না বলিয়া ব্যাঘাত দোষের সম্ভাবনা নাই। এই জন্যই সাক্ষিজ্ঞানকে প্রমারূপ বলা হয় না। অজ্ঞানের অবিরোধী জ্ঞান প্রমা নহে। এই জন্যই অদ্বৈতবেদান্তিগণ অজ্ঞানের অনিবর্ত্তক স্মৃতিরূপ বৃত্তিকে অবিদ্যাবৃত্তি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। স্মৃতি অন্তঃকরণবৃত্তি নহে বলিয়া প্রমাবৃত্তি নহে।[১] প্রমাবৃত্তি মাত্রই অন্তঃকরণবৃত্তি; আর অপ্রমাবৃত্তিমাত্রই অবিদ্যাবৃত্তি। যাহা হউক, প্রদর্শিতরূপে "ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি" এইরূপ সাক্ষিপ্রত্যক্ষও ভাবরূপ অজ্ঞান বিষয়ক—ইহা সিদ্ধ হইল।[২]

ভাবরূপ অজ্ঞানের সাধক দ্বিতীয় প্রকার সাক্ষি প্রত্যক্ষের নিরূপণ সমাপ্ত।

১ অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৬৪৭ ও লঘুচন্দ্রিকা, পৃঃ ৫৫৮

২......স্বতঃপ্রামাণ্যমতে তু তৎপ্রকারকত্বে তদ্বিশেষ্যকত্বে চ গৃহ্যমাণে তদ্বত্ত্বগ্রহণস্যাবশ্যকতয়া তদংশে তৎপ্রকারকতদ্বিশেষ্যকত্বস্য তাদৃশপ্রতিযোগিজ্ঞানে সংভবাৎ স্পষ্ট এব ব্যাঘাতঃ, ভাবরূপাজ্ঞানপক্ষে তু সর্বস্যাপি সাক্ষিবেদ্যতয়া ন ব্যাঘাত ইত্যুক্তম্। তদেবং 'ত্বদুক্তমর্থং ন জানামী'তি প্রত্যক্ষং ভাবরূপাজ্ঞান-বিষয়মিতি সিদ্ধম্—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫৩

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ভাবরূপ অজ্ঞানের সাধক তৃতীয় প্রকার সাক্ষিপ্রত্যক্ষ

সুপ্তোত্থিত পুরুষের এইরূপ পরামর্শ হইয়া থাকে যে—"এই সময়ে (সুষুপ্তিকালে) আমি কিছুই জানিতে পারি নাই।" সুপ্তোত্থিত পুরুষের এরূপ পরামর্শ সকলেরই অনুভবসিদ্ধ। সর্বানুভবসিদ্ধ এই পরামর্শ দ্বারা কল্পনীয় সৌষুপ্তিক অনুভব অর্থাৎ সাক্ষি প্রত্যক্ষ ভাবরূপ অজ্ঞান-বিষয়ক হইয়া থাকে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। সুষুপ্তি দশাতে পুরুষ ভাবরূপ অজ্ঞানের প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। ভাবরূপ অজ্ঞানই সুষুপ্তিদশাতে সাক্ষিভাস্য হইয়া থাকে। সুষুপ্তিদশাতে ভাবরূপ অজ্ঞানের প্রত্যক্ষ হয় বলিয়াই সুপ্তোত্থিত পুরুষের "এই সময় পর্য্যন্ত আমি কিছুই অনুভব করিতে পারি নাই" এইরূপ পরামর্শ হইয়া থাকে। সুষুপ্তি দশাতে যদি অজ্ঞানের অনুভব না হইত, তবে সুপ্তোত্থিত পুরুষের "ন কিঞ্চিদবেদিষম্" এইরূপ পরামর্শ হইতে পরিত না। সুতরাং সুপ্তোত্থিত পুরুষের পরামর্শ দ্বারা কল্প্য, সুষুপ্তি-কালীন সাক্ষিরূপ অনুভব ভাবরূপ অজ্ঞানবিষয়ক হইয়া থাকে। সুতরাং পরামর্শকল্প্য অনুভব দ্বারা ভাবরূপ অজ্ঞান সিদ্ধ হইয়া থাকে।[১]

ইহাতে ন্যায়ামৃতকার আপত্তি করেন যে—অদ্বৈতবেদান্তিগণ যে পরামর্শকে সৌষুপ্ত সাক্ষি প্রত্যক্ষের কল্পক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, এই "পরামর্শ" কথার অর্থ কি? পরামর্শ কথার অর্থ কি অনুমিতি? অথবা স্মৃতি? সুপ্তোত্থিত পুরুষের সুষুপ্তিকালীন অজ্ঞানানুভবের (অজ্ঞান প্রত্যক্ষের) অনুমান হইয়া থাকে? অথবা সুষুপ্তিকালীন অজ্ঞানানুভবের স্মরণ হইয়া থাকে? যদি অদ্বৈতবেদান্তিগণ সুপ্তোত্থিত পুরুষের, সুষুপ্তিকালীন ভাবভূত অজ্ঞানানুভবের অনুমান হয় বলেন অর্থাৎ সুপ্তোত্থিত পুরুষ "সুষুপ্তিকালে তাহার ভাবভূত অজ্ঞান অনুভূত হইয়াছিল" এইরূপ অনুমান করেন বলিয়া স্বীকার করেন, তবে সুপ্তোত্থিত পুরুষের ঐ অনুমান, জ্ঞানাভাব-বিষয়কও হইতে পারিবে। বস্তুতঃ সুষুপ্তিকালীন জ্ঞানাভাবের অনুমিতিই সুপ্তোত্থিত পুরুষের হইয়া থাকে। ভাবরূপ অজ্ঞানের অনুমিতি হওয়া অপেক্ষা জ্ঞানাভাবের অনুমিতি হওয়াই সঙ্গত। সুপ্তোত্থিত পুরুষ সুষুপ্তিকালীন জ্ঞানাভাবের অনুমান করিয়া থাকে—এরূপ বলাই সঙ্গত। সুপ্তোত্থিত পুরুষের অনুমান প্রমাণ দ্বারা জ্ঞানাভাব অনুমিত হইলে সুষুপ্তিকালীন ভাবভূত অজ্ঞানের অনুভব সিদ্ধ হইতে পারিবে না। সুষুপ্তিকালে জ্ঞানাভাবের অনুভবই সুপ্তোত্থিত পুরুষের পরামর্শ দ্বারা অর্থাৎ অনুমান দ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই জ্ঞানাভাবের অনুভবও সাক্ষি প্রত্যক্ষরূপ। অদ্বৈতবেদান্তিগণ ভাবরূপ অজ্ঞানকে যেমন সাক্ষিসিদ্ধ বলিয়া

১ এবমেতাবন্তং কালং ন কিংচিদবেদিষমিতি পরামর্শসিদ্ধং সৌষুপ্তং প্রত্যক্ষমপি ভাবরূপাজ্ঞান-বিষয়মেব—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫৬

স্বীকার করেন, এইরূপ আমরাও সুষুপ্তিকালীন জ্ঞানাভাব সাক্ষিপ্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়াই স্বীকার করিয়া থাকি। তাঁহারা ভাবরূপ অজ্ঞানকে সাক্ষিসিদ্ধ বলেন, আর আমরা জ্ঞানাভাবকেই সাক্ষিসিদ্ধ বলি। জ্ঞানাভাব সাক্ষিসিদ্ধ হইলে ভাবরূপ অজ্ঞান আর সিদ্ধ হইবে না।

সুপ্তোত্থিত পুরুষের সুষুপ্তিকালীন জ্ঞানাভাবের অনুমান এইরূপ হইবে যে—সুষুপ্তিকালীন আমি (পক্ষ), জ্ঞানাভাববিশিষ্ট (সাধ্য), যেহেতু আমি তৎকালে সুষুপ্তাবস্থাবিশিষ্ট ছিলাম (হেতু)। জাগ্রদবস্থা, স্বপ্নাবস্থা ও সুষুপ্তি-অবস্থা—আত্মার এই তিনটি অবস্থা স্বীকার করা হয। জাগ্রদবস্থা ও স্বপ্নাবস্থা যখন থাকে না, তখন আত্মার সুষুপ্তি-অবস্থা থাকে। এই সুষুপ্তি-অবস্থাকেই মূলগ্রন্থে "অবস্থাবিশেষ" শব্দদ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সুষুপ্তিকালে আত্মার জ্ঞানাভাব অনুমান করিবার জন্য "অবস্থাবিশেষবত্ত্বাৎ" এইরূপ একটি হেতু নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তৎকালে জ্ঞানাভাব অনুমান কবিবার জন্য দ্বিতীয হেতু "জ্ঞানসামগ্রীবিরহবত্ত্বাৎ" নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সুষুপ্তিকালে আত্মাতে জ্ঞানজনক কোনও সামগ্রীই থাকে না। এজন্য কোনও জ্ঞানই তৎকালে উৎপন্ন হইতে পারে না। জ্ঞানাভাব অনুমিতির দ্বিতীয় হেতু—জ্ঞান-সামগ্রী-বিরহবত্ত্ব। এইরূপ তৃতীয হেতু—জ্ঞানবত্তয়া নিয়মেন অস্মর্য্যমাণত্ব। সুষুপ্তিকালীনোঽহং জ্ঞানাভাববান্ জ্ঞানবত্তযা সর্ব্বদা অস্মর্য্যমাণত্বাৎ। যে বস্তু যদ্‌বিশিষ্টরূপে নিযত অস্মর্যমাণ, সে তদভাববান্। সুষুপ্তিকালীন আত্মা সর্ব্বদা জ্ঞানবত্তযা অস্মর্য্যমাণ হয, এজন্য সুষুপ্তিকালীন আত্মা জ্ঞানাভাববান্। সুপ্তোত্থিত পুরুষের সুষুপ্তিকালীন আত্মার স্মরণ হইলেও জ্ঞানবান্‌রূপে আত্মার কখনও স্মরণ হয় না বলিয়া সুষুপ্তিকালে আত্মা জ্ঞানাভাববান্—ইহাই সিদ্ধ হয়। অদ্বৈতসিদ্ধিগ্রন্থে এই তৃতীয হেতুটি প্রদর্শন কবিবার সমযে "তুল্যযোগক্ষেমে আত্মাদৌ স্মর্য্যমাণেঽপি" এরূপ যে বলা হইযাছে, ইহা হেতুর বিশেষণরূপে বলা হয় নাই; কিন্তু তর্কপ্রদর্শন কবিবার জন্যই এই কথাটি বলা হইয়াছে। তর্কের আকার এই যে—"যদি সুষুপ্তিকালে আমি জ্ঞানবান্ হইতাম, তবে জ্ঞানবান্‌রূপে আমি স্মর্য্যমাণও হইতাম; অথচ সুষুপ্তিকালে "আমি জ্ঞানবান্" এইরূপে আমি কখনই স্মর্য্যমাণ হই না"—এইরূপ তর্ক প্রদর্শন করিবার জন্যই "তুল্যযোগক্ষেমে আত্মাদৌ" এই কথা বলা হইযাছে। জ্ঞানাভাবের অনুমাপক হেতুর মধ্যে ইহা প্রবিষ্ট নহে। 'জ্ঞানবত্তয়া নিয়মেন অস্মর্যমাণত্বাৎ" মাত্র এইটুকুই হেতুশরীর বুঝিতে হইবে। অবশিষ্ট অংশ তর্ক প্রদর্শনের জন্য বলা হইয়াছে। সুতরাং

১……আনুমানিকো জ্ঞানাভাবানুভবঃ…ন্যায়ামৃত ৩১৭।১

নমু—পরামর্শঃ কিমনুমানং, কিং বা স্মরণম্? আদ্যে জ্ঞানাভাব এবানুমীয়তাম্, কিং ভাবরূপাজ্ঞানেন? অদ্বৈতসিদ্ধি পৃঃ ৫৫৬

দেখা যাইতেছে—সুষুপ্তিকালে আত্মার জ্ঞানাভাব অনুমান করিবার জন্য ন্যায়ামৃতকার তিনটি হেতুর প্রয়োগ করিয়াছেন। তাহা এই—সুষুপ্তিকালীনোঽহং জ্ঞানাভাববান্ (১) অবস্থাবিশেষবত্ত্বাৎ, (২) জ্ঞানসামগ্রীবিরহবত্ত্বাৎ; (৩) জ্ঞানবত্তয়া নিয়মেন অস্মর্য্যমাণত্বাৎ।[1]

ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে—ন্যায়ামৃতকার প্রদর্শিত অনুমানে যে পক্ষ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এই পক্ষটি সিদ্ধ হইল কিরূপে? "সুষুপ্তিকালীনোঽহং"—সুষুপ্তিকালীন আমি,—ইহাই প্রদর্শিত অনুমানে পক্ষ। এই পক্ষের বিশেষণ—"সুষুপ্তিকালং"; সুষুপ্তির অধিকরণীভূত কাল পক্ষের বিশেষণ। এই কালের সিদ্ধি করিবার জন্য অর্থাৎ পক্ষের বিশেষণ সিদ্ধি করিবার জন্য অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থের পূর্ব্বপক্ষে বলা হইয়াছে যে—সূর্য্যের উদয় ও সূর্য্যের অস্ত এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী দিবাভাগ আমাদের অনুভবসিদ্ধ। সূর্য্যের উদয়ের অব্যবহিত পরক্ষণেই সূর্য্যের অস্ত হয় না। সূর্য্যের উদয় ও অস্ত এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী দিবাভাগ সকলেরই অনুভবসিদ্ধ। কোনও দিবাভাগে কেহ সুষুপ্ত হইলে সেই সুষুপ্ত পুরুষের উত্থানের পর তাহার সুষুপ্তির অধিকরণীভূত সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের অন্তরালবর্ত্তী কালের অনুমান অনায়াসেই হইতে পারিবে। সেই পুরুষ সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের অন্তরালবর্ত্তী কালে অর্থাৎ দিবাভাগে জাগ্রত থাকিয়া উদয় ও অস্তের অন্তরালবর্ত্তী কাল বহুবার অনুভব করিয়াছে। বহুধা অনুভূত এই অন্তরাল কালের দৃষ্টান্ত দ্বারা সুষুপ্তির অধিকরণীভূত উদয় ও অস্তের অন্তরালবর্ত্তী কালের অনুমান হইতে পারিবে। সুতরাং উদয় ও অস্তের অন্তরালবর্ত্তী কাল অনুমানসিদ্ধ হয় বলিয়া এই অনুমানসিদ্ধ কালে "আমি জ্ঞানাভাববান্ ছিলাম "এইরূপ অনুমান করিতে পারা যাইবে। সম্প্রতিপন্ন উদয়াস্তময়কালের অন্তরালবর্ত্তী কাল অর্থাৎ দিবাভাগ বহুধা অনুভবসিদ্ধ বলিয়া সুষুপ্তির অধিকরণীভূত বিবাদাস্পদীভূত উদয় ও অস্তের অন্তরালবর্ত্তী কালের অনুমান হইতে পারিবে। অনুমানের আকার এইরূপ হইবে যে—বিবাদগোচরৌ উদয়াস্তময়ৌ অন্তরালকালবন্তৌ উদয়াস্তময়ত্বাৎ, সম্প্রতিপন্ন উদয়াস্তময়বৎ।[2]

ন্যায়ামৃতকার সুষুপ্তিকালীন আত্মাতে জ্ঞানাভাব অনুমান করিবার জন্য যে পক্ষ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন—"সুষুপ্তিকালীনোঽহম্" অর্থাৎ সুষুপ্তিকালীন আমি, এই পক্ষের বিশেষণ সুষুপ্তিকালের প্রসিদ্ধি অনুমান দ্বারা করা হইয়াছে। অনুমান-

১ অবস্থাবিশেষস্য বা···সামগ্র্যভাবস্য বা··তুল্যযোগক্ষেমে আত্মাদৌ স্মর্য্যমাণেঽপি নিয়মেনাস্মর্য্যমাণত্বস্য বা লিঙ্গত্বাৎ···ন্যায়ামৃত ৩১৭।২

তথা হি—সংপ্রতিপন্নোদয়াস্তময়কালবদ্বিবাদপদয়োরপ্যুদয়াস্তময়য়োরন্তরালকালমনুমায় তৎকালমহং (সুষুপ্তিকালীনোঽহম্) জ্ঞানাভাববান্, অবস্থাবিশেষবত্ত্বাৎ, জ্ঞানসামগ্রীবিরহবত্ত্বাৎ, তুল্যযোগক্ষেম আত্মাদৌ স্মর্য্যমানেঽপি তদ্বত্তয়া নিয়মেনাস্মর্য্যমাণত্বাদ্বেতি প্রয়োগসংভবাৎ—অদ্বৈতসিদ্ধি ৫৫৭

২ অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫৭

সিদ্ধ সুষুপ্তিকালই জ্ঞানাভাবানুমানে পক্ষের বিশেষণ। অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থে সুষুপ্তি কালের সিদ্ধি করিবার জন্য যে অনুমান প্রদর্শন করা হইয়াছে, তাহা দ্বারা সুষুপ্তির অধিকরণীভূত দিবাভাগ অর্থাৎ দিনই দেখান হইয়াছে। কিন্তু সুষুপ্তির অধিকরণীভূত রাত্রি দেখান হয় নাই। মানুষ স্বভাবতঃ রাত্রিতেই সুষুপ্ত হয়; এজন্য প্রসিদ্ধ সুষুপ্তির অধিকরণ রাত্রিকাল পরিত্যাগ করিয়া সুষুপ্তির অধিকরণ কাল দিনকে দেখাইলেন কেন? এইরূপ প্রশ্নের উত্তর এই যে—উদয় ও অস্তের অন্তরালবর্ত্তী সম্পূর্ণ দিবাকাল বয়স্ক পুরুষমাত্রেরই অনুভবসিদ্ধ। এই দৃঢ় অনুভবসিদ্ধ দৃষ্টান্ত দ্বারা কোন স্থলে বিপ্রতিপত্তি-বিষয়ীভূত দিবাকালের অনুমান সহজসিদ্ধ বলিয়াই দিবাকালকেই সুষুপ্তির অধিকরণকাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ যে পুরুষ কদাচিৎ উদয় ও অস্তের অন্তরালবর্ত্তী দিবাকালে সুষুপ্ত হইয়াছিল, সে জাগ্রত হইয়া উদয়াস্তদ্বয়ের অন্তরালবর্ত্তী কালের সহজেই অনুমান করিতে পারিবে। যদি রাত্রিকেই সুষুপ্তির অধিকরণীভূত কালরূপে নির্দ্দেশ করিতে হয়, তবে সম্প্রতিপন্ন অস্ত ও উদয়কে দৃষ্টান্ত করিয়া বিপ্রতিপত্তিবিষয়ীভূত অস্ত ও উদয়ের অন্তরালবর্ত্তী কালের অনুমান করিতে হইবে। আর তাহার আকার এই হইবে যে—বিপ্রতিপন্নৌ অস্তোদয়ৌ অন্তরালকালবন্তৌ অস্তোদয়ত্বাৎ; সম্প্রতিপন্নাস্তোদয়বৎ। *

* ন্যায়ামৃতকার পক্ষবিশেষণ সুষুপ্তিকালের প্রসিদ্ধির জন্য যে অনুমান প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত হয় নাই। যদিও অদ্বৈতসিদ্ধিগ্রন্থে পক্ষবিশেষণ জ্ঞাত হইতে পারে না বলিয়া সামান্যভাবে বলা হইয়াছে, তথাপি ইহার বিশেষ বিবেচনা অদ্বৈতসিদ্ধিগ্রন্থে দেখান হয় নাই। অদ্বৈতদীপিকা প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা আছে। ন্যায়ামৃতকার—সুষুপ্তির অধিকরণীভূত কালসিদ্ধির জন্য যে অনুমান প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে দিবা বা রাত্রিকালের সিদ্ধি হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা সুষুপ্তির অধিকরণ কিনা, তাহা সিদ্ধ হয় নাই; আর হইতেও পারে না। নিখিল জ্ঞানাভাবরূপা সুষুপ্তি; সুষুপ্তির অর্থই নিখিল জ্ঞানাভাব। "সুষুপ্তিকালীন আমি" এইরূপ পক্ষ নির্দ্দেশ করিলে এই নির্দ্দেশ দ্বারা ইহাই বুঝা যাইবে যে—নিখিল জ্ঞানাভাবকালীন আমি। অথচ নিখিল জ্ঞানাভাবই সাধ্য। এই সাধ্যসিদ্ধির পূর্ব্বে নিখিল জ্ঞানাভাবকে পক্ষের বিশেষণ করা হইল কিরূপে? সাধ্যের অনুমিতি হইলে পক্ষ বিশেষণ প্রসিদ্ধ হইবে; আর বিশেষণযুক্ত পক্ষ সিদ্ধ হইলে সাধ্যের অনুমিতি হইবে; সুতরাং অন্যোন্যাশ্রয় সুস্পষ্ট। অদ্বৈতসিদ্ধিকার যে পক্ষ বিশেষণ অপ্রসিদ্ধ বলিয়াছেন অর্থাৎ সাধ্যের অনুমিতির পূর্ব্বে পক্ষের বিশেষণ জ্ঞাত হইতে পারিবে না বলিয়াছেন, ইহার অভিপ্রায় এই যে—পক্ষের বিশেষণ সুষুপ্তি, সাধ্যানুমিতির পূর্ব্বে জ্ঞাত হইতে

সুপ্তোত্থিত পুরুষের পরামর্শ, যদি অনুমান হয়, তবে তদ্দ্বারা ভাবরূপ অজ্ঞান-বিষয়ক সৌষুপ্ত প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হয় না—ইহা বলা হইয়াছে। আর সুপ্তোত্থিত পুরুষের পরামর্শকে যদি স্মৃতি বলা যায়, তাহা হইলেও ভাবরূপ অজ্ঞানবিষয়ক সৌষুপ্ত প্রত্যক্ষ তদ্দ্বারা সিদ্ধ হয় না। সৌষুপ্ত প্রত্যক্ষ সাক্ষিপ্রত্যক্ষ; এই সাক্ষিপ্রত্যক্ষ ভাবরূপ অজ্ঞানবিষয়ক হইয়া থাকে—ইহাই অদ্বৈতবেদান্তিগণের কথা। স্মৃতিমাত্রই সংস্কারজন্ম; সংস্কার অনিত্য জ্ঞান জন্য হইয়া থাকে; নিত্যজ্ঞান সংস্কারের জনক হয় না। যে জ্ঞান বিনাশী নহে, সেই জ্ঞান হইতে সংস্কার উৎপন্ন হয় না। সংস্কার জ্ঞানের ফল এবং জ্ঞান—ফলনাশ্য। জ্ঞান হইতে সংস্কার উৎপন্ন হইলে উৎপন্ন সংস্কার, জনক জ্ঞানের নাশক হইয়া থাকে। এজন্য নিত্যজ্ঞান সংস্কারের জনক হয় না। অনিত্য জ্ঞান কালান্তরে স্মৃতির জনক হয় বলিয়া সংস্কার কল্পনা করিতে হয়। স্বজন্য ব্যাপার ব্যতিরেকে কোনও কারণই ব্যবহিত কার্য্যের জনক হইতে পারে না। বিনষ্ট জ্ঞান, কালান্তরে স্মৃতির জনক হইয়া থাকে। স্মৃতির অব্যবহিত প্রাক্‌কালে স্মৃতির জনক জ্ঞান নাই এবং স্মৃতির জনক বিনষ্ট জ্ঞানজন্য সংস্কাররূপ ব্যাপারও না থাকিলে, জ্ঞান স্মৃতির জনকই হইতে পারিত না। এজন্য অনিত্য-

---

পারিবে না। এইরূপ অনুমিতির পূর্ব্বে সাধ্যও অপ্রসিদ্ধ থাকায় ব্যাপ্তিগ্রহও হইতে পারিবে না। নিখিল জ্ঞানাভাবই সাধ্য; অনুমিতির পূর্ব্বে নিখিল জ্ঞানা-ভাব কোনও স্থলেই প্রসিদ্ধ নহে। এজন্য ইহার দৃষ্টান্ত নাই। ব্যাপ্তিগ্রহের উপযুক্ত স্থল প্রদর্শন করা যায় না বলিয়াই ব্যাপ্তিগ্রহ হইতে পারে না। ব্যাপ্তি নিশ্চয় না হইলে অনুমিতিও হইতে পারিবে না। পক্ষবিশেষণ কথার অর্থ—সাধ্যও বটে। এজন্য পক্ষবিশেষণের অজ্ঞান কথার অর্থ সাধ্যের অজ্ঞান। সুষুপ্তি ও নিখিল জ্ঞানাভাব একই বস্তু।

আরও কথা এই যে—"অবস্থাবিশেষবত্ত্বাৎ" ইহাকে যে হেতু করা হইয়াছে, তাহার অর্থ সুষুপ্তিরূপ অবস্থাবিশেষবত্ত্ব। সুষুপ্তির অর্থ নিখিল জ্ঞানাভাব। সুতরাং হেতু ও সাধ্য একই হইয়াছে। ইহাতে অনুমানের আকারটি এইরূপ হইয়াছে যে—নিখিল জ্ঞানাভাবকালীন আমি (পক্ষ), নিখিল জ্ঞানাভাববান্ (সাধ্য), নিখিল জ্ঞানাভাববত্ত্বাৎ (হেতু)। আর ইহাতে পক্ষবিশেষণ, সাধ্য ও হেতু এক হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এইরূপ অনুমান অতি দুষ্ট। যদি ন্যায়ামৃতকার এরূপ বলেন যে—পক্ষবিশেষণ সুষুপ্তিকাল নিখিল জ্ঞানাভাবের অধিকরণীভূত কাল বলিব না; কিন্তু জাগ্রৎস্বপ্নকালাতিরিক্ত কাল বলিব। এরূপ বলিলে আর পূর্ব্বোক্ত দোষ হইবে না। কিন্তু ন্যায়ামৃতকারের এইরূপ বলাও সঙ্গত নহে। কারণ নিখিল জ্ঞানাভাব জ্ঞানের পূর্ব্বে, জাগ্রৎস্বপ্নকালাতিরিক্ত কালের বোধ

জ্ঞান, স্বজন্ত সংস্কার দ্বারা কালান্তরে স্মৃতির জনক হইয়া থাকে। বিনষ্ট জ্ঞানের স্মৃতিজনকত্ব উপপাদনের জন্তই জ্ঞানজন্য সংস্কাররূপ ব্যাপার কল্পনা করা হইয়া থাকে। ব্যাপারী জ্ঞানের স্মৃতির কারণত্ব নির্ব্বাহের জন্তই সংস্কাররূপ ব্যাপার কল্পনা করা হইয়া থাকে। কার্য্যের অব্যবহিত প্রাক্‌কালে ব্যাপারী ও ব্যাপার উভয়ই অবিদ্যমান হইলে সেই কার্য্যের প্রতি ব্যাপারীর কারণত্বই অসিদ্ধ হইয়া পড়ে। এই জন্য বিনষ্ট অনুভব, ব্যবহিত স্মৃতির জননের জন্য সংস্কাররূপ ব্যাপার উৎপন্ন করিয়া থাকে। অনুভব সংস্কাররূপ ব্যাপার উৎপন্ন না করিলে বিনষ্ট অনুভব হইতে কালান্তরে স্মৃতি হইতে পারিত না। জ্ঞান যদি নিত্য হয়, তবে কালান্তরে বিষয় প্রকাশের জন্য সংস্কার মানিবার কোনও আবশ্যকতা নাই। সংস্কার হইতে স্মৃতি উৎপন্ন হয়; এই স্মৃতিই বিষয়প্রকাশরূপ। জ্ঞান নিত্য হইলে কালান্তরে এই জ্ঞানই বিদ্যমান আছে বলিয়া এই নিত্যজ্ঞানই কালান্তরে বিষয় প্রকাশরূপ হইতে পারিবে; আর স্মৃতি স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। স্মৃতি অনাবশ্যক হইলে স্মৃতির জনক সংস্কারেরও অপেক্ষা নাই। এজন্য অবিনাশী জ্ঞান নিজেই কালান্তরভাবী

হইতেই পারে না। সুতরাং প্রদর্শিত অনুমান অসঙ্গত। (অদ্বৈতদীপিকা—দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, ২৯৯ পৃঃ)

এস্থলে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে—লক্ষণ-প্রমাণাদিদ্বারা অবিদ্যার সমর্থন করিবার জন্য অদ্বৈতসিদ্ধিকার যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন, অদ্বৈতদীপিকা প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থেও সেই সমস্ত কথাগুলি সংক্ষেপ-বিস্তরভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। জয়তীর্থ মুনি প্রণীত ন্যায়সুধারও খণ্ডন করিবার জন্য অদ্বৈতদীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। ন্যায়সুধা ও ন্যায়ামৃত গ্রন্থে এক কথাই বলা হইয়াছে। কেবল সংক্ষেপ-বিস্তর ভাব মাত্র রহিয়াছে। আর এই কথা ন্যায়ামৃত গ্রন্থেও বলা হইয়াছে যে—"বিক্ষিপ্তসংগ্রহাৎ কাপি কাপ্যুক্তত্যোপপাদনাৎ। অনুক্ত-কথনাৎ কাপি সফলোহয়ং শ্রমো মম॥" (ন্যায়ামৃত—৪ পৃঃ)। এই শ্লোকের ব্যাখ্যাতে শ্রীনিবাসাচার্য্য বলিয়াছেন যে—ভাষ্যকার ভগবৎপাদ আনন্দতীর্থ ও টীকাকার জয়তীর্থ যাহা সাক্ষাদ্‌ভাবে বলেন নাই, কিন্তু প্রকারান্তরে বলিয়াছেন, তাহাই এস্থলে ব্যাসতীর্থ অনুক্ত কথাদ্বারা গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ আনন্দতীর্থ ও জয়তীর্থ দ্বারা অনুক্ত কোনও বস্তু ব্যাসতীর্থ বলেন নাই। তাঁহাদিগের অনুক্ত কথাই যদি ব্যাসতীর্থ বলিতে পারিতেন, তবে ব্যাসতীর্থ ভাষ্যকার ও টীকাকার হইতেও অধিক বিদ্বান্ হইতেন। যাঁহারা অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থের আলোচনা করেন, তাঁহারা অদ্বৈতদীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থ আলোচনা করিলে বিশেষ লাভবান্ হইবেন। উভয় গ্রন্থেরই প্রতিপাদ্য একই বস্তু।

কার্য উৎপন্ন করিতে পারে বলিয়া নিত্য জ্ঞানের সংস্কারজনকতা নাই। সংস্কার প্রত্যক্ষ বস্তু নহে; কার্য্যের অনুৎপত্তি হয় বলিয়াই সংস্কার কল্পনা করিতে হয়। অনুপপত্তিগম্য সংস্কার প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে। জ্ঞান নিত্য হইলে কালান্তরে বিষয় প্রকাশের জন্য নিত্যজ্ঞান জন্য সংস্কারের অপেক্ষা নাই। নিত্যজ্ঞান নিজেই বিষয়-প্রকাশরূপ। সুতরাং নিত্যজ্ঞান হইতে কালান্তরে বিষয় প্রকাশের কোনও অনুপপত্তি নাই বলিয়া সংস্কার কল্পনা করিবারও কোনও আবশ্যকতা নাই। কার্যের অর্থাৎ কালান্তরে বিষয়প্রকাশের অনুপপত্তি ব্যতিরেকে সংস্কারের কল্পনাই হইতে পারে না। আর এজন্যই নৈয়ায়িকগণ ঈশ্বরের সংস্কার স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে ঈশ্বরের জ্ঞান নিত্য। নিত্য জ্ঞান সংস্কারের জনক হয় না। অদ্বৈতবেদান্তি-গণের মতে সৌষুপ্ত সাক্ষি-প্রত্যক্ষ, অনাদি অজ্ঞানবিষয়ক হইয়া থাকে। অনাদি অজ্ঞানোপরক্ত সাক্ষি-চৈতন্যরূপ জ্ঞানই সৌষুপ্ত প্রত্যক্ষ। এই প্রত্যক্ষ সাক্ষি চৈতন্যরূপ বলিয়া অবিনাশী এবং এই সাক্ষি-চৈতন্যের বিষয় অজ্ঞানও অনাদি। ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ভিন্ন এই অজ্ঞানের বিনাশ হয় না। সুতরাং সৌষুপ্ত জ্ঞান ও জ্ঞানের বিষয় অনাদি অজ্ঞান এই উভয়ের কোনটিরই জাগরণে বিনাশ হইবে না। সুতরাং এই অবিনাশী জ্ঞান সংস্কারেরও জনক হইবে না; আর সংস্কার উৎপন্ন না হইলে স্মৃতিও সম্ভাবিত হইতে পারিবে না। আর স্মৃতি সম্ভাবিত না হইলে স্মৃতিরূপ পরামর্শ দ্বারা সৌষুপ্ত প্রত্যক্ষও সিদ্ধ হইবে না। সুতরাং স্মৃতিসিদ্ধ সৌষুপ্ত প্রত্যক্ষ ভাবরূপ অজ্ঞানে প্রমাণ হইবে কিরূপে? সুতরাং অদ্বৈতবেদান্তিগণ স্মৃতিরূপ পরামর্শসিদ্ধ সৌষুপ্ত প্রত্যক্ষ ভাবরূপ অজ্ঞানে প্রমাণ হইবে যে বলিয়া-ছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ অসঙ্গত। "পরামর্শ" কথার অর্থ অনুমান বা স্মৃতি ইহার যে কোনটি গ্রহণ করিলেও ভাবরূপ অজ্ঞান বিষয়ক সৌষুপ্ত প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হইতে পারে না।[১]

ন্যায়ামৃতকার সুপ্তোত্থিত পুরুষের অনুমান প্রমাণদ্বারা সুষুপ্তিকালীন জ্ঞানাভাবের অনুমিতি হইয়া থাকে অর্থাৎ সুষুপ্তিকালীন জ্ঞানাভাব, সুপ্তোত্থিত পুরুষের অনুমেয় হইয়া থাকে, ইত্যাদি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা অসঙ্গত। সুপ্তোত্থিত পুরুষের প্রদর্শিত অনুমান সম্ভাবিত নহে। প্রদর্শিত অনুমান প্রয়োগে হেতু ও পক্ষবিশেষণের জ্ঞান হইতে পারে না। হেতু ও পক্ষবিশেষণের জ্ঞানই সম্ভাবিত নহে বলিয়া প্রদর্শিত অনুমান প্রয়োগ অসঙ্গত।

১…দ্বিতীয়ে তু নাস্ত্যুপপত্তিঃ, সংস্কারাসংভবাৎ, বিনশ্যদেব হি জ্ঞানং সংস্কারং জনয়তি; বিনা ব্যাপারং ব্যবহিতকার্যজননাক্ষমত্বাৎ.। অবিনশ্যতা তু তেন স্বয়মেব তৎকার্যস্য জনয়িতুং শক্যত্বাৎ কিমিতি সংস্কারো জন্যেত? ন হি সংস্কারোঽপি প্রত্যক্ষঃ, যেন কার্যান্যথানুপপত্তিমন্তরেণাপি অভ্যুপেয়তে; সৌষুপ্তং চানাদ্য-জ্ঞানোপরক্তং সাক্ষিচৈতন্যরূপং জ্ঞানং স্বতো বা উপাধিতো বা ন বিনশ্যতীতি সংস্কারং কথং জনয়েৎ? তদভাবাৎ কথং স্মর্যেত, অস্মর্যমাণং.বা কথং প্রমাণত্বেনোদাহ্রিয়েতেতি চেৎ—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫৭

ন্যায়ামৃতকার তিনটি হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রথম হেতু—অবস্থাবিশেষবত্ত্ব ; সুষুপ্ত পুরুষের অবস্থাবিশেষবত্ত্ব বস্তুটি কি ? সুষুপ্ত পুরুষের জ্ঞানাভাব ব্যতীত তাঁহার অবস্থার কোনও বিশেষ বলিতে পারা যায় না। জ্ঞানাভাবই সুষুপ্ত পুরুষের অবস্থাবিশেষ। জ্ঞানাভাব প্রকৃত অনুমানের সাধ্য। এই সাধ্যের অনুমিতির পূর্ব্বে অবস্থাবিশেষরূপ হেতুর জ্ঞানই সম্ভাবিত নহে। সুতরাং প্রথম হেতুটি অসঙ্গত।[১]

এইরূপ দ্বিতীয় হেতুটিও অসঙ্গত। জ্ঞান সামগ্রীর অভাবই দ্বিতীয় হেতু। সুষুপ্তিকালে জ্ঞানসামগ্রীর অভাব ছিল—ইহা জ্ঞানাভাবের দ্বারা অনুমান করিতে হইবে। সুষুপ্তিকালে জ্ঞানের অভাব সিদ্ধ হইলে সিদ্ধ জ্ঞানাভাব দ্বারা জ্ঞান-সামগ্রীর অভাব অনুমিত হইবে। জ্ঞানাভাবের সিদ্ধি না হইলে জ্ঞানসামগ্রীর অভাবের নিশ্চয় হইতে পারে না। জ্ঞানাভাব প্রকৃত অনুমানের সাধ্য। এই সাধ্যসিদ্ধির পূর্ব্বে জ্ঞানসামগ্রীর অভাবরূপ হেতুর নিশ্চয় অসম্ভব। সুষুপ্তিদশাতে জ্ঞানাভাবের অনুমিতি হইলে জ্ঞানসামগ্রীর অভাবের অনুমিতি হইবে, আর জ্ঞান সামগ্রীর অভাবের অনুমিতি হইলে তদ্দ্বারা জ্ঞানাভাবের অনুমিতি হইবে—এইরূপে অন্যোন্যাশ্রয় দোষই হইবে। অন্যোন্যাশ্রয় দোষগ্রস্ত হেতু দ্বারা সাধ্যের অনুমিতি সম্ভাবিত নহে। হেতুর জ্ঞপ্তিতে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হওয়ায় হেতুর জ্ঞানই সম্ভাবিত নহে।[২]

এই অন্যোন্যাশ্রয় দোষ পরিহারের জন্য ন্যায়ামৃতকার বলেন যে—জ্ঞানাভাবের অনুমিতির পূর্ব্বেও প্রকারান্তরে জ্ঞানসামগ্রীর অভাবের অনুমিতি হইতে পারিবে। সুপ্তোত্থিত পুরুষের ইন্দ্রিয়সমূহ প্রসন্ন থাকে। এই ইন্দ্রিয়ের প্রসাদ ইন্দ্রিয়ের উপরম অর্থাৎ নিবৃত্তির জন্য হইয়া থাকে। সুপ্তোত্থিত পুরুষের তদানীন্তন ইন্দ্রিয় সমূহের প্রসাদ, পূর্ব্বকালীন উপরতিনিবন্ধন হইয়া থাকে। পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়সমূহ উপরত হইয়াছিল বলিয়াই পরে ইন্দ্রিয়সমূহ প্রসাদযুক্ত হইয়াছে। উপরত ইন্দ্রিয় প্রসন্ন থাকে। উপরত হইলে পরে ইন্দ্রিয়সমূহ প্রসন্ন হয়। সুপ্তোত্থিত পুরুষের ইন্দ্রিয়সমূহ প্রসন্ন হইয়াছে বলিয়া তাহার পূর্ব্বসময়ে ইন্দ্রিয় সমূহের লয় ঘটিয়াছিল — ইহার অনুমান করা যায়। ইন্দ্রিয়সমূহের প্রসাদ—কার্য্য ও ইন্দ্রিয়সমূহের লয়—কারণ ; কার্য্যদ্বারা কারণের অনুমান হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়সমূহের উপরতি অনুমিত হইলে তদ্দ্বারা জ্ঞানসামগ্রীর অভাব অনুমিত হইবে। সমস্ত ইন্দ্রিয় উপরত হইলে জ্ঞানের সামগ্রী সম্ভাবিতই নহে। ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষ কোন জ্ঞানই উৎপন্ন হইতে পারে না। সুতরাং ইন্দ্রিয়ের প্রসাদ দ্বারা ইন্দ্রিয়ের উপরতির অনুমান করিয়া এই

১…ন ; ন তাবদনুমানং তত্র সংভবতি। হেতোঃ পক্ষবিশেষণস্য চাজ্ঞানাৎ। ন হি জ্ঞানাভাবমন্তরেণাবস্থায়াং বিশেষো বক্তুং শক্যঃ—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫৭

২ জ্ঞানসামগ্রীবিরহশ্চ জ্ঞানাভাবানুমেয়ত্বেনান্যোন্যাশ্রয়গ্রস্তঃ—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫৭

অনুমিত ইন্দ্রিয়ের উপরতি দ্বারা জ্ঞান সামগ্রীর অভাবের অনুমিতি হইবে। এই অনুমিত জ্ঞানসামগ্রীর অভাব দ্বারা জ্ঞানাভাবের অনুমান হইবে। সুতরাং ইহাতে পরস্পরাশ্রয় দোষ হইবে না। অতএব জ্ঞানাভাবের অনুমাপক দ্বিতীয় হেতুটি নির্দ্দোষ।[১]

এতদুত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলেন যে—ন্যায়ামৃতকারের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ সুষুপ্তিকালীন সুখানুভবই ইন্দ্রিয় প্রসাদের কারণ। ইন্দ্রিয়ের উপরতি ইন্দ্রিয় প্রসাদের কারণ নহে। এইজন্য ইন্দ্রিয়ের প্রসাদ দ্বারা ইন্দ্রিয়ের উপরতির অনুমান হইতে পারে না। সুষুপ্তিদশাতে আত্মস্বরূপ সুখের অনুভব হইয়া থাকে; আর তাহাই ইন্দ্রিয় প্রসাদের হেতু। সুষুপ্তিদশাতে আত্মস্বরূপ সুখাকার অবিদ্যাবৃত্তি হইয়া থাকে। এই আত্মস্বরূপ সুখাকার বৃত্তি ইন্দ্রিয় প্রসাদের হেতু বলিয়া, সর্ব্বদা ইন্দ্রিয় প্রসাদ হয় না। আত্মস্বরূপ-সুখাকার অবিদ্যাবৃত্তি সুষুপ্তিকালে, সমাধির অব্যবহিত উত্তরকালে ও চিত্তের অব্যগ্রতাকালে হইয়া থাকে। এজন্য এই তিনটি স্থলেই ইন্দ্রিয়প্রসাদ উপলব্ধ হইয়া থাকে। যদি ইন্দ্রিয়ের উপরতিই ইন্দ্রিয় প্রসাদের হেতু হইত, তবে সমাধির উত্তরকালে ও চিত্তের অব্যগ্রতাকালে ইন্দ্রিয় উপরত হয় নাই বলিয়া ইন্দ্রিয়ের প্রসাদও হইতে পারিত না। সুতরাং জ্ঞানাভাবের অনুমাপক দ্বিতীয় হেতুটি পরস্পরাশ্রয় দোষগ্রস্তই বটে। আর তাহাতে এই হেতুর জ্ঞান, জ্ঞানাভাব অনুমিতির পূর্ব্বে অসম্ভব।[২]

এইরূপ তৃতীয় হেতুর জ্ঞানও অসম্ভব। "নিয়মেন অস্মর্য্যমাণত্বাৎ" ইহাই তৃতীয় হেতু। সুপ্তোত্থিত পুরুষের আত্মা স্মর্য্যমাণ হইলেও অর্থাৎ সুষুপ্তিকালীন আত্মার স্মরণ হইলেও জ্ঞানবান্‌রূপে সুষুপ্তিকালীন আত্মার কখনই স্মরণ হয় না। এজন্য সুষুপ্তিকালে জ্ঞান ছিল না—ইহাই অনুমিত হয়। ইহাই পূর্ব্বপক্ষী ন্যায়ামৃত-কারের কথা।[৩] ইহাতে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলেন যে—জ্ঞানবিশিষ্টরূপে আত্মা-সর্ব্বদাই অস্মর্য্যমাণ হইয়া থাকে। জ্ঞানবিশিষ্টরূপে আত্মা স্মর্য্যমাণ হয় না। ইহার অর্থ কি এইরূপ বুঝিতে হইবে যে—(১) কোন সময়েই আত্মা জ্ঞান-বিশিষ্টরূপে স্মর্য্যমাণ হয় না? অথবা (২) সুষুপ্তিকালাবচ্ছেদে জ্ঞানবিশিষ্টরূপে আত্মা স্মর্য্যমাণ হয় না? ইহার প্রথম পক্ষটি অসঙ্গত; জ্ঞানবিশিষ্টরূপে আত্মার স্মরণ সুপ্রসিদ্ধ; এজন্য প্রথম পক্ষটি অসিদ্ধ। যদিও সুষুপ্তিকালীন আত্মাই পক্ষ; জ্ঞানবিশিষ্টরূপে অস্মর্য্যমাণত্বরূপ হেতু পক্ষীকৃত আত্মাতেই

১ ইন্দ্রিয়সম্প্রসাদেন তদুপরমানুমানে সামগ্র্যভাবস্য বা···ন্যায়ামৃত, ৩১৭।২
ন চেদানীন্তনেনেন্দ্রিয়প্রসাদেন পূর্ব্বকালীনং তদুপরমমনুমায় সামগ্রীবিরহানুমানম্—অদ্বৈতসিদ্ধি পৃঃ ৫৫৭

২ ইন্দ্রিয়প্রসাদস্য সুখানুভবহেতুকস্য তদুপরমহেতুকত্বাসিদ্ধেঃ—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫৭

৩ ন্যায়ামৃত পৃঃ ৩১৭

স্বীকার করিতে হইবে; পক্ষীকৃত আত্মা ভিন্ন আত্মা, জ্ঞান বিশিষ্টরূপে স্মর্যমাণ হইলেও পক্ষীকৃত আত্মা অর্থাৎ সুষুপ্তিকালীন আত্মা, জ্ঞান বিশিষ্টরূপে কখনও স্মর্যমাণ হয় না; এজন্য প্রথমপক্ষ অসিদ্ধ নহে। তথাপি জ্ঞানবিশিষ্টরূপে সুষুপ্তিকালীন আত্মাও ভ্রমবশতঃ স্মর্যমাণ হইতে পারে। এজন্য "নিয়মেন অস্মর্যমাণত্বাৎ" হেতু, পক্ষে (সুষুপ্তিকালীন আত্মাতে) নাই বলিয়া অসিদ্ধই হইবে। এরূপ দ্বিতীয় পক্ষও অসঙ্গত। জ্ঞানবত্তয়া নিয়মেন অস্মর্যমাণ আত্মা যদি জ্ঞানাভাববান্ হয়, তথাপি উপেক্ষণীয় জ্ঞানাভাবের সিদ্ধি হইতে পারিবে না। স্মরণযোগ্য বস্তুর নিয়ত অস্মরণ দ্বারাই অস্মর্যমাণ বস্তুর অভাব সিদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু স্মরণের অযোগ্য বস্তুর 'অস্মরণ দ্বারা অযোগ্য বস্তুর অভাব সিদ্ধ হয় না। উপেক্ষাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও উপেক্ষাত্মক জ্ঞানবিশিষ্টরূপে আত্মা কখনই স্মর্যমাণ হয় না। উপেক্ষাত্মক জ্ঞান স্মরণযোগ্য নহে। অযোগ্যের অস্মরণ দ্বারা অভাব সিদ্ধ হয় না বলিয়া উপেক্ষাত্মক জ্ঞানবিশিষ্ট আত্মার নিয়ত অস্মরণপ্রযুক্ত উপেক্ষাত্মক জ্ঞানের অভাবের সিদ্ধি হইবে না। সুতরাং উপেক্ষাত্মক জ্ঞানেই "নিয়মেন অস্মর্যমাণত্ব" হেতুটি ব্যাভিচারী হইয়া পড়িবে। উপেক্ষাত্মক জ্ঞানে "নিয়মেন অস্মর্যমাণত্ব" হেতুটি আছে; অথচ সাধ্য জ্ঞানাভাব নাই; উপেক্ষাত্মক জ্ঞান হইয়াছে, অথচ স্মর্যমাণ হয় নাই। অস্মর্যমাণ হইয়াও তাহার অভাব সিদ্ধ হয় না। সুতরাং সাধ্য জ্ঞানাভাবের প্রতিযোগিত্ব, উপেক্ষাত্মক জ্ঞানে নাই বলিয়া অর্থাৎ উপেক্ষাত্মক-জ্ঞান-প্রতিযোগিক অভাব নাই বলিয়া হেতুটি ব্যভিচারীই হইল। সুতরাং তৃতীয় হেতুটিও অসঙ্গত।[১]

ইহাতে ন্যায়ামৃতকার বলেন যে—নিয়মেন অস্মর্যমাণত্ব প্রযুক্ত যদি জ্ঞানাভাবের অনুমিতি না হয়, তবে প্রাতঃকালে অনুভূত চত্বরে (মাঠে) হস্তিজ্ঞানের অভাবজ্ঞান হইবে কিরূপে? প্রাতঃকালে চত্বর দেখিয়াছিলাম, কিন্তু তখন আমার হস্তিজ্ঞান ছিল না। তখন যদি আমার হস্তিজ্ঞান থাকিত, তবে চত্বর জ্ঞানের মতই স্মরণও হইত। হস্তিজ্ঞানের নিয়ত অস্মরণ প্রযুক্ত, হস্তিজ্ঞানের অভাবজ্ঞান অর্থাৎ হস্তিজ্ঞানের অভাবের অনুমিতি হইয়া থাকে। নিয়মেন অস্মর্যমাণত্ব হেতু দ্বারা যদি জ্ঞানাভাবের অনুমিতি না হয়, তবে তাদৃশ স্থলে গজজ্ঞানের অভাবের অনুমিতি হইবে না। তবে গজজ্ঞানের অভাববিষয়ক জ্ঞান হইবে কিরূপে?[২]

এতদুত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলেন যে—"নিয়মেন অস্মর্যমাণত্ব" প্রযুক্ত গজ

১…নিয়মেনাস্মর্যমাণত্বং চ যথাশ্রুতং বা সুষুপ্তিকালাবচ্ছেদেনেতি বা। আদ্যে অসিদ্ধিঃ, দ্বিতীয়ে ত্বুপেক্ষণীয়জ্ঞানাভাবো ন সিধ্যেৎ, তত্রৈব ব্যভিচারশ্চ—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫৭

২…প্রাতর্গজাদ্যভাব ইব তত্তদ্ব্যোগক্ষেমে আত্মাদৌ স্মর্যমাণেঽপি নিয়মেনাস্মর্যমাণত্বস্য বা লিঙ্গত্বাৎ—ন্যায়ামৃত, ৩১৭।২

নচ—তর্হি প্রাতরনুভূতচত্বরে গজজ্ঞানাভাবজ্ঞানং কথমিতি বাচ্যম্—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫৭

জ্ঞানের অভাবের অনুমিতি হয় না। কিন্তু জ্ঞানের অনুপলব্ধি প্রযুক্তই জ্ঞানাভাবের সিদ্ধি হইয়া থাকে। অনুপলব্ধি প্রমাণই এস্থলে অভাবগ্রাহক হইবে। অনুপলব্ধি বস্তুটি উপলব্ধির অভাব। উপলব্ধির অভাবের জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধির বিষয়ের অভাবসিদ্ধ হয়। যোগ্যানুপলব্ধিই অভাবগ্রাহক। উপলব্ধির অভাবরূপ অনুপলব্ধির জ্ঞান, ভাবরূপ অজ্ঞানদ্বারা সিদ্ধ হইবে। সাক্ষিসিদ্ধ ভাবরূপ অজ্ঞান-দ্বারা জ্ঞানাভাবের অনুমিতি হইয়া থাকে। ভাবরূপ অজ্ঞান, জ্ঞানাভাবের ব্যাপ্য।[1]

এস্থলে অভিপ্রায় এই যে—ভাবরূপ অজ্ঞানবাদী অদ্বৈতবেদান্তিগণ, ভাবরূপ অজ্ঞানকেই সাক্ষিপ্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করেন। জ্ঞানাভাবের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। অভাব অনুপলব্ধি প্রমাণগম্য। এজন্য অভাবের প্রতীতি পরোক্ষ-প্রতীতি। বেদান্তপরিভাষাকার অনুপলব্ধি প্রমাণ দ্বারা অভাবের প্রত্যক্ষ স্বীকার করিয়াছেন। তিনি নৈয়ায়িকগণের মতের অনুবর্ত্তন করিয়াই এইরূপ স্বীকার করিয়াছেন। ইহা অদ্বৈতবেদান্তসিদ্ধান্ত নহে। ইহা আমরা পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি। যাহা হউক, অনুপলব্ধি প্রমাণদ্বারা পরোক্ষজ্ঞানই হইবে, প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইবে না। অভাবের পরোক্ষজ্ঞানে অনুপলব্ধিই করণ হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয় করণ নহে। ইন্দ্রিয়করণক অভাবের প্রত্যক্ষ মীমাংসকগণ স্বীকার করেন না। অভাবের পরোক্ষজ্ঞানে যে অনুপলব্ধিই করণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, এই অনুপলব্ধি কি জ্ঞাত হইয়া করণ হয়? অথবা অনুপলব্ধি অজ্ঞাত হইয়া স্বরূপসত্তামাত্রেই করণ হয়? অনুপলব্ধি জ্ঞাত হইয়া করণ হইলে অনবস্থা দোষ হইবে। কারণ অনুপলব্ধি —উপলব্ধির অভাব; এই উপলব্ধির অভাবও উপলব্ধির অনুপলব্ধি দ্বারা গৃহীত হইতে হইবে। আবার সেই অনুপলব্ধিও উপলব্ধির অনুপলব্ধি দ্বারা গৃহীত হইবে। সুতরাং অনবস্থাদোষই হইয়া পড়িবে। ন্যায়কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থের তৃতীয় স্তবকে আচার্য্য উদয়ন জ্ঞাত অনুপলব্ধির করণতা পক্ষে এই অনবস্থাদোষই দেখাইয়াছেন।[2] আর যদি অজ্ঞাত অনুপলব্ধি (স্বরূপসত্তামাত্রেই) অভাবপ্রতীতির করণ হয়, তবে অভাব প্রতীতির প্রত্যক্ষত্বাপত্তি হইবে। অজ্ঞাতকরণক প্রতীতি মাত্রই প্রত্যক্ষ। অনুপলব্ধিকরণক অভাব প্রতীতির পরোক্ষতা যাহা মীমাংসক-গণের সিদ্ধান্ত, তাহার ভঙ্গ হইবে। আচার্য্য উদয়নের প্রদর্শিত এরূপ আপত্তির উত্তর, পূর্ব্বমীমাংসকগণ যাহাই বলুন না কেন, অদ্বৈতবেদান্তিগণ কিন্তু জ্ঞাত অনুপলব্ধিকেই অভাবের পরোক্ষজ্ঞানের করণ বলিয়া স্বীকার করেন। ইহাতে আচার্য উদয়ন প্রদর্শিত অনবস্থাদোষ, অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে হইতে পারে না; কারণ অনুপলব্ধির জ্ঞানের জন্য, অন্য অনুপলব্ধি স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই।

১ জ্ঞানানুপলব্ধ্যেবেত্যবেহি। অনুপলব্ধিজ্ঞানং চ ভাবরূপাজ্ঞানেন নিজেন—অদ্বৈতসিদ্ধি পৃঃ ৫৫৭
২ কুসুমাঞ্জলি ৩।২০ কারিকা

আবশ্যক হইলে অনবস্থা দোষই হইবে। অনুপলব্ধি—উপলব্ধির অভাব। এই অভাবের প্রতিযোগী উপলব্ধি অবশ্যই কোনও বিষয় নিরূপিত হইবে। নির্ব্বিষয়ক উপলব্ধি সম্ভাবিত নহে। এজন্য উপলব্ধির বিষয় বিষয়ক অর্থাৎ উপলব্ধির বিষয়ের আবরক ভাবভূত অজ্ঞান যাহা সাক্ষিসিদ্ধ, সেই সাক্ষিসিদ্ধ বিষয়াবরক ভাবভূত অজ্ঞানদ্বারা, বিষয়ের উপলব্ধির অভাবের অনুমিতি হইবে। তদ্বিষয়ক অজ্ঞান, তদ্বিষয়ক জ্ঞানাভাবের ব্যাপ্য। এজন্য সর্বত্র অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে ভাবভূত সাক্ষিসিদ্ধ অজ্ঞানদ্বারা, জ্ঞানাভাবের অনুমিতি হইবে। এইরূপে অনুমিত জ্ঞানাভাবই জ্ঞাত অনুপলব্ধি। এই জ্ঞাত অনুপলব্ধিরূপ করণ দ্বারা উপলব্ধির বিষয়ের অভাব প্রমিত হইবে। এই প্রমিতি—পরোক্ষ প্রমিতি, প্রত্যক্ষ প্রমিতি নহে। যেমন ঘটের অনুপলব্ধিরূপ প্রমাণদ্বারা ঘটের অভাব প্রমিত হইয়া থাকে। প্রমিতির অভাব, প্রমেয়াভাব জ্ঞানের কারণ। উপলব্ধির অভাবরূপ প্রমাণদ্বারা উপলভ্যমান বিষয়ের অভাবের প্রমিতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঘটের অনুপলব্ধি, ঘটাভাবের গ্রাহক। ঘটানুপলব্ধিও জ্ঞাত হইয়াই ঘটাভাববিষয়ক পরোক্ষ প্রমিতির জনক হইয়া থাকে। ঘটানুপলব্ধি, ঘটবিষয়ক অজ্ঞান দ্বারা অনুমিত হইয়া থাকে। এই ঘটবিষয়ক অজ্ঞান সাক্ষিসিদ্ধ। সাক্ষিসিদ্ধ অজ্ঞানদ্বারা অনুমিত অনুপলব্ধি ঘটাভাববিষয়ক পরোক্ষপ্রমিতির জনক। ঘটাভাববিষয়ক প্রমিতি ইন্দ্রিয়জন্য নহে; ইন্দ্রিয়ের সহিত অভাবের কোনও সন্নিকর্ষ নাই। বিশেষণতা ও বিশেষ্যতা—সন্নিকর্ষ নহে। বিশেষণতা, বিশেষ্যতা প্রভৃতি সম্বন্ধান্তর গর্ভ।

"ঘটাভাববদ্ ভূতলম্" এইরূপ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে চক্ষুর সহিত ঘটাভাবের সন্নিকর্ষ কি, তাহা নিরূপণ করিতে যাইয়া উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণ বলিয়াছেন যে [১] —চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত ভূতলের সংযোগ সন্নিকর্ষ আছে। আর ঘটাভাব চক্ষুঃ সন্নিকৃষ্ট ভূতলের বিশেষণ। এজন্য ঘটাভাবের সহিত চক্ষুর, চক্ষুঃসংযুক্ত বিশেষণতাই সন্নিকর্ষ। এইরূপ "ভূতলে ঘটাভাবঃ" এই প্রত্যক্ষে চক্ষুঃসংযুক্ত ভূতল, এবং ঘটাভাব ভূতলে বিশেষ্য। এজন্য চক্ষুঃসংযুক্তবিশেষ্যতাই এস্থলে ঘটাভাবের সহিত চক্ষুর সন্নিকর্ষ। এজন্য নৈয়ায়িকগণ ইন্দ্রিয়সম্বদ্ধ বিশেষণতাকেই ইন্দ্রিয়ের সহিত অভাবের সন্নিকর্ষ বলিয়া থাকেন। এইরূপ ইন্দ্রিয়সম্বদ্ধ বিশেষ্যতাকেও ইন্দ্রিয়ের সহিত অভাবের সন্নিকর্ষ বলিতে হইবে। ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে—ভূতলাদিনিষ্ঠ ঘটাভাবে যে বিশেষণতা বা বিশেষ্যতা স্বীকার করা হইয়াছে, এই বিশেষণতা বা বিশেষ্যতা কোন সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হইবে? দুইটি সম্বদ্ধ বস্তুরই একটি বিশেষণ ও অপরটি বিশেষ্য হইয়া থাকে। অসম্বদ্ধ বস্তুদ্বয় বিশেষণ-বিশেষ্যভাবে প্রতীত হইতে পারে না। অসম্বদ্ধ বস্তুও বিশেষণরূপে প্রতীত হইলে জগতের সমস্ত বস্তুই সমস্ত বস্তুর

১ ন্যায়বার্ত্তিক, পৃঃ ৯৬, (কলিকাতা সংস্কৃত সিরিজ)

বিশেষণরূপে প্রতীত হইতে পারিত। ভূতলের সহিত ঘটাভাবের সম্বন্ধ কি, ইহা নিরূপণ করা প্রয়োজন। যেমন "দণ্ডবান্ পুরুষঃ" এইরূপ প্রতীতিতে দণ্ড বিশেষণরূপে ও পুরুষ বিশেষ্যরূপে প্রতীত হয়। দণ্ড ও পুরুষের সংযোগ সম্বন্ধ আছে বলিয়াই এরূপ প্রতীত হয়। অসংযুক্ত দণ্ড ও পুরুষ বিশেষণ-বিশেষ্যভাবে প্রতীত হইতে পারে না। এজন্য ভূতলের সহিত ঘটাভাবের সম্বন্ধ নিরূপণ আবশ্যক। নৈয়ায়িকগণ এস্থলে স্বরূপ সম্বন্ধ স্বীকার করিয়াছেন। এই "স্বরূপ" কথার অর্থ কি? স্ব ও রূপ এই দুইটি শব্দদ্বারা কাহাকে বুঝান হইয়াছে? বন্ধ্যাপুত্রাদি অলীক বস্তুই নিঃস্বরূপ। তদ্ব্যতীত সকলেই সস্বরূপ। বস্তুমাত্রই স্বপদগ্রাহ্য এবং বস্তুমাত্রেরই কোনও না কোনও রূপ আছে। ভূতলেরও স্বরূপ আছে, ঘটাভাবেরও স্বরূপ আছে। সুতরাং "ঘটাভাববদ্ ভূতলম্" বলিলে দুইটি স্বরূপ প্রতীত হয়। ভূতল-স্বরূপ ভূতলেই থাকে এবং ঘটাভাব স্বরূপ ঘটাভাবেই থাকে। সম্বন্ধ মাত্রই দ্বিষ্ঠ-হইয়া থাকে: যেমন সংযোগ, সমবায় প্রভৃতি। একৈক ব্যক্তিনিষ্ঠ স্বরূপ, সম্বন্ধ হইল কিরূপে? ভূতলে ঘট থাকিলে বা না থাকিলে ভূতল স্বরূপের কোনও ব্যত্যয় হয় না। এইরূপ ঘটাভাবও ভূতলে বা অন্যত্র থাকিলে ঘটাভাবস্বরূপেরও কোনও ব্যত্যয় হয় না। সুতরাং কাহার স্বরূপকে ভূতল ও ঘটাভাবের সম্বন্ধ বলিয়া নৈয়ায়িকগণ স্বীকার করিতেছেন? অভাবের সহিত ভূতলের সম্বন্ধ সিদ্ধ না হইলে ঘটাভাবের বিশেষ্যতাই বা সিদ্ধ হইবে কিরূপে? অসম্বদ্ধ ত বিশেষণ হয় না। এই সব কথা মনে করিয়াই মীমাংসকগণ অভাবের সহিত ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়-সম্বদ্ধ বিশেষণতারূপ সন্নিকর্ষ স্বীকার করেন নাই। ইন্দ্রিয়, অসন্নিকৃষ্ট বস্তুর জ্ঞানজনকও হয় না। এজন্য অভাবকে ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞানের বিষয় স্বীকার না করিয়া অনুপলব্ধি প্রমাণ জন্য পরোক্ষ জ্ঞানের বিষয় বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। অভাব, ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। ইহাই মীমাংসকগণের অভিপ্রায়।

এজন্য মীমাংসকগণ অভাবের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ স্বীকার করেন না। অসন্নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয়, প্রমিতির জনক হয় না। এজন্য মীমাংসকগণ যোগ্যানুপলব্ধিকে ইন্দ্রিয় প্রমাণের সহকারী না বলিয়া স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই স্বতন্ত্র প্রমাণ অনুপলব্ধি জ্ঞাত হইয়াই অভাববিষয়ক পরোক্ষপ্রমিতির জনক হইয়া থাকে। আর ইহাতে অজ্ঞাত অনুপলব্ধি যদি স্বরূপসত্তাপ্রযুক্ত অভাবপ্রমিতির জনক হয়, তবে অভাব বিষয়ক প্রমিতির প্রত্যক্ষত্বাপত্তি হইবে। "অজ্ঞাত করণক প্রমিতিই প্রত্যক্ষ" ইত্যাদি যাহা উদয়নাচার্য্য বলিয়াছিলেন, তাহার অবসরও আর অদ্বৈতবেদান্তিমতে সম্ভব নহে। ঘটবিষয়ক অজ্ঞান দ্বারা ঘটবিষয়ক উপলব্ধির অভাব অনুমিত হইতে পারিলে তাহাতে অনবস্থাদোষও হইবে

না। এই অদ্বৈতবেদান্তের রহস্য না জানিয়া পরিভাষাকার স্বেচ্ছানুসারে যে কুকল্পনা দেখাইয়াছেন, তাহা অদ্বৈতবেদান্তিগণের সর্ব্বথা অগ্রাহ্য। অদ্বৈতবেদান্তের কর্ণধার প্রকাশাত্মশ্রীচরণ বিবরণ গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে অভাবের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। অভাব পরোক্ষ প্রমিতির বিষয়।[১]

অজ্ঞান সাক্ষি-দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়; অজ্ঞান যদি জ্ঞানাভাব হইত, তবে অজ্ঞানের প্রত্যক্ষ হইতে পারিত না। অভাব অনুপলব্ধি প্রমাণগম্য; এজন্য অভাব পরোক্ষ-প্রমিতির বিষয়। পূর্ব্বমীমাংসকগণও অভাবকে পরোক্ষপ্রমিতির বিষয় বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন; অভাবের প্রত্যক্ষ জ্ঞান স্বীকার করেন নাই। নৈয়ায়িকগণ স্বসিদ্ধান্ত অনুসারেই অভাবের প্রত্যক্ষ জ্ঞান স্বীকার করিয়াছেন; ইহা তাঁহাদের সঙ্গতই হইয়াছে। কিন্তু অদ্বৈতবেদান্তিগণ অথবা পূর্ব্বমীমাংসকগণ, ন্যায়মতের অনুসরণ করিলে তাঁহাদের অপসিদ্ধান্তরূপ নিগ্রহ স্থান অবশ্যম্ভাবী। অবশ্য যাঁহারা নিগ্রহের ভয় করেন না, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র।

যাহা হউক, গজের অভাব জ্ঞান, গজের অনুপলব্ধি দ্বারা হইবে। অনুপলব্ধির জ্ঞান, সাক্ষিসিদ্ধ ভাবরূপ অজ্ঞানদ্বারা সিদ্ধ হইবে। এই ভাবরূপ অজ্ঞানলিঙ্গক অনুপলব্ধির অনুমিতি কিরূপে হইবে, তাহাই দেখাইবার জন্য অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলিয়াছেন—পূর্ব্বকালে (প্রাতঃকালে) আমি (পক্ষ) গজজ্ঞানাভাববান্ (সাধ্য) গজাজ্ঞানবত্ত্বাৎ (হেতু)। গজ বিষয়ক অজ্ঞান আছে বলিয়া আমি গজ বিষয়ক জ্ঞানাভাববান্। গজ-জ্ঞানাভাবের ব্যাপ্য—গজ-বিষয়ক ভাবভূত অজ্ঞান। এই অনুমানটি কেবল-ব্যতিরেকী। এই অনুমানে অন্বয়ী দৃষ্টান্ত সম্ভাবিত নহে বলিয়া অন্বয়ব্যাপ্তি গৃহীত হইতে পারে না। এজন্য ব্যতিরেকী দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্যতিরেক ব্যাপ্তি গৃহীত হইবে ও তজ্জন্য ইহা ব্যতিরেক্যনুমান বুঝিতে হইবে। এজন্য প্রদর্শিত অনুমান প্রয়োগে "যন্নৈবং তন্নৈবম্" এইরূপে ব্যতিরেক ব্যাপ্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে। যে সময়ে আমাতে সাধ্য নাই অর্থাৎ ব্যাপক গজ-জ্ঞানাভাব নাই, সে সময়ে আমাতে ব্যাপ্য হেতুও নাই অর্থাৎ গজ বিষয়ক অজ্ঞানও নাই। যখন আমাতে গজ-বিষয়ক জ্ঞান আছে, সে সময়ে আমাতে গজ বিষয়ক অজ্ঞান নাই। এজন্যই অদ্বৈতসিদ্ধিকার "যথা গজজ্ঞানবান্ অহম্" এইরূপ দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্যতিরেকব্যাপ্তি গ্রহণের স্থল প্রদর্শন করিয়াছেন অর্থাৎ যে সময়ে আমাতে গজ জ্ঞানাভাবের অভাব থাকে অর্থাৎ গজ জ্ঞান থাকে, সে সময়ে আমাতে গজ বিষয়ক অজ্ঞান থাকে না। সাধ্যাভাবের ব্যাপক হেত্বভাবের প্রতিযোগিত্ব হেতুতে আছে বলিয়া হেতুতে ব্যতিরেকব্যাপ্তিই আছে বুঝিতে হইবে। প্রদর্শিত প্রতিযোগিত্বই ব্যতিরেকব্যাপ্তি। অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে এইরূপ সর্ব্বত্রই জ্ঞানাভাবের ব্যাপ্য

১ নম্নু জ্ঞানাভাববিষয়োঽয়মবভাসঃ, ন অপরোক্ষাবভাসত্বাৎ। বিবরণ, পৃঃ ১২ (বিজয় নগর সং)

ভাবভূত অজ্ঞান দ্বারা জ্ঞানাভাবের অনুমান হইবে। অজ্ঞানই জ্ঞানাভাবের অনুমাপক। সুতরাং সুষুপ্তিতে অজ্ঞান সাক্ষিসিদ্ধ হয় বলিয়া সাক্ষিসিদ্ধ অজ্ঞান দ্বারাই জ্ঞানাভাবের অনুমিতি হইতে পারে। অজ্ঞান স্বীকার না করিলে সুষুপ্তিতে জ্ঞানাভাবের অনুমান অসম্ভব। সুতরাং "ন কিঞ্চিদবেদিষম্" এইরূপ পরামর্শসিদ্ধ সৌষুপ্ত প্রত্যক্ষ ভাবরূপ অজ্ঞান বিষয়ক হইয়া থাকে।[১]

ইহাতে ন্যায়ামৃতকার আপত্তি করেন যে—সুপ্তোত্থিত পুরুষের সুষুপ্তিকালে জ্ঞানাভাবের অনুমান করিবার জন্য জ্ঞানবিরোধী ভাবভূত অজ্ঞান অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। জ্ঞানবিরোধী অজ্ঞান স্বীকার না করিলে সুপ্তোত্থিত পুরুষের সুষুপ্তিকালে জ্ঞানাভাবের অনুমিতি হইতে পারিবে না, ইহাই যদি অদ্বৈত-বেদান্তিগণের সিদ্ধান্ত হয়, তবে সুষুপ্তিকালে পুরুষের যেমন জ্ঞানাভাব থাকে, এইরূপ রাগের (ইচ্ছার) অভাবও থাকে। এই রাগাভাবের অনুমান করিবার জন্য, রাগবিরোধী দ্বেষ পদার্থও সুষুপ্ত পুরুষে স্বীকার করা উচিত। যেমন জ্ঞান-বিরোধী অজ্ঞান দ্বারাই জ্ঞানাভাবের অনুমান হয়, সেইরূপ ইচ্ছাবিরোধী দ্বেষ দ্বারাই ইচ্ছাভাবের অনুমান করিতে হইবে। বিরোধী পদার্থের অনুভব না থাকিলে অপর বিরোধী পদার্থের অভাবের অনুমিতি হইবে কিরূপে? পরস্পর বিরোধী দুইটি পদার্থের একটি বিরোধী পদার্থের অনুভব দ্বারা অপর বিরোধী পদার্থের অভাবের অনুমিতি হইয়া থাকে। বিরোধী পদার্থের অনুভব না হইলে, অপর বিরোধী পদার্থের অভাবের অনুমিতি হইতে পারে না—ইহাই ত অদ্বৈতবেদান্তিগণের কথা। সুতরাং সুষুপ্ত পুরুষের রাগাভাবের অনুমিতি করিবার জন্য, সুষুপ্ত পুরুষের রাগবিরোধী অনুভূয়মান দ্বেষ স্বীকার করিতে হইবে। অতএব সুষুপ্ত পুরুষের অনুভূয়মান দ্বেষ থাকে—ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। সুষুপ্ত পুরুষের দ্বেষের অনুভব থাকে—ইহা ত বিরুদ্ধ।[২]

এতদুত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলেন যে—ন্যায়ামৃতকারের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ রাগ ও দ্বেষ জ্ঞান জন্য। অজ্ঞাত বিষয়ে রাগ-দ্বেষ হয় না। যাহার যে বিষয়ে জ্ঞান নাই, তাহার সেই বিষয়ে রাগ বা দ্বেষ হইতে পারে না। ভাবরূপ অজ্ঞান যেমন জ্ঞানাভাবের ব্যাপ্য, এইরূপ রাগাভাবেরও ব্যাপ্য। যে সময়ে ভাবরূপ অজ্ঞান থাকে, সেই সময়ে যেমন জ্ঞানের অভাব ভাবরূপ অজ্ঞানদ্বারা

১......তথাহি—পূর্বকালেঽহং, গজজ্ঞানাভাববান্, গজাজ্ঞানবত্ত্বাৎ, যন্নৈবং তন্নৈবং যথা গজজ্ঞানবানহ-মিতি, এবং সর্বত্রাজ্ঞানস্য জ্ঞানাভাবব্যাপ্যত্বেন তদনুমাপকত্বম—অদ্বৈতসিদ্ধি পৃঃ ৫৫৭

২ . .. কিং চৈবং সুষুপ্তিকালীনো রাগাদ্যভাবো ন সিধ্যেৎ, ন হি তদা রাগাদিবিরোধী দ্বেষোঽস্তি যেনাজ্ঞানেন জ্ঞানাভাব ইব দ্বেষেণ রাগাভাবোঽনুমীযেত—ন্যায়ামৃত, ৩১৮।২

ন চ—সুষুপ্তিকালে জ্ঞানাভাবানুমানার্থং ভাবরূপাজ্ঞানমিব রাগাভাবানুমানার্থং দ্বেষোঽপি স্বীকরণীয়ঃ, তদ্বিরোধিপদার্থানুভবং বিনা তদভাবানুমানাযোগাদিতি বাচ্যম্—অদ্বৈতসিদ্ধি পৃঃ ৫৫৭

অনুমিত হয় এইরূপ রাগের অভাবও অনুমিত হয়। সুতরাং সুষুপ্তিকালে রাগের অভাব অনুমান করিবার জন্য রাগবিরোধী দ্বেষ স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। সাক্ষিসিদ্ধ ভাবরূপ অজ্ঞান দ্বারা, সুষুপ্তিকালে যেরূপ জ্ঞানাভাবের অনুমিতি হইয়া থাকে, সেইরূপ রাগাভাবেরও অনুমিতি হইতে পারিবে। অথবা সুপ্তোত্থিত পুরুষের "ন কিঞ্চিদবেদিষম্" এইরূপ পরামর্শদ্বারা সুষুপ্তিকালে সাক্ষি-প্রত্যক্ষসিদ্ধ ভাবরূপ অজ্ঞান জ্ঞানাভাবের অনুমাপক হইয়া থাকে। এই অনুমিত জ্ঞানাভাব রাগাভাবের অনুমাপক হইতে পারিবে। জ্ঞানাভাব, রাগাভাবের ব্যাপ্য। জ্ঞান রাগের জনক হয় বলিয়া জ্ঞান রাগের ব্যাপক এবং রাগ জ্ঞানের ব্যাপ্য। ব্যাপকাভাব, ব্যাপ্যাভাবের ব্যাপ্য হইয়া থাকে। আর ব্যাপ্যাভাব, ব্যাপকাভাবের ব্যাপক হইয়া থাকে। সুতরাং ব্যাপকাভাবদ্বারা ব্যাপ্যাভাবের অনুমিতি হইতে পারিবে। অতএব সুষুপ্তিকালে রাগাভাবের অনুমাপক ভাবরূপ অজ্ঞান, অথবা জ্ঞানাভাব উভয়ই হইতে পারে। এজন্য সুষুপ্তিকালে রাগবিরোধী দ্বেষ মানিবার আবশ্যকতা নাই। ভাবরূপ অজ্ঞান ও জ্ঞানাভাব উভয়ই রাগের বিরোধী। সুতরাং রাগবিরোধী ভাবরূপ অজ্ঞান বা জ্ঞানাভাবদ্বারা রাগাভাবের অনুমিতি হইতে পারিবে। সুপ্তোত্থিত পুরুষের সুষুপ্তিকালীন রাগাভাবের অনুমিতির জন্য রাগবিরোধী দ্বেষ সুষুপ্তিকালে স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই।[১]

ন্যায়ামৃতকার একটি নূতন আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন যে—যদি ভাবরূপ অজ্ঞান বিরোধিতাপ্রযুক্ত জ্ঞানাভাবের অনুমাপক হয়, যে বিষয়ে অজ্ঞান আছে, সেই বিষয়ে জ্ঞানাভাবও আছে; অজ্ঞান জ্ঞানের বিরোধী; একটি বিরোধী থাকিলে অপর বিরোধী থাকিতে পারে না; ইহাই অদ্বৈতবেদান্তিগণের কথা; তবে ইহাতে প্রশ্ন এই যে—যে বস্তুর অপরোক্ষ জ্ঞান আছে, অথচ যে বস্তুর পরোক্ষজ্ঞান নাই, সেই স্থলে পরোক্ষজ্ঞানের অভাবের অনুমান হইবে কিরূপে? প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে বলিয়া সেই বিষয়ের ভাবরূপ অজ্ঞান থাকিতে পারে না। প্রত্যক্ষ জ্ঞান, অজ্ঞানের বিরোধী। অজ্ঞানই ত জ্ঞানাভাবের অনুমাপক। যে বস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে, সেই বস্তু বিষয়ক ভাবরূপ অজ্ঞান নাই; সুতরাং সেই বস্তু বিষয়ক পরোক্ষ-জ্ঞানের অভাবের অনুমিতি হইতে পারিবে না। কোন বস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞানকালে, সেই বস্তুবিষয়ক পরোক্ষজ্ঞানের অভাব, অসিদ্ধ হইয়া পড়িবে। সেই স্থলে পরোক্ষজ্ঞানের অভাব সাধক কোনও প্রমাণ নাই। সুতরাং পরোক্ষজ্ঞানাভাব সর্ব্বথা অসিদ্ধ হইয়া পড়িবে।[২]

১ ভাবরূপাজ্ঞানেন জ্ঞানাভাবেন বা রাগাভাবানুমানসংভবাৎ, তস্যাপি তদ্বিরোধিত্বাৎ—অদ্বৈতসিদ্ধি পৃঃ ৫৫৭

২......অপরোক্ষতো জ্ঞাতে ভাবরূপাজ্ঞানাভাবেন তত্র পরোক্ষজ্ঞানাভাবাসিদ্ধ্যাপাতাচ্চ—ন্যায়ামৃত, ৩১১।১

অথাপরোক্ষতো জ্ঞাতেঽজ্ঞানাভাবাৎ কথং পরোক্ষজ্ঞানাভাবানুমানম্?—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫৭

এতদুত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলেন যে—পরোক্ষজ্ঞানের সামগ্রীর অভাবপ্রযুক্তই পরোক্ষজ্ঞানের অভাবের অনুমিতি হইতে পারিবে। যদি বলা যায় পরোক্ষজ্ঞানের সামগ্রীর অভাবপ্রযুক্ত পরোক্ষজ্ঞানের অভাবের অনুমিতি হইলে পূর্ব্ববৎ অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইবে; পরোক্ষজ্ঞানের অভাব সিদ্ধ হইলে, তদ্দ্বারা পরোক্ষজ্ঞানের সামগ্রীর অভাব সিদ্ধ (অনুমিত) হইবে, আর পরোক্ষজ্ঞানের সামগ্রীর অভাব সিদ্ধ (অনুমিত) হইলে তদ্দ্বারা পরোক্ষজ্ঞানের অভাব সিদ্ধ (অনুমিত) হইবে; সুতরাং পরোক্ষজ্ঞানের সামগ্রীর অভাব দ্বারা পরোক্ষজ্ঞানের অভাবের অনুমিতি করিতে গেলে এই অনুমিতি অন্যোন্যাশ্রয় দোষ দুষ্ট বলিয়া অনুমিতিই হইতে পারিবে না। পরোক্ষ জ্ঞানের অভাব দ্বারা সামগ্রীর অভাবের অনুমিতি এবং সামগ্রীর অভাবের অনুমিতি দ্বারা পরোক্ষজ্ঞানের অভাবের অনুমিতি, এইরূপে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ প্রকৃত স্থলে হইবে না—ইহাই দেখাইবার জন্য অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলিয়াছেন যে—"ন চাত্রাপি অন্যোন্যাশ্রয়ঃ।" জ্ঞানসামগ্রীর বিরহপ্রযুক্ত জ্ঞানাভাবের অনুমান করিতে গেলে, অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইবে বটে, আর তাহাই আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কিন্তু পরোক্ষ জ্ঞানসামগ্রীর অভাবপ্রযুক্ত পরোক্ষজ্ঞানের অভাবের অনুমিতিতে, অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইবে না। কারণ পরোক্ষজ্ঞানের সামগ্রী—জ্ঞায়মান শব্দ, জ্ঞায়মান লিঙ্গ প্রভৃতি। এই শব্দ, লিঙ্গ প্রভৃতি যোগ্য বস্তু বলিয়া যোগ্যানুপলব্ধি দ্বারা যোগ্য শব্দাদির অভাব নিশ্চয় হইতে পারিবে। যোগ্য শব্দাদির অভাবই পরোক্ষ জ্ঞানের সামগ্রীর অভাব। আর তদ্দ্বারা পরোক্ষজ্ঞানের অভাবের অনুমিতি হইতে পারিবে। পরোক্ষজ্ঞানের সামগ্রীর অভাব নিশ্চয় করিবার জন্য, পরোক্ষ-জ্ঞানের অভাবের নিশ্চয় অপেক্ষিত নহে। ফলাভাব দ্বারা সামগ্রীর অভাব নিশ্চয় করিতে হইবে না। কিন্তু যোগ্যানুপলব্ধি দ্বারাই পরোক্ষ জ্ঞানের সামগ্রীর অভাব নিশ্চয় হইবে। আর এজন্যই প্রকৃত স্থলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইবে না। আর এ কথাই পূর্ব্বে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলিয়াছেন যে—"ন চ অত্রাপি অন্যোন্যাশ্রয়ঃ"।[১]

সুষুপ্তিকালে জ্ঞানসামগ্রীর অভাবের নিশ্চয়, জ্ঞানাভাবের নিশ্চয় ভিন্ন হইতে পারে না। জ্ঞানাভাব দ্বারাই জ্ঞানসামগ্রীর অভাব অনুমেয় হইয়া থাকে। আর এজন্য সুষুপ্তিকালে অতীন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়াদি ঘটিত জ্ঞানসামগ্রীর অভাবের নিশ্চয় ফলাভাব নিশ্চয় বিনা হইতে পারে না। ফলাভাবের জ্ঞান না হইলে জ্ঞানসামগ্রীর অভাবের নিশ্চয় হইতে পারে না। এজন্যই আমরা সে স্থলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ দেখাইয়াছিলাম।[২] যাহা হউক, সুপ্তোত্থিত পুরুষ সুষুপ্তিকালে যে তাহার

১ সামগ্রীবিরহাদিনেতি গৃহাণ। ন চাত্রাপ্যন্যোন্যাশ্রয়ঃ, শব্দাদীনাং যোগ্যানাং যোগ্যানুপলব্ধ্যা অভাব-নিশ্চয়েন পরোক্ষজ্ঞানবিরহজ্ঞানং বিনৈব সামগ্রীবিরহনিশ্চয়াৎ—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫৭

২...সুষুপ্তিকালেচেন্দ্রিয়াদিঘটিতসামগ্রীবিরহস্য ফলাভাবং বিনা জ্ঞাতুমশক্যত্বেনান্যোন্যাশ্রয়োক্তেঃ—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫৭

জ্ঞানাভাব ছিল, এই জ্ঞানাভাবের অনুমানই সেই পুরুষ করিয়া থাকে। কিরূপে সুপ্তোত্থিত পুরুষ, সুষুপ্তিকালীন জ্ঞানাভাবের অনুমান করে, তাহা দেখান হইয়াছে এবং তাহার খণ্ডনও করা হইয়াছে। এমন কোনও হেতু নাই যাহা দ্বারা সুপ্তোত্থিত পুরুষ, সুষুপ্তিকালীন জ্ঞানাভাবের অনুমান করিতে পারে। এজন্ত সুপ্তোত্থিত পুরুষের সুষুপ্তিকালীন জ্ঞানাভাবের অনুমান সর্বথা অসঙ্গত। অবশ্য ভাবরূপ অজ্ঞান দ্বারা জ্ঞানাভাবের অনুমান করিতে পারা যায়। অজ্ঞান দ্বারা জ্ঞানাভাবের অনুমিতি হইতে পারিলেও ভাবরূপ অজ্ঞান স্বীকার না করিয়া অন্য কোনও হেতু দ্বারা সুষুপ্তিকালীন জ্ঞানাভাবের অনুমিতি হইতে পারে না। এজন্ত সুষুপ্তিকালীন জ্ঞানাভাবের অনুমান করিতে গেলেও ভাবরূপ অজ্ঞান অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং যাঁহারা সুষুপ্তিকালে জ্ঞানাভাবের অনুমান করিতে প্রয়াসী, তাঁহাদিগকেও বাধ্য হইয়াই ভাবরূপ অজ্ঞান স্বীকার করিতে হইবে। বস্তুতঃ কথা এই যে সুপ্তোত্থিত পুরুষের লিঙ্গ, ব্যাপ্তি প্রভৃতির প্রতিসন্ধান না হইয়াই "ন কিঞ্চিদ্‌-বেদিষম্‌" এইরূপ পরামর্শ হইয়া থাকে—ইহা সর্বানুভবসিদ্ধ। সুতরাং সুপ্তোত্থিত পুরুষের "ন কিঞ্চিদবেদিষম্‌" এইরূপ পরামর্শ দ্বারা সুষুপ্তিকালীন জ্ঞানাভাবের অনুমান করিবার প্রয়াস কেবল কুপ্রয়াস মাত্র।[১]

আর ন্যায়ামৃতকার বলেন যে সুপ্তোত্থিত পুরুষের "ন কিঞ্চিদবেদিষম্‌" এইরূপ পরামর্শ, সুষুপ্তিকালে অনুভূত ভাবরূপ অজ্ঞানের স্মৃতি; সুপ্তোত্থিত পুরুষের স্মরণ দ্বারা সৌষুপ্ত অজ্ঞানানুভব সিদ্ধ হইয়া থাকে; অজ্ঞানের অনুভব ব্যতীত, অজ্ঞানের স্মরণ হইতে পারে না, ইহাই অদ্বৈতবেদান্তিগণ বলেন। তাঁহাদের এরূপ বলা নিতান্ত অসঙ্গত। কারণ "ন কিঞ্চিদবেদিষম্‌" এইরূপ সুপ্তোত্থিত পুরুষের স্মরণ হইলে স্মরণের জনক সংস্কার স্বীকার করিতে হইবে। সংস্কার ব্যতীত স্মরণ হইতে পারে না। সৌষুপ্ত অজ্ঞানানুভব, সাক্ষিপ্রত্যক্ষরূপ; সাক্ষী অবিনাশী চৈতন্য বস্তু; অজ্ঞানও অনাদি এবং তত্ত্বজ্ঞাননাশ্য। সুপ্তোত্থিত পুরুষের অজ্ঞান বা অজ্ঞানের অনুভব দুইই বিদ্যমান রহিয়াছে; বিষয় ও জ্ঞান এই দুইটির মধ্যে কাহারও নাশ হয় নাই। সুতরাং বিদ্যমান অবিনাশী জ্ঞান, সংস্কারের জনকই হয় না। বিষয়ও বিনষ্ট হয় নাই; এজন্য বিষয়-বিশিষ্টরূপে জ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে এরূপও বলা যায় না। সুতরাং অবিনাশী জ্ঞান হইতে সংস্কার উৎপন্ন হইতে পারে না বলিয়া সংস্কার জন্য স্মৃতি সুপ্তোত্থিত পুরুষের হইবে কিরূপে ?[২]

১ অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫৭

২...কেবলসাক্ষিবেদ্যত্বে বক্তব্যে স্মৃতেঃ নিত্যজ্ঞানস্য সংস্কারাজনকত্বেনাজ্ঞানপরামর্শাযোগাচ্চ—ন্যায়ামৃত, ৩১৮।১

নচ স্মরণপক্ষে সংস্কারানুপপত্তিঃ—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫৭

এতদুত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলেন যে এই সাক্ষী শুদ্ধ চৈতন্য মাত্র নহে; অবিদ্যা-বৃত্তি-প্রতিবিম্বিত চৈতন্যকে সাক্ষী বলা হয়। অজ্ঞান যে সাক্ষিভাস্য হয়, তাহারও অভিপ্রায় এই যে—অজ্ঞান বিষয়ক অজ্ঞানের বৃত্তি হয়। অজ্ঞান বিষয়ক অজ্ঞানের বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই এস্থলে সাক্ষি-চৈতন্য। অজ্ঞান বিষয়ক অজ্ঞান বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত সাক্ষি-চৈতন্য দ্বারাই অজ্ঞান ভাস্য হইয়া থাকে। অজ্ঞান বিষয়ক অজ্ঞানবৃত্তি, জন্য বস্তু। যাবাৎ সুষুপ্তিকাল পর্য্যন্ত এই অজ্ঞানবৃত্তি বিদ্যমান থাকিলেও সুষুপ্তির পরে এই অজ্ঞানবৃত্তি নষ্ট হইয়া যায়; অজ্ঞানবৃত্তি, সংস্কার উৎপাদন করিয়া নিবৃত্ত হইয়া থাকে। সুতরাং সংস্কারের অনুপপত্তি নাই। আর সংস্কার আছে বলিয়াই সুপ্তোত্থিত পুরুষের স্মরণও হইতে পারিবে।[১]

ইহাতে ন্যায়ামৃতকার আপত্তি করেন যে অদ্বৈতবেদান্তিগণ অজ্ঞানকে অজ্ঞানাকার-বৃত্তি-বেদ্য বলিয়া স্বীকার করিতেছেন; কেবল চৈতন্য-বেদ্য বলিয়া স্বীকার করেন না। অজ্ঞান চিন্মাত্র-বেদ্য হইলে সর্ব্বদাই অজ্ঞানের প্রকাশ উপপন্ন হইত; যেহেতু চৈতন্য নিত্যসিদ্ধ বস্তু, সর্ব্বদা বিদ্যমান। অজ্ঞানবৃত্তি জন্য বস্তু; কখনও থাকে, কখনও থাকে না। এই অজ্ঞানবৃত্তি স্বকারণজন্য হইয়া থাকে। এজন্য জাগ্রৎকালে কোনও সময়ে অজ্ঞানবিষয়ক অজ্ঞানের বৃত্তি না থাকিলে, অজ্ঞান বেদ্য হইতে পারিবে না। আর তাহাতে অজ্ঞানবিষয়ক সন্দেহ বা ভ্রমের আপত্তি হইবে। শুদ্ধ চিন্মাত্রবেদ্য বলিলে এই দোষ হইত না। কিন্তু অদ্বৈতবেদান্তিগণ তাহা বলেন নাই। তাঁহারা অজ্ঞানকে বৃত্তিবেদ্য বলিয়াছেন। সুতরাং বৃত্তির অভাব দশাতে, বেদ্য অজ্ঞানের সংশয় ও ভ্রম অপরিহার্য্য।[২]

এতদুত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলেন যে—অজ্ঞানবিষয়ক সংশয়াদি অপ্রসিদ্ধ; কারণ অজ্ঞান সাক্ষিভাস্য।[৩] সাক্ষিভাস্য বস্তুবিষয়ক অজ্ঞান অপ্রসিদ্ধ। সংশয় ও ভ্রমের

---

১ অজ্ঞানস্যাজ্ঞানবৃত্তিপ্রতিবিম্বিতসাক্ষিভাস্যত্বেন বৃত্তিনাশাদেব সংস্কারোপপত্তেঃ, অজ্ঞানবৃত্তি-প্রতিবিম্বিতচৈতন্যস্যৈব সাক্ষিপদার্থত্বাৎ—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫৭

২...জাগরণাদাবপি তদ্বেদ্যত্বাপাতেন বৃত্ত্যভাবদশায়ামজ্ঞানে সংদেহাদ্যাপত্ত্যা ..ন্যায়ামৃত, ৩১৮।১

ন চ জাগরেঽপ্যজ্ঞানস্য বৃত্তিবেদ্যত্বে বৃত্ত্যভাবদশায়াং সংশয়াদ্যাপত্তিরিতি বাচ্যম্—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫৭

৩ অদ্বৈতসিদ্ধিকার অজ্ঞানাকার অজ্ঞান বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই অজ্ঞানের সাক্ষী এই কথা বলিয়াছেন। তাহাতে ন্যায়ামৃতকার আপত্তি করিয়াছিলেন যে অজ্ঞানাকার অজ্ঞানবৃত্তি সাপেক্ষ সাক্ষিত্ব হইলে অজ্ঞানাকার বৃত্তি কাদাচিৎক বলিয়া জাগ্রদবস্থাতেও কদাচিৎ অজ্ঞানাকার অজ্ঞানবৃত্তির অভাবপ্রযুক্ত চৈতন্যের অজ্ঞান সাক্ষিত্ব সিদ্ধ হইবে না। আর তাহাতে তৎকালে অজ্ঞান অসাক্ষিক হইয়া পড়িবে এবং অজ্ঞানবিষয়ক সংশয়াদিরও আপত্তি হইবে। এতদুত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলিয়াছেন—অজ্ঞানবিষয়ক অজ্ঞানই অপ্রসিদ্ধ বলিয়া অজ্ঞান

উপাদান অজ্ঞান। এই জন্ত ভ্রমোপাদানত্বই অজ্ঞানের লক্ষণ বলা হইয়াছে। অজ্ঞান-বিষয়ক অর্থাৎ আবরক অজ্ঞান অপ্রসিদ্ধ বলিয়া অজ্ঞানবিষয়ক সংশয় বা ভ্রম হইতে পারে না। ভ্রম ও সংশয় উপাদানীভূত অজ্ঞানের সমান বিষয়ক হইয়া থাকে, ইহাই নিয়ম। অজ্ঞানবিষয়ক অজ্ঞান প্রসিদ্ধ না থাকায় অজ্ঞানবিষয়ক সংশয়াদি হইতে পারে না। অজ্ঞান অজ্ঞাত হয় না; সাক্ষিভাস্য বস্তুমাত্রই যাবৎসত্ত্ব প্রকাশমান থাকে। অর্থাৎ যতক্ষণ অজ্ঞান থাকে, ততক্ষণ প্রকাশমান হইয়াই থাকে। যখন প্রকাশমান হয় না, তখন সেই বস্তুই নাই। অজ্ঞাত হইয়া আছে—এরূপ সাক্ষিভাস্য বস্তু হইতে পারে না। যদ্বিষয়ক অজ্ঞান অপ্রসিদ্ধ, তদ্বিষয়ক সংশয় ও ভ্রমও অপ্রসিদ্ধ। ভ্রম ও সংশয়ের উপাদান অজ্ঞান। এজন্য অজ্ঞানগোচর অজ্ঞানবৃত্তি না থাকিলেও অজ্ঞানবিষয়ক সন্দেহাদি হইতে পারিবে না। অজ্ঞানস্বরূপই সাক্ষিভাস্য। কিন্তু অজ্ঞানের ভাবত্ব, অনাদিত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম সাক্ষিভাস্য নহে। এজন্য অজ্ঞান ভাববস্তু

বিষয়ক সংশয়াদি হইতে পারে না। তদ্বিষয়ক অজ্ঞানই তদ্‌বিষয়ক সংশয়াদির উপাদান। যদ্বিষয়ক অজ্ঞানই অপ্রসিদ্ধ, তদ্বিষয়ক সংশয়াদিও অপ্রসিদ্ধ। অদ্বৈতসিদ্ধিকারের এইরূপ সমাধানে বিবেচ্য এই যে—প্রদর্শিতকালে অজ্ঞানবিষয়ক সংশয়াদি হইতে না পারিলেও অজ্ঞান সাক্ষিসিদ্ধ হইবে কি না? তৎকালে অজ্ঞান থাকিবে কি না? ইহাই বিবেচ্য। সাক্ষিসিদ্ধ বস্তু সাক্ষিদ্বারা অগৃহীত হইলে তাহা "আছে" এইরূপ বলা যায় না। অথচ অদ্বৈতসিদ্ধিকার স্পষ্ট করিয়া ইহার কোন উত্তর বলেন নাই। অজ্ঞানবিষয়ক সংশয়াদি হইতে পারিবে না ইহাই মাত্র বলিয়াছেন। আমরা কিন্তু সেই অবস্থাতেও অজ্ঞানকে সাক্ষিসিদ্ধই বলিয়াছি। তাহাতে সংশয় হইতে পারে যে—অজ্ঞানাকার অজ্ঞানবৃত্তির অভাবদশাতে চৈতন্যের অজ্ঞানসাক্ষিত্ব অদ্বৈতসিদ্ধিকার স্বীকার করেন নাই বলিয়া আমাদের উক্তি অদ্বৈত-সিদ্ধিকারের উক্তির বিরুদ্ধ হইয়াছে; মাত্র অজ্ঞানোপহিত চৈতন্যকে অদ্বৈত-সিদ্ধিকার অজ্ঞানের সাক্ষী বলেন নাই। অজ্ঞানাকার বৃত্তির অভাবদশাতে চৈতন্য, মাত্র অজ্ঞানোপহিত; কিন্তু বৃত্তিপ্রতিবিম্বিত নহে। যদি বলা যায় জাগ্রদ্দশাতে অজ্ঞানাকার অজ্ঞানবৃত্তি কদাচিৎ থাকে না, এরূপ হইতেই পারে না। ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার না হওয়া পর্য্যন্ত অজ্ঞানাকার অজ্ঞানবৃত্তি ধারাবাহিকভাবে উৎপন্ন হইতে থাকে। এই ধারার বিচ্ছেদ হয় না। ইহাতে আপত্তি এই যে প্রলয়কালেও কি অজ্ঞানাকার অজ্ঞানবৃত্তি থাকিবে? ইহাতে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলিয়াছেন—প্রলয়ের পরে সৃষ্টির প্রারম্ভে জীবের প্রলয়কালীন অজ্ঞানের স্মরণ হয় না। যেমন সুপ্তোত্থিত পুরুষের অজ্ঞান স্মরণ হয়, প্রলয়োত্থিত পুরুষের তাহা হয় না। এজন্য প্রলয়কালে অজ্ঞানবৃত্তিও হয় না। প্রলয়দশাতে কার্য্যোপাধি-নাশ-সংস্কৃত অজ্ঞান

কি না, অজ্ঞান অনাদি কি না এবং অজ্ঞান জ্ঞাননিবর্ত্ত্য কি না এরূপ সংশয় হইতে পারিবে। অজ্ঞানের ভাবত্ব, অনাদিত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম সাক্ষিভাস্য নহে, কিন্তু তাহা প্রমাণবেদ্য। অজ্ঞানের অনাদিত্ব, ভাবত্বাদির সিদ্ধি করিবার জন্যই অজ্ঞানে অনুমানাদি প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে। অজ্ঞানের স্বরূপসিদ্ধির জন্য অনুমানাদি প্রমাণ প্রদর্শিত হয় নাই। স্বরূপতঃ অজ্ঞান সাক্ষিসিদ্ধ, কিন্তু প্রমাণবেদ্য নহে। যাহা প্রমাণবেদ্য, তাহাতে সংশয়াদি সম্ভব। ইহাই বিবরণাচার্য্যের সিদ্ধান্ত। আর ইহাই বেদান্তসিদ্ধান্ত।[১] যদিও কোনও কোনও বেদান্তাচার্য্য অজ্ঞান স্বরূপও অনুমানাদি প্রমাণসিদ্ধ হয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাহা মুখ্য বেদান্ত-সিদ্ধান্ত নহে। স্বীয় পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের জন্যই ঐরূপ একদেশী মত প্রদর্শন করা হইয়াছে। এবিষয়ে আমরা পরে বিশদভাবে আলোচনা করিব।

মাত্রই থাকে। এজন্য প্রলয়দশাতে জীব-চৈতন্য অজ্ঞানোপহিত ; কিন্তু অজ্ঞানবৃত্তি-প্রতিবিম্বিত নহে। সুতরাং প্রলয়দশাতে অজ্ঞান কি অসাক্ষিক হইবে ? অসাক্ষিক অজ্ঞানের অবস্থানই অপ্রসিদ্ধ। অজ্ঞান না থাকিলে জীব মুক্ত ; প্রলয়দশাতে কি জীবের মুক্তি হইবে ?

ইহাতে অদ্বৈতসিদ্ধিকারের এইরূপ আশয় বুঝিতে হইবে যে—যে স্থলে অজ্ঞানের স্মরণ অনুভবসিদ্ধ, সে স্থলে স্মরণোপপাদনের জন্য অবশ্যই নিত্যানুভব ব্যতিরিক্ত জন্য অনুভব স্বীকার করিতে হইবে। জন্য অনুভবই সংস্কার দ্বারা স্মৃতির জনক হইয়া থাকে। যে স্থলে অজ্ঞানের স্মরণ অনুভবসিদ্ধ নহে, সে স্থলে জন্য অজ্ঞানবৃত্তিও মানিবার আবশ্যকতা নাই। সে স্থলে অজ্ঞানোপহিত চৈতন্যই অজ্ঞানের সাক্ষী। আর তাহাতে অজ্ঞানাকার অজ্ঞানবৃত্তির অভাবদশাতে অজ্ঞানের সাক্ষী নাই বলিয়া অজ্ঞান অসিদ্ধ হইবে, তাহা নহে। অজ্ঞানাকার অজ্ঞানবৃত্তি দশাতে চৈতন্য অজ্ঞান-বৃত্তি-প্রতিবিম্বিত অবশ্যই হইবে, ইহারও অপলাপ করা যায় না। সুতরাং অদ্বৈতসিদ্ধিকার অজ্ঞানবৃত্তির অভাবদশাতে অজ্ঞান সাক্ষিসিদ্ধ, ইহা স্পষ্টভাবে না বলিলেও অজ্ঞানোপহিত চৈতন্যদ্বারাই প্রলয়কালীন অজ্ঞানের মত অজ্ঞান সাক্ষিসিদ্ধই হইবে। অবিদ্যাবিষয়ক সংস্কারসিদ্ধির জন্য বিবরণাচার্য্যও অবিদ্যাবিষয়ক অবিদ্যাবৃত্তি স্বীকার করিয়াছেন। (১০৫ পৃঃ বিবরণ কাশী বিজয়নগর সং) সুতরাং অবিদ্যাবিষয়ক অবিদ্যাবৃত্তি যাহা অদ্বৈতসিদ্ধিকার স্বীকার করিয়াছেন তাহা তাঁহার মনঃকল্পিত নহে।

১ নচ...বাচ্যম্, অজ্ঞানবিষয়াজ্ঞানাভাবেন তদযোগাৎ। সংশয়াদেস্তৎকারণীভূতাজ্ঞানসমানবিষয়ত্ব-নিয়মাৎ। ভাবত্বাদিনা সংশয়েষ্টাপত্তিরেব, ভাবত্বাদেঃ সাক্ষিবেদ্যত্বাভাবেনাজ্ঞানবিষয়ত্বাৎ অজ্ঞানস্য স্বরূপেণৈব সাক্ষিবেদ্যত্বাৎ—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫৭

আর ন্যায়ামৃতকার আপত্তি করেন যে ভাবরূপ অজ্ঞান যেমন স্বরূপতঃ সাক্ষিবেদ্য হইয়া থাকে। সেইরূপ জ্ঞানাভাবও স্বরূপতঃ সাক্ষিবেদ্য হইতে পারিবে। সুতরাং সুষুপ্তিদশাতে জ্ঞানাভাবই সাক্ষিবেদ্য হয়। সুষুপ্তিতে সাক্ষিবেদ্য জ্ঞানাভাবের স্মরণ সুপ্তোত্থিত পুরুষের হইয়া থাকে। আর ইহাতেই "ন কিঞ্চিদবেদিষম্" এইরূপ সুপ্তোত্থিত পুরুষের স্মরণও উপপন্ন হইবে। এজন্য ভাবরূপ অজ্ঞান মানিবার আবশ্যকতা নাই। অজ্ঞান স্বরূপতঃ সাক্ষিবেদ্য হইতে পারে; জ্ঞানাভাব স্বরূপতঃ সাক্ষিবেদ্য হইতে পারে না, ইহাতে কোনও যুক্তি নাই। যদিও অভাবজ্ঞান প্রতিযোগিজ্ঞান সাপেক্ষ, তথাপি সপ্রতিযোগিকত্বরূপে অভাবের জ্ঞানেই প্রতিযোগীর জ্ঞান হেতু হইযা থাকে। স্বরূপতঃ অভাবজ্ঞানে প্রতিযোগিজ্ঞান হেতু নহে। এজন্য সুষুপ্তিদশাতে প্রতিযোগীর জ্ঞান নাই বলিয়া প্রতিযোগিজ্ঞান জন্য জ্ঞানাভাবের জ্ঞান হইতে পারিবেনা এরূপ বলা যায় না। স্বরূপতঃ অভাবজ্ঞানে প্রতিযোগিজ্ঞান হেতুই নহে। যদি স্বরূপতঃ অভাবজ্ঞানেও প্রতিযোগিজ্ঞান হেতু হইত, তবে "প্রমেয়ম্" এইরূপ জ্ঞানে অভাব ভাসমান হইতে পারিত না। ভাব ও অভাব বস্তু মাত্রই প্রমেয়। "প্রমেয়ম্" এইরূপ জ্ঞানে ভাব ও অভাব বস্তুমাত্রই স্বরূপতঃ ভাসমান হইয়া থাকে। 'প্রমেয়ম্' এইরূপ জ্ঞানে স্বরূপতঃ অভাব ভাসমান হইলেও সপ্রতিযোগিকত্বরূপে অভাব ভাসমান হয় না। এজন্য স্বরূপতঃ অভাববিষয়ক "প্রমেয়ম্" এইরূপ জ্ঞান প্রতিযোগিজ্ঞান জন্য নহে। সুতরাং সুষুপ্তিতে প্রতিযোগিজ্ঞান নাই বলিয়া স্বরূপতঃ জ্ঞানাভাব ভাসমান হইতে পারিবে না—এরূপ বলা যায় না। প্রতিযোগিজ্ঞান না থাকিয়াও জ্ঞানাভাব স্বরূপতঃ সাক্ষিভাস্য হইতে পারিবে।[১]

এতদুত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলেন যে—ন্যায়ামৃতকারের এরূপ বলা অসঙ্গত। সাক্ষিদ্বারা স্বরূপতঃ অভাবের গ্রহণ হইতে পারে না। অভাব সাক্ষাদ্‌ভাবে সাক্ষিবেদ্যই হয় না; হইতেও পারে না। প্রতিযোগিজ্ঞান না থাকিয়া অভাব যদি সাক্ষাৎ সাক্ষিবেদ্য হইত, তবে সেই সাক্ষিজ্ঞানের আকারটি কিরূপ হইত? স্বরূপতঃ অভাবজ্ঞানের আকারটি কি? প্রতিযোগিজ্ঞান না থাকিয়া স্বরূপতঃ অভাবের জ্ঞান হইতে গেলে, এই অভাবজ্ঞানের আকার হইবে "ন" এইরূপ। এইরূপ অনুভব কখনও কি কাহারও প্রসিদ্ধ আছে? কোনও প্রতিযোগিদ্বারা অবিশেষিত "ন" এইরূপ জ্ঞান সর্ব্বথা অপ্রসিদ্ধ। সুতরাং স্বরূপতঃ অভাব সাক্ষিবেদ্য হইবে কিরূপে? "ঘটো ন" "পটো ন" এইরূপ অভাবজ্ঞান প্রসিদ্ধ

১ মধু—তদা জ্ঞানাভাবোঽপি স্বরূপেণৈব ভাসতাম্। সপ্রতিযোগিকত্বেনাভাবজ্ঞান এব প্রতিযোগিজ্ঞানস্য হেতুত্বাৎ। অন্যথা প্রমেয়মিতি জ্ঞানেঽপ্যভাবো ন ভাসেতেতি চেৎ—অদ্বৈতসিদ্ধি, ১৫৫৭-৫৮

...ন কিঞ্চিদহমবেদিষমিতি পরামর্শোঽপি...জ্ঞানাভাববিষয়ঃ। ন চ তদা ধর্ম্মাদিজ্ঞানাভাবাভাবজ্ঞানাযোগঃ।.....অভাবস্যাপি প্রমেয়ত্বাদিনা জ্ঞানে তদনপেক্ষণাৎ—ন্যায়ামৃত ৩১৬-১৭

আছে। আর তাহা প্রতিযোগিজ্ঞান সাপেক্ষ। সুষুপ্তিদশাতে প্রতিযোগিজ্ঞান সম্ভাবিত নহে বলিয়া অভাব স্বরূপতঃ সাক্ষিবেদ্য হইতে পারে না। নৈয়ায়িকগণ যে যে স্থলে অভাবের প্রত্যক্ষতা স্বীকার করেন, আমরা সেই সেই স্থলে অভাব অনুপলব্ধি প্রমাণগম্য বলিয়া স্বীকার করি। আর ইহাই মীমাংসকমর্য্যাদা। সুষুপ্তিদশাতে জ্ঞানাভাব প্রত্যক্ষ হয়, ইহা নৈয়ায়িকগণ বলেন না। এজন্য সুষুপ্তিদশাতে জ্ঞানাভাব অনুপলব্ধিপ্রমাণগম্য একথা আমরাও বলি না। সুতরাং জ্ঞানাভাব স্বরূপতঃ সুষুপ্তিদশাতে প্রত্যক্ষ হইবে কিরূপে? সুষুপ্তিদশাতে জ্ঞানাভাবের পরোক্ষজ্ঞানও সম্ভাবিত নহে; কারণ সুষুপ্তিদশাতে শব্দ বা লিঙ্গাদির প্রতিসন্ধান নাই বলিয়া জ্ঞানাভাবের পরোক্ষজ্ঞান হইতে পারে না। এইরূপ অনুপলব্ধি দ্বারাও সুষুপ্তিদশাতে জ্ঞানাভাবের জ্ঞান হইতে পারে না। অনুপলব্ধিপ্রমাণ দ্বারা অভাবের জ্ঞান হইতে গেলে প্রতিযোগিজ্ঞানের আবশ্যকতা আছে। প্রতিযোগিজ্ঞান নিরপেক্ষ অনুপলব্ধি-প্রমাণ অভাবগ্রাহক হইতে পারে না; পারিলে অনুপলব্ধি দ্বারা "ন" এইরূপ অভাবের গ্রহ হইত। আর এরূপে অভাবগ্রহ অপ্রসিদ্ধ। সুতরাং ইহা সুস্পষ্ট যে প্রসিদ্ধ জ্ঞানাভাব কখনই সুষুপ্তিদশাতে সাক্ষিবেদ্য হইতে পারে না।[১]

ইহাতে ন্যায়ামৃতকার বলেন যে—সুষুপ্তিদশাতে যে জ্ঞানাভাব স্বরূপতঃ সাক্ষাৎ সাক্ষিভাস্য হইয়া থাকে, এই জ্ঞানাভাব প্রসিদ্ধ অন্য অভাব হইতে বিলক্ষণ স্বরূপ। বিলক্ষণস্বভাবতা প্রযুক্তই সুষুপ্তিদশাতে জ্ঞানাভাব স্বরূপতঃ সাক্ষিবেদ্য হইতে পারিবে।[২]

এতদুত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলেন যে—সুষুপ্তিদশাতে সবিকল্পক জ্ঞান হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। অন্তঃকরণের সত্তাপ্রযুক্তই সবিকল্পক জ্ঞান হইয়া থাকে। সুষুপ্তিদশাতে অন্তঃকরণ বিলীন হইয়া যায়। এজন্য সুষুপ্তিদশাতে নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ ভিন্ন সবিকল্পক প্রত্যক্ষ হইতেই পারে না। সুষুপ্তিদশাতে সবিকল্পক প্রত্যক্ষের কোনই সামগ্রী নাই। সবিকল্পক প্রত্যক্ষে বিশেষণজ্ঞানের কারণতা স্বীকার না করিলেও অন্তঃকরণের সত্তা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বিলীনান্তঃকরণ পুরুষের সবিকল্পক জ্ঞান অসম্ভব। এজন্য সুষুপ্তিদশাতে জ্ঞানাভাব নির্ব্বিকল্পক বুদ্ধিবেদ্য হয়—ইহাই বলিতে হইবে। নির্ব্বিকল্পক বুদ্ধিবেদ্য বস্তুর ভাবত্বই সিদ্ধ হইয়া থাকে। অভাবত্ব সিদ্ধ হয় না। সুষুপ্তিদশাতে নির্ব্বিকল্পক বুদ্ধিবেদ্য বস্তুর ভাবত্বই স্বীকার করা উচিত। এরূপ স্বীকার না করিলে পারিভাষিক অভাব স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং সুষুপ্তি-কালে জ্ঞানাভাব স্বরূপতঃ সাক্ষাৎ সাক্ষিবেদ্য নহে। সুষুপ্তিদশাতে নির্ব্বিকল্পক-বুদ্ধি-

১ ......ন সাক্ষিণা তাবৎ স্বরূপেণাভাবাবগাহনম্; তস্য সাক্ষাৎসাক্ষ্যবেদ্যত্বাৎ। নাপি শব্দাদিনা, তদানীং তেষামভাবাৎ। নাপ্যনুপলব্ধ্যা; তস্যাঃ প্রতিযোগিজ্ঞাননিরপেক্ষায়া অজনকত্বাৎ—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫৮

২ ......নচ—দৃষ্টাভাবান্তরবিলক্ষণস্বভাব এবায়মভাব ইতি স্বরূপেণ সাক্ষিবেদ্যোঽস্ত্বিতি—বাচ্যম্ অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫৮

যোগ্য অজ্ঞান, অভাবরূপ হইতে পারে না। প্রসিদ্ধ অভাব, নির্ব্বিকল্পক বুদ্ধির বিষয় হয় না। নির্ব্বিকল্পক বুদ্ধির বিষয়ীভূত অভাব স্বীকার করিলে তাহা প্রসিদ্ধ অভাব বিলক্ষণ পারিভাষিক অভাবই হইবে। অর্থাৎ ভাববস্তুকেই অভাব শব্দ দ্বারা বুঝাইবার জন্য, ভাববস্তুতে অভাব-শব্দের পরিভাষা মাত্র হইবে। পরিভাষা দ্বারা বস্তুর বৈলক্ষণ্য সিদ্ধ হইবে না।[১]

ইহাতে ন্যায়ামৃতকার আপত্তি করেন যে—সুষুপ্তিদশাতে অন্তঃকরণ বিলীন হইয়াছে বলিয়া যদি সুষুপ্তিদশাতে সাক্ষিপ্রত্যক্ষ সবিকল্পক প্রত্যক্ষ হইতে না পারে, সুষুপ্তিদশাতে সাক্ষিপ্রত্যক্ষ যদি নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষরূপই হয়, তবে সুষুপ্তিদশাতে অজ্ঞানের প্রত্যক্ষও নির্ব্বিকল্পকরূপই বলিতে হইবে। আর তাহাতে সুষুপ্তিদশাতে অনুভূয়মান অজ্ঞান, জ্ঞানবিরোধিত্বরূপে গৃহীত হইতে পারিবে না। এইরূপ সবিষয়কত্বরূপেও গৃহীত হইতে পারিবে না। জ্ঞানবিরোধিত্ব ও সবিষয়কত্ব-রূপে অজ্ঞান যদি সুষুপ্তিদশাতে গৃহীত হয়, তবে সবিকল্পক-বুদ্ধি-বেদ্যই হইয়া পড়িবে। এজন্য সুষুপ্তিদশাতে অজ্ঞান, জ্ঞানবিরোধিত্বাদিরূপে অনুভূত হয় না, ইহাই অদ্বৈতবেদান্তিগণকে বলিতে হইবে। অজ্ঞানের নির্ব্বিকল্পক অনুভব জন্য সংস্কার হইতে সুপ্তোত্থিত পুরুষের "ন কিঞ্চিদবেদিষম্" এইরূপ জ্ঞানবিরোধিত্ব ও সবিষয়কত্বরূপে অজ্ঞানের স্মৃতি হইবে কিরূপে? নির্ব্বিকল্পক অনুভব জন্য সবিকল্পক স্মৃতি হইতে পারে না। স্মৃতিজনক অনুভবের সহিত স্মৃতির সমানবিষয়কত্ব নিয়ম আছে। ভিন্ন বিষয়ক অনুভব হইতে ভিন্ন বিষয়ক স্মৃতি হইতে পারে না। সুষুপ্তিদশাতে অজ্ঞান যেরূপে অনুভূত হয় নাই, সেইরূপে অজ্ঞানের স্মৃতি হইবে কিরূপে?[২]

এতদুত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলেন যে সুপ্তোত্থিত পুরুষের স্মৃতিও সবিকল্পক স্মৃতি নহে। "ন কিঞ্চিদবেদিষম্" এইরূপ স্মৃতির সর্ব্বাংশে স্মৃতিত্ব নাই। সুষুপ্তি-দশাতে স্বরূপতঃ অনুভূয়মান মাত্র অজ্ঞানাংশেই স্মৃতিত্ব আছে। সুপ্তোত্থিত পুরুষের স্মৃতিতে জ্ঞানবিরোধিত্ব ও সবিষয়কত্ব অজ্ঞানাংশে ভাসমান হইলেও তাহা স্মর্য্যমাণ নহে; কিন্তু অনুভূয়মান। সুষুপ্তিকালীন দ্রষ্টাতে অন্তঃকরণ তাদাত্ম্যাধ্যাস থাকে না বলিয়া সেই দ্রষ্টা "অহম্" এইরূপেও ভাসমান হয় না। অধ্যস্ত অন্তঃকরণই অহঙ্কার। অহঙ্কারাধ্যাস নাই বলিয়া সুষুপ্তিদশাতে দ্রষ্টা "অহম্" রূপে ভাসমান হয় না। অথচ সুপ্তোত্থিত পুরুষের অহঙ্কারাধ্যাস-প্রযুক্ত অহমুল্লেখ হইয়া থাকে। এজন্যই সুপ্তোত্থিত পুরুষের আমি কিছু জানিতে পারি নাই

১ নির্ব্বিকল্পকবুদ্ধিবেদ্যত্বে ভাবত্বস্যৈবৌচিত্যাৎ, অন্যথা পরিভাষামাত্রাপত্তেঃ—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫৮

২ ননু জ্ঞানবিরোধিত্বাদ্যনবগাহিনানুভবেন 'নাবেদিষ'মিতি তেনাকারেণ কথং পরামর্শঃ? অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫৮; ন্যায়ামৃত পৃঃ ৩১২

এইরূপ "অহম্" প্রতিসন্ধান হইয়া থাকে। "অহং ন কিঞ্চিদবেদিষম্", এইরূপ সুপ্তোত্থিতের পরামর্শে অহমর্থও স্মর্য্যমাণ হয় বলা যায় না। কিন্তু "অহমর্থ", সুপ্তোত্থিত পুরুষের তদানীং অনুভূয়মান—"অহমর্থ" স্মর্য্যমাণ নহে। সুষুপ্তিতে যে দ্রষ্টা, সেই দ্রষ্টৃ চৈতন্যে অর্থাৎ সুষুপ্তির সাক্ষি-চৈতন্যে উত্থান দশাতে অহঙ্কার অভেদে অধ্যস্ত হইয়াছে বলিয়া দ্রষ্টা ও অহমর্থের ভেদ ভাসমান হয় না। প্রত্যুত অভেদই ভাসমান হইয়া থাকে। সুষুপ্তিতে যে দ্রষ্টা সাক্ষী, সেই সুষুপ্তির পরে অহমর্থ হইয়াছে। এইজন্য সুষুপ্তিতে অন্য পুরুষ অজ্ঞান দেখিয়াছিল, সুপ্তোত্থিত আমি তাহা স্মরণ করিতেছি, এইরূপে সুষুপ্তির দ্রষ্টার ও স্মর্তার ভেদ প্রতিসন্ধান হয় না। যে সুষুপ্তির দ্রষ্টা ছিল, সেই জাগরণে অহমর্থ হইয়াছে। সুতরাং সুপ্তোত্থিত পুরুষের যে অহমর্থের উল্লেখ হয়, সেই উল্লিখ্যমান অহমর্থ যেমন স্মর্য্যমাণ নহে, কিন্তু তৎকালেই অনুভূয়মান, এইরূপ অজ্ঞানে জ্ঞানবিরোধিত্ব ও সবিষয়কত্ব ধর্মও স্মর্য্যমাণ নহে, কিন্তু তৎকালে অনুভূয়মান হইয়া থাকে। সুতরাং সুপ্তোত্থিত পুরুষের যেমন অহমংশে স্মরণ হয় না, কিন্তু অহমংশে তৎকালে সুপ্তোত্থিত পুরুষের অনুভব হইয়া থাকে, সেইরূপ সবিষয়কত্ব ও জ্ঞানবিরোধিত্ব অংশেও স্মরণ হয় না, কিন্তু তৎকালে অনুভবই হইয়া থাকে। সুষুপ্তিকালীন দ্রষ্টাই স্মর্য্যমাণ হয়; অহমর্থ স্মর্য্যমাণ হয় না; কিন্তু তাহা অনুভূয়মানই হইয়া থাকে। সুষুপ্তিতে সবিকল্পকবৃত্তি হইতে পারে না। অন্তঃকরণ-তাদাত্ম্যাধ্যাস নাই বলিয়াই হইতে পারে না। সুষুপ্তিতে স্বরূপতঃ অজ্ঞানবিষয়ক নির্ব্বিকল্পক অবিদ্যাবৃত্তিই হইয়া থাকে। জ্ঞানবিরোধিত্ব ও সবিষয়কত্ব প্রকারক অজ্ঞানবিশেষ্যক অবিদ্যাবৃত্তি সুষুপ্তিতে হয় না। এরূপ বৃত্তি সবিকল্পকবৃত্তি;[১] এজন্য মধুসূদন সরস্বতী দশশ্লোকীর টীকা সিদ্ধান্তবিন্দুতে বলিয়াছেন যে—সুষুপ্তিদশাতে অহঙ্কার থাকে না বলিয়া বিশিষ্টবৃত্তি, সুষুপ্তিতে হইতে পারে না।[২] (সিদ্ধান্তবিন্দুর অষ্টম শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।)

এস্থলে লঘুচন্দ্রিকাকার বলিয়াছেন যে—যদিও অদ্বৈতসিদ্ধিকার সুষুপ্তিদশাতে সবিকল্পক অবিদ্যাবৃত্তি স্বীকার করেন নাই, তথাপি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে সুষুপ্তিদশাতেও অজ্ঞান বিষয়ক অবিদ্যাবৃত্তি সবিকল্পকরূপই হয় বলিতে হইবে। এস্থলে লঘুচন্দ্রিকাকার বলিয়াছেন যে—জ্ঞানের প্রত্যক্ষ যেমন সবিকল্পকরূপ হয়, অজ্ঞানের প্রত্যক্ষও সেইরূপ সবিকল্পকরূপই হইবে। জ্ঞানের প্রত্যক্ষে জ্ঞান, জ্ঞানত্ব ও সবিষয়কত্বরূপেই ভাসমান হইয়া থাকে। এই দুইটি রূপ ভাসমান না হইলে জ্ঞানের প্রত্যক্ষই বলা যায় না। এইরূপ অজ্ঞানের অনুভবেও অজ্ঞান,

১ ন দ্রষ্টৃগ্যন্তঃকরণতাদাত্ম্যেনাহমুল্লেখস্তেব জ্ঞানবিরোধিত্বাদেরপি তদৈবানুভূয়মানত্বেন তদংশে পরামর্শজ্ঞানত্বাপগমাৎ, সুষুপ্তিকালীনস্ত দ্রষ্টুরেব পরামৃষ্টত্বাৎ—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫৮

২ অহংকারাভাবাচ্চ নৈকা বিশিষ্টবৃত্তিরিতি—সিদ্ধান্তবিন্দু, পৃঃ ৬২৪ (রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ সং)

জ্ঞানবিরোধিত্ব ও সবিষয়কত্বরূপেই ভাসমান হইয়া থাকে। জ্ঞান যেমন সবিকল্পক প্রতীতিমাত্রবেদ্য, অজ্ঞানও সেইরূপ সবিকল্পক প্রতীতিমাত্রবেদ্য। অজ্ঞান নির্ব্বিকল্পক প্রতীতিবেদ্য হয় না। এজন্য সুষুপ্তিদশাতেও অজ্ঞান জ্ঞানবিরোধিত্ব ও সবিষয়কত্বরূপেই সাক্ষিভাস্য হইয়া থাকে। সুষুপ্তিদশাতে অন্তঃকরণাধ্যাস নাই বলিয়া সবিকল্পক জ্ঞান হইতে পারিবেনা—এরূপ বলা যায় না। অজ্ঞানে অনাদিত্ব, ভাবত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম থাকিলেও সুষুপ্তিদশাতে অন্তঃকরণাধ্যাস নাই বলিয়া সেই সমস্ত ধর্ম্মবিশিষ্টরূপে অজ্ঞানের সবিকল্পক প্রতীতি হয় না, ইহাই "সুষুপ্তিতে অজ্ঞান সবিকল্পক প্রতীতিবেদ্য হয় না" এইরূপ কথার অর্থ। কিন্তু জ্ঞানবিরোধিত্ব ও সবিষয়কত্বও সুষুপ্তিতে অজ্ঞানে ভাসমান হয় না, ইহা নহে। জ্ঞানবিরোধিত্ব ও সবিষয়কত্ব ধর্ম্মভিন্ন অন্য ধর্ম্মপ্রকারক অজ্ঞানের প্রত্যক্ষ সুষুপ্তিতে হয় না, ইহাই "সুষুপ্তিতে অজ্ঞান সবিকল্পক প্রত্যয়বেদ্য হয় না" এই কথার অর্থ। অন্তঃকরণাধ্যাস—জ্ঞানবিরোধিত্ব ও সবিষয়কত্ব ধর্ম্ম ভিন্ন অনাদিত্ব-ভাবত্বাদি ধর্ম্মরূপে অজ্ঞানের সবিকল্পক প্রতীতিতে কারণ। কিন্তু জ্ঞানবিরোধিত্ব ও সবিষয়কত্বরূপে অজ্ঞানের অনুভবে অন্তঃকরণাধ্যাস কারণ নহে।[১] এই কথা দশশ্লোকীর অষ্টম শ্লোকের সিদ্ধান্তবিন্দুর টীকাতে গৌড় ব্রহ্মানন্দ বিশেষভাবে বলিয়াছেন।[২] যাহা হউক, সুপ্তোত্থিত পুরুষের সুষুপ্তিতে অনুভূয়মান অজ্ঞানের স্মরণ হইয়া থাকে। সুপ্তোত্থিত পুরুষের স্মৃতিদ্বারা সিদ্ধ সৌষুপ্ত অনুভব ভাবরূপ অজ্ঞানে প্রমাণ। ইহাই অদ্বৈতসিদ্ধিকারের কথা।

ইহাতে ন্যায়ামৃতকার আপত্তি করেন যে—সুষুপ্তিদশাতে অজ্ঞানবিষয়ক অবিদ্যাবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই অজ্ঞানের অনুভব। এই অনুভবজন্যই সুপ্তোত্থিত পুরুষের অজ্ঞানের স্মরণ হইয়া থাকে। এইরূপ অজ্ঞানের অনুভব যাহা সুষুপ্তি-দশাতে হয়, তাহা ত জাগ্রদ্দশাতেও আছে; জাগ্রদ্দশাতেও "অহমজ্ঞঃ" এইরূপ প্রতীতি আছে বলিয়া অজ্ঞানবিষয়ক অবিদ্যাবৃত্তি জাগ্রদ্দশাতেও বিদ্যমান আছে। সুতরাং এই অবিদ্যা-বৃত্তি-প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই অজ্ঞানের অনুভব। অজ্ঞানের অনুভব বিদ্যমান থাকিতে অজ্ঞানের স্মরণ হইবে কিরূপে? যেমন তুল্য সামগ্রীজন্য ঘটের ধারাবাহিক প্রত্যক্ষকালে ঘটের স্মরণ হয় না; ধারাবাহিক অনুভবকালে অনুভূয়মান বস্তুর স্মরণ ব্যবহারও হয় না; এইরূপ অজ্ঞানবিষয়ক অবিদ্যাবৃত্তির ধারা বিদ্যমান আছে বলিয়া অর্থাৎ অজ্ঞানবিষয়ক ধারাবাহিক অবিদ্যাবৃত্তি হইতেছে

১ যদুক্তম্—জ্ঞানত্বসবিষয়কত্বাভ্যাং রূপাভ্যামেব জ্ঞানস্যেব জ্ঞানবিরোধিত্বসবিষয়কত্বাভ্যামেবা-জ্ঞানস্যানুভবঃ, তস্যেব তস্যাপি সবিকল্পকৈকবেদ্যত্বাৎ। তথাচ তদন্যপ্রকারকজ্ঞানস্যৈব সুষুপ্ত্যবস্থায়-ভিন্নসাক্ষ্যনুপ্রজ্ঞানং প্রত্যেবাহংকারস্য হেতুতা। বিস্তারেণচেদং বিন্দুটীকায়ামুক্তম্—লঘুচন্দ্রিকা, পৃঃ ৫৫৮

২ ন্যায়রত্নাবলী, পৃঃ ৩২৩ (রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ সং)

এইরূপ "অহম্" প্রতিসন্ধান হইয়া থাকে। "অহং ন কিঞ্চিদবেদিষম্" এইরূপ সুপ্তোত্থিতের পরামর্শে অহমর্থও স্মর্য্যমাণ হয় বলা যায় না। কিন্তু "অহমর্থ" সুপ্তোত্থিত পুরুষের তদানীং অনুভূয়মান—"অহমর্থ" স্মর্য্যমাণ নহে। সুষুপ্তিতে যে দ্রষ্টা, সেই দ্রষ্টৃ চৈতন্যে অর্থাৎ সুষুপ্তির সাক্ষি-চৈতন্যে উত্থান দশাতে অহঙ্কার অভেদে অধ্যস্ত হইয়াছে বলিয়া দ্রষ্টা ও অহমর্থের ভেদ ভাসমান হয় না। প্রত্যুত অভেদই ভাসমান হইয়া থাকে। সুষুপ্তিতে যে দ্রষ্টা সাক্ষী, সেই সুষুপ্তির পরে অহমর্থ হইয়াছে। এইজন্য সুষুপ্তিতে অন্য পুরুষ অজ্ঞান দেখিয়াছিল, সুপ্তোত্থিত আমি তাহা স্মরণ করিতেছি, এইরূপে সুষুপ্তির দ্রষ্টার ও স্মর্ত্তার ভেদ প্রতিসন্ধান হয় না। যে সুষুপ্তির দ্রষ্টা ছিল, সেই জাগরণে অহমর্থ হইয়াছে। সুতরাং সুপ্তোত্থিত পুরুষের যে অহমর্থের উল্লেখ হয়, সেই উল্লিখ্যমান অহমর্থ যেমন স্মর্য্যমাণ নহে, কিন্তু তৎকালেই অনুভূয়মান, এইরূপ অজ্ঞানে জ্ঞানবিরোধিত্ব ও সবিষয়কত্ব ধর্ম্মও স্মর্য্যমাণ নহে, কিন্তু তৎকালে অনুভূয়মান হইয়া থাকে। সুতরাং সুপ্তোত্থিত পুরুষের যেমন অহমংশে স্মরণ হয় না, কিন্তু অহমংশে তৎকালে সুপ্তোত্থিত পুরুষের অনুভব হইয়া থাকে, সেইরূপ সবিষয়কত্ব ও জ্ঞানবিরোধিত্ব অংশেও স্মরণ হয় না, কিন্তু তৎকালে অনুভবই হইয়া থাকে। সুষুপ্তিকালীন দ্রষ্টাই স্মর্য্যমাণ হয়; অহমর্থ স্মর্য্যমাণ হয় না; কিন্তু তাহা অনুভূয়মানই হইয়া থাকে। সুষুপ্তিতে সবিকল্পকবৃত্তি হইতে পারে না। অন্তঃকরণ-তাদাত্ম্যাধ্যাস নাই বলিয়াই হইতে পারে না। সুষুপ্তিতে স্বরূপতঃ অজ্ঞানবিষয়ক নির্ব্বিকল্পক অবিদ্যাবৃত্তিই হইয়া থাকে। জ্ঞানবিরোধিত্ব ও সবিষয়কত্ব প্রকারক অজ্ঞানবিশেষ্যক অবিদ্যাবৃত্তি সুষুপ্তিতে হয় না। এরূপ বৃত্তি সবিকল্পকবৃত্তি;[১] এজন্য মধুসূদন সরস্বতী দশশ্লোকীর টীকা সিদ্ধান্তবিন্দুতে বলিয়াছেন যে—সুষুপ্তিদশাতে অহঙ্কার থাকে না বলিয়া বিশিষ্টবৃত্তি, সুষুপ্তিতে হইতে পারে না।[২] (সিদ্ধান্তবিন্দুর অষ্টম শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।)

এস্থলে লঘুচন্দ্রিকাকার বলিয়াছেন যে—যদিও অদ্বৈতসিদ্ধিকার সুষুপ্তিদশাতে সবিকল্পক অবিদ্যাবৃত্তি স্বীকার করেন নাই, তথাপি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে সুষুপ্তিদশাতেও অজ্ঞান বিষয়ক অবিদ্যাবৃত্তি সবিকল্পকরূপই হয় বলিতে হইবে। এস্থলে লঘুচন্দ্রিকাকার বলিয়াছেন যে—জ্ঞানের প্রত্যক্ষ যেমন সবিকল্পকরূপ হয়, অজ্ঞানের প্রত্যক্ষও সেইরূপ সবিকল্পকরূপই হইবে। জ্ঞানের প্রত্যক্ষে জ্ঞান, জ্ঞানত্ব ও সবিষয়কত্বরূপেই ভাসমান হইয়া থাকে। এই দুইটি রূপ ভাসমান না হইলে জ্ঞানের প্রত্যক্ষই বলা যায় না। এইরূপ অজ্ঞানের অনুভবেও অজ্ঞান,

১ ন দ্রষ্টৃর্যন্তঃকরণতাদাত্ম্যোনাহমুল্লেখস্তেব জ্ঞানবিরোধিত্বাদেরপি তদৈবানুভূয়মানত্বেন তদংশে পরামর্শত্বানভ্যুপগমাৎ, সুষুপ্তিকালীনস্ত দ্রষ্টৃ্রের পরামৃষ্টত্বাৎ—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫৮

২ অহংকারাভাবাচ্চ নৈকা বিশিষ্টবৃত্তিরিতি—সিদ্ধান্তবিন্দু, পৃঃ ৬২৪ (রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ সং)

জ্ঞানবিরোধিত্ব ও সবিষয়কত্বরূপেই ভাসমান হইয়া থাকে। জ্ঞান যেমন সবিকল্পক প্রতীতিমাত্রবেদ্য, অজ্ঞানও সেইরূপ সবিকল্পক প্রতীতিমাত্রবেদ্য। অজ্ঞান নির্ব্বিকল্পক প্রতীতিবেদ্য হয় না। এজন্য সুষুপ্তিদশাতেও অজ্ঞান জ্ঞানবিরোধিত্ব ও সবিষয়কত্বরূপেই সাক্ষিভাস্য হইয়া থাকে। সুষুপ্তিদশাতে অন্তঃকরণাধ্যাস নাই বলিয়া সবিকল্পক জ্ঞান হইতে পারিবেনা—এরূপ বলা যায় না। অজ্ঞানে অনাদিত্ব, ভাবত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম থাকিলেও সুষুপ্তিদশাতে অন্তঃকরণাধ্যাস নাই বলিয়া সেই সমস্ত ধর্ম্মবিশিষ্টরূপে অজ্ঞানের সবিকল্পক প্রতীতি হয় না, ইহাই "সুষুপ্তিতে অজ্ঞান সবিকল্পক প্রতীতিবেদ্য হয় না" এইরূপ কথার অর্থ। কিন্তু জ্ঞানবিরোধিত্ব ও সবিষয়কত্বও সুষুপ্তিতে অজ্ঞানে ভাসমান হয় না, ইহা নহে। জ্ঞানবিরোধিত্ব ও সবিষয়কত্ব ধর্ম্মভিন্ন অন্য ধর্ম্মপ্রকারক অজ্ঞানের প্রত্যক্ষ সুষুপ্তিতে হয় না, ইহাই "সুষুপ্তিতে অজ্ঞান সবিকল্পক প্রত্যয়বেদ্য হয় না" এই কথার অর্থ। অন্তঃকরণাধ্যাস—জ্ঞানবিরোধিত্ব ও সবিষয়কত্ব ধর্ম্ম ভিন্ন অনাদিত্ব-ভাবত্বাদি ধর্ম্মরূপে অজ্ঞানের সবিকল্পক প্রতীতিতে কারণ। কিন্তু জ্ঞানবিরোধিত্ব ও সবিষয়কত্বরূপে অজ্ঞানের অনুভবে অন্তঃকরণাধ্যাস কারণ নহে।[১] এই কথা দশশ্লোকীর অষ্টম শ্লোকের সিদ্ধান্তবিন্দুর টীকাতে গৌড় ব্রহ্মানন্দ বিশেষভাবে বলিয়াছেন।[২] যাহা হউক, সুপ্তোত্থিত পুরুষের সুষুপ্তিতে অনুভূয়মান অজ্ঞানের স্মরণ হইয়া থাকে। সুপ্তোত্থিত পুরুষের স্মৃতিদ্বারা সিদ্ধ সৌষুপ্ত অনুভব ভাবরূপ অজ্ঞানে প্রমাণ। ইহাই অদ্বৈতসিদ্ধিকারের কথা।

ইহাতে ন্যায়ামৃতকার আপত্তি করেন যে—সুষুপ্তিদশাতে অজ্ঞানবিষয়ক অবিদ্যাবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই অজ্ঞানের অনুভব। এই অনুভবজন্যই সুপ্তোত্থিত পুরুষের অজ্ঞানের স্মরণ হইয়া থাকে। এইরূপ অজ্ঞানের অনুভব যাহা সুষুপ্তি-দশাতে হয়, তাহা ত জাগ্রদ্দশাতেও আছে; জাগ্রদ্দশাতেও "অহমজ্ঞঃ" এইরূপ প্রতীতি আছে বলিয়া অজ্ঞানবিষয়ক অবিদ্যাবৃত্তি জাগ্রদ্দশাতেও বিদ্যমান আছে। সুতরাং এই অবিদ্যা-বৃত্তি-প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই অজ্ঞানের অনুভব। অজ্ঞানের অনুভব বিদ্যমান থাকিতে অজ্ঞানের স্মরণ হইবে কিরূপে? যেমন তুল্য সামগ্রীজন্য ঘটের ধারাবাহিক প্রত্যক্ষকালে ঘটের স্মরণ হয় না; ধারাবাহিক অনুভবকালে অনুভূয়মান বস্তুর স্মরণ ব্যবহারও হয় না; এইরূপ অজ্ঞানবিষয়ক অবিদ্যাবৃত্তির ধারা বিদ্যমান আছে বলিয়া অর্থাৎ অজ্ঞানবিষয়ক ধারাবাহিক অবিদ্যাবৃত্তি হইতেছে

১ বস্তুতস্তু—জ্ঞানত্বসবিষয়কত্বাভ্যাং রূপাভ্যামেব জ্ঞানস্যেব জ্ঞানবিরোধিত্বসবিষয়কত্বাভ্যামেবা-জ্ঞানস্যানুভবঃ, তস্যৈব তত্রাপি সবিকল্পকৈকবেদ্যত্বাৎ। তথাচ তদন্যপ্রকারকজ্ঞানস্যৈব সুষুপ্ত্যাবস্থান-নিয়মাত্তদ্রূপজ্ঞানং প্রত্যেবাহংকারস্য হেতুতা। বিস্তারেণৈতদেবং বিন্দুটীকায়ামুক্তম্—লঘুচন্দ্রিকা, পৃঃ ৫৫৮

২ ন্যায়রত্নাবলী, পৃঃ ৩২৩ (রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ সং)

বলিয়া অজ্ঞানের স্মরণ হইবে কিরূপে? প্রত্যুত অজ্ঞানের ধারাবাহিক অনুভবই বলা উচিত। কিন্তু অজ্ঞানের স্মরণ বলা উচিত নহে। সুতরাং স্মরণসিদ্ধ অনুভব অজ্ঞানে প্রমাণ নহে।[১]

এতদুত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলেন যে—পাতঞ্জল দর্শনে প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি এই পাঁচটি বৃত্তি স্বীকার করা হইয়াছে। ভগবান্ পতঞ্জলি নিদ্রা নামক একটি বৃত্তি স্বীকার করিয়াছেন। যদিও পাতঞ্জল মতে এই নিদ্রাবৃত্তি অন্তঃকরণেরই বৃত্তি, তথাপি অদ্বৈতবেদান্ত মতে এই নিদ্রাবৃত্তি অন্তঃকরণের বৃত্তি নহে। সুষুপ্তিতে অন্তঃকরণ বিলীন হইয়া যায়। এজন্য সুষুপ্তিদশাতে অন্তঃকরণের বৃত্তি সম্ভাবিত নহে বলিয়া নিদ্রাবৃত্তিকে অবিদ্যাবৃত্তি বলিয়া স্বীকার করা হয়। এই নিদ্রাবৃত্তির বিষয় তমোগুণরূপ আবরণ। আবরণ-মাত্রালম্বন বৃত্তিকেই নিদ্রাবৃত্তি বলা হয়। এজন্য নিদ্রাবৃত্তি তামসী বৃত্তি, আবরণরূপ-তমোমাত্র-আলম্বনা বৃত্তি। এই নিদ্রাবৃত্তি বা সুষুপ্তিবৃত্তি জাগ্রদ্দশাতে থাকে না। জাগ্রদবস্থাতে অবিদ্যার অনুভব থাকিলেও তাহা নিদ্রাবৃত্তি নহে। এজন্য জাগ্রদ্দশাতে সুষুপ্তিবৃত্তি থাকে না। এই সুষুপ্তিবত্তি বা নিদ্রাবৃত্তি অজ্ঞানেরই বৃত্তি। এই বৃত্তি জাগ্রৎকালে থাকে না বলিয়া নিদ্রাবৃত্তি বিশিষ্ট অজ্ঞান জাগ্রৎকালে সাক্ষিদ্বারা অনুভূয়মান হইতে পারে না। সাক্ষিদ্বারা সাক্ষাৎ সাক্ষিসংসৃষ্ট বিদ্যমান বস্তুরই অনুভব সম্ভব। অতীত বস্তুর অনুভব সাক্ষিদ্বারা হয় না। সুষুপ্তিবৃত্তিবিশিষ্ট অজ্ঞান, জাগ্রৎকালে নাই বলিয়া তাদৃশবৃত্তিবিশিষ্ট অজ্ঞানের অনুভবও সাক্ষিদ্বারা জাগ্রৎকালে হইতে পারে না। সুষুপ্তিকালেই নিদ্রারূপ অবিদ্যাবৃত্তিবিশিষ্ট অজ্ঞানের সাক্ষিদ্বারা অনুভব হইয়া থাকে। জাগ্রৎকালে নিদ্রারূপ অবিদ্যাবৃত্তি নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু অবিদ্যাবৃত্তি জন্য সংস্কার থাকে। এই সংস্কারজন্য নিদ্রাবৃত্তিবিশিষ্ট অনুভূত অজ্ঞানের জাগ্রৎকালে স্মরণ হইয়া থাকে। সংস্কারজন্য স্মরণরূপ অবিদ্যাবৃত্তিদ্বারা সুষুপ্তিবৃত্তি বিশিষ্ট অজ্ঞানের ভান হইয়া থাকে।[২] অদ্বৈতসিদ্ধান্তে স্মৃতিকে অবিদ্যাবৃত্তি বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। স্মৃতির অজ্ঞান-নিবর্ত্তকতা নাই। এজন্য ইহা প্রমাবৃত্তি নহে। অপ্রমা-বৃত্তিমাত্রেরই উপাদান অবিদ্যা; অন্তঃকরণ নহে। অন্তঃকরণ প্রমাবৃত্তিমাত্রের উপাদান হইয়া থাকে। এজন্য সুপ্তোত্থিত পুরুষের সুষুপ্তিবিশিষ্ট অজ্ঞানের যে স্মৃতি হয়, তাহা অবিদ্যাবৃত্তি। তাহা জ্ঞানাভাস। অন্তঃকরণবৃত্তি ও অবিদ্যাবৃত্তি, জ্ঞান ও জ্ঞানাভাস, জ্ঞানের অজ্ঞানবিরোধিত্ব ও জ্ঞানাভাসের অজ্ঞানাবিরোধিত্ব প্রভৃতি

১ নন্বজ্ঞানবৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যরূপস্যাজ্ঞানানুভবস্য জাগ্রত্যপি বিদ্যমানত্বাৎ কথমজ্ঞানস্মরণম্? নহি ধারাবাহিকেষু অনুভবেষু তুল্যসামগ্রীকেষু স্মরণব্যবহারঃ; তথাচ ধারাবাহিকোঽজ্ঞানানুভব ইতি বক্তব্যম্, নতু পরামর্শ ইতি—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫৮

২ সত্যম্, সুষুপ্ত্যাখ্যায়াস্তামস্যা অজ্ঞানবৃত্তের্নাশে জাগ্রতি তদ্বিশিষ্টাজ্ঞানস্য সাক্ষিণাঽনুভূয়মানত্বাভাবেন সংস্কারজন্যাবিদ্যাবৃত্ত্যৈব সুষুপ্তিবিশিষ্টাজ্ঞানভানাৎ পরামর্শত্বোপপত্তেঃ—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫৮

সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা না থাকায় বেদান্তপরিভাষাকার প্রমাণরূপ প্রদর্শন করিতে যাইয়া একটি তাল পাকাইয়াছেন।[১] ভট্টমত ও বেদান্ত মতের বৈলক্ষণ্য বুঝিতে পারেন নাই। আমাদের দেশে যাঁহারা এই পরিভাষা পড়ান বা পড়েন, তাঁহাদের অনেকেরই এই ধারণা স্পষ্ট না থাকার জন্য ছাত্রগণ ব্যুৎপন্ন হইতে পারে না। পরিভাষা গ্রন্থ যতদিন পাঠ্য থাকিবে, ততদিন এই দুর্দ্দশার হাত হইতে নিস্তার নাই।

যাহা হউক সুষুপ্তিবৃত্তিবিশিষ্ট অজ্ঞান সুপ্তোত্থিত পুরুষের অনুভূয়মান হইতে পারে না; যেহেতু সুপ্তোত্থিত পুরুষের সুষুপ্তিবৃত্তি বিদ্যমান থাকে না। এজন্য সুষুপ্তিবৃত্তিবিশিষ্ট অজ্ঞানের স্মরণই হইয়া থাকে। বিশিষ্টঅজ্ঞানের স্মৃতি হইলেও কেবলঅজ্ঞানবিষয়ক অজ্ঞানবৃত্তি ধারাবাহিক ভাবে জাগ্রৎকালে উৎপন্ন হইয়া থাকে। জাগরণকালে কেবল অজ্ঞানবিষয়ক অজ্ঞানবৃত্তি ধারাবাহিকভাবে বিদ্যমান থাকে বলিয়া অজ্ঞানের ধারাবাহিক প্রত্যক্ষই হইয়া থাকে।[২] অজ্ঞানবৃত্তির উপাদান অজ্ঞান; সুতরাং অজ্ঞানোপহিত সাক্ষীই অবিদ্যাবৃত্তিমাত্রের আশ্রয় হইয়া থাকে। প্রমাতা অবিদ্যা-বৃত্তির আশ্রয় নহে। এজন্য স্মৃতিরূপ অবিদ্যাবৃত্তির আশ্রয় সাক্ষীই হইয়া থাকে, কিন্তু প্রমাতা নহে। এই সাক্ষিরূপ দ্রষ্টাতে অন্তঃকরণ অভেদে অধ্যস্ত হয় বলিয়া প্রমাতা ও দ্রষ্টার ভেদ-প্রতীতি হয় না। সুপ্তোত্থিত পুরুষের সুষুপ্তিবৃত্তিবিশিষ্ট অজ্ঞানের যখন স্মরণ হয়, তখনও কেবল অজ্ঞানাংশে অনুভবই হইয়া থাকে। কেবল অজ্ঞানবিষয়ক অজ্ঞানবৃত্তি ধারাবাহিকরূপে বিদ্যমান থাকে বলিয়া বিশিষ্ট অজ্ঞানের স্মরণকালেও কেবল অজ্ঞানের অনুভবই হইয়া থাকে। সুপ্তোত্থিত পুরুষের সুষুপ্তিবৃত্তিবিশিষ্ট অজ্ঞানের স্মরণ প্রতিপাদন করিবার জন্যই সুষুপ্তিকালে অজ্ঞানবৃত্তি স্বীকার করা হইয়াছে। এই সুষুপ্তিবৃত্তি হইতে সংস্কার উৎপন্ন হয় বলিয়া সুপ্তোত্থিত পুরুষের স্মরণ সম্ভাবিত হয়। সুষুপ্তি নামক অজ্ঞান-বৃত্তি স্বীকার না করিলে সুপ্তোত্থিত পুরুষের বিশিষ্ট অজ্ঞানবিষয়ক স্মৃতি হইতে পারিত না। অজ্ঞান ও অজ্ঞানভাসক চৈতন্য উভয়ই জাগরণকালে বিদ্যমান থাকে বলিয়া অজ্ঞানের প্রকাশের জন্য সংস্কার স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। বিভিন্ন-কালীন অনুভব হইতে বিভিন্ন কালে স্মরণের জন্যই অনুভব হইতে সংস্কার স্বীকার করা হইয়া থাকে। অনুভবই কালান্তরে বিদ্যমান থাকিলে কালান্তরে বিষয় প্রকাশের জন্য সংস্কার বা স্মৃতি স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। সুপ্তোত্থিত পুরুষের সুষুপ্তিবিশিষ্ট অজ্ঞানের স্মরণের জন্যই সুষুপ্তিবৃত্তি বা নিদ্রাবৃত্তি স্বীকার করা হয়। কিন্তু প্রলয়ের পরে প্রলয়কালে অনুভূয়মান অজ্ঞানের স্মরণ

১ বেদান্তপরিভাষা, পৃঃ ২০

২ কেবলাজ্ঞানাংশে তু তুল্যসামগ্রীকত্বাদ্ধারাবাহিকত্বমেব—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৩৮

অনুভবসিদ্ধ নহে বলিয়া প্রলয়দশাতে অজ্ঞানবিষয়ক অজ্ঞানবৃত্তি স্বীকার করা হয় না। প্রলয়দশাতে অজ্ঞানবৃত্তি স্বীকার করা হয় না বলিয়াই অজ্ঞানবৃত্তিজন্য সংস্কারও উৎপন্ন হয় না। আর এজন্য প্রলয়ের পরে প্রলয়দশাতে অনুভূয়মান অজ্ঞানের স্মরণও হয় না।[১]

প্রলয় ও সুষুপ্তি উভয়ই এক জাতীয় অবস্থা। আত্মচৈতন্যদ্বারা অজ্ঞানমাত্র ভাসমান থাকে। এজন্য বৃহদারণ্যকভাষ্যের বার্ত্তিককার সুরেশ্বরাচার্য্য বৃহদারণ্যক-বার্ত্তিক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে প্রলয়দশাতে জীবের কার্য্যোপাধিমাত্রই বিলীন হইয়া থাকে। শরীর, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি যেরূপ বিলীন হইয়া যায়, এইরূপ জীবের কার্য্যরূপ উপাধি অন্তঃকরণও বিলীন হইয়া যায়। কেবল অনাদি উপাধি অবিদ্যাই অবশিষ্ট থাকে। আর সমস্ত কার্য্যোপাধি অবিদ্যাতে বিলীন হইয়া যায়। এইরূপ সুষুপ্তিদশাতেও অন্তঃকরণ পর্য্যন্ত কার্য্যোপাধি (জন্য উপাধি) অবিদ্যাতে বিলীন হইয়া যায়। অন্তঃকরণ ও অবিদ্যা উভয়ই আত্মার উপাধি। অন্তঃকরণ সাদি ও অবিদ্যা অনাদি। প্রলয়ে যেমন অনাদি অবিদ্যারূপ উপাধি অবশিষ্ট থাকে, এইরূপ সুষুপ্তিতেও কার্য্যরূপ উপাধি অন্তঃকরণের বিনাশ সংস্কৃত অবিদ্যামাত্রই অবশিষ্ট থাকে। এইরূপে সুষুপ্তি ও প্রলয়ের কোন বৈলক্ষণ্য নাই মনে করিয়া সুরেশ্বরাচার্য্য অব্যাকৃতপ্রক্রিয়াপরিচ্ছেদে (১।৪ ব্রাহ্মণ) সুষুপ্তিনামক অজ্ঞানের বৃত্তি স্বীকার করেন নাই। এই জন্যই তিনি কার্য্যোপাধি-বিনাশ-সংস্কৃত অজ্ঞানমাত্রই সুষুপ্তি বলিয়াছেন। এই "মাত্র" পদ দ্বারা অজ্ঞানবিষয়ক অজ্ঞানবৃত্তি সুষুপ্তিতে থাকে না—ইহাই বলা হইয়াছে। আর তদ্দ্বারা সুষুপ্তি ও প্রলয়ের সাম্য প্রতিপাদন করা হইয়াছে। প্রলয়েও অজ্ঞানবিষয়ক অজ্ঞানবৃত্তি থাকে না, সুষুপ্তিতেও থাকে না। এইভাবে পূজ্যপাদ সুরেশ্বরাচার্য্য, অব্যাকৃতপ্রক্রিয়াতে (১।৪ ব্রাহ্মণ) সৌষুপ্তী বৃত্তির প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। আর তাহাতে সুপ্তোত্থিত পুরুষের সুষুপ্তিকালে অনুভূত অজ্ঞানের স্মরণ হইয়া থাকে—ইহাও স্বীকার করেন নাই। প্রলয়ের পরে যেমন অজ্ঞানের স্মরণ হয় না, এইরূপ সুপ্তোত্থিত পুরুষেরও সুষুপ্তিবিশিষ্ট অজ্ঞানের স্মরণ হয় না; কেবল অজ্ঞানের অনুভবই সুপ্তোত্থিত পুরুষের হইয়া থাকে। সৌষুপ্তবৃত্তি স্বীকার করেন নাই বলিয়াই সুপ্তোত্থিত পুরুষের স্মরণও স্বীকার করেন নাই। অনিত্য অনুভব হইতেই সংস্কার দ্বারা স্মৃতি হইয়া থাকে। নিত্য অনুভব, সংস্কারের জনক নহে; সুতরাং তাহা হইতে স্মৃতিও সম্ভাবিত নহে। বার্ত্তিককার বলিয়াছেন যে—"ন সুষুপ্তগবিজ্ঞানং নাজ্ঞাসিষমিতি স্মৃতিঃ। কালান্তব্যবধানত্বাৎ ন হ্যাত্মত্ব-মতীতভাক্॥ (১।৪।৩০০ শ্লোক)॥ ন ভূতকালস্পৃক্প্রত্যক্ ন চাগামিস্পৃগীক্ষতে। স্বার্থদেশঃ পরার্থোঽর্থো বিকল্পস্তেন সঃ স্মৃতঃ॥" (১।৪।৩০১ শ্লোক)॥ সুষুপ্তিকালমাত্র-

১ অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫৮ ও লঘুচন্দ্রিকা, পৃঃ ৫৫৮

স্থায়ী অজ্ঞানবিষয়ক এক অবিদ্যাবৃত্তি স্বীকার করা হয় না বলিয়াই সুপ্তোত্থিত পুরুষের "ন অবেদিষম্" এইরূপ স্মরণও হয় না। প্রলয়কালে যেরূপ অবিদ্যাবৃত্তি স্বীকার করা হয় না, এরূপ সুষুপ্তিকালেও অবিদ্যাবৃত্তি স্বীকার করা হয় না। আর এজন্যই সুষুপ্তিকে প্রলয়োপম বলা হইয়াছে। বার্ত্তিককার যে "সুষুপ্তগবিজ্ঞানম্" বলিয়াছেন, তাহার অর্থ এই যে—সুষুপ্তিকালমাত্র স্থায়ী কোনও জন্য-জ্ঞান হয় না। "বিজ্ঞান" কথার অর্থ—জন্য-জ্ঞান। সুষুপ্তিকালে কোনও জন্য-জ্ঞান থাকে না বলিয়াই সুপ্তোত্থিত পুরুষের "ন অজ্ঞাসিষম্" এইরূপ স্মৃতিও হইতে পারে না। স্মৃতি না হইবার কারণ নির্দেশ করিয়াছেন—"কালান্তরব্যবধানত্বাৎ"। সুষুপ্তিকালের ও জাগ্রৎকালের, সংস্কার-কালদ্বারা ব্যবধান হয় নাই। যদি সুষুপ্তিকাল ও জাগ্রৎ-কালের মধ্যে, অজ্ঞানবিষয়ক সংস্কারকাল বলিয়া একটি তৃতীয় কাল থাকিত, তবে সুষুপ্তিকাল ও জাগ্রৎকাল, সংস্কার-কালদ্বারা ব্যবহিত হইয়া পড়িত। সুষুপ্তিকালে কোনও জন্যজ্ঞান থাকে না বলিয়াই সংস্কার উৎপন্ন হইতে পারে না। আর এজন্য সংস্কার-কালদ্বারা ব্যবধানও সম্ভাবিত নহে।[১]

এরূপ আশঙ্কা করা যাইতে পারে যে—সুষুপ্তিকালে কোনও জন্য-জ্ঞান থাকে না বলিয়া সৌষুপ্ত অনুভব হইতে কোনও সংস্কার উৎপন্ন হয় না। আর এজন্য সৌষুপ্ত অনুভবও সংস্কারনাশ্য হয় না। সংস্কার জ্ঞান জন্য জ্ঞানের ফল; জ্ঞান ফলনাশ্য; নাশ্য জ্ঞানই, ফল জন্মাইযা নষ্ট হইয়া থাকে। নিত্য জ্ঞান ফলও জন্মায় না, সুতরাং ফলদ্বারা নাশ্যও হয না। নিত্যজ্ঞান, সংস্কাররূপ ফল জন্মাইলে ফলনাশ্য হইয়া পড়িত। আর তাহাতে তাহার নিত্যত্বই ব্যাহত হইয়া যাইত। যাহা হউক, বার্ত্তিককার সৌষুপ্ত জন্য-জ্ঞানও স্বীকার করেন না এবং তাহার নাশও স্বীকার করেন না। (সৌষুপ্ত জন্য-জ্ঞান অবিদ্যাবৃত্তি) এজন্য সংস্কার ও স্মৃতি হইতে পারে না। তথাপি প্রকারান্তরে সংস্কার ও স্মৃতি হইতে পারিবে। যাঁহারা সাক্ষাৎ সাক্ষিভাস্য সুখ-দুঃখাদিবিষয়ক অবিদ্যাবৃত্তি স্বীকার করেন না, তাঁহারাও সুখদুঃখাদির অনুভব জন্য সংস্কার ও সংস্কার জন্য স্মৃতির উপপাদন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে সুখ উৎপন্ন হইলে সুখাবচ্ছিন্ন চৈতন্যই সুখজ্ঞান বা সুখপ্রকাশ হইয়া থাকে। কিন্তু সুখবিষয়ক কোনও অবিদ্যাবৃত্তি উৎপন্ন হয় না। চৈতন্য

১ অত এব কার্যোপাধিবিনাশসংস্কৃতমজ্ঞানমাত্রমেব প্রলয়োপমং সুষুপ্তিরিত্যভিপ্রেত্য বার্ত্তিককার-পাদৈঃ সৌষুপ্তাজ্ঞানস্মরণমপাকৃতম্। তথাচোক্তম্—ন সুষুপ্তিগবিজ্ঞানং নাজ্ঞাসিষমিতি স্মৃতিঃ।
কালান্তরব্যবধানত্বাদ্ধ্যাত্বমতীতভাক্॥ বৃহদারণ্যকভাষ্যবার্তিক, ১।৪।৩০০ শ্লোক
ন ভূতকালস্পৃক্প্রত্যক্ ন চাগামিস্পৃগীক্ষতে।
স্বার্থদেশঃ পরার্থোঽর্থো বিকল্পস্তেন স স্মৃতঃ॥ বৃহদারণ্যকভাষ্যবার্ত্তিক, ১।৪।৩০১ শ্লোক
ইত্যাদ্যব্যাকৃতপ্রক্রিয়ায়াম্ (১।৪।৭ বৃহদারণ্যকোপনিষৎ)। অদ্বৈতসিদ্ধি,—পৃঃ ৫৫৮, বৃহদারণ্যকভাষ্য-বার্ত্তিকে 'সুষুপ্তিগ' এই পাঠের স্থলে 'সুষুপ্তগ' এইরূপ পাঠ দেখা যায়।

বলিয়া অজ্ঞানের স্মরণ হইবে কিরূপে? প্রত্যুত অজ্ঞানের ধারাবাহিক অনুভবই বলা উচিত। কিন্তু অজ্ঞানের স্মরণ বলা উচিত নহে। সুতরাং স্মরণসিদ্ধ অনুভব অজ্ঞানে প্রমাণ নহে।[১]

এতদুত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলেন যে—পাতঞ্জল দর্শনে প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি এই পাঁচটি বৃত্তি স্বীকার করা হইয়াছে। ভগবান্ পতঞ্জলি নিদ্রা নামক একটি বৃত্তি স্বীকার করিয়াছেন। যদিও পাতঞ্জল মতে এই নিদ্রাবৃত্তি অন্তঃকরণেরই বৃত্তি, তথাপি অদ্বৈতবেদান্ত মতে এই নিদ্রাবৃত্তি অন্তঃকরণের বৃত্তি নহে। সুষুপ্তিতে অন্তঃকরণ বিলীন হইয়া যায়। এজন্য সুষুপ্তিদশাতে অন্তঃকরণের বৃত্তি সম্ভাবিত নহে বলিয়া নিদ্রাবৃত্তিকে অবিদ্যাবৃত্তি বলিয়া স্বীকার করা হয়। এই নিদ্রাবৃত্তির বিষয় তমোগুণরূপ আবরণ। আবরণ-মাত্রালম্বন বৃত্তিকেই নিদ্রাবৃত্তি বলা হয়। এজন্য নিদ্রাবৃত্তি তামসী বৃত্তি, আবরণরূপ-তমোমাত্র-আলম্বনা বৃত্তি। এই নিদ্রাবৃত্তি বা সুষুপ্তিবৃত্তি জাগ্রদ্দশাতে থাকে না। জাগ্রদবস্থাতে অবিদ্যার অনুভব থাকিলেও তাহা নিদ্রাবৃত্তি নহে। এজন্য জাগ্রদ্দশাতে সুষুপ্তিবৃত্তি থাকে না। এই সুষুপ্তিবত্তি বা নিদ্রাবৃত্তি অজ্ঞানেরই বৃত্তি। এই বৃত্তি জাগ্রৎকালে থাকে না বলিয়া নিদ্রাবৃত্তি বিশিষ্ট অজ্ঞান জাগ্রৎকালে সাক্ষিদ্বারা অনুভূয়মান হইতে পারে না। সাক্ষিদ্বারা সাক্ষাৎ সাক্ষিসংসৃষ্ট বিদ্যমান বস্তুরই অনুভব সম্ভব। অতীত বস্তুর অনুভব সাক্ষিদ্বারা হয় না। সুষুপ্তিবৃত্তিবিশিষ্ট অজ্ঞান, জাগ্রৎকালে নাই বলিয়া তাদৃশবৃত্তিবিশিষ্ট অজ্ঞানের অনুভবও সাক্ষিদ্বারা জাগ্রৎকালে হইতে পারে না। সুষুপ্তিকালেই নিদ্রারূপ অবিদ্যাবৃত্তিবিশিষ্ট অজ্ঞানের সাক্ষিদ্বারা অনুভব হইয়া থাকে। জাগ্রৎকালে নিদ্রারূপ অবিদ্যাবৃত্তি নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু অবিদ্যাবৃত্তি জন্য সংস্কার থাকে। এই সংস্কারজন্য নিদ্রাবৃত্তিবিশিষ্ট অনুভূত অজ্ঞানের জাগ্রৎকালে স্মরণ হইয়া থাকে। সংস্কারজন্য স্মরণরূপ অবিদ্যাবৃত্তিদ্বারা সুষুপ্তিবৃত্তি বিশিষ্ট অজ্ঞানের ভান হইয়া থাকে।[২] অদ্বৈতসিদ্ধান্তে স্মৃতিকে অবিদ্যাবৃত্তি বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। স্মৃতির অজ্ঞান-নিবর্ত্তকতা নাই। এজন্য ইহা প্রমাবৃত্তি নহে। অপ্রমা-বৃত্তিমাত্রেরই উপাদান অবিদ্যা; অন্তঃকরণ নহে। অন্তঃকরণ প্রমাবৃত্তিমাত্রের উপাদান হইয়া থাকে। এজন্য সুপ্তোত্থিত পুরুষের সুষুপ্তিবিশিষ্ট অজ্ঞানের যে স্মৃতি হয়, তাহা অবিদ্যাবৃত্তি। তাহা জ্ঞানাভাস। অন্তঃকরণবৃত্তি ও অবিদ্যাবৃত্তি, জ্ঞান ও জ্ঞানাভাস, জ্ঞানের অজ্ঞানবিরোধিত্ব ও জ্ঞানাভাসের অজ্ঞানাবিরোধিত্ব প্রভৃতি

১ নম্বজ্ঞানবৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যরূপস্যাজ্ঞানানুভবস্য জাগ্রত্যপি বিদ্যমানত্বাৎ কথমজ্ঞানস্মরণম্? নহি ধারাবাহিকেষু অনুভবেষু তুল্যসামগ্রীকেষু স্মরণব্যবহারঃ; তথাচ ধারাবাহিকোঽজ্ঞানানুভব ইতি বক্তব্যম্, নতু পরামর্শ ইতি—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫৮

২ সত্যম্; সুষুপ্ত্যাখ্যায়াস্তামস্যা অজ্ঞানবৃত্তের্নাশে জাগ্রতি তদ্বিশিষ্টাজ্ঞানস্য সাক্ষিণাঽনুভূয়মানত্বাভাবে সংস্কারজন্যাবিদ্যাবৃত্ত্যৈব সুষুপ্তিবিশিষ্টাজ্ঞানভানাৎ পরামর্শত্বোপপত্তেঃ—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫৮

সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা না থাকায় বেদান্তপরিভাষাকার প্রমালক্ষণ প্রদর্শন করিতে যাইয়া একটি তাল পাকাইয়াছেন।[১] ভট্টমত ও বেদান্ত মতের বৈলক্ষণ্য বুঝিতে পারেন নাই। আমাদের দেশে যাঁহারা এই পরিভাষা পড়ান বা পড়েন, তাঁহাদের অনেকেরই এই ধারণা স্পষ্ট না থাকার জন্য ছাত্রগণ ব্যুৎপন্ন হইতে পারে না। পরিভাষা গ্রন্থ যতদিন পাঠ্য থাকিবে, ততদিন এই দুর্দ্দশার হাত হইতে নিস্তার নাই।

যাহা হউক সুষুপ্তিবৃত্তিবিশিষ্ট অজ্ঞান সুপ্তোত্থিত পুরুষের অনুভূয়মান হইতে পারে না; যেহেতু সুপ্তোত্থিত পুরুষের সুষুপ্তিবৃত্তি বিদ্যমান থাকে না। এজন্য সুষুপ্তিবৃত্তিবিশিষ্ট অজ্ঞানের স্মরণই হইয়া থাকে। বিশিষ্টঅজ্ঞানের স্মৃতি হইলেও কেবলঅজ্ঞানবিষয়ক অজ্ঞানবৃত্তি ধারাবাহিক ভাবে জাগ্রৎকালে উৎপন্ন হইয়া থাকে। জাগরণকালে কেবল অজ্ঞানবিষয়ক অজ্ঞানবৃত্তি ধারাবাহিকভাবে বিদ্যমান থাকে বলিয়া অজ্ঞানের ধারাবাহিক প্রত্যক্ষই হইয়া থাকে।[২] অজ্ঞানবৃত্তির উপাদান অজ্ঞান; সুতরাং অজ্ঞানোপহিত সাক্ষীই অবিদ্যাবৃত্তিমাত্রের আশ্রয় হইয়া থাকে। প্রমাতা অবিদ্যা-বৃত্তির আশ্রয় নহে। এজন্য স্মৃতিরূপ অবিদ্যাবৃত্তির আশ্রয় সাক্ষীই হইয়া থাকে, কিন্তু প্রমাতা নহে। এই সাক্ষিরূপ দ্রষ্টাতে অন্তঃকরণ অভেদে অধ্যস্ত হয় বলিয়া প্রমাতা ও দ্রষ্টার ভেদ-প্রতীতি হয় না। সুপ্তোত্থিত পুরুষের সুষুপ্তিবৃত্তিবিশিষ্ট অজ্ঞানের যখন স্মরণ হয়, তখনও কেবল অজ্ঞানাংশে অনুভবই হইয়া থাকে। কেবল অজ্ঞানবিষয়ক অজ্ঞানবৃত্তি ধারাবাহিকরূপে বিদ্যমান থাকে বলিয়া বিশিষ্ট অজ্ঞানের স্মরণকালেও কেবল অজ্ঞানের অনুভবই হইয়া থাকে। সুপ্তোত্থিত পুরুষের সুষুপ্তিবৃত্তিবিশিষ্ট অজ্ঞানের স্মরণ প্রতিপাদন করিবার জন্যই সুষুপ্তিকালে অজ্ঞানবৃত্তি স্বীকার করা হইয়াছে। এই সুষুপ্তিবৃত্তি হইতে সংস্কার উৎপন্ন হয় বলিয়া সুপ্তোত্থিত পুরুষের স্মরণ সম্ভাবিত হয়। সুষুপ্তি নামক অজ্ঞান-বৃত্তি স্বীকার না করিলে সুপ্তোত্থিত পুরুষের বিশিষ্ট অজ্ঞানবিষয়ক স্মৃতি হইতে পারিত না। অজ্ঞান ও অজ্ঞানভাসক চৈতন্য উভয়ই জাগরণকালে বিদ্যমান থাকে বলিয়া অজ্ঞানের প্রকাশের জন্য সংস্কার স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। বিভিন্ন-কালীন অনুভব হইতে বিভিন্ন কালে স্মরণের জন্যই অনুভব হইতে সংস্কার স্বীকার করা হইয়া থাকে। অনুভবই কালান্তরে বিদ্যমান থাকিলে কালান্তরে বিষয় প্রকাশের জন্য সংস্কার বা স্মৃতি স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। সুপ্তোত্থিত পুরুষের সুষুপ্তিবিশিষ্ট অজ্ঞানের স্মরণের জন্যই সুষুপ্তিবৃত্তি বা নিদ্রাবৃত্তি স্বীকার করা হয়। কিন্তু প্রলয়ের পরে প্রলয়কালে অনুভূয়মান অজ্ঞানের স্মরণ

১ বেদান্তপরিভাষা, পৃঃ ২০

২ কেবলাজ্ঞানাংশে তু তুল্যসামগ্রীকত্বাদ্ধারাবাহিকত্বমেব—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫৮

অনুভবসিদ্ধ নহে বলিয়া প্রলয়দশাতে অজ্ঞানবিষয়ক অজ্ঞানবৃত্তি স্বীকার করা হয় না। প্রলয়দশাতে অজ্ঞানবৃত্তি স্বীকার করা হয় না বলিয়াই অজ্ঞানবৃত্তিজন্য সংস্কারও উৎপন্ন হয় না। আর এজন্য প্রলয়ের পরে প্রলয়দশাতে অনুভূয়মান অজ্ঞানের স্মরণও হয় না।[১]

প্রলয় ও সুষুপ্তি উভয়ই এক জাতীয় অবস্থা। আত্মচৈতন্যদ্বারা অজ্ঞানমাত্র ভাসমান থাকে। এজন্য বৃহদারণ্যকভাষ্যের বার্ত্তিককার সুরেশ্বরাচার্য্য বৃহদারণ্যক-বার্ত্তিক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে প্রলয়দশাতে জীবের কার্য্যোপাধিমাত্রই বিলীন হইয়া থাকে। শরীর, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি যেরূপ বিলীন হইয়া যায়, এইরূপ জীবের কার্য্যরূপ উপাধি অন্তঃকরণও বিলীন হইয়া যায়। কেবল অনাদি উপাধি অবিদ্যাই অবশিষ্ট থাকে। আর সমস্ত কার্য্যোপাধি অবিদ্যাতে বিলীন হইয়া যায়। এইরূপ সুষুপ্তিদশাতেও অন্তঃকরণ পর্য্যন্ত কার্য্যোপাধি (জন্য উপাধি) অবিদ্যাতে বিলীন হইয়া যায়। অন্তঃকরণ ও অবিদ্যা উভয়ই আত্মার উপাধি। অন্তঃকরণ সাদি ও অবিদ্যা অনাদি। প্রলয়ে যেমন অনাদি অবিদ্যারূপ উপাধি অবশিষ্ট থাকে, এইরূপ সুষুপ্তিতেও কার্য্যরূপ উপাধি অন্তঃকরণের বিনাশ সংস্কৃত অবিদ্যামাত্রই অবশিষ্ট থাকে। এইরূপে সুষুপ্তি ও প্রলয়ের কোন বৈলক্ষণ্য নাই মনে করিয়া সুরেশ্বরাচার্য্য অব্যাকৃতপ্রক্রিয়াপরিচ্ছেদে (১।৪ ব্রাহ্মণ) সুষুপ্তিনামক অজ্ঞানের বৃত্তি স্বীকার করেন নাই। এই জন্যই তিনি কার্য্যোপাধি-বিনাশ-সংস্কৃত অজ্ঞানমাত্রই সুষুপ্তি বলিয়াছেন। এই "মাত্র" পদ দ্বারা অজ্ঞানবিষয়ক অজ্ঞানবৃত্তি সুষুপ্তিতে থাকে না—ইহাই বলা হইয়াছে। আর তদ্দ্বারা সুষুপ্তি ও প্রলয়ের সাম্য প্রতিপাদন করা হইয়াছে। প্রলয়েও অজ্ঞানবিষয়ক অজ্ঞানবৃত্তি থাকে না, সুষুপ্তিতেও থাকে না। এইভাবে পূজ্যপাদ সুরেশ্বরাচার্য্য, অব্যাকৃতপ্রক্রিয়াতে (১।৪ ব্রাহ্মণ) সৌষুপ্তী বৃত্তির প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। আর তাহাতে সুপ্তোত্থিত পুরুষের সুষুপ্তিকালে অনুভূত অজ্ঞানের স্মরণ হইয়া থাকে—ইহাও স্বীকার করেন নাই। প্রলয়ের পরে যেমন অজ্ঞানের স্মরণ হয় না, এইরূপ সুপ্তোত্থিত পুরুষেরও সুষুপ্তিবিশিষ্ট অজ্ঞানের স্মরণ হয় না; কেবল অজ্ঞানের অনুভবই সুপ্তোত্থিত পুরুষের হইয়া থাকে। সৌষুপ্তবৃত্তি স্বীকার করেন নাই বলিয়াই সুপ্তোত্থিত পুরুষের স্মরণও স্বীকার করেন নাই। অনিত্য অনুভব হইতেই সংস্কার দ্বারা স্মৃতি হইয়া থাকে। নিত্য অনুভব, সংস্কারের জনক নহে; সুতরাং তাহা হইতে স্মৃতিও সম্ভাবিত নহে। বার্ত্তিককার বলিয়াছেন যে—"ন সুষুপ্তগবিজ্ঞানং নাজ্ঞাসিষমিতি স্মৃতিঃ। কালান্তরব্যবধানত্বাৎ ন হ্যাত্মস্বমতীতভাক্॥ (১।৪।৩০০ শ্লোক)॥ ন ভূতকালস্পৃক্প্রত্যক্ ন চাগামিস্পৃগীক্ষতে। স্বার্থদেশঃ পরার্থোঽর্থো বিকল্পস্তেন সঃ স্মৃতঃ॥" (১।৪।৩০১ শ্লোক)॥ সুষুপ্তিকালমাত্র-

১ অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫৮ ও লঘুচন্দ্রিকা, পৃঃ ৫৫৮

স্থায়ী অজ্ঞানবিষয়ক এক অবিদ্যাবৃত্তি স্বীকার করা হয় না বলিয়াই সুপ্তোত্থিত পুরুষের "ন অবেদিষম্" এইরূপ স্মরণও হয় না। প্রলয়কালে যেরূপ অবিদ্যাবৃত্তি স্বীকার করা হয় না, এরূপ সুষুপ্তিকালেও অবিদ্যাবৃত্তি স্বীকার করা হয় না। আর এজন্যই সুষুপ্তিকে প্রলয়োপম বলা হইয়াছে। বার্ত্তিককার যে "সুষুপ্তগবিজ্ঞানম্" বলিয়াছেন, তাহার অর্থ এই যে—সুষুপ্তিকালমাত্র স্থায়ী কোনও জন্য-জ্ঞান হয় না। "বিজ্ঞান" কথার অর্থ—জন্য-জ্ঞান। সুষুপ্তিকালে কোনও জন্য-জ্ঞান থাকে না বলিয়াই সুপ্তোত্থিত পুরুষের "ন অজ্ঞাসিষম্" এইরূপ স্মৃতিও হইতে পারে না। স্মৃতি না হইবার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"কালান্তরব্যবধানত্বাৎ"। সুষুপ্তিকালের ও জাগ্রৎকালের, সংস্কার-কালদ্বারা ব্যবধান হয় নাই। যদি সুষুপ্তিকাল ও জাগ্রৎ-কালের মধ্যে, অজ্ঞানবিষয়ক সংস্কারকাল বলিয়া একটি তৃতীয় কাল থাকিত, তবে সুষুপ্তিকাল ও জাগ্রৎকাল, সংস্কার-কালদ্বারা ব্যবহিত হইয়া পড়িত। সুষুপ্তিকালে কোনও জন্যজ্ঞান থাকে না বলিয়াই সংস্কার উৎপন্ন হইতে পারে না। আর এজন্য সংস্কার-কালদ্বারা ব্যবধানও সম্ভাবিত নহে।[১]

এরূপ আশঙ্কা করা যাইতে পারে যে—সুষুপ্তিকালে কোনও জন্য-জ্ঞান থাকে না বলিয়া সৌষুপ্ত অনুভব হইতে কোনও সংস্কার উৎপন্ন হয় না। আর এজন্য সৌষুপ্ত অনুভবও সংস্কারনাশ্য হয় না। সংস্কার জ্ঞান জন্য জ্ঞানের ফল; জ্ঞান ফলনাশ্য; নাশ্য জ্ঞানই, ফল জন্মাইয়া নষ্ট হইয়া থাকে। নিত্য জ্ঞান ফলও জন্মায় না, সুতরাং ফলদ্বারা নাশ্যও হয় না। নিত্যজ্ঞান, সংস্কাররূপ ফল জন্মাইলে ফলনাশ্য হইয়া পড়িত। আর তাহাতে তাহার নিত্যত্বই ব্যাহত হইয়া যাইত। যাহা হউক, বার্ত্তিককার সৌষুপ্ত জন্য-জ্ঞানও স্বীকার করেন না এবং তাহার নাশও স্বীকার করেন না। (সৌষুপ্ত জন্য-জ্ঞান অবিদ্যাবৃত্তি) এজন্য সংস্কার ও স্মৃতি হইতে পারে না। তথাপি প্রকারান্তরে সংস্কার ও স্মৃতি হইতে পারিবে। যাঁহারা সাক্ষাৎ সাক্ষিভাস্য সুখ-দুঃখাদিবিষয়ক অবিদ্যাবৃত্তি স্বীকার করেন না, তাঁহারাও সুখদুঃখাদির অনুভব জন্য সংস্কার ও সংস্কার জন্য স্মৃতির উপপাদন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে সুখ উৎপন্ন হইলে সুখাবচ্ছিন্ন চৈতন্যই সুখজ্ঞান বা সুখপ্রকাশ হইয়া থাকে। কিন্তু সুখবিষয়ক কোনও অবিদ্যাবৃত্তি উৎপন্ন হয় না। চৈতন্য

১ অত এব কার্য্যোপাধিবিনাশসংস্কৃতমজ্ঞানমাত্রমেব প্রলয়োপমং সুষুপ্তিরিত্যভিপ্রেত্য বার্ত্তিককার-পাদৈঃ সৌষুপ্তাজ্ঞানস্মরণমপাকৃতম্। তথাচোক্তম্—ন সুষুপ্তিগবিজ্ঞানং নাজ্ঞাসিষমিতি স্মৃতিঃ।

কালান্তরব্যবধানত্বান্নহ্যাত্মন্যতীতভাক্॥ বৃহদারণ্যকভাষ্যবার্তিক, ১।৪।৩০০ শ্লোক

ন ভূতকালস্পৃক্প্রত্যক্ ন চাগামিস্পৃগীক্ষতে।

স্বার্থদেশঃ পরার্থোঽর্থো বিকল্পস্তেন স স্মৃতঃ॥ বৃহদারণ্যকভাষ্যবার্ত্তিক, ১।৪।৩০১ শ্লোক

ইত্যাত্মব্যাকৃতপ্রক্রিয়ায়াম্ (১।৪।৭ বৃহদারণ্যকোপনিষৎ)। অদ্বৈতসিদ্ধি,—পৃঃ ৫৫৮; বৃহদারণ্যকভাষ্য-বার্ত্তিকে 'সুষুপ্তিগ' এই পাঠের স্থলে 'সুষুপ্তগ' এইরূপ পাঠ দেখা যায়।

অবিনাশী হইলেও সুখাবচ্ছিন্ন চৈতন্য অবিনাশী নহে। সুখের বিনাশিতা প্রযুক্তই সুখাবচ্ছিন্ন চৈতন্যও বিনাশী হইয়া থাকে। সুখাবচ্ছিন্ন চৈতন্যই সুখজ্ঞান। সুতরাং সুখজ্ঞানের নাশ হইতে পারে। সুখাকার জন্য অবিদ্যাবৃত্তি স্বীকার না করিলেও প্রদর্শিতরূপে সুখজ্ঞানের বিনাশ সম্ভাবিত হয়। সুতরাং তাদৃশ জন্য-জ্ঞান হইতে সংস্কার ও স্মৃতি উভয়ই সম্ভাবিত হইয়া থাকে। এইরূপ প্রকৃত স্থলেও অজ্ঞানবিষয়ক জন্য-অবিদ্যাবৃত্তি স্বীকার না করিলেও সুখ-জ্ঞানের মতই সংস্কারের জনক হইতে পারিবে।

এতদুত্তরে বার্ত্তিককার বলিতেছেন—"ন হ্যাত্মস্থমতীতভাক্"। সুখজ্ঞান হইতে যেমন সংস্কার উৎপন্ন হয়, এইরূপ অজ্ঞানানুভব হইতে সংস্কার উৎপন্ন হইতে পারিবে না। সুখ বিনাশী বস্তু। সুখের বিনাশে সুখাবচ্ছিন্ন চৈতন্যেরও বিনাশ বলা যায়। কিন্তু অজ্ঞান অনাদি বস্তু এবং যাবদ্-ব্রহ্মজ্ঞান-কাল স্থায়ী। এজন্য সুপ্তোত্থিত পুরুষের অজ্ঞান বিনষ্ট হয় নাই। অর্থাৎ অজ্ঞান অতীত হয় নাই। অজ্ঞান পূর্ব্ববৎ বিদ্যমানই রহিয়াছে। সুখের মত অজ্ঞান অতীতাবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই। আত্মচৈতন্যাশ্রিত অজ্ঞান বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া অজ্ঞানাবচ্ছিন্ন চৈতন্যও বিদ্যমানই রহিয়াছে। সুতরাং তাহা সংস্কারের জনক হইতে পারে না। আর এই কথাই "আত্মস্থ অজ্ঞান অতীতভাক্ হয় নাই" ইহা দ্বারা বলা হইয়াছে। অতীত "কথার অর্থ—অতীততা। "অতীত" শব্দটি এস্থলে ভাবপ্রধান অর্থাৎ অতীত্ববোধক। আত্মস্থ অজ্ঞান অতীতভাক্ হয় নাই অর্থাৎ অতীতত্বভাক্ হয় নাই; বিদ্যমানই রহিয়াছে। অজ্ঞান ও অজ্ঞানাবচ্ছিন্ন চৈতন্য উভয়ই বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া অজ্ঞানানুভব সংস্কারের জনক হইতে পারে না।[১]

প্রত্যগাত্মা অজ্ঞানোপহিত চৈতন্য। বিদ্যমান অজ্ঞানই চৈতন্যের উপাধি হইয়া থাকে। এই প্রত্যক্ চৈতন্য ভূতকাল ও ভবিষ্যৎকালকে স্পর্শ অর্থাৎ প্রকাশ করিতে পারে না। সাক্ষী সংস্পৃষ্ট বিদ্যমানমাত্রেরই প্রকাশক হইয়া থাকে। সুতরাং আত্মচৈতন্যে বিদ্যমান অজ্ঞানই প্রত্যক্‌চৈতন্যদ্বারা প্রকাশিত হয়। বিদ্যমান অজ্ঞান-দ্বারা উপহিত চৈতন্যই অজ্ঞানের প্রকাশস্বরূপ। সংসারদশাতে আত্মচৈতন্য সর্ব্বদাই বিদ্যমান অজ্ঞানদ্বারা উপহিত হইয়া আছে। এজন্য সর্ব্বদাই অজ্ঞানোপ-হিত আত্মচৈতন্য, অজ্ঞানের প্রকাশক হইয়া থাকে। এজন্য সুপ্তোত্থিত পুরুষের "নাবেদিষম্" এইরূপ প্রতীতি বিকল্পরূপ অনুভব; কিন্তু নির্ব্বিকল্পক স্মৃতি নহে। সুষুপ্তিদশাতে অন্তঃকরণ বিদ্যমান থাকে না বলিয়া অজ্ঞানের সবিকল্পক অনুভব হইতে পারে না। অজ্ঞান বিষয়ক নির্ব্বিকল্পক অনুভবই হইতে পারে। নির্ব্বি-কল্পক অনুভবজন্য সবিকল্পক স্মৃতি সম্ভাবিত নহে। "নাবেদিষম্" এইরূপ প্রতীতি

১ বৃহদারণ্যকভাষ্যবার্ত্তিক, ১।৪।৩০০ শ্লোক; অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫৮

নির্বিকল্পক স্মৃতি হইতে পারে না। "নাবেদিষম্" এইরূপ প্রতীতিতে অজ্ঞান জ্ঞানবিরোধিস্বরূপে এবং সবিষয়কত্বরূপে ভাসমান হইয়া থাকে; এজন্য ইহা সপ্রকারক অনুভব; কিন্তু নির্ব্বিকল্পক স্মৃতি নহে। "ন অবেদিষম্" এই প্রতীতি যে নির্ব্বিকল্পক হইতে পারে না, প্রত্যুত সবিকল্পক অনুভবই হয়, বার্ত্তিককার তাহার হেতু দেখাইতেছেন—"স নাবেদিষম্ ইতি প্রত্যয়ঃ"। বার্ত্তিককারিকাতে "স" শব্দটি "ন অবেদিষম্" এই প্রত্যয়ের বোধক। "নাবেদিষম্" এই প্রত্যয়ের অর্থ অর্থাৎ বিষয় অজ্ঞান; সেই অজ্ঞানদেশে অর্থাৎ অজ্ঞানরূপ অধিকরণে "পরার্থোঽর্থঃ", অজ্ঞান হইতে পর অর্থাৎ ভিন্ন জ্ঞানবিরোধিত্বাদি ধর্ম্ম "নাবেদিষম্" এই প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে। এজন্য এই প্রতীতি বিকল্পরূপ। কিন্তু নির্ব্বিকল্পক স্মৃতি নহে। সপ্রকারক জ্ঞান নির্ব্বিকল্পক হইতে পারে না।[১] "তদ্ধেদং তর্হি অব্যাকৃতমাসীৎ" এই বৃহদারণ্যকশ্রুতির (১।৪।৭) ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বার্ত্তিককার এ সকল কথা বলিয়াছেন।[২]

বিবরণাচার্য্য সুষুপ্তিকে প্রলয় স্বরূপ স্বীকার না করিয়া "অভাবপ্রত্যয়ালম্বনা-বৃত্তির্নিদ্রা" এই পাতঞ্জল যোগসূত্রানুসারে (১।১০) তমোগুণাত্মক-আবরণমাত্র বিষয়িণী সত্ত্বগুণের পরিণাম সুষুপ্তিরূপ বৃত্তিকে নিদ্রা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সুষুপ্তি-কাল-মাত্র-স্থায়ী নিদ্রাবৃত্তি, প্রদর্শিত বার্ত্তিকগ্রন্থে বার্ত্তিককার স্বীকার করেন নাই। এজন্য সুপ্তোত্থিত পুরুষের স্মৃতিও স্বীকার করেন নাই। বিবরণাচার্য্য সুষুপ্তি বৃত্তি অর্থাৎ নিদ্রাবৃত্তি পতঞ্জলির মত স্বীকার করেন। এজন্য সুপ্তোত্থিত পুরুষের স্মৃতিও স্বীকার করেন। পতঞ্জলির মতে চিত্তবৃত্তি পাঁচ প্রকার; প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি। পতঞ্জলি এই পাঁচটি জ্ঞানাখ্য চিত্তপরিণামকেই বৃত্তি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। জ্ঞানভিন্ন ইচ্ছা, দ্বেষ প্রভৃতি চিত্তপরিণামকে বৃত্তি বলেন নাই। বিষয়প্রকাশরূপ চিত্তপরিণামকেই পতঞ্জলি বৃত্তি বলিয়াছেন। ইচ্ছা, দ্বেষাদি বৃত্তি, বিষয়ের প্রকাশরূপ নহে; কিন্তু প্রকাশিত বিষয়ে ইচ্ছাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এজন্য বিষয়প্রকাশরূপ পাঁচটি বৃত্তির নিরোধে অপ্রকাশিত বিষয়ে ইচ্ছা, দ্বেষাদির নিবৃত্তিও সুতরাং সিদ্ধ হইয়া থাকে। এজন্য ইচ্ছাদিবৃত্তি নিরোধ করিতে যোগীর অন্য প্রয়াস অনাবশ্যক। এজন্য ইচ্ছাদিবৃত্তিকে বৃত্তিমধ্যে পৃথক্ গণনা করেন নাই; কিন্তু রাগ-দ্বেষাদি ক্লেশের মধ্যে ইহাদের গণনা করিয়াছেন। সুষুপ্তিদশাতে নিদ্রাবৃত্তি ব্যতিরিক্ত অপর চারিটি বৃত্তিরই অভাব হইয়া থাকে। এই বৃত্তির অভাবের কারণ, উদ্রিক্ত তমোগুণ। যোগসূত্রে "অভাবপ্রত্যয়" শব্দদ্বারা এই

১...প্রত্যক্ অজ্ঞানোপহিচ্চিৎ।...বিকল্পঃ নতু স্মৃতিরূপনির্বিকল্পঃ। সঃ নাবেদিষমিতি প্রত্যয়ঃ বিকল্পতাং ঘটয়তি। যত তুস্য প্রত্যয়স্য স্বার্থদেশঃ স্বার্থাধিকরণকঃ। পরার্থোঽর্থঃ বিষয়ঃ অজ্ঞানে অজ্ঞানভিন্নো জ্ঞানবিরোধিত্বাদিরূপো বিষয় ইতি যাবৎ—লঘুচন্দ্রিকা, পৃঃ ৫৫৮

২ ইত্যাদ্যব্যাকৃতপ্রক্রিয়ায়াম্—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫৮

কথাই বলা হইয়াছে। নিদ্রাবৃত্তিভিন্ন বৃত্তিসমূহের অভাবের প্রত্যয় অর্থাৎ কারণ উদ্রিক্ত তমোগুণ। তমোগুণের উদ্রেকে, ইতর চারিটি বৃত্তির অভাব হইয়া থাকে। এই উদ্রিক্ত তমোগুণই নিদ্রাবৃত্তির অবলম্বন অর্থাৎ বিষয় হইয়া থাকে। তমোগুণা-লম্বনাবৃত্তিকে নিদ্রা বলে। যোগসূত্রে "প্রত্যয়" পদদ্বারা কারণকে বলা হইয়াছে। "প্রত্যয়" পদের অর্থ—কারণ। "প্রতীয়তে প্রাপ্যতে কার্য্যম্ অনেন" এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে এই অর্থ লব্ধ হইয়াছে। তমোগুণের উদ্রেক হইলে, সত্ত্বগুণের পরিণামরূপ সুষুপ্তিবৃত্তি হইয়া থাকে। এই সুষুপ্তিবৃত্তি বা নিদ্রাবৃত্তি তমোগুণের পরিণাম নহে; কিন্তু সত্ত্বগুণেরই পরিণাম বুঝিতে হইবে। "সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানম্" ইহাই গীতাস্মৃতিতে (১৪।১৭) বলা হইয়াছে। সুষুপ্তি তামসীবৃত্তি বলিয়াই সুষুপ্তি তমোগুণের পরিণামরূপ নহে। কিন্তু উদ্রিক্ত তমোগুণ এই নিদ্রাবৃত্তির বিষয় হয় বলিয়া, নিদ্রাবৃত্তি তমোগুণকে আলম্বন করে বলিয়া এই বৃত্তিকে তামসী বৃত্তি বলা হইয়াছে। কিন্তু তমোগুণের পরিণাম নহে। নিদ্রাবৃত্তিও জ্ঞানবস্তু; জ্ঞান তমোগুণের পরিণাম হইতে পারে না। জ্ঞানমাত্রই সত্ত্বগুণের পরিণাম। ব্রহ্মসূত্রের ঈক্ষত্যধিকরণে (১।১।৫) ভামতীগ্রন্থে সুষুপ্তির এরূপ অর্থই প্রদর্শিত হইয়াছে। মনে রাখিতে হইবে যে—স্মৃতি, সংশয়, বিপর্য্যয় প্রভৃতি অপ্রমা জ্ঞান-মাত্রই অবিদ্যার পরিণাম বলিয়া অদ্বৈতবেদান্তিগণ স্বীকার করিয়া থাকেন। প্রমা-বৃত্তিমাত্রেরই উপাদান অন্তঃকরণ বা চিত্ত। কিন্তু অপ্রমা বৃত্তিমাত্রেরই উপাদান অবিদ্যা। এজন্য বিপর্য্যয়, নিদ্রা ও স্মৃতি অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে অবিদ্যাবৃত্তি। অন্তঃকরণের বৃত্তি নহে। যোগশাস্ত্রে অবিদ্যাবৃত্তি স্বীকার করা হয় নাই। অপ্রমারূপ বৃত্তি বা জ্ঞানাভাসও চিত্তের বৃত্তি বলিয়াই স্বীকৃত হইয়াছে।[১] এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা অদ্বৈতসিদ্ধির দৃশ্যত্ব হেতু নির্ব্বচনে লঘুচন্দ্রিকা প্রভৃতি গ্রন্থে করা হইয়াছে।[২]

যাহা হউক, পাতঞ্জল মতানুসারে বিবরণাচার্য্য নিদ্রাবৃত্তি স্বীকার করিয়াছেন। এই বৃত্তি সুষুপ্তিকাল মাত্র স্থায়ী এবং অবিদ্যাই তাহার উপাদান। অজ্ঞানবিষয়ক এই সুষুপ্তিবৃত্তির উৎপত্তিতে অজ্ঞানোপহিত সাক্ষিচৈতন্যও এই বৃত্তি দ্বারা উপরক্ত হইয়া থাকে। এই বৃত্তিদ্বারা উপরক্ত চৈতন্যই সুষুপ্তিজ্ঞান। অদ্বৈতমতে প্রমাণজন্য ঘটাকারবৃত্ত্যুপরক্ত চৈতন্যকেই ঘটজ্ঞান বলা হইয়া থাকে। এজন্য নিদ্রারূপ

১ বিবরণকারৈস্তু—অভাবপ্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তির্নিদ্রেতি যোগসূত্রানুসারেণ তমোগুণাত্মকাবরণমাত্রা-লম্বনা কাচিদ্বৃত্তিঃ সুষুপ্তিরিত্যভিপ্রেত্য...অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫৮-৫৯

......উদ্রিক্ততমোগুণঃ আলম্বনং বিষয়ো যস্যাঃ সা তথা প্রতীয়তে প্রাপ্যতে কার্যমনেনেতি ব্যুৎপত্তেঃ প্রত্যয়পদস্য কারণার্থকত্বাৎ। তমোগুণস্যোদ্রেকে সতি সত্ত্বগুণপরিণামরূপা সুষুপ্তিরূপা বৃত্তিঃ, নতু তমোগুণস্যৈব পরিণামঃ, 'সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানমিতিস্মৃতেঃ। অতএব সুষুপ্তিনিরুক্ত্যোপপাদনে ভামত্যা-মীক্ষত্যধিকরণে বৃত্ত্যন্তরাভাবকারণতমোগুণাবলম্বনা বৃত্তিরিত্যুক্তম্—লঘুচন্দ্রিকা, পৃঃ ৫৫৮

২ লঘুচন্দ্রিকা, পৃঃ ২৩৩-৩৪

বৃত্তিদ্বারা উপরক্ত চৈতন্যকেই নিদ্রাজ্ঞান বলা হয়। এই বৃত্তির নাশে বৃত্ত্যুপরক্ত চৈতন্যেরও নাশ হয়। চৈতন্যের স্বরূপতঃ নাশ না হইলেও বৃত্তির নাশে বৃত্ত্যুপরক্ত চৈতন্যের নাশ হইয়া থাকে। সুতরাং নিদ্রাবৃত্তিজন্য সংস্কার সম্ভাবিত হয় বলিয়া নিদ্রারূপ অনুভবজনিত সংস্কারজন্য সুপ্তোত্থিত পুরুষের "ন কিঞ্চিদবেদিষম্" এইরূপ স্মরণ হইয়া থাকে। ইহাই বিবরণের অভিপ্রায়।[১]

নৈয়ায়িকগণ অনুভবজন্য সংস্কার উৎপন্ন হইয়া থাকে বলিয়া স্বীকার করেন। অনুভবজন্য সংস্কারই অনুভাবের নাশক হইয়া থাকে। জ্ঞান ফলনাশ্য, সংস্কার জ্ঞানের ফল। সংস্কার উৎপন্ন হইলে সংস্কারের জনক অনুভাবেরও নাশ হইয়া থাকে। সংস্কার হইতে স্মৃতি উৎপন্ন হয়। অদ্বৈতবেদান্তিগণ এরূপ বলেন না; তাঁহাদের মতে জন্য-জ্ঞান মাত্রেরই, জ্ঞানের উপাদান কারণে লয় হইয়া থাকে। কার্য্য, কারণের অভিব্যক্ত অবস্থা। কার্য্যের অনভিব্যক্ত অবস্থাই কারণাবস্থা। কারণে কার্য্যের লয়ই কার্য্যের নাশ। ইহাকে কার্য্যের সূক্ষ্মাবস্থা বা সংস্কারাবস্থা বলা হইয়া থাকে। বৃত্তিরূপ জ্ঞান স্বীয় উপাদানে সূক্ষ্মাবস্থায় যে অবস্থান করে, তাহাকেই বৃত্তির নাশ বলা হয়। প্রমারূপ বৃত্তিকে অন্তঃকরণের বৃত্তি বলা হইয়াছে। অদ্বৈতবাদিগণের মতে কার্য্যমাত্রই অবিদ্যোপাদানক। এজন্য প্রমাবৃত্তির উপাদান অন্তঃকরণ ও অবিদ্যা এই উভয়ই বটে। প্রমাবৃত্তির সূক্ষ্মাবস্থা স্বীয় উপাদানে বিদ্যমান থাকে। এজন্য প্রমাবৃত্তির সূক্ষ্মাবস্থা অবিদ্যাতে থাকে। অবিদ্যোপহিত চৈতন্যই সাক্ষী; এই সাক্ষিচৈতন্যই প্রমাবৃত্তির সূক্ষ্মাবস্থারূপ সংস্কারের আধার এবং স্মৃতিরও আধার। সংস্কার উৎপন্ন হইয়া প্রমাবৃত্তির নাশক হয় না; সংস্কার প্রমার নাশক নহে। প্রমাবৃত্তির সূক্ষ্মাবস্থাই সংস্কার। কার্য্য সূক্ষ্মরূপে যখন স্বীয় উপাদানে বিদ্যমান থাকে, তখন কার্য্যের নাশ বলা হয়। কার্য্যের অব্যক্তাবস্থাই কার্য্যের নাশ। অব্যক্তাবস্থ কার্য্য স্বীয় উপাদানে বিদ্যমান থাকে। অব্যক্তাবস্থ কার্য্যই কার্য্যের সংস্কার। প্রমাবৃত্তি সূক্ষ্মরূপে স্বীয় উপাদানে বিদ্যমান থাকে ও উদ্বোধক সমবধান হইলে স্মৃতি জন্মাইয়া থাকে। স্মৃতি ও সংস্কারের আশ্রয় সাক্ষিচৈতন্য। সাক্ষিচৈতন্যে অন্তঃকরণ অভেদে অধ্যস্ত হইলে সেই অন্তঃকরণের সহিত সাক্ষিচৈতন্যই প্রমাতা। প্রমাতাতে প্রমাবৃত্তি আশ্রিত হয়। সংস্কার ও স্মৃতি সাক্ষিচৈতন্যে আশ্রিত হয়। সাক্ষিচৈতন্যের সহিত অন্তঃকরণের আধ্যাসিক অভেদ সম্বন্ধ আছে বলিয়া প্রমাবৃত্তি, সংস্কার ও স্মৃতির বৈয়ধিকরণ্যদোষ হয় না। প্রমারূপ বৃত্তির উপাদান অন্তঃকরণ ও অবিদ্যা এই উভয় হইলেও অপ্রমাবৃত্তির উপাদান কেবলমাত্র অবিদ্যা। প্রমাবৃত্তির সহিত অপ্রমাবৃত্তির ইহাই বিশেষ বৈলক্ষণ্য। যাহা হউক, অনুভব সংস্কারনাশ্য

১ ...কাচিদ্বৃত্তিঃ সুষুপ্তিরিত্যভিপ্রেত্য তদুপরক্তচৈতন্যস্য তন্নাশেনৈব নাশাত্তৎকালীনাজ্ঞানানুভব-জনিতসংস্কারবশেন 'ন কিংচিদবেদিষ'মিতি 'স্মরণমভ্যুপেতমিতি—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫৯

নহে; কিন্তু অনুভবের বিনাশই সংস্কারস্বরূপ। আর এজন্যই অদ্বৈতসিদ্ধিকার বিনশ্যৎ জ্ঞানকেই সংস্কারের জনক বলিয়াছেন। জ্ঞানের বিনাশাবস্থাই সংস্কারাবস্থা ; জ্ঞানের সূক্ষ্মরূপই সংস্কার।[১]

অদ্বৈতসিদ্ধিকার যোগসূত্রানুসারে বিবরণাচার্য্যের অভিপ্রায় দেখাইতে যাইয়া বলিয়াছেন—তমোগুণাত্মক আবরণ-মাত্রালম্বন-বৃত্তিই নিদ্রাবৃত্তি। ইতঃপূর্ব্বে অদ্বৈত-সিদ্ধিকার নিদ্রাবৃত্তিকে ত্রিগুণাত্মক-অজ্ঞানবিষয়ক বলিয়াছেন। অজ্ঞানবিষয়ক সুষুপ্তিবৃত্তি স্বীকার করিয়া আবার তমোগুণ-মাত্র-বিষয়ক সুষুপ্তিবৃত্তি বলাতে পূর্ব্বাপর বাক্যের বিরোধই হইয়া পড়িতেছে, এইরূপ মনে হইতে পারে; কিন্তু এস্থলে কোনও বিরোধ নাই। অদ্বৈতসিদ্ধিকার পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে সুষুপ্তিকালে অজ্ঞান নির্ব্বিকল্পক বুদ্ধিবেদ্য হইয়া থাকে। সুষুপ্তিকালে অন্তঃকরণের উপরাগ থাকে না বলিয়া সুষুপ্তিদশাতে সবিকল্পকবৃত্তি হইতে পারে না। এজন্য সুষুপ্তিদশাতে অজ্ঞান স্বরূপতঃ ভাসমান হইলেও জ্ঞানবিরোধিত্ব ও সবিষয়কত্ব ধর্ম্মবিশিষ্টরূপে অজ্ঞান ভাসমান হয় না। ধর্ম্মবিশিষ্টরূপে প্রতীতিই সবিকল্পক প্রতীতি। সুষুপ্তি-দশাতে সবিকল্পক প্রতীতি হইতে পারে না বলিয়াই অজ্ঞান স্বরূপতঃ সুষুপ্তিদশাতে ভাসমান হইয়া থাকে, এরূপ বলিয়াছেন। এস্থলেও আবরণমাত্রালম্বন বলাতেও সেই কথাই বলিয়াছেন। অর্থাৎ জ্ঞানবিরোধিত্বাদি ধর্ম্মান্তর অজ্ঞানে বিশেষণরূপে ভাসমান হয় না, ইহাই প্রদর্শন করিবার জন্য "মাত্র" পদ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু গুণত্রয়াত্মক অজ্ঞানের সত্ত্ব ও রজঃ গুণদ্বয় পরিত্যাগ করিয়া কেবল তমোগুণ-মাত্রবিষয়ক সুষুপ্তিবৃত্তি হইয়া থাকে,—এরূপ প্রদর্শন করিবার জন্য "মাত্র" পদ দেওয়া হয় নাই। অজ্ঞান গুণত্রয়াত্মক ; এই গুণত্রয়াত্মক অজ্ঞানই স্বরূপতঃ নিদ্রাবৃত্তির বিষয় হইয়া থাকে, ইহাই অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্ত। কিন্তু তমোগুণমাত্রবিষয়ক নিদ্রাবৃত্তি হইয়া থাকে, ইহা অভিপ্রায় নহে।[২]

সুষুপ্তি সম্বন্ধে বার্ত্তিক ও বিবরণে যে মতভেদ দেখান হইয়াছে, তাহাতে বস্তুতঃ কোনও বিরোধ হয় নাই। সুষুপ্তির প্রলয় সাম্য রক্ষা করিবার জন্য বার্ত্তিককার নিদ্রাবৃত্তি স্বীকার করেন নাই। বিবরণকার পাতঞ্জল মতের অনুবর্ত্তন করিয়া নিদ্রা-বৃত্তি স্বীকার করিয়াছেন। প্রলয়দশাতে অজ্ঞান বিষয়ক বৃত্তি কেহই স্বীকার করেন না। প্রলয়ের পরে প্রলয়ে অনুভূত অজ্ঞানের স্মরণ কাহারও অনুভবসিদ্ধ নহে। এজন্য প্রলয়ে অজ্ঞানবিষয়ক বৃত্তি কেহই স্বীকার করেন না। বার্ত্তিককার যে নিদ্রা-বৃত্তি স্বীকার করেন নাই, তাহাও সুষুপ্তির প্রলয়সাম্য রক্ষা করিবার জন্যই করেন

১ ......বিনশ্যদেব হি জ্ঞানং সংস্কারং জনয়তি—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫৭

২ ......মাত্রপদং জ্ঞানবিরোধাদিধর্ম্মান্তরস্যাজ্ঞানে বিশেষণত্বনিরাসায়। এতেন গুণত্রয়াজ্ঞান-বিষয়কত্বস্য পূর্ব্বমুক্তত্বাদ্বিরুদ্ধমিদং তমোগুণমাত্রবিষয়কত্ববচনমিতি পরাস্তম্। "মাত্রপদস্য গুণান্তরাব্যবচ্ছেদ-কত্বাৎ—লঘুচন্দ্রিকা, পৃঃ ৫৫৮

নাই। সুপ্তোত্থিত পুরুষের অজ্ঞানের স্মরণ অনুভবসিদ্ধ বলিয়া বৃহদারণ্যকের উষস্তি ব্রাহ্মণের (৩।৪ ব্রাহ্মণ) ব্যাখ্যাতে বার্ত্তিককার নিজেই সুষুপ্তিকালে নিদ্রাবৃত্তি স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—সুষুপ্ত পুরুষের যদি অজ্ঞান অনুভূয়মান না হইত, অজ্ঞান বিষয়ক নিদ্রাবৃত্তি যদি সুষুপ্ত পুরুষের না হইত, তবে সুপ্তোত্থিত পুরুষের "সুপ্তোঽহং নাবেদিষম্" এইরূপ স্মরণ কখনই হইতে পারিত না। সুতরাং সুপ্তোত্থিত পুরুষের স্মরণের উপপত্তির জন্য, সুষুপ্তিকালে নিদ্রাবৃত্তি অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বার্ত্তিককার কোনও স্থলে নিদ্রাবৃত্তি স্বীকার করেন নাই। আবার কোনও স্থলে নিদ্রাবৃত্তি স্বীকার করিয়াছেন। তাহার অভিপ্রায় এই যে উপনিষদে ও পুরাণাদিতে সুষুপ্তিকে দৈনন্দিন প্রলয়রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। এজন্যই বার্ত্তিককার সুষুপ্তির প্রলয়সাম্য রক্ষা করিবার জন্য কোন স্থলে নিদ্রাবৃত্তি স্বীকার করেন নাই। আবার লৌকিক অনুভবের স্বারস্য রক্ষা করিবার জন্য, নিদ্রাবৃত্তি স্বীকারও করিয়াছেন। ইহাতে পাতঞ্জল ও বিবরণের সহিত অবিরোধই হইয়াছে।[১]

সুষুপ্তিকালে সাক্ষী, অজ্ঞান ও সুখ এই তিনটি ভাসমান হইয়া থাকে। এজন্য সাক্ষ্যাকার, অজ্ঞানাকার ও সুখাকার তিনটি অবিদ্যাবৃত্তি স্বীকার করা হইয়া থাকে। অথবা প্রদর্শিত ত্রিতয়বিষয়কসমূহালম্বন একটি অবিদ্যাবৃত্তি সুষুপ্তিতে স্বীকার করা হয়। সুষুপ্তিদশাতে অজ্ঞান স্বরূপতঃ ভাসমান হইয়া থাকে। সুষুপ্তিতে ভাসমান অজ্ঞানে, জ্ঞানবিরোধিত্ব ও সবিষয়কত্বাদি ধর্ম্ম বিশেষণরূপে ভাসমান হইতে পারে না। এইরূপ অজ্ঞানে দেশ-কাল সম্বন্ধও সুষুপ্তিতে ভাসমান হইতে পারে না। অজ্ঞানের সহিত সাক্ষীর সম্বন্ধও সুষুপ্তিতে ভাসমান হয় না। স্বরূপতঃ অজ্ঞানই সুষুপ্তিতে ভাসমান হইয়া থাকে। সুষুপ্তিদশাতে অন্তঃকরণের উপরাগ নাই বলিয়া সবিকল্পক প্রতীতিও হইতে পারে না। এজন্যই প্রদর্শিত সবিকল্পক প্রতীতিও হইতে পারে না। অজ্ঞান স্বরূপতঃ নির্ব্বিকল্পক প্রতীতিরই বিষয় হইয়া থাকে। ইহাতে আপত্তি এই যে নির্বিকল্পক প্রতীতি স্মরণের জনক হয় না। সুষুপ্তিদশাতে স্বরূপতঃ অজ্ঞানের নির্বিকল্পক প্রতীতিই হইয়াছিল; এই নির্বিকল্পক প্রতীতি হইতে সুপ্তোত্থিত পুরুষের অজ্ঞানস্মৃতি হইবে কিরূপে? এতদুত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলেন যে নির্ব্বিকল্পক অনুভবও স্মরণের জনক হইতে পারে।[২]

এস্থলে লঘুচন্দ্রিকাকার বলিয়াছেন যে—সবিকল্পক অনুভবের মত নির্ব্বিকল্পক অনুভবও স্মৃতির জনক হইতে বাধা নাই। চিন্তামণিকারও নির্ব্বিকল্পক স্মরণ স্বীকার

১ ...... বার্তিকবিবরণয়োরপ্যবিরোধঃ। অত এবোক্তং বার্তিককারৈরুষস্তিব্রাহ্মণে—'ন চেদনুভবব্যাপ্তিঃ সুষুপ্তস্যাভ্যুপেয়তে। নাবেদিষং সুষুপ্তোঽহমিতি ধীঃ কিংবলাদ্ভবেৎ ॥ ইত্যাদি। (বৃহদারণ্যকভাষ্যবার্ত্তিক, ৩।৪।১০৩ শ্লো)—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫৯

২ এবং চ সাক্ষ্যজ্ঞানসুখাকারাস্তিস্রোঽবিদ্যাবৃত্তয়ঃ, সুষুপ্ত্যাখ্যৈকৈব বা বৃত্তিরিত্যন্যদেতৎ। নির্বিকল্পকস্যাপি স্মরণজনকত্বম্—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫৯

করিয়াছেন। শুদ্ধ আকাশ-শক্তস্বরূপে জ্ঞাত আকাশাদি পদ হইতে শুদ্ধ আকাশের স্মৃতি অর্থাৎ নির্বিকল্পক স্মৃতি হইয়া থাকে।[১] সুষুপ্তিদশাতে সাক্ষিচৈতন্য অহঙ্কারোপরক্ত নহে বলিয়া দেশ-কাল সম্বন্ধযুক্ত অজ্ঞানের অনুভব হইতে পারে না। দেশ-কাল সম্বন্ধ বিষয়ক সবিকল্পক অনুভব হইতে যে স্মৃতি উৎপন্ন হয় সেই স্মৃতিই তত্তোল্লেখিনী হইয়া থাকে। স্মৃতির বিষয়, তত্তাবিশিষ্টরূপেই স্মর্য্যমাণ হইয়া থাকে। যেমন দেশকালবিশিষ্ট ঘটের অনুভব জন্য সংস্কার হইতে যে স্মৃতি উৎপন্ন হয়, তাহা "স ঘটঃ" এইরূপে তত্তাবিশিষ্ট ঘটকে বিষয় করিয়া থাকে। কিন্তু সুপ্তোত্থিত পুরুষের যে স্মরণ হয়, তাহাতে তত্তার উল্লেখ থাকে না। তাহার কারণ—সুষুপ্তিকালে সাক্ষি-চৈতন্যে অন্তঃকরণের উপরাগ থাকে না বলিয়া সুষুপ্তিদশাতে সবিকল্পক অনুভব হইতে পারে না। এজন্য সুষুপ্তিদশাতে অজ্ঞান স্বরূপতঃই ভাসমান হইয়া থাকে। কিন্তু দেশ-কাল-বিশিষ্টরূপে অনুভূত হয় না। দেশ-কাল-বিশিষ্টরূপে অনুভব সবিকল্পক অনুভব। সুষুপ্তিতে সবিকল্পক অনুভব হয় না। দেশ-কাল-বিশিষ্টরূপে অনুভূত বস্তুর স্মরণেই তত্তার উল্লেখ হইয়া থাকে। এজন্য সুপ্তোত্থিত পুরুষের স্মরণ তত্তোল্লেখী হয় না। এ সমস্ত কথা সিদ্ধান্তবিন্দুতে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য প্রণীত দশশ্লোকীর ব্যাখ্যা সিদ্ধান্তবিন্দু। অষ্টম শ্লোকের ব্যাখ্যা সিদ্ধান্তবিন্দুতে সুষুপ্তি-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।[২] যাহা হউক, সুষুপ্ত পুরুষের অনুভবও ভাবরূপ অজ্ঞানবিষয়ক, ইহাই সিদ্ধ হইল।[৩]

ভাবরূপ অজ্ঞানের সাধক তৃতীয় প্রকার সাক্ষি প্রত্যক্ষ নিরূপণ সমাপ্ত

ভাবরূপ অজ্ঞান সাক্ষিসিদ্ধ ইহা এই গ্রন্থে বিশদভাবে বলা হইয়াছে। যে সাক্ষি দ্বারা অজ্ঞানের সিদ্ধি হয়, সেই সাক্ষি সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা এই গ্রন্থে নাই। সামান্যভাবে অদ্বৈতসিদ্ধিকার অবিদ্যাবৃত্তি-প্রাতিবিম্বিত চৈতন্যকে সাক্ষী বলিয়াছেন। এই মতটি অদ্বৈতসিদ্ধিকারের নিজের। ন্যায়ামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে উদ্ভাবিত দোষের সহজে পরিহার করিবার জন্য অদ্বৈতসিদ্ধিকার এরূপ সাক্ষী নিরূপণ করিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থে এরূপ দেখা যায় না। প্রাচীন আচার্য্যগণের মধ্যে যাঁহারা মনঃপ্রতিবিম্বিত চৈতন্যকেই জীব ও অবিদ্যাতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যকে ঈশ্বর বলেন, তাঁহারা বিম্ব চৈতন্যকে সাক্ষী বলেন। এই মতটি সংক্ষেপশারীরককারের সম্মত। এইরূপ বিবরণাচার্য্যের মতে অবিদ্যা-প্রতিবিম্ব জীব ও

১ আকাশাদিপদাৎ শুদ্ধাকাশশক্তত্বেন জ্ঞানাং শুদ্ধাকাশস্মৃতির্নিকারাদিভিরুক্তেতি নির্বিকল্পকানুভবস্য সবিকল্পকানুভবস্যেব স্মৃতিজনকত্বে বাধকাভাব ইতি ভাবঃ—লঘুচন্দ্রিকা ১ পৃঃ ৫৫৯

২ সিদ্ধান্তবিন্দু, পৃঃ ৪১৬—৪২

৩ অহংকারোপরাগকালীনত্বাভাবেন তত্তানুল্লেখ ইত্যাদি সর্বমপপাদিতমস্মাভিঃ সিদ্ধান্তবিন্দৌ তস্মাৎ সৌষুপ্তানুভবোঽপি ভাবরূপাজ্ঞানবিষয় ইতি সিদ্ধম্—অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫৯

......সপ্রকারকজ্ঞানং প্রত্যহংকারস্য হেতুত্বাত্তদভাবেন সৌষুপ্তজ্ঞানে তদ্দেশকালাসংবদ্ধরূপতত্তাপ্রকারকত্বাভাবাৎ তজ্জন্যস্মৃতেরপি স ইতি ভাবঃ—লঘুচন্দ্রিকা, পৃঃ ৫৫৯

বিম্ব ঈশ্বর—এই উভয়ানুস্যূত (বিম্ব-প্রতিবিম্বানুস্যূত) শুদ্ধ চৈতন্য সাক্ষী এবং বার্ত্তিককারের মতে অবিদ্যাতে চিদাভাসরূপ ঈশ্বরই সাক্ষী। এই কথা দশশ্লোকীর প্রথম শ্লোকের টীকাতে মধুসূদন সরস্বতী বিস্তৃতভাবে বলিয়াছেন।[১] অদ্বৈতসিদ্ধিকার যে সাক্ষিপদার্থ নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপশারীরককার, বিবরণকার ও বার্ত্তিককারের মত হইতে বিলক্ষণ। আর এই কথা ন্যায়রত্নাবলীতে ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী বলিয়াছেন। (ন্যায়রত্নাবলী ৩৮৭ পৃ ৺রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ সংপাদিত সং)। মধুসূদন সরস্বতীর পূর্ব্ববর্ত্তী নৃসিংহাশ্রম প্রভৃতি আচার্য্যগণের গ্রন্থে যে সাক্ষিস্বরূপ বলা হইয়াছে, তাহাতে মধুসূদন সরস্বতীর মত গৃহীত হয় নাই। নৃসিংহাশ্রম প্রভৃতি, প্রাচীন আচার্য্যগণের মত অবলম্বন করিয়াই পূর্ব্বপক্ষিগণের আপত্তির সমাধান করিয়াছেন। অদ্বৈতদীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থে অবলম্বিত প্রক্রিয়া অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থে অবলম্বিত প্রক্রিয়া হইতে বিলক্ষণরূপ। যাহা হউক, সাক্ষীর স্বরূপ সম্বন্ধে অদ্বৈতসিদ্ধিকারের মত প্রাচীন আচার্য্যগণের মত হইতে বিলক্ষণ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সিদ্ধান্তবিন্দু প্রদর্শিত সুষুপ্তিবিচার

সিদ্ধান্তবিন্দু গ্রন্থে মধুসূদন সরস্বতী সুষুপ্তি-সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিদাভাস আমরা এই গ্রন্থে প্রকাশ করিব। এই সিদ্ধান্তবিন্দু গ্রন্থের টীকাকার ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী ন্যায়রত্নাবলী টীকাতে যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন, তাহাও আমরা এই গ্রন্থে আলোচনা করিব।

বদ্ধ জীব জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটি অবস্থার যে কোনও একটি অবস্থাতে বিদ্যমান থাকে। জাগ্রৎকালে ও স্বপ্নকালে ভোগ্যবস্তুর ভোগে বদ্ধ জীব শ্রান্ত হইয়া থাকে। এই দ্বিবিধ অবস্থায় জীবের ভোগ সম্পাদক কর্ম্মের ক্ষয় হইলে জীবের অন্তঃকরণ স্বীয় কারণ অবিদ্যাতে সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করে। জ্ঞানাখ্য বৃত্তির আধার অন্তঃকরণ স্বীয় কারণ অবিদ্যাতে বিলীন হইলে বদ্ধ জীব বিশ্রামস্থান সুষুপ্তি-অবস্থাতে উপনীত হইয়া থাকে। শ্রান্ত জীবের সুষুপ্তি অবস্থাই বিশ্রাম স্থান।[২] জ্ঞানশক্তির আধার অন্তঃকরণ ও ক্রিয়াশক্তির আধার প্রাণ;[৩] এই দুইটি বদ্ধ জীবের আন্তর উপাধি। সুষুপ্তি অবস্থাতে ক্রিয়াশক্তির আধার প্রাণরূপ উপাধির লয় না

১ সিদ্ধান্তবিন্দু, পৃঃ ২২৫-২৬; পৃঃ ২৩৩-৩৪

২ ......জাগ্রৎস্বপ্নভোগদ্বয়েন শ্রান্তস্য জীবস্য তদুভয়কারণকর্মক্ষয়ে জ্ঞানশক্ত্যবচ্ছিন্নস্য সবাসনস্যান্তঃকরণস্য কারণাত্মনাবস্থানে সতি বিশ্রামস্থানং সুষুপ্ত্যবস্থা—সিদ্ধান্তবিন্দু, পৃঃ ৪১৬-১৭

৩ তস্য চ জ্ঞানশক্তিপ্রধানাংশোঽন্তঃকরণম্ ।......ক্রিয়াশক্তিপ্রধানাংশঃ প্রাণঃ—সিদ্ধান্তবিন্দু, পৃঃ ৩৭৯

হইলেও জ্ঞানশক্তির আধার অন্তঃকরণ স্বীয় কারণ অবিদ্যাতে লীন হইয়া থাকে। এই সুষুপ্তিদশাতে যে কেবল অন্তঃকরণেরই লয় হয়, তাহা নহে, স্থূল শরীরের লয়ও হইয়া থাকে। ইহা উপনিষদে বর্ণিত আছে। এইরূপ প্রাণের লয়ও উপনিষদে বলা হইয়াছে। স্থূল দৃষ্টিতে আমরা সুপ্ত পুরুষের শরীর ও সেই শরীরে প্রাণক্রিয়ার অনুভব করিয়া থাকি বলিয়া সুপ্ত পুরুষের স্থূল শরীর ও প্রাণ লয় হয় না—এইরূপ মনে করি। বস্তুতঃ সুপ্ত পুরুষের দৃষ্টিতে স্থূল শরীরাদিও লীন হইয়া থাকে। অন্য পুরুষ স্বীয় অজ্ঞানবশতঃই সুপ্ত পুরুষের শরীরাদি দর্শন করিয়া থাকে। বস্তুতঃ সুপ্ত পুরুষের শরীরাদি স্বীয় কারণ অবিদ্যাতে লীন হইয়া থাকে। এইরূপ কথা উপনিষদে বর্ণিত হইলেও স্থূলদর্শী লোকের অনুভব অনুসারে মধুসূদন সরস্বতী সুপ্ত পুরুষের অন্তঃকরণেরই লয় হয় একথা বলিয়াছেন।

যাহা হউক, সুপ্ত পুরুষের স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের জ্ঞান থাকেনা বলিয়া স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের অনুপলম্ভবিশিষ্ট কারণ-শরীর অবিদ্যা মাত্রেরই উপলম্ভ সুষুপ্তিকালে হইয়া থাকে। স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই ত্রিবিধ শরীরের মধ্যে মাত্র কারণ শরীরের উপলব্ধি সুষুপ্তিকালে হইয়া থাকে।[১] জাগ্রৎকালে তিনটি শরীরেরই উপলব্ধি হয়। স্বপ্নদশাতে স্থূল শরীরের উপলব্ধি হয় না। জাগ্রদ্‌ভোগজনক কর্ম্মের ক্ষয় হইলে এবং স্বপ্নভোগপ্রদ কর্ম্মের উদয় হইলে নিদ্রাখ্য তামসী বৃত্তি উৎপন্ন হইয়া সেই বৃত্তিদ্বারা স্থূল-দেহাভিমান দূরীকৃত হইয়া থাকে। এই সময়ে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গ্রাম, যাহা জাগ্রৎকালে ইন্দ্রিয়ের অনুগ্রাহক দেবতাসমূহ দ্বারা অনুগৃহীত হইয়া সব্যাপার ছিল, সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়-দেবতার অনুগ্রহাভাব প্রযুক্ত নির্ব্যাপার হইয়া বিলীন হইয়া থাকে। ইহাই স্বপ্নাবস্থা। এই স্বপ্ন সময়ে ইন্দ্রিয়-ব্যাপার থাকে না বলিয়া অন্তঃকরণগত বাসনাবশতঃ ইন্দ্রিয়বৃত্তির অভাবকালে বিষয়ের উপলম্ভ হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়বৃত্তির অভাবকালীন অন্তঃকরণগত বাসনা-নিমিত্তক অর্থের উপলম্ভই স্বপ্ন। এই সময়ে মনই স্বাপ্ন-গজ, তুরগাদি আকারে পরিণত হইয়া থাকে এবং অবিদ্যাবৃত্তিদ্বারা স্বাপ্ন-গজ, তুরগাদি জ্ঞাত হইয়া থাকে—এইরূপ কথা কোনও কোনও আচার্য্য স্বীকার করেন। আর কোনও কোনও আচার্য্য এরূপ বলেন যে—মন স্বাপ্ন-গজ, তুরগাদি আকারে পরিণত হয় না। কিন্তু অবিদ্যাই শুক্তি-রজতাদির মত স্বাপ্ন-গজ, তুরগাদি অর্থাকারে পরিণত হয় এবং অবিদ্যাবৃত্তিদ্বারাই স্বাপ্ন পদার্থ জ্ঞাত হইয়া থাকে। এই দুইটি পক্ষের মধ্যে দ্বিতীয় পক্ষটিই সঙ্গত। সর্ব্বত্র অবিদ্যাই অর্থাধ্যাস ও জ্ঞানাধ্যাসের উপাদানরূপে স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া মনকে স্বাপ্ন অধ্যাসের উপাদান বলিবার আবশ্যকতা নাই। সমস্ত অধ্যাসেই মনোগত বাসনা নিমিত্তকারণ হয় বলিয়া কোনও কোনও স্থলে স্বাপ্ন

১ ন কিঞ্চিদবেদিষমিতি কারণমাত্রোপলম্ভঃ সুষুপ্তিঃ—সিদ্ধান্তবিন্দু, পৃঃ ৪১৭

প্রপঞ্চকে মনঃপরিণাম বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ উপাদান অবিদ্যাই বটে। মনোগত বাসনা জন্ম বলিয়া স্বাপ্ন পদার্থকে মনঃপরিণাম বলা হয় মাত্র।[১]

স্বপ্নাধ্যাসের অধিষ্ঠান নিরূপণ

এই স্বপ্নাধ্যাসের অধিষ্ঠান কে হইবে? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে আচার্য্যগণের মতভেদ দেখা যায়। কেহ কেহ বলেন—মনোঽবচ্ছিন্ন জীবচৈতন্যই স্বপ্নাধ্যাসের অধিষ্ঠান। আবার কেহ বলেন যে—মূলাজ্ঞানাবচ্ছিন্ন ব্রহ্মচৈতন্যই স্বপ্নাধ্যাসের অধিষ্ঠান। মতভেদে উভয়পক্ষই সঙ্গত। প্রথমপক্ষবাদিগণ বলেন যে মূলাজ্ঞানাবচ্ছিন্ন ব্রহ্মচৈতন্য, স্বপ্নাধ্যাসের অধিষ্ঠান হইতে পারে না; কারণ—জাগ্রদ্‌বোধদ্বারা স্বপ্নভ্রমের নিবৃত্তি অবশ্য স্বীকার্য্য। অধিষ্ঠানজ্ঞানদ্বারাই ভ্রমের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। ব্রহ্মচৈতন্য স্বপ্নাধ্যাসের অধিষ্ঠান হইলে সংসারদশাতে ব্রহ্মজ্ঞান সম্ভাবিত নহে বলিয়া স্বপ্নভ্রমের জাগরণকালেও নিবৃত্তি হইতে পারিত না। আর স্বপ্নভ্রমের নিবৃত্তির জন্য জাগ্রৎকালে স্বপ্নভ্রমের অধিষ্ঠান ব্রহ্মেরও জ্ঞান হয় স্বীকার করিলে স্বপ্নভ্রমের সহিত সমস্ত ভ্রমেরই নিবৃত্তি হইয়া যাইত। আর তাহাতে সদ্যোমোক্ষের আপত্তি হইয়া পড়িত। এজন্য ব্রহ্মকে স্বপ্নভ্রমের অধিষ্ঠান স্বীকার করিলে জাগ্রদ্‌বোধদ্বারা স্বপ্নভ্রমের নিবৃত্তি হইতে পারে না। স্বপ্নাধ্যাসে জীবকেই কর্ত্তা বলিয়া শ্রুতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "সহি কর্ত্তা" (বৃহ, ৪।৩।৯) ইহাই শ্রুতি বলিয়াছেন। সুতরাং স্বপ্নাধ্যাসের অধিষ্ঠান জীবচৈতন্য। মূলাজ্ঞানাবচ্ছিন্ন ব্রহ্মচৈতন্য স্বপ্নাধ্যাসের অধিষ্ঠান হইলে স্বাপ্ন প্রপঞ্চও ব্যাবহারিক আকাশাদি প্রপঞ্চের মত সর্ব্বসাধারণ হইয়া পড়িত। কিন্তু তৎপুরুষ-বেদ্যস্বরূপ অসাধারণত্ব, স্বাপ্নপ্রপঞ্চে থাকিতে পারিত না। স্বাপ্নপ্রপঞ্চ স্বপ্নদ্রষ্টৃ-পুরুষমাত্রবেদ্য হইয়া থাকে। কিন্তু আকাশাদির মত সর্ব্বপুরুষ দৃশ্য হয় না। আকাশাদি ব্যাবহারিক প্রপঞ্চাধ্যাসের অধিষ্ঠান মূলাজ্ঞানাবচ্ছিন্ন ব্রহ্মচৈতন্য। এজন্য ব্যাবহারিক বস্তুর সর্ব্বসাধারণ্য আছে; স্বাপ্নপ্রপঞ্চ তাহা নহে বলিয়া স্বাপ্নপ্রপঞ্চ অসাধারণ।[২]

১ ...জাগ্রদ্ভোগজনককর্ম্মক্ষয়ে স্বাপ্নভোগজনককর্ম্মোদয়ে চ সতি নিদ্রাখ্যয়া তামস্যা বৃত্ত্যা স্থূলদেহাভিমানে দূরীকৃতে সর্বেন্দ্রিয়েষু দেবতানুগ্রহাভাবান্নির্ব্যাপারতয়া লীনেষু বিশ্বোঽপি লীন ইত্যুচ্যতে। সৈব চ স্বপ্নাবস্থা। তত্র চান্তঃকরণগতবাসনানিমিত্ত ইন্দ্রিয়বৃত্ত্যভাবকালীনোঽর্থোপলম্ভঃ স্বপ্নঃ। তত্র মন এব গজতুরগাদ্যর্থাকারেণ বিবর্ততে, অবিদ্যাবৃত্ত্যা চ জ্ঞায়তে ইতি কেচিৎ। অবিদ্যৈব শুক্তিরজতাদিবৎ স্বপ্নার্থাকারেণ পরিণমতে জ্ঞায়তে চাবিদ্যাবৃত্ত্যেত্যন্যে। কঃ পক্ষঃ শ্রেয়ান্? উত্তরঃ। অবিদ্যায়া এব সর্বত্রার্থাধ্যাসজ্ঞানাধ্যাসোপাদানত্বেন ক্লৃপ্তত্বান্মনোগতবাসনানিমিত্তত্বেন চ কচিন্মনঃ পরিণামত্বব্যপদেশাৎ—সিদ্ধান্তবিন্দু, পৃঃ ৪০০-০২

২ কিমধিষ্ঠানং স্বপ্নাধ্যাসস্য? মনোবচ্ছিন্নং জীবচৈতন্যমিত্যেকে। মূলাজ্ঞানাবচ্ছিন্নং ব্রহ্মচৈতন্যমিত্যপরে। কিং শ্রেয়ঃ? মতভেদেনোভয়মপি। তথা হি—জাগ্রদ্বোধেন স্বপ্নভ্রমনিবৃত্ত্যভ্যুপগমাদধিষ্ঠানজ্ঞানাদেব চ ভ্রমনিবৃত্তের্ব্রহ্মচৈতন্যস্য চাধিষ্ঠানত্বে সংসারদশায়াং তজ্জ্ঞানাভাবাৎ, জ্ঞানে বা সর্বদ্বৈতনিবৃত্তের্ন জাগ্রদ্বোধাৎ স্বপ্ননিবৃত্তিঃ স্যাৎ। 'সহি কর্ত্তেতি' চ, জীবকর্তৃত্বশ্রুতেঃ আকাশাদিপ্রপঞ্চবৎ সর্বসাধারণ্যাপত্তেশ্চ ন মূলাজ্ঞানাবচ্ছিন্নং ব্রহ্মচৈতন্যমধিষ্ঠানম্—সিদ্ধান্তবিন্দু, পৃঃ ৪০৩—০৫

ইহাতে শঙ্কা এই যে—তত্ত্বজীবচৈতন্য তত্ত্বজীবের নিকট অনাবৃত বলিয়া সর্ব্বদা ভাসমান রহিয়াছে। সুতরাং সর্ব্বদা ভাসমান জীবচৈতন্য স্বপ্নাধ্যাসের অধিষ্ঠান হইবে কিরূপে? ভাসমান শুক্তি, রজতাধ্যাসের অধিষ্ঠান হইতে পারে না। অজ্ঞানাবৃত শুক্ত্যাদিই রজতাদি অধ্যাসের অধিষ্ঠান হইয়া থাকে। তত্ত্বজীব-চৈতন্যও তত্ত্বজীবের নিকট অজ্ঞানাবৃত হইলে জগদান্ধ্য প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে।[১]

এতদুত্তরে জীবচৈতন্যের অধিষ্ঠানত্ববাদিগণ বলেন যে পূর্ব্বপক্ষী সঙ্গত কথাই বলিয়াছেন; তথাপি স্বপ্নাধ্যাসদশাতে ব্যাবহারিক সঙ্ঘাতের প্রকাশ থাকে না; এজন্য ব্যাবহারিক সঙ্ঘাতের ভানবিরোধী এবং স্বপ্নাধ্যাসের অনুকূল অবস্থা-অজ্ঞান স্বীকার করা হয়। এজন্য স্বপ্নদশাতে "অহং মনুষ্যঃ" এইরূপ প্রতীতিও ব্যাবহারিক সঙ্ঘাতবিষয়ক নহে; কিন্তু ব্যাবহারিক সঙ্ঘাত হইতে ভিন্ন, প্রাতীতিক সঙ্ঘাতান্তরই স্বপ্নদশাতে "অহং মনুষ্যঃ" ইত্যাদি প্রতীতিতে ভাসমান হইয়া থাকে। ফল কথা—স্বপ্নদশাতেও কোনও কোনও ব্যাবহারিক বস্তু ভাসমান হয় বলিয়া মনে হইলেও স্বাপ্নজ্ঞান ব্যাবহারিক বিষয়ক নহে। কিন্তু স্বাপ্নপ্রপঞ্চ ব্যাবহারিক বিষয় হইতে অত্যন্ত ভিন্ন, অবস্থা অজ্ঞানোপাদানক প্রাতীতিক সঙ্ঘাত। স্বপ্নদশাতে স্বপ্নদ্রষ্টা যদি এরূপ স্বপ্ন দেখেন যে—"আমি শয্যায় শুইয়া আছি", বস্তুতঃ শয্যায় শুইয়াই স্বপ্নদ্রষ্টা এরূপ স্বপ্ন দেখিতেছেন, তাহা হইলেও ব্যাবহারিক যথার্থ শয্যা স্বপ্নকালে ভাসমান হয় না। যথার্থ শয্যার জ্ঞান হইবার সামগ্রী সেই সময়ে থাকে না। স্বপ্নকালে সমস্ত ইন্দ্রিয়ই নির্ব্ব্যাপার অর্থাৎ বিলীন হইয়া রহিয়াছে। এজন্য প্রাতিভাসিক শয্যান্তরই স্বপ্নজ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে। সুতরাং জাগ্রৎকালে "অহং মনুষ্যঃ" এইরূপ প্রতীতির সামগ্রী স্বপ্নকালে না থাকায় স্বপ্নকালে "অহং মনুষ্যঃ" এইরূপ প্রতীতি, প্রাতীতিক সঙ্ঘাতান্তরবিষয়ক হইবে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। স্বপ্নদশাতে যেরূপ ব্যাবহারিক শয্যাদির প্রত্যক্ষের সামগ্রী নাই, এইরূপ ব্যাবহারিক মনুষ্যশরীরাদি প্রত্যক্ষেরও সামগ্রী নাই। ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষাদিই ব্যাবহারিক প্রত্যক্ষের সামগ্রী।[২]

জীবচৈতন্যকে স্বপ্নাধ্যাসের অধিষ্ঠান বলিয়া স্বীকার করিলে জাগ্রদ্দশাতে "অহং মনুষ্যঃ" ইত্যাদি ব্যাবহারিক সঙ্ঘাতের জ্ঞানই স্বপ্নাধ্যাসের নিবর্ত্তক হইবে ইহাই বলিতে হইবে। কিন্তু ইহাতে আপত্তি এই যে—স্বপ্নাধ্যাসের উপাদান অবস্থা-অজ্ঞান। প্রমাণজন্য জ্ঞানই অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হইয়া থাকে। প্রমাই, অজ্ঞান-

১ ননু জীবচৈতন্যস্যানাবৃতত্বেন সর্ব্বদা ভাসমানত্বাৎ কথমধিষ্ঠানত্বম্? সিদ্ধান্তবিন্দু, পৃঃ ৪০৫

২ ......সত্যম্। তত্রাপি স্বপ্নাধ্যাসানুকূলব্যাবহারিকসঙ্ঘাতভানবিরোধ্যবস্থাজ্ঞানাভ্যুপগমাৎ; স্বপ্নদশায়াং চাহং মনুষ্য ইত্যাদিপ্রাতীতিকসঙ্ঘাতান্তরভানাভ্যুপগমাৎ। শয্যায়াং স্বপিমীতি শয্যান্তরভানবৎ। ভানসামগ্র্যভাবশ্চ তুল্য এব—সিদ্ধান্তবিন্দু, পৃঃ ৪০৫-০৬

বিরোধী; কিন্তু প্রমাণাজন্য জ্ঞান, অজ্ঞানের নাশক হয় না। প্রমাণাজন্য জ্ঞান প্রমা নহে। অপ্রমা, অজ্ঞানের নাশক হইতে পারে না। এজন্য জাগ্রদ্দশাতে "অহং মনুষ্যঃ" ইত্যাদি ব্যাবহারিক সঙ্ঘাতের জ্ঞান, প্রমাণজন্য নহে! এজন্য সেই জ্ঞান প্রমাও নহে। অপ্রমা জ্ঞান অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হয় না। সুতরাং জাগ্রদ্দশাতে স্বপ্নাধ্যাসের উপাদান অবস্থা-অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইতে পারে না বলিয়া জাগ্রদ্দশাতে স্বপ্নাধ্যাস থাকিয়া যাইবে এইরূপ আপত্তি হয়। যদি বলা যায়—স্বপ্নাবস্থা হইতে জাগ্রদবস্থা ভিন্ন। স্বপ্নাবস্থার পরে যখন জাগ্রদবস্থান্তর উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাতে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে—পূর্ব্বাবস্থার বাধ হইয়াই দ্বিতীয় অবস্থার উৎপত্তি হইয়াছে। স্বপ্নাবস্থা অবাধিতভাবে থাকিলে, জাগ্রদ্রূপ অবস্থান্তর উৎপন্নই হইতে পারিবে না। অথচ স্বপ্নাবস্থার পরে জাগ্রদবস্থার উৎপত্তি সর্ব্বানুভবসিদ্ধ। সুতরাং জাগ্রদবস্থার উৎপত্তি স্বপ্নাবস্থার বাধ ব্যতীত হইতে পারে না বলিয়া জাগ্রদ্দশাতে "অহং মনুষ্যঃ" ইত্যাদি ব্যাবহারিক সঙ্ঘাতের জ্ঞান প্রমাণাজন্য হইলেও অর্থাৎ অপ্রমা হইলেও স্বপ্নাধ্যাসের উপাদান অবস্থা-অজ্ঞানেব বাধক হইবে—এইরূপ অবশ্যই কল্পনা করিতে হইবে অর্থাৎ অপ্রমা জ্ঞানদ্বারাও অজ্ঞানের নিবৃত্তি কল্পনা করিতে হইবে। তাহা না কবিলে স্বপ্নাবস্থার পরে জাগ্রদবস্থার উৎপত্তিই হইতে পারিবে না। অন্যথা অনুপপত্তি, সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী। যাহা না করিলে যাহা হইতে পারে না, তাহা সকলেরই স্বীকার্য্য। প্রমাণাজন্য জ্ঞানদ্বারা অবস্থা-অজ্ঞানের নিবৃত্তি স্বীকার না করিলে জাগ্রদবস্থার উৎপত্তিই হইতে পারে না।[১]

জাগ্রদ্দশাতে "অহং মনুষ্যঃ" ইত্যাদি জ্ঞান প্রমাণাজন্য বলা হইযাছে। অদ্বৈত-বেদান্তে বিবরণাচার্য্যাদির মতে মন প্রমাণ নহে। ভামতীকার মনকে ইন্দ্রিয় বলিযা স্বীকার করিলেও বিবরণাচার্য্য প্রভৃতি মনকে ইন্দ্রিয় বলিয়া স্বীকার করেন নাই। মন প্রত্যক্ষের কারণ নহে; এজন্য বিবরণাচার্য্য প্রভৃতি মানস প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন নাই। মানস প্রত্যক্ষমাত্রই সাক্ষিপ্রত্যক্ষ। এই সাক্ষিপ্রত্যক্ষ প্রমাণজন্য নহে। এজন্য তাহা প্রমাও নহে। এজন্য সাক্ষিপ্রত্যক্ষে অজ্ঞাননিবর্ত্তকতা নাই। সাক্ষি-প্রত্যক্ষ অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হয় না বলিয়াই তাহাকে প্রমা বলা হয় নাই। সাক্ষি-প্রত্যক্ষ অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হয় না বলিয়া তাহা প্রমা না হইলেও তাহা কোনও স্থলে যথার্থ বিষয়ক হইয়া থাকে। যেমন সুখাদিবিষয়ক প্রত্যক্ষ সাক্ষিপ্রত্যক্ষ; এই সাক্ষিপ্রত্যক্ষ সুখাদিবিষয়ক অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হইতে পারে না বলিয়া সুখাদিবিষয়ক প্রত্যক্ষ, প্রমা নহে; প্রমা না হইলেও তাহা যথার্থবিষয়ক। সাক্ষিভাস্য সুখাদি-

১ নন্বহং মনুষ্য ইত্যাদিব্যাবহারিকসঙ্ঘাতজ্ঞানস্য প্রমাণাজন্যত্বাৎ কথমজ্ঞাননিবর্ত্তকতা? অবস্থান্তরান্যথানুপপত্ত্যা তৎকল্পনে সুষুপ্তাবপি স্বপ্নবাধকজ্ঞানমাস্থীয়েত—সিদ্ধান্তবিন্দু, পৃঃ ৪০৭-০৮

বিষয়ক অজ্ঞান, অপ্রসিদ্ধ। শুক্তিরজতাদি প্রত্যক্ষও সাক্ষিপ্রত্যক্ষ। তাহাও অজ্ঞানের অনিবর্ত্তক। সুখাদি প্রত্যক্ষ ও শুক্তিরজতাদি প্রত্যক্ষ উভয়ই অজ্ঞানের অনিবর্ত্তক। এজন্য উভয় প্রত্যক্ষই অপ্রমা। এই উভয় প্রত্যক্ষই অপ্রমা হইলেও সুখাদি-প্রত্যক্ষ যথার্থবিষয়ক ও শুক্তিরজতাদি-প্রত্যক্ষ অযথার্থ বিষয়ক। এজন্য সুখাদি-প্রত্যক্ষ যথার্থবিষয়ক বলিয়া কোনও স্থলে সুখাদি-প্রত্যক্ষকে প্রমাও বলা হইয়াছে।

বস্তুতঃ সুখাদি প্রত্যক্ষ প্রমা হইতে পারে না; কারণ এই প্রত্যক্ষ অজ্ঞানের অনিবর্ত্তক ও প্রমাণাজন্য। কেবল বিষয় বাধিত হয় না বলিয়া সুখাদি প্রত্যক্ষকে যথার্থবিষয়ক বলা হইয়া থাকে। শুক্তিরজতাদি প্রত্যক্ষ নিয়ত বাধিতবিষয়ক হয় বলিয়া তাহাকে সর্ব্বত্রই অপ্রমা বলা হইয়া থাকে। ইহাই বিবরণাচার্য্য প্রভৃতির অভিপ্রায়। "অহং মনুষ্যঃ" ইত্যাদি জ্ঞান প্রমাণাজন্য বলিয়া প্রমা নহে। এজন্য তাহা অজ্ঞানের বাধক হইতে পারে না। অপ্রমা জ্ঞানকেও অজ্ঞানের বাধক বলিয়া স্বীকার করিলে সৌষুপ্ত জ্ঞানও স্বপ্নবাধক হইয়া পড়িবে। সুষুপ্তিদশায় অবিদ্যাবৃত্তিরূপ অপ্রমা জ্ঞান আছে; এই অবিদ্যা-বৃত্তিরূপ অপ্রমা জ্ঞান দ্বারা স্বপ্নাধ্যাসের উপাদান অবস্থা-অজ্ঞান বাধিত হইবে। যেমন জাগ্রদ্দশায় "অহম্" এইরূপ অপ্রমা জ্ঞান, স্বপ্নাধ্যাসের উপাদান অবস্থা অজ্ঞানের বাধক হইয়া থাকে, সেইরূপ সুষুপ্তিকালে অপ্রমা জ্ঞানদ্বারাও স্বপ্নাধ্যাসের উপাদান অবস্থা অজ্ঞানের বাধ হইয়া পড়িবে। সুষুপ্তিতেও অহমাকার অবিদ্যাবৃত্তি হইয়া থাকে এইরূপ মনে করিয়াই এই আপত্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে। জাগ্রৎকালে অহমাকার বৃত্তি উৎপন্ন হইয়া যেমন স্বপ্নাধ্যাসের উপাদান অজ্ঞানকে নিবৃত্ত করে, সেইরূপ সুষুপ্তিকালেও অহমাকার-বৃত্তি উৎপন্ন হওয়ায় স্বপ্নাধ্যাসের উপাদান অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইবে। অহমাকার-বৃত্তি প্রমাণাজন্য অবিদ্যাবৃত্তি। এজন্য সুষুপ্তিতে অহমাকার-বৃত্তি হইতে বাধা নাই। আর তাহাতে সুষুপ্তির জাগ্রদ্রূপতার আপত্তি হইয়া পড়িবে। সুষুপ্তি-দশায় স্বপ্নাধ্যাসের উপাদান নাই বলিয়া স্বপ্ন নাই এবং জাগ্রৎকালীন অহমাকার বৃত্তির মতই সুষুপ্তিকালেও অহংবৃত্তি আছে বলিয়া সুষুপ্তির জাগ্রত্ত্বাপত্তি হইয়া পড়িবে।[১]

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে সুষুপ্তিতে অহমাকার বৃত্তিই হয় না। এজন্য স্বপ্নাধ্যাসের উপাদান অবস্থা-অজ্ঞানেরও নিবৃত্তি হয় না। স্বপ্নাবস্থায় যে অজ্ঞান ছিল, সুষুপ্তিতেও সেই অজ্ঞানই থাকে। স্বপ্নাবস্থায় অন্তঃকরণের লয় হয় না। সুষুপ্তি অবস্থায় অন্তঃকরণের লয় হইয়া থাকে। ইহাই স্বপ্ন ও সুষুপ্তির বৈলক্ষণ্য। এজন্য

১ ..... তচ্চানিষ্টম্, জাগ্রত্ত্বাপত্তেরিতি চেৎ—সিদ্ধান্তবিন্দু, পৃঃ ৪০৮

অন্তঃকরণের লয়ের সহিত স্বপ্নাধ্যাসের উপাদান অজ্ঞানই সুষুপ্তি। এজন্ত সুষুপ্তিদশাতে স্বপ্নাধ্যাসের উপাদান অজ্ঞানের বাধ হয় না; কিন্তু জাগরণকালে স্বপ্নের বাধ হয়। "মিথ্যা স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম" এইরূপ বাধ সর্ব্বানুভবসিদ্ধ। জাগরণে-প্রমাণাজন্য অহমিত্যাকার জ্ঞানেরও, স্বপ্নাধ্যাসের উপাদান অজ্ঞানের নাশকতা স্বীকার করিতে হইবে। "অহম্" এইরূপ জ্ঞান, প্রমাণাজন্য হইলেও সুখাদি জ্ঞানের মত যথার্থ অর্থাৎ অবাধিতবিষয়ক। অহমাকার বৃত্তি প্রমাণাজন্য হইলেও জাগ্রৎকালে শরীরাদির জ্ঞান চক্ষুরাদি প্রমাণজন্য হইযা থাকে বলিয়া অবস্থা-অজ্ঞানের নাশক হইতে পারে। স্বপ্নাধ্যাসের উপাদান অবস্থা-অজ্ঞান; এই অবস্থা-অজ্ঞানকে সামান্য-অজ্ঞান বলা হয। নানা বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যবিষযক অজ্ঞানকেই সামান্য-অজ্ঞান বলে। এই সামান্য-অজ্ঞানই অবস্থা-অজ্ঞান। স্বপ্ন-দশাতে ব্যাবহারিক শরীরাদি অনেক বিষযাবচ্ছিন্ন-চৈতন্যবিষয়ক-অজ্ঞান থাকে। এই অবস্থা-অজ্ঞান বা সামান্য-অজ্ঞান প্রমাণজন্য বৃত্তি ব্যতীতও যথার্থ জ্ঞানমাত্র দ্বারা নিবৃত্ত হইয়া থাকে। আর এজন্য অহমাকার অবিদ্যাবৃত্তি প্রমাণজন্য না হইয়াও যথার্থ জ্ঞান বলিয়া অর্থাৎ অবাধিতবিষযক জ্ঞান বলিযা সামান্য-অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হইতে পারে। কিন্তু বিশেষ অজ্ঞান প্রমাণজন্য বৃত্তি ব্যতীত নিবৃত্ত হয না। "ঘটং ন জানামি" এইরূপ অনুভূযমান অজ্ঞানকেই বিশেষ অজ্ঞান বলে; বিষয়বিশেষ দ্বারা নিরূপিত অজ্ঞানকেই বিশেষ অজ্ঞান বলে। ঘটাদি একৈকমাত্র বিষযক অজ্ঞানই বিশেষ অজ্ঞান। এই বিশেষ অজ্ঞান, প্রমাণজন্য বৃত্তি ব্যতীত নিবৃত্ত হয় না। প্রমাণাজন্য বৃত্তিও যদি অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হইতে পারে, তবে সাক্ষিজ্ঞানও অর্থাৎ অজ্ঞানের সাক্ষিরূপ জ্ঞানও অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হইবে। আর তাহাতে কোন স্থলেই অজ্ঞান সিদ্ধ হইবে না।[1]

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—সাক্ষীই অজ্ঞানের সাধক। অজ্ঞানের সাধক না হইলে সাক্ষীর সিদ্ধিই হইত না। অদ্বৈতবেদান্তিগণ যে সাক্ষী স্বীকার করিযাছেন, তাহা অজ্ঞানের সিদ্ধির জন্যই স্বীকার করিযাছেন। অজ্ঞানের সাধকস্বরূপেই সাক্ষিরূপ ধর্ম্মী সিদ্ধ হইযাছে। অজ্ঞান প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না। এজন্যই অজ্ঞানসাধক সাক্ষী স্বীকার করা হইয়াছে। এজন্য সাক্ষী অজ্ঞানের বাধক হয় না। যাহা যাহার সাধক, তাহা তাহার বাধক নহে। সাক্ষী অজ্ঞানের বাধক হইলে অজ্ঞানই সিদ্ধ হইত না। অজ্ঞান সিদ্ধ না হইলে অজ্ঞানের সাধক সাক্ষীও সিদ্ধ

১ ...... স্বপ্নাবস্থাজ্ঞানস্যৈবান্তঃকরণলয়সহিতস্য সুষুপ্তিরূপত্বান্ন তত্র তদ্বাধঃ। জাগরণে তু মিথ্যৈব স্বপ্নোঽদ্রাক্ষমিত্যনুভবাদহমিতি জ্ঞানস্য প্রমাণাজন্যত্বেঽপি যথার্থত্বাচ্ছরীরাদিজ্ঞানস্য চ প্রমাণজন্যত্বাদবস্থাজ্ঞানবিরোধিত্বমনুভবসিদ্ধম্। বিশেষাজ্ঞানং তু ন প্রমাণজন্যবৃত্তিমন্তরেণ নিবর্ত্ততে—সিদ্ধান্তবিন্দু, পৃঃ ৪১০

হইত না। সুতরাং সাক্ষীকে অজ্ঞানের বাধক স্বীকার করিলে সাক্ষীই অসিদ্ধ হইয়া পড়িবে।[১]

ইহাতে আপত্তি এই যে স্বপ্নাধ্যাসের উপাদান অবস্থা-অজ্ঞান জাগ্রৎকালীন জ্ঞানদ্বারা বাধিত হইলে পুনরায় সেই পুরুষের স্বপ্ন না হওয়া উচিত। কারণ স্বপ্নাধ্যাসের উপাদান অজ্ঞান, জাগ্রতজ্ঞানদ্বারা নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে। এরূপ আপত্তি অসঙ্গত; কারণ শুক্তিজ্ঞানদ্বারা অধ্যস্ত-রজতের উপাদান অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলেও কালান্তরে সেই পুরুষের পুনরায় সেই শুক্তিতে রজতভ্রম হইয়া থাকে। রজতাধ্যাসের উপাদান, একবার মাত্র শুক্তি সাক্ষাৎকার দ্বারাই নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে; পুনরায় সেই পুরুষের রজতাধ্যাস হইল কিরূপে? এইরূপ আপত্তিও ত হইতে পারে। যদি পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে—হাঁ এইরূপ আপত্তিও হইবে। তদুত্তরে বক্তব্য এই যে এইরূপ আপত্তি নিরাকরণের জন্য, ইষ্টসিদ্ধিকার একবিষয়ক অজ্ঞানেরও নানাত্ব স্বীকার করিয়াছেন। একবিষয়ে যতটি জ্ঞান হইবে, সেই বিষয়ের অজ্ঞানও ততসংখ্যক হইবে অর্থাৎ অজ্ঞান, জ্ঞানের সমসংখ্যক। প্রত্যেকটি জ্ঞানই অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হইয়া থাকে। এজন্য নিবর্ত্তক জ্ঞান যতগুলি হইবে, নিবর্ত্তনীয় অজ্ঞানও ততগুলি হইবে। যেমন—বৈশেষিকগণ, জন্য-জ্ঞান যতগুলি স্বীকার করেন, সেই জন্য-জ্ঞানের প্রাগভাবও ততগুলি স্বীকার করেন। এইরূপ জ্ঞানের প্রাগভাবস্থানীয় অজ্ঞানও জ্ঞানের সমসংখ্যক। আর ইহাই ইষ্টসিদ্ধিকারের মত। এজন্যই ইষ্টসিদ্ধিকার বলিয়াছেন যে—(ইষ্টসিদ্ধি, ৬৩-৬৪ পৃঃ) "যাবন্তি জ্ঞানানি তাবন্তি অজ্ঞানানি"। অদ্বৈতবেদান্তিগণ নিত্যপ্রমা স্বীকার করেন না। ইঁহাদের মতে ঈশ্বরের জ্ঞানও নিত্য নহে এবং তাহা প্রমাও নহে। ঈশ্বরের জ্ঞান মায়াবৃত্তিরূপ; এই মায়াবৃত্তিরূপ ঈশ্বরের জ্ঞান অবাধিত-বিষয়ক বলিয়া যথার্থ। যথার্থতা প্রযুক্তই ঈশ্বরের জ্ঞানকে কোন স্থলে প্রমা বলা হইয়াছে মাত্র। ঈশ্বরের জ্ঞান আমাদের সুখাদিজ্ঞানের মত অবাধিতবিষয়ক বলিয়া যথার্থ। যাহা হউক, এইরূপে জীবচৈতন্যকে স্বপ্নাধ্যাসের অধিষ্ঠান বলিলে কোনও দোষ হয় না।[২]

ব্রহ্মচৈতন্যকে স্বপ্নাধ্যাসের অধিষ্ঠান বলিলেও কোনও দোষ নাই। মূলাজ্ঞানাবচ্ছিন্ন ব্রহ্মচৈতন্যই স্বপ্নাধ্যাসের অধিষ্ঠান এবং ব্রহ্মসাক্ষাৎকার দ্বারাই স্বপ্নাধ্যাসের উপাদান মূলাজ্ঞানের নিবৃত্তি হইবে। অন্যথা নিবৃত্তি হইবে না। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রমের পরে সেই রজ্জুতে দণ্ডভ্রম হইলে, দণ্ডভ্রম দ্বারা সর্পভ্রমের তিরোধান মাত্র

১ সাক্ষিণশ্চাবিদ্যানিবর্ত্তকত্বাভাব অজ্ঞানসাধকত্বেনৈব ধর্মিগ্রাহকমানসিদ্ধ ইতি—সিদ্ধান্তবিন্দু, পৃঃ ৪১১

২ যাবন্তি জ্ঞানানি তাবন্ত্যজ্ঞানানীতি চাভ্যুপগমাৎ শুক্তিজ্ঞানেনেব ব্যাবহারিক-সংঘাতজ্ঞানেনাজ্ঞাননিবৃত্তাবপি পুনরপি কদাচিদ্রজতভ্রমবত্ স্বপ্নাধ্যাসানুপপত্তিরিতি জীবচৈতন্যমেবাধিষ্ঠানমিতি পক্ষে ন কোহপি দোষঃ—সিদ্ধান্তবিন্দু, পৃঃ ৪১১-১২

হইয়া থাকে, এইরূপ স্বপ্নভ্রমের অধিষ্ঠান ব্রহ্মের জ্ঞান না হইলেও জাগ্রদ্ভ্রম দ্বারাই স্বপ্নভ্রমের তিরোধান হইতে পারিবে। সুতরাং ব্রহ্মচৈতন্যকে স্বপ্নাধ্যাসের অধিষ্ঠান বলিলে কোনও দোষ নাই।[১]

যদি বলা যায়—ব্রহ্মাধিষ্ঠানক ব্যাবহারিক প্রপঞ্চ যেরূপ সর্ব্বসাধারণীকৃত, এইরূপ স্বপ্নাধ্যাসের অধিষ্ঠান ব্রহ্ম হইলে স্বাপ্ন প্রপঞ্চও ব্যাবহারিক প্রপঞ্চের মত সর্ব্বসাধারণ হইয়া পড়িবে। স্বাপ্ন প্রপঞ্চ ত সাধারণ নহে; কিন্তু তত্তৎ পুরুষবেদ্য বলিয়া তাহা অসাধারণ। এজন্য স্বপ্নাধ্যাসের অধিষ্ঠান ব্রহ্মচৈতন্য স্বীকার করিলে অসাধারণ স্বাপ্ন প্রপঞ্চের সাধারণত্বাপত্তি হইবে।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—প্রতি জীবের মনোগত বাসনা, স্বপ্নাধ্যাসের অসাধারণ কারণ বলিয়া মনোগত বাসনার অসাধারণত্ব প্রযুক্তই স্বপ্নাধ্যাসেরও অসাধারণত্ব রক্ষিত হইবে। সুতরাং এই পক্ষে কোনও দোষ নাই।

অদ্বৈতদীপিকাকার নৃসিংহাশ্রমও স্বপ্নের এই দ্বিবিধ অধিষ্ঠানই স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তিনি অন্তঃকরণোপহিত সাক্ষীকে অর্থাৎ অবচ্ছিন্ন চৈতন্যকে স্বপ্নাধ্যাসের অধিষ্ঠান স্বীকার করিলেও উভয় স্থলেই মূলাজ্ঞানই স্বপ্নাধ্যাসের পরিণামী উপাদান। অবস্থা-অজ্ঞানকে স্বপ্নাধ্যাসের পরিণামী উপাদান স্বীকার করেন নাই। অন্তঃকরণ বা অহঙ্কার উপহিত জীবসাক্ষীরূপ চৈতন্য অনাবৃত-স্বভাব বলিয়া স্বপ্নে অধ্যস্ত গজ, তুরগাদি সাক্ষাৎ সাক্ষীসম্বদ্ধ হয় বলিয়া তত্তৎ পুরুষের নিকট অপরোক্ষ হইয়া থাকে অর্থাৎ স্বপ্নাধ্যাসের অসাধারণত্ব রক্ষিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মচৈতন্য অধিষ্ঠান হইলে স্বপ্নাধ্যাসের সাধারণত্বাপত্তি দোষ হয়। এজন্য জীব-সাক্ষি-চৈতন্যই স্বপ্নাধ্যাসের অধিষ্ঠান এবং এই পক্ষই সমীচীনতর বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। জীব-সাক্ষি-চৈতন্য স্বপ্নাধ্যাসের অধিষ্ঠান হইলে স্বপ্নে "অয়ং গজঃ" এইরূপ প্রতীতি না হইয়া "অহং গজঃ" এইরূপ প্রতীতি হওয়া উচিত ছিল। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিয়াছেন যে—জীব-সাক্ষি-চৈতন্যে অধ্যস্ত গজাদিতে অভেদাবভাস না হইয়া যে ভেদাবভাস হয় অর্থাৎ "অহং গজঃ" এইরূপ প্রতীতি না হইয়া যে—"অয়ং গজঃ" এইরূপ প্রতীতি হয়, স্বপ্নে অধ্যস্ত গজাদি সাক্ষিচৈতন্যের সহিত ভিন্নরূপে যে প্রতীত হয়, এই ভেদও স্বপ্নকল্পিত। স্বপ্নকল্পিত ভেদ দ্বারাই ভিন্নরূপে প্রতীত হইয়া থাকে। স্বাপ্ন গজাদি তৎকালে আরোপিত ভেদ দ্বারা ভিন্নরূপে প্রতীত হয় বলিয়া "অহং গজঃ" এইরূপ প্রতীতির আপত্তি হয় না বটে, তথাপি "ময়ি গজঃ" এইরূপ প্রতীতি হওয়া উচিত। কিন্তু "অয়ং গজঃ"

১ যদা তু পুনর্ব্রহ্মজ্ঞানাদেবাজ্ঞাননিবৃত্ত্যভ্যুপগমঃ, তদা রজ্জ্বাং দণ্ডভ্রমেণ সর্পভ্রমতিরোধানাদধিষ্ঠানজ্ঞানাভাবেঽপি জাগ্রদ্ভ্রমেণ স্বপ্নভ্রমতিরোভাবোপপত্তেঃ ব্রহ্মচৈতন্যমেব স্বপ্নাধ্যাসাধিষ্ঠানমিতি পক্ষেঽপি ন কশ্চিদ্দোষঃ—সিদ্ধান্তবিন্দু, পৃঃ ৪১২

এইরূপ স্বতন্ত্র প্রতীতি হওয়া উচিত নহে। যেহেতু স্বাপ্ন গজাদি সাক্ষিচৈতন্যে অধ্যস্ত। অথচ স্বাপ্ন গজাদি সাক্ষিচৈতন্যদেশে প্রতীত না হইয়া বাহ্যদেশেই প্রতীত হইয়া থাকে। এজন্য স্বাপ্ন গজাদির অধিষ্ঠান সাক্ষিচৈতন্য হওয়া উচিত নহে ; হইলে প্রদর্শিত দোষগুলি হইবে।

এতদুত্তরে বলা হইয়াছে যে—স্বাপ্ন গজাদি যে বাহ্য দেশে প্রতীত হয়, সেই বাহ্যদেশ, বাহ্যদেশের সহিত স্বাপ্ন গজাদির ভেদ, স্বাপ্ন গজাদির স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাতন্ত্র্যের সহিত স্বাপ্ন গজাদির সংসর্গ ইত্যাদি সমস্তই তৎকালে মায়াবিজৃম্ভিত হইয়া থাকে।[১] এই কথাগুলিই যথাযথভাবে সিদ্ধান্তবিন্দুগ্রন্থেও মধুসূদন সরস্বতী বলিযাছেন।[২]

প্রসঙ্গতঃ আমরা এই গ্রন্থে স্বপ্নাধ্যাস সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম। বস্তুতঃ সুষুপ্তিই এস্থলে আমাদের বিশেষ ভাবে আলোচ্য। এইরূপ কোনও কোনও আচার্য্য মূলাজ্ঞানাবচ্ছিন্ন ব্রহ্মচৈতন্যকে স্বপ্নাধ্যাসের অধিষ্ঠান না বলিয়া মনোঽবচ্ছিন্ন ব্রহ্মচৈতন্যকেই স্বপ্নাধ্যাসের অধিষ্ঠান বলিয়াছেন।[৩] এই সুষুপ্তি সম্বন্ধেই অদ্বৈত-সিদ্ধিগ্রন্থে (পৃঃ ৫৫৯) মধুসূদন বলিযাছেন যে—সিদ্ধান্তবিন্দু গ্রন্থে আমি এই বিষয় বিশদভাবে বলিযাছি। সুষুপ্তিদশাতে ভাবভূত অজ্ঞান, সাক্ষিদ্বারা অনুভূত হইযা থাকে। আর এজন্যই সুপ্তোত্থিত পুরুষের অনুভূত অজ্ঞানের স্মরণ হয়। এই সৌষুপ্ত সাক্ষি-প্রত্যক্ষদ্বারা অজ্ঞান সিদ্ধ হইযা থাকে। ইহাতে ন্যায়ামৃতকার যে সমস্ত আপত্তি করিয়াছিলেন, তাহাব সমাধান বলা হইয়াছে। সিদ্ধান্তবিন্দুগ্রন্থে সৌষুপ্ত অজ্ঞান প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে আরও কি বিশেষ কথা বলা হইয়াছে, তাহাই আমবা এক্ষণে আলোচনা করিব।

সিদ্ধান্তবিন্দুকাব বলিযাছেন যে—কারণমাত্র উপলম্ভই সুষুপ্তি।[৪] বাসনার সহিত অন্তঃকবণ কারণরূপে অবস্থান করিলে জীব বিশ্রান্ত হইয়া থাকে। জাগ্রৎ ও স্বপ্নে শ্রান্ত জীবেব বিশ্রাম স্থানই সুষুপ্তি।[৫] এস্থলে মধুসূদন যে—"কারণমাত্র উপলম্ভ" বলিয়াছেন, তাহার অভিপ্রায় এই যে—স্থূল ও সূক্ষ্মরূপ দেহদ্বয়েব অনুপলম্ভবিশিষ্ট কাবণোপলম্ভ বিশেষই—কারণমাত্রোপলম্ভ কথার অর্থ। যথাশ্রুত কাবণমাত্রের উপলম্ভ নহে। সুষুপ্তিদশাতে যেমন কারণীভূত আবস্থার উপলম্ভ

১ স্বপ্নস্থানবচ্ছিন্নচৈতন্যাধিষ্ঠানস্য মূলাজ্ঞানকার্য্যত্বাৎ।...... অথবান্তঃকরণোপহিতং সাক্ষ্যেবা-ধিষ্ঠানম্—অদ্বৈতদীপিকা (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ) পৃঃ ৩৮৩-৮৫

২ সিদ্ধান্তবিন্দু, পৃঃ ৪১৩-১৫

৩ প্রতিজীবং স্বপ্নাধ্যাসাসাধারণ্যং তু মনোগতবাসনানামসাধারণ্যাদেব। মনোবচ্ছিন্নং ব্রহ্মচৈতন্য-মেবাধিষ্ঠানম্—সিদ্ধান্তবিন্দু, পৃঃ ৪১৩

৪ কারণমাত্রোপলম্ভঃ সুষুপ্তিঃ—সিদ্ধান্তবিন্দু, পৃঃ ৪১৭

৫ ... ..সবাসনস্যান্তঃকরণস্য কারণাত্মনাবস্থানে সতি বিশ্রামস্থানং সুষুপ্ত্যবস্থা—সিদ্ধান্তবিন্দু, পৃঃ ৪১৭

হইয়া থাকে, এইরূপ অবিদ্যাবিষয়ক অবিদ্যাবৃত্তিরও উপলম্ভ হইয়া থাকে। অবিদ্যা-বৃত্তি কারণ নহে, কিন্তু কার্য্য। সাক্ষিচৈতন্যই অবিদ্যা ও অবিদ্যাবৃত্তি এই উভয়ের উপলম্ভস্বরূপ। এই জন্যই কারণোপলম্ভবিশেষই "কারণমাত্রোপলম্ভ" কথার অর্থ বুঝিতে হইবে। এই কথাই ন্যায়রত্নাবলী গ্রন্থে বলা হইয়াছে।[১] শ্রান্ত জীবের বিশ্রামস্থান—সুষুপ্তি অবস্থা, এই কথা বলার অভিপ্রায় এই যে—মূর্চ্ছা ও প্রলয়াদিতে স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহদ্বয়ের অনুপলম্ভবিশিষ্ট কারণমাত্রের উপলম্ভ থাকে, অথচ তাহা সুষুপ্তি নহে। মূর্চ্ছাদি অবস্থায় স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের উপলম্ভ থাকে না। অজ্ঞানের উপলম্ভ থাকে। কিন্তু তাহাতে জীব বিশ্রান্ত হইতে পারে না। মূর্চ্ছাভঙ্গের পরে জীব নিজের প্রসন্নতার উপলব্ধি করে না। এজন্য মূর্চ্ছা বিশ্রাম স্থান নহে। এইরূপ প্রলয়ের পরেও সৃষ্টির প্রারম্ভে জীব নিজের প্রসন্নতার উপলব্ধি করে না। এজন্য তাহাও বিশ্রাম স্থান নহে।[২] কিন্তু সুপ্তোত্থিত পুরুষ, সুষুপ্তির পূর্ব্বে পরিশ্রান্তি ও সুষুপ্তির পরে বিশ্রান্তি অনুভব করিয়া থাকে। এই সুষুপ্তিদশাতে জাগ্রদ্‌ভোগ্য ও স্বপ্নভোগ্য পদার্থের জ্ঞান না থাকিলেও সুষুপ্তিতে সাক্ষ্যাকার, সুখাকার ও অবস্থা-অজ্ঞানাকার তিনটি অবিদ্যাবৃত্তি স্বীকার করিতে হইবে।[৩] এই কথা বিবরণগ্রন্থেও বলা হইয়াছে।[৪] সুষুপ্তিদশাতে স্বরূপানন্দের অনুভব হইয়া থাকে। অনাবৃত সাক্ষি-চৈতন্যের সুখাংশের প্রকাশ সুষুপ্তিতে থাকে।[৫] সুষুপ্তিদশাতে অজ্ঞান, সুখ ও সাক্ষী এই তিনটিরই অনুভব হয়। এজন্য সুপ্তোত্থিত পুরুষের ঐ তিনটি বিষয়েরই স্মরণ হইয়া থাকে। একথা বিবরণাচার্য্যই বিশেষভাবে বলিয়াছেন। (বিবরণ, বিজয়নগরসং—৫৭ পৃঃ)। টীকাকার পদ্মপাদাচার্য্য কিন্তু এরূপ বলেন নাই। (পঞ্চপাদিকা বিজয়নগরসং—১৯ পৃঃ)। এই জন্য বিবরণাচার্য্য বলিয়াছেন যে—টীকাকার যাহা বলিয়াছেন, তাহা তিনি অপরের মত দেখাইবার জন্যই বলিয়াছেন। পরমত আশ্রয় করিয়া তিনি এরূপ বলিলেও উহা তাঁহার নিজের মত নহে।[৬] সুতরাং দেখা যাইতেছে যে—সুষুপ্তিদশাতে প্রদর্শিত ত্রিবিধ বৃত্তি বিবরণাচার্য্যই সর্বপ্রথম স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন (বিবরণ, বিজয়নগর সং, পৃঃ ৫৭)। টীকাকার

১ কারণমাত্রোপলম্ভঃ—স্থূলসূক্ষ্মরূপদেহানুপলম্ভবিশিষ্টঃ কারণোপলম্ভবিশেষ ইত্যর্থঃ—ন্যায়রত্নাবলী, পৃঃ ৪১৭

২ যথাশ্রুতেঽবিদ্যাবৃত্তিরূপকার্য্যোপলম্ভস্য সাক্ষিণঃ সুসম্বাদসঙ্গতিঃ মূর্চ্ছাপ্রলয়াদিবারণায় বিশেষণম্—ন্যায়রত্নাবলী, পৃঃ ৪১৭

৩ তত্র জাগ্রৎস্বপ্নভোগ্যপদার্থজ্ঞানাভাবেঽপি সাক্ষ্যাকারং সুখাকারমবস্থাজ্ঞানাকারং চাবিদ্যায়া বৃত্তিত্রয়মভ্যুপেয়তে—সিদ্ধান্তবিন্দু, পৃঃ ৪১৭-১৮

৪ বিবরণ, পৃঃ ৫৭ দ্রষ্টব্য (বিজয়নগরসংস্করণ)

৫ অনাবৃতসাক্ষিচৈতন্যসুখাংশস্য প্রকাশোপপত্তেঃ—বিবরণ, পৃঃ ৫৬ (বিজয়নগরসংস্করণ)

৬ পরমতমাশ্রিত্যেদমুক্তং ন স্বমতমিতি ন দোষঃ—বিবরণ, পৃঃ ৫৭ (বিজয়নগরসংস্করণ)

পদ্মপাদাচার্য সুষুপ্তিতে সুখানুভব স্বীকার করেন নাই ; তাঁহার মতে কেবল দুঃখের অনুভব হয় না এই মাত্র। দুঃখের অনুভব হয় না বলিয়াই সুখানুভবের ব্যপদেশমাত্র হইয়া থাকে। বিবরণাচার্য্য সুষুপ্তিতে স্বরূপসুখের অনুভব হয়, ইহা বলিয়াছেন। যাহা হউক, টীকাকার পদ্মপাদাচার্য্যের উক্তি তাঁহার নিজের মত নহে। কিন্তু পরমত মাত্র ইহাই বিবরণাচার্য্যের কথা। বিবরণের উক্তি অনুসারেই মধুসূদন প্রভৃতি আচার্য্যগণ সুষুপ্তিতে ত্রিবিধ বৃত্তি স্বীকার করিয়াছেন। সিদ্ধান্তবিন্দুর টীকা ন্যায়রত্নাবলীতে বলা হইয়াছে যে—বস্তুতঃ সুষুপ্তিতে উক্ত ত্রিতয়বিষয়ক সমূহালম্বন একটি বৃত্তিই হইয়া থাকে। যে স্থলে সমূহালম্বন একটি বৃত্তি স্বীকার করিলেই হইতে পারে, সে স্থলে তিনটিবৃত্তি স্বীকার করিলে গৌরব দোষই হইবে।[১] মধুসূদন যে—বৃত্তিত্রয় বলিয়াছেন, তাহার অভিপ্রায় এই যে—বিষয় তিনটি বলিয়া বৃত্তিরও আকারত্রয় স্বীকার করিতে হয়। আকারত্রয় উপহিতরূপে একটি বৃত্তিই তিনটি বৃত্তি বলিয়া কথিত হইয়াছে।[২] আর এই কথা অদ্বৈতসিদ্ধি-গ্রন্থেও "সুষুপ্ত্যাখ্যা একৈব বা বৃত্তিঃ ইত্যন্যদেতৎ" ইহা দ্বারা মধুসূদন বলিয়াছেন।[৩]

এস্থলে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে সিদ্ধান্তবিন্দু গ্রন্থে মধুসূদন সুষুপ্তিতে অজ্ঞানের উপলব্ধি হয় বলিয়াছেন। পরে আবার তিনিই অবস্থা-অজ্ঞানাকার বৃত্তি স্বীকার করিয়াছেন ; কিন্তু মূলাজ্ঞানাকার অবিদ্যাবৃত্তি স্বীকার করেন নাই। পূর্ব্বে অবস্থা-অজ্ঞানের কথাও বলেন নাই। ইহাতে স্বতঃই প্রশ্ন হয় যে সুষুপ্তিতে মূলাজ্ঞানবিষয়ক ও অবস্থা-অজ্ঞানবিষয়ক দুইটি বৃত্তি হইবে ? অথবা মূলাজ্ঞানবিষয়ক একটি বৃত্তি হইবে ? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে মূলাজ্ঞান ও অবস্থা-অজ্ঞান এই উভয়গোচরই দুইটি অজ্ঞানবৃত্তি সুষুপ্তিতে মানিতে হইবে। যদি বলা যায়—সুষুপ্তিতে মূলাজ্ঞানাকার অবিদ্যাবৃত্তি দ্বারাই সুপ্তোত্থিত পুরুষের "ন অবেদিষম্" এইরূপ স্মরণের উপপত্তি হইতে পারিবে। এই স্মরণের উপপত্তির জন্য সুষুপ্তিতে অবস্থা-অজ্ঞানাকার অবিদ্যাবৃত্তি মানিবার আবশ্যকতা কি ?[৪]

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—অবস্থা-অজ্ঞানাকার অবিদ্যাবৃত্তি স্বীকার না করিয়া মূলাজ্ঞানাকার অবিদ্যাবৃত্তিমাত্রদ্বারা "ন কিঞ্চিদবেদিষম্" এইরূপ অনেক পদার্থ-বিষয়ক অজ্ঞানের স্মৃতি উপপন্ন হইতে পারে না। নানা বিষয়বিশেষিত অজ্ঞান মূলাজ্ঞান নহে। মূলাজ্ঞান শুদ্ধ চিন্মাত্রবিষয়ক। কিন্তু মূলাজ্ঞান নানা-বিষয়-বিশেষিত নহে। অথচ "ন কিঞ্চিদবেদিষম্" এইরূপ স্মৃতিতে "কিঞ্চিৎ" পদ দ্বারা প্রতিপাদিত

১ সমূহালম্বনৈকবৃত্ত্যা নির্বাহে বৃত্তিত্রয়কল্পনে গৌরবাৎ—ন্যায়রত্নাবলী, পৃঃ ৪১৮

২ ত্রয়মিতি—আকারত্রয়োপহিতরূপভেদসম্ভবাদিত্যভিপ্রায়ম্—ন্যায়রত্নাবলী, পৃঃ ৪১৮

৩ অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫৯

৪ ননু মূলাজ্ঞানাকারবৃত্ত্যাপি নাবেদিষমিতি স্মরণোপপত্তেঃ অবস্থাজ্ঞানবিষয়কবৃত্তিঃ কিমিত্যুক্তা ন্যায়রত্নাবলী, পৃঃ ৪১৮

নানা বিষয়বিশেষিত অজ্ঞানই স্মর্য্যমাণ হইয়া থাকে বুঝিতে পারা যায়। এজন্ত নানা বিষয়বিশেষিত অজ্ঞানের স্মৃতি উপপাদনের জন্ত, নানা বিষয়বিশেষিত অবস্থা-অজ্ঞানের অনুভব সুষুপ্তিতে স্বীকার করিতে হইবে। আর এজন্তই মধুসূদন সরস্বতী সুষুপ্তি দশাতে অবস্থা-অজ্ঞানাকার অবিদ্যাবৃত্তির কথাই বলিয়াছেন। নানা বিষয়-বিশেষিত অজ্ঞানের স্মৃতির জন্ত অবস্থা-অজ্ঞানাকার অবিদ্যাবৃত্তি সুষুপ্তিতে অবশ্য স্বীকার করিতে হইলেও মূলাজ্ঞানাকার অবিদ্যাবৃত্তিও সুষুপ্তিতে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। প্রলয়কাল ভিন্ন কালে সর্ব্বদাই মূলাজ্ঞানাকার অবিদ্যাবৃত্তিই থাকে। এজন্ত সুষুপ্তিদশাতেও মূলাজ্ঞানাকার অবিদ্যাবৃত্তি থাকিবে।[১]

আরও কথা এই যে—সুপ্তোত্থিত পুরুষের জাগরণ সময়ে "মূঢ়োঽহমাসম্" এইরূপ নানা বিষয় দ্বারা অবিশেষিত অজ্ঞানের স্মরণ হইয়া থাকে। নানা বিষয় দ্বারা অবিশেষিত মোহ পদবাচ্য অজ্ঞানই মূলাজ্ঞান। সুষুপ্তিতে এই মূলাজ্ঞানের অনুভব না হইলে সুপ্তোত্থিত পুরুষের "মূঢ়োঽহমাসম্" এইরূপ মূলাজ্ঞানের স্মৃতি হইতে পারিত না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে "ন কিঞ্চিদবেদিষম্" এইরূপ নানা বিষয় বিশেষিত অজ্ঞানের স্মৃতির জন্ত এবং "মূঢ়োঽহমাসম্" এই নানা বিষয়া-বিশেষিত মূলাজ্ঞানের স্মৃতির জন্ত উভয় অজ্ঞানাকার অবিদ্যাবৃত্তি সুষুপ্তিতে স্বীকার করিতে হইবে। সুপ্তোত্থিত পুরুষের যেরূপ "মূঢ়োঽহমাসম্" এইরূপ মূলাজ্ঞান-বিষয়ক স্মৃতি হইয়া থাকে, এইরূপ তত্ত্বজ্ঞ পুরুষেরও তত্ত্বজ্ঞানকালে "মূঢ়োঽহমাসম্" পূর্ব্বে আমি মূঢ় ছিলাম, এইরূপ স্মৃতি হইয়া থাকে। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মূলাজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলেও তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ব্বে মূলাজ্ঞানের অনুভব ছিল। সেই অনুভব জন্ত সংস্কার হইতে তত্ত্বজ্ঞ জীবন্মুক্ত পুরুষের "মূঢ়োঽহমাসম্" এইরূপ স্মৃতি হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে—তত্ত্বজ্ঞান কাল ও প্রলয়কাল ব্যতিরিক্ত অন্ত সর্ব্বকালেই মূলাজ্ঞানাকার অবিদ্যাবৃত্তি থাকে। সুতরাং সুষুপ্তিতেও থাকিবে।[২]

ইহাতে প্রশ্ন এই যে—সমাধিকালে মূলাজ্ঞানাকার অবিদ্যাবৃত্তি থাকিবে কি না? সমাধিকাল প্রলয়কালও নহে, তত্ত্বজ্ঞানকালও নহে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—সমাধি হইতে ব্যুত্থিত ব্যক্তির "মূঢ়োঽহমাসম্" এইরূপ স্মরণ হয় না বলিয়া সমাধি-কালে মূলাজ্ঞান থাকিলেও মূলাজ্ঞানাকার অবিদ্যাবৃত্তি থাকে না। সমাধিবৃত্তিই মূলাজ্ঞানাকার অবিদ্যাবৃত্তির বিরোধী। যাহা হউক, শুদ্ধ চিন্মাত্রবিষয়ক অজ্ঞানই

১ উচ্যতে—ন কিঞ্চিদবেদিষমিত্যনেকপদার্থবিষয়কজ্ঞানস্মৃতের্মূলাজ্ঞানেনানুপপত্তেঃ, তস্য চিন্মাত্র-বিষয়কত্বাৎ।.........

......মূলাজ্ঞানাকারাপ্যবিদ্যাবৃত্তিঃ সুষুপ্তাববশ্যং বাচ্যা। প্রলয়ান্যকালে সর্বদৈব তৎস্বীকারাৎ—ন্যায়-রত্নাবলী, পৃঃ ৪১৮

২ এতাবৎকালং মূঢ়োঽহমাসমিতি নানাবিষয়াবিশেষিতরূপেণাপ্যজ্ঞানস্য জাগরান্তকালে তত্ত্বজ্ঞান-কালে চ স্মরণাৎ—ন্যায়রত্নাবলী, পৃঃ ৪১৮

মূলাজ্ঞান ও নানাবিষয় বিশেষিত অজ্ঞানই অবস্থা-অজ্ঞান। মূলাজ্ঞান ও অবস্থা-অজ্ঞানের ইহাই ভেদ। উভয় অজ্ঞানই অনাদি, জ্ঞাননিবর্ত্ত্য ও অনির্ব্বচনীয়। (সিদ্ধান্তবিন্দু—৬২৪ পৃঃ রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ সংপাদিত)।

অবস্থা-অজ্ঞানকে আমরা অনাদি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। কিন্তু অবস্থা-অজ্ঞানের অনাদিত্ব সম্বন্ধে আচার্য্যগণের মতভেদ দৃষ্ট হয়। বিবরণের টীকা ঋজুবিবরণ গ্রন্থে সর্ব্বজ্ঞ বিষ্ণুভট্টোপাধ্যায় বলিয়াছেন যে—কোনও কোনও আচার্য্য মূলাজ্ঞানের মত অবস্থা-অজ্ঞানকেও অনাদি বলিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের এই মত সঙ্গত নহে। অবস্থা-অজ্ঞান অনাদি নহে; কিন্তু সাদি। অজ্ঞানের সাদিত্ব স্বীকার আর কেহ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।[১] এই সর্ব্বজ্ঞ বিষ্ণুভট্ট প্রসিদ্ধ সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহকারের গুরু ছিলেন বলিয়া মনে হয়। অবস্থা-অজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা অদ্বৈতসিদ্ধির প্রতিকর্ম্ম-ব্যবস্থা প্রকরণে মধুসূদন সরস্বতী ও গৌড় ব্রহ্মানন্দ করিয়াছেন।[২] গৌড় ব্রহ্মানন্দ বলিয়াছেন যে—আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তিযুক্ত, ব্রহ্ম-জ্ঞান ভিন্ন জ্ঞাননাশ্য, মূলাজ্ঞানের সহিত তাদাত্ম্যানাপন্ন অর্থাৎ মূলাজ্ঞান হইতে ভিন্ন অজ্ঞানকে তুলাজ্ঞান বলে এবং আবরণ বিক্ষেপশক্তি যুক্ত, ব্রহ্ম-জ্ঞানান্য-জ্ঞাননাশ্য, মূলাজ্ঞান-তাদাত্ম্যাপন্ন অজ্ঞানকে অবস্থা-অজ্ঞান বলে। অবস্থা-অজ্ঞান মূলাজ্ঞানেরই অবস্থাবিশেষ। মূলাজ্ঞানের অবস্থাবিশেষ বলিয়াই অবস্থা-অজ্ঞান, মূলাজ্ঞানের সহিত তাদাত্ম্যাপন্ন হইয়া থাকে। তুলাজ্ঞান মূলাজ্ঞানের সহিত তাদাত্ম্যাপন্ন নহে; অবস্থা-অজ্ঞান মূলাজ্ঞানের সহিত তাদাত্ম্যাপন্ন। ইহাই উভয় অজ্ঞানের ভেদ। মূলাজ্ঞানের সহিত তাদাত্ম্যাপন্ন অবস্থা-অজ্ঞানকে কোনও মতেই সাদি বলা যায় না।[৩] সুষুপ্তিকালে অবিদ্যাবিষয়ক অবিদ্যাবৃত্তি থাকে বলিয়াই সুপ্তোত্থিত পুরুষের অজ্ঞানের স্মরণ হইয়া থাকে। ইহাতে প্রশ্ন এই যে সুষুপ্তিদশাতে যে অজ্ঞানের প্রত্যক্ষ হয়, সেই প্রত্যক্ষের বিষয় অজ্ঞান, সাক্ষীর বিশেষণ হইয়া প্রত্যক্ষ হয়? অথবা স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যক্ষ হয়? অজ্ঞানবিশিষ্ট সাক্ষীবিষয়ক অবিদ্যাবৃত্তি হইবে? অথবা কেবল অজ্ঞান-বিষয়ক অবিদ্যাবৃত্তি হইবে? অজ্ঞান চৈতন্যে আশ্রিত বস্তু; এই আশ্রিত অজ্ঞানের আশ্রিতত্বরূপে প্রত্যক্ষ হয়? অথবা তাহা না হইয়া অজ্ঞানস্বরূপমাত্রের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে? এইরূপ সুষুপ্তিতে যে সুখের প্রত্যক্ষ হয়, তাহা কি সুখাভিন্ন সাক্ষীর প্রত্যক্ষ? অথবা সুখমাত্রের

১ কেচিৎ—অজ্ঞানবদবস্থানামনাদিত্বম্—আহুঃ, তদসৎ; ঋজুবিবরণ, পৃঃ ১১০ (কলিকাতা সংস্কৃত সিরিজ.)

২ অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৪৮৬-৮৭

৩ তুলাজ্ঞানমাবরণবিক্ষেপশক্তিযুক্তং ব্রহ্মজ্ঞানান্যজ্ঞাননাশ্যমূলাজ্ঞানতাদাত্ম্যানাপন্নমজ্ঞানম্। অবস্থা-বিশেষস্তু তাদৃশং মূলাজ্ঞানতাদাত্ম্যাপন্নম্—লঘুচন্দ্রিকা, পৃঃ ৪৮৭

প্রত্যক্ষ? ফল কথা এই যে—সুষুপ্তিতে বিশিষ্টবিষয়ক বৃত্তি হয় কিনা? সুষুপ্তিতে বিশেষ্য-বিশেষণভাবে জ্ঞান সম্ভাবিত কিনা?[১]

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—সুষুপ্তিদশাতে বিশিষ্টবিষয়ক বৃত্তি হইতে পারে না। বিশিষ্টবিষয়ক বৃত্তি বিশেষ্য ও বিশেষণের সংসর্গবিষয়ক বৃত্তি। সুষুপ্তিদশাতে নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানই হইয়া থাকে। নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান সংসর্গাবিষয়ক। বিশেষ্য বিশেষণের সংসর্গবিষয়ক জ্ঞান, সবিকল্পক জ্ঞান। সবিকল্পক জ্ঞানে অহঙ্কার হেতু। স্থূলাবস্থ মনকেই অহঙ্কার বলে। স্থূলাবস্থ মন সুষুপ্তিতে থাকে না। সুষুপ্তিদশাতে মন সূক্ষ্মরূপে অর্থাৎ সংস্কাররূপে স্বীয় উপাদান অবিদ্যাতে লীন থাকে। সুষুপ্তিদশাতে অহঙ্কার থাকে না বলিয়া বিশিষ্টবিষয়ক বৃত্তি, সুষুপ্তিতে হইতে পারে না। স্বপ্নদশাতে মনের লয় হয় না বলিয়া বিশিষ্টবিষয়ক বৃত্তি বা সবিকল্পক বৃত্তি, স্বপ্নদশাতে হইয়া থাকে। সংসর্গবিষয়ক বৃত্তিতে অহঙ্কারই নিমিত্ত কারণ। এই নিমিত্তকারণতাতে কিঞ্চিদ্ বিলক্ষণতা আছে। কার্য্যের অব্যবহিত প্রাক্কালবৃত্তি হইলেই কারণ হইতে পারে। উপাদান কারণ কার্য্যের অব্যবহিত প্রাক্কালবৃত্তি হইয়া কার্য্যকাল-বৃত্তিই হইয়া থাকে। উপাদান যে কার্য্যকালে বৃত্তি হয়, তাহা কারণ বলিয়া কার্য্যকালে বৃত্তি হয় না; কিন্তু কার্য্যের আশ্রয় বলিয়াই কার্য্যকালে বৃত্তি হইয়া থাকে। ভাব-কার্য্য-মাত্রই উপাদানে আশ্রিত থাকে। কার্য্যের উৎপত্তিকালে ও কার্য্যের উৎপত্তির পরে উপাদান না থাকিলে উপাদেয় কার্য্য, কাহাতে আশ্রিত থাকিবে? এজন্য উপাদান, কারণত্ব নির্ব্বাহের জন্য কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে ও কার্য্যের আশ্রয় হইবার জন্য কার্য্যকালেও থাকে। কেবল কারণত্ব নির্ব্বাহের জন্য কারণের কার্য্যকালে থাকিবার আবশ্যকতা নাই। অনুৎপন্ন কার্য্য অসিদ্ধ; এই অসিদ্ধ কার্য্য, স্বসিদ্ধির জন্যই কারণকে অপেক্ষা করে। কার্য্য সিদ্ধ হইলে কার্য্যের আর কারণাপেক্ষা থাকে না। কার্য্যের উৎপত্তিকালে কার্য্য সিদ্ধ; উৎপত্তির পরেও কার্য্য সিদ্ধ; সিদ্ধ কার্য্য, স্বসাধক কারণের অপেক্ষা করে না। সিদ্ধের সাধক নাই। অসিদ্ধই সাধক সাপেক্ষ। সিদ্ধকার্য্য স্বসিদ্ধিকালেও যে উপাদানকে অপেক্ষা করে, তাহার কারণ এই যে উপাদান কার্য্যের আশ্রয়; কার্য্যের আশ্রয় হইবার জন্যই উপাদান কার্য্যকালে অপেক্ষিত হইয়া থাকে। সাধক হইবার জন্য উপাদান অপেক্ষিত হয় না। কার্য্যকালে কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে; সুতরাং সাধকের অপেক্ষা তাহার নাই। এজন্য নব্য নৈয়ায়িকগণ নিমিত্তকারণকেও কোনও কোনও স্থলে কার্য্যকালবৃত্তি হইয়া কারণ হইয়া থাকে, এরূপ বলিয়াছেন। ইহা অত্যন্ত অসঙ্গত। অসাধকও কারণ, ইহা অপেক্ষা বিচিত্র কথা আর কি হইতে

১ নবজ্ঞানবিশিষ্টসাক্ষিবিষয়িকা সুখাভিন্নসাক্ষিবিষয়িকা চ বৃত্তিঃ কুতো নোক্তা? ন্যায়রত্নাবলী, পৃঃ ৪১৮; সিদ্ধান্তবিন্দু, পৃঃ ৬২৪ (৺রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ সম্পাদিত)

পারে ? উৎপাদকই কারণ ; যাহা উৎপাদক নহে, তাহা কারণ নহে। উৎপন্নের উৎপাদক নাই। উৎপন্ন কার্য্যের স্থিতির জন্য যাহা কার্য্যকালে অপেক্ষিত হয়, তাহা কার্যের কারণরূপে অপেক্ষিত হয় না ; তাহার স্থিতির জন্যই অপেক্ষিত হয়। কার্য্যের স্থিতির জন্য যাহা অপেক্ষিত হয়, তাহাকে কার্য্যের উৎপাদক বলা নিতান্ত অসঙ্গত। কার্য্যকালবৃত্তি হইয়া আধার হইয়া থাকে, এরূপ বলা যায় ; কার্য্যকালবৃত্তি হইয়া কারণ হইয়া থাকে, এরূপ বলা যায় না। নিমিত্তকারণ, কার্য্যের আধার নহে। সুতরাং নিমিত্তকারণের কার্য্যকালসত্তা কার্য্যের অপেক্ষিতই নহে।[১] নিমিত্তকারণনাশে কোনও স্থলে কার্য্যের নাশ হয় বলিয়া কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। যেমন অপেক্ষাদি বুদ্ধিনাশে দ্বিত্বাদি সংখ্যার নাশ হয়। ইহাও বৈশেষিকগণের প্রক্রিয়ামাত্রই বটে। ইহা প্রক্রিয়ামাত্র বলিয়াই মীমাংসকগণ এরূপ প্রক্রিয়া স্বীকার করেন নাই।[২]

যাহা হউক, মন যে সবিকল্পক বৃত্তির কারণ, তাহা কার্য্যকালবৃত্তি হইয়াই কারণ ; সাধারণতঃ মন সবিকল্পকবৃত্তির আশ্রয় হইয়া থাকে। এজন্য সবিকল্পক বৃত্তিকালেও মনের সত্তা আবশ্যক। কিন্তু স্বাপ্নবৃত্তির আশ্রয় মন নহে। স্বাপ্নবৃত্তি অবিদ্যাবৃত্তি ; অবিদ্যাবৃত্তি অবিদ্যাতেই আশ্রিত। কিন্তু মন না থাকিলে এই স্বাপ্ন অবিদ্যাবৃত্তিও থাকে না। মনের লয় হইলে স্বাপ্ন অবিদ্যাবৃত্তিও থাকে না। এজন্য মন স্বাপ্নবৃত্তির নিমিত্তকারণ হইলেও কার্য্যকালবৃত্তি হইয়া কারণ হইয়া থাকে এরূপ বলা হয়। এরূপ না বলিলে সুষুপ্তির অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে মন আছে বলিয়া সুষুপ্তিকালে সবিকল্পক জ্ঞান হইতে পারিত। সুষুপ্তির অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে সবিকল্পক পরামর্শ আছে বলিয়া সুষুপ্তিক্ষণে সবিকল্পক অনুমিতি হইতে পারিত। সবিকল্পক জ্ঞানের নিমিত্তকারণ মন। এই মন সুষুপ্তিকালীন অনুমিতির অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে আছে বলিয়া সুষুপ্তিক্ষণে অনুমিতি হইতে পারিত। মন সুষুপ্তিকালে নাই বলিয়া অনুমিতি হইতে কোনও আপত্তি নাই। নিমিত্তকারণ অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে থাকিলেই হইল।[৩] এইরূপে সুষুপ্তিক্ষণে সবিকল্পক অনুমিতি হইলে সেই সুষুপ্তির জাগ্রত্ত্বাপত্তি হইয়া পড়িবে। অর্থাৎ সুষুপ্তিরই অভাব হইয়া পড়িবে।[৪] অনুমিতি মাত্রই সবিকল্পকজ্ঞান। নির্ব্বিকল্পক অনুমিতি হয় না। পরোক্ষানুভব মাত্রই নির্ব্বিকল্পক হয় না। তথাপি যে সবিকল্পক অনুমিতি বলা হইয়াছে, তাহা বোধের সুবিধার জন্যই বলা হইয়াছে। যাহা হউক,

১ ......অহঙ্কারাভাবাচ্চ নৈকা বিশিষ্টবৃত্তিঃ......সিদ্ধান্তবিন্দু, পৃঃ ৪১৮
তথা চ সংসর্গবিষয়কবৃত্তৌ অহঙ্কারত্বেন হেতুতা। সা চ হেতুতা নিমিত্ততয়া কার্য্যসহভাবেনৈবেতি ন্যায়রত্নাবলী, পৃঃ ৪১৮

২ ননু নিমিত্তকারণাপায়েপি কার্য্যমপৈতি যথা বৈশেষিকাণামপেক্ষাবুদ্ধিবিনাশে দ্বিত্বাদিবিনাশঃ—বিবরণ, পৃঃ ৩২ (বিজয়নগর সং)

৩ ......সুষুপ্তিপূর্ব্বক্ষণে লিঙ্গপরামর্শাদিসত্ত্বে সংসর্গানুমিত্যাদের্দুর্বারত্বাচ্চ—ন্যায়রত্নাবলী পৃঃ ৪১৯

৪ ... . সুষুপ্ত্যভাবপ্রসঙ্গাচ্চ—সিদ্ধান্তবিন্দু, পৃঃ ৪১৮-১৯

সংসর্গ-বিষয়ক বৃত্তিতে মন যে নিমিত্তকারণ হয়, তাহা কার্য্যকালবৃত্তি হইয়াই কারণ হয়। এজন্য সুষুপ্তির আত্মক্ষণে সংসর্গবিষয়ক কোনও বৃত্তিই হইতে পারে না। আর এজন্যই অজ্ঞানবিশিষ্ট-সাক্ষি-বিষয়ক জ্ঞানও সুষুপ্তিতে হয় না। এইরূপ সুখাভিন্ন সাক্ষিবিষয়ক জ্ঞানও সুষুপ্তিতে হয় না; যেহেতু এই জ্ঞান সংসর্গবিষয়ক বলিয়া সবিকল্পক।[১]

প্রলয়কালে মূলাজ্ঞান থাকিলেও অজ্ঞানাকার অবিদ্যাবৃত্তি থাকে না বলিয়া প্রলয়কে সুষুপ্ত্যবস্থা বলা যায় না। প্রলয়ের পরে অজ্ঞানের স্মরণ হয় না বলিয়া স্মরণের জনক অবিদ্যাবৃত্তি প্রলয়কালে স্বীকার করা হয় না। সুপ্তোত্থিত পুরুষের "সুখমহমস্বাপ্সম্" "নকিঞ্চিদবেদিষম্" এইরূপ স্মরণ হয় বলিয়া স্মরণেরজনক অবিদ্যাবৃত্তি রূপ অনুভব সুষুপ্তিকালে স্বীকার করিতে হয়। অনুভব না হইলে স্মরণ হইতে পারে না।[২]

ইহাতে আপত্তি এই যে—স্মরণমাত্রই "তত্তার" উল্লেখযুক্ত হইয়া থাকে। যেমন ঘটের স্মরণ "স ঘটঃ" এইরূপ হইয়া থাকে। "অয়ংঘটঃ" এইরূপ অনুভব-জন্য "স ঘটঃ" এইরূপ স্মরণ হইয়া থাকে। সুষুপ্তিকালীন অনুভবজন্য সুপ্তোত্থিত পুরুষের যে স্মরণ হয়, তাহাতে তত্তার উল্লেখ থাকে না; তত্তোল্লেখ রহিত স্মরণ হইয়া থাকে, এরূপ বলা সঙ্গত নহে। যে জ্ঞানে তত্তার উল্লেখ নাই, সেই, জ্ঞান স্মরণই নহে। সুতরাং সুপ্তোত্থিত পুরুষের তত্তার অনুল্লেখী জ্ঞান, স্মরণ হইবে কিরূপে? সুপ্তোত্থিত পুরুষের জ্ঞান স্মরণাত্মক না হইলে তাহার জন্য সুষুপ্তি-কালীন অনুভব স্বীকার করিবারই বা আবশ্যকতা কি? যেমন নৈয়ায়িকগণ সুষুপ্তি-কালে নির্ব্বিকল্পক অনুভবও স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে জন্য জ্ঞান মাত্রেরই ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ কারণ। সুষুপ্তিকালে ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ থাকে না বলিয়া সুষুপ্তিকালে কোনও জ্ঞানই উৎপন্ন হইতে পারে না।[৩] নৈয়ায়িকগণ বলেন যে—সুষুপ্তিকালে নিত্য মন, পুরীতৎ নামক নাড়ীতে অবস্থান করে। এই নাড়ী ত্বগিন্দ্রিয় রহিত। এজন্য সুষুপ্তিকালে কোনও জ্ঞান হয় না। তাঁহারা এই সকল কথা কোন প্রমণানুসারে বলেন, তাহা তাঁহারাই জানেন। উপনিষদে পুরীতৎ নাড়ীর উল্লেখ আছে; কিন্তু তাহা নিত্বক্ কি সত্বক্, তাহার কোনও আলোচনা উপনিষদে নাই এবং মনের নিত্যত্বেও কোনও প্রমাণ নাই। প্রত্যুত "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা (মুণ্ড, ২।১।৩) মন জন্য বলিয়া সিদ্ধ হইয়াছে।

১ ন্যায়রত্নাবলী, পৃঃ ৪১৮-১৯

২ অতএব বৃত্তিরূপস্যোপলম্ভস্যাভাবান্ন প্রলয়েঽতিব্যাপ্তিঃ। তত্র তৎকল্পনাবীজাভাবাৎ। ইহ চ সুখমহমস্বাপ্সং ন কিঞ্চিদবেদিষমিতি সুপ্তোত্থিতস্য পরামর্শাৎ। অননুভবেচ পরামর্শানুপপত্তেঃ—সিদ্ধান্তবিন্দু, পৃঃ ৪১৯-২০

৩ সিদ্ধান্তবিন্দু, পৃঃ ৪২০ ও ন্যায়রত্নাবলী, পৃঃ ৪২০

যাহা হউক, সুপ্তোত্থিত পুরুষের স্মরণে তত্তার উল্লেখ থাকে না। তত্তার অনুল্লেখী স্মরণ হইতে পারে না। এইরূপ শঙ্কার সমাধানের জন্য মধুসূদন সরস্বতী বলিয়াছেন যে—অন্তঃকরণের উপরাগকালে অর্থাৎ মনের বিদ্যমানতা দশাতে যে অনুভব হয়, সেই অনুভবজন্য স্মৃতিতেই তত্তার উল্লেখ থাকে। সুষুপ্তিকালে মন বিলীন হইয়া যায়। সুষুপ্তিকালে মন স্বীয় উপাদানকারণ অবিদ্যাতে বিলীন হয়। এজন্য সুষুপ্তিকালীন অনুভব, অন্তঃকরণোপরাগকালীন অনুভব নহে। এজন্যই সৌষুপ্ত অনুভবজন্য স্মৃতিতে তত্তার উল্লেখ থাকে না। অভিপ্রায় এই যে সুষুপ্তিদশাতে অহঙ্কার থাকে না বলিয়া দেশ-কালবিশিষ্টরূপে অজ্ঞানাদির সবিকল্পক জ্ঞান, সুষুপ্তিদশাতে হইতে পারে না। দেশকালবিশিষ্টবিষয়ক সবিকল্পক অনুভবজন্য স্মৃতিতেই তত্তার উল্লেখ হয়। সুষুপ্তিকালে অজ্ঞান দেশ-কালবিশিষ্টরূপে অনুভূয়মান হইতে পারে না। সুষুপ্তিদশাতে অন্তঃকরণের লয় হয় বলিয়াই হইতে পারে না।[১]

ইহাতে আপত্তি এই যে—সৌষুপ্তানুভবে অজ্ঞানে দেশাদিবৈশিষ্ট্য ভাসমান হয় না; অহঙ্কাররূপ কারণ নাই বলিয়াই দেশাদিবিশিষ্টরূপে অজ্ঞানের সবিকল্পক অনুভব হয় না; ইহাই অদ্বৈতবেদান্তিগণ বলিয়া থাকেন। সুষুপ্তিতে যদি সবিকল্পক জ্ঞান হইতে না পারে, তবে অজ্ঞানে সবিষয়কত্ব ও জ্ঞানবিরোধিত্ব ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য ভাসমান না হওয়া উচিত। অজ্ঞানে সবিষয়কত্বাদি ধর্মের বৈশিষ্ট্য ভাসমান হইলে সুষুপ্তিতে সবিকল্পক জ্ঞানই স্বীকার করিতে হইবে। অহঙ্কাররূপ কারণ নাই বলিয়া সুষুপ্তিদশাতে অজ্ঞানে সবিষয়কত্ব ও জ্ঞানবিরোধিত্ব ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্যও ভাসমান না হওয়া উচিত। ইহাতে যদি অদ্বৈতবেদান্তিগণ ইষ্টাপত্তি করেন অর্থাৎ যদি তাঁহারা এরূপ বলেন যে—সুষুপ্তিদশাতে অজ্ঞান স্বরূপতঃই ভাসমান হয়, সবিষয়কত্বাদি ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য ভাসমান হয় না, তাহা হইলে আপত্তি এই যে সুপ্তোত্থিত পুরুষের "ন কিঞ্চিদবেদিষম্" এইরূপ স্মৃতিও হইতে পারিবে না।" "ন কিঞ্চিদবেদিষম্" এইরূপ স্মৃতির অভিলাপদ্বারা স্মর্য্যমাণ অজ্ঞান সবিষয়কত্ব ও জ্ঞানবিরোধিত্বরূপেই প্রতীত হইয়া থাকে। "কিঞ্চিৎ" পদদ্বারা অজ্ঞানের সবিষয়কত্ব এবং "নাবেদিষম্" পদদ্বারা জ্ঞানবিরোধিত্বই প্রতীত হয়। সুষুপ্তিতে অজ্ঞান স্বরূপতঃ অনুভূত হইলে সবিষয়কত্ব ও জ্ঞানবিরোধিত্বরূপে স্মর্য্যমাণ হইতে পারিত না। সুষুপ্তিদশাতে যেরূপে অজ্ঞানের অনুভব হয় নাই, সুপ্তোত্থিত পুরুষের সেইরূপে অজ্ঞানের স্মরণও হইতে পারে না। সুতরাং সুপ্তোত্থিত

১ অন্তঃকরণোপরাগকালীনানুভবজন্যত্বাভাবাচ্চ ন তত্তোল্লেখাভাবেঽপি স্মরণত্বানুপপত্তিঃ।...... সিদ্ধান্তবিন্দু, পৃঃ ৪২০-২২

......অহঙ্কারাভাবেন কালদেশবিশিষ্টরূপেণাজ্ঞানাদেরননুভবাত্তেন রূপেণ ন স্মরণম্ .....ন্যায়রত্নাবলী, পৃঃ ৪২০

পুরুষের স্মৃতি, সবিষয়কত্বাদি ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্যের উল্লেখী হইয়া থাকে বলিয়া, সুষুপ্তি দশাতেও অজ্ঞানের সবিকল্পক অনুভবই হইয়াছিল স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহাতে অদ্বৈতবেদান্তিগণ পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা অসঙ্গত হইয়া পড়িবে।[১]

এতদুত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিগ্রন্থে বলা হইয়াছে যে—সুষুপ্তিতে অজ্ঞানের নির্ব্বিকল্পক অনুভবজন্য সুপ্তোত্থিত পুরুষের সবিকল্পক স্মরণ হইতে পারে না। স্মর্য্যমাণ অজ্ঞানে যে সবিষয়কত্ব ও অজ্ঞানত্ব ধর্ম্মের (জ্ঞানবিরোধিত্ব ধর্ম্মের) বৈশিষ্ট্য ভাসমান হয়, তাহা সুষুপ্তিকালীন অনুভবজন্য নহে। উক্ত ধর্ম্মদ্বয়ের বৈশিষ্ট্যাংশ স্মর্য্যমাণ নহে, কিন্তু তৎকালে অনুভূয়মান। অজ্ঞান স্বরূপেরই স্মৃতি হয়, অজ্ঞানে বৈশিষ্ট্যাংশ সুপ্তোত্থিত পুরুষের উত্থানকালে অনুভূয়মান।[২]

অদ্বৈতসিদ্ধিকারের এইরূপ সমাধানে ন্যায়রত্নাবলীকার ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী আপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন যে অদ্বৈতসিদ্ধিকারের উক্ত সমাধান সঙ্গত হয় নাই। কারণ সুষুপ্তিদশাতে অনুভূয়মান অবস্থা-অজ্ঞান জাগ্রদ্দশাতে থাকে না। নানা বিষয়বিশেষিত অবস্থা-অজ্ঞান জাগ্রৎকালে নানাবিষয়ের জ্ঞান হইলে থাকিতে পারে না। অজ্ঞান জ্ঞাননিবর্ত্ত্য। সুষুপ্তিদশাতে ও জাগ্রদ্দশাতে মূলাজ্ঞান অভিন্ন বটে। মূলাজ্ঞান শুদ্ধ চিন্মাত্রবিষয়ক এবং তাহা তত্ত্বজ্ঞানবিনাশ্য। তত্ত্বজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত মূলাজ্ঞান স্থির থাকে নষ্ট হইতে পারে না। কিন্তু অবস্থা-অজ্ঞান তাহা নহে; অবস্থা-অজ্ঞানের বিষয় শুদ্ধচৈতন্য নহে; কিন্তু তাহা নানাবিষয়ক। "ন কিঞ্চিদ-বেদিষম্" এইরূপে যে অজ্ঞান ভাসমান হয়, তাহা মূলাজ্ঞান নহে। এই অজ্ঞান নানাবিষয়ক বলিয়া তাহা অবস্থা-অজ্ঞান। "কিঞ্চিৎ" পদদ্বারা নানাবিষয়ই বলা হইয়াছে। অজ্ঞাত নানা বিষয়, অবস্থা-অজ্ঞানের নিরূপক হইয়া থাকে। আর অজ্ঞাত শুদ্ধ চৈতন্যই মূলাজ্ঞানের নিরূপক। অজ্ঞাত ঘট বা পট ঘটবিষয়ক বা পটবিষয়ক তূলাজ্ঞানের নিরূপক হইয়া থাকে। অজ্ঞাত নানা বিষয়বিশেষিত অজ্ঞানই অবস্থা-অজ্ঞান। "ন কিঞ্চিদবেদিষম্" এইরূপে উল্লিখ্যমান অজ্ঞান মূলাজ্ঞানও নহে এবং তূলাজ্ঞানও নহে; কিন্তু অবস্থা-অজ্ঞান। নানাবিষয়বিশেষিত অবস্থা-অজ্ঞান যাহা সুষুপ্তিদশাতে অনুভূয়মান ছিল, জাগরণ কালে বিষয়ের জ্ঞান হওয়াতে সে অবস্থা-অজ্ঞান থাকিতে পারে না। সুষুপ্তিদশাতে অজ্ঞাত নানা বিষয়ের মধ্যে অন্ততঃ কতকগুলি বিষয় জাগরণদশাতে জ্ঞাত হইয়াছে। সুতরাং সুষুপ্তিদশাতে অনুভূয়মান অবস্থা-অজ্ঞান, জাগরণদশাতে বিদ্যমান নাই। যাহা

১ ননু সৌষুপ্তানুভবে যদজ্ঞানাংশে দেশাদিবৈশিষ্ট্যং ন ভাতি অহঙ্কাররূপকারণাভাবাত্তর্হি সবিষয়কত্বাজ্ঞানত্বয়োরপি বৈশিষ্ট্যং তত্র ন ভায়াৎ। ইষ্টাপত্তৌ চ ন কিঞ্চিদবেদিষমিতি স্মৃতৌ তদুল্লেখানুপপত্তিঃ......ন্যায়রত্নাবলী, পৃঃ ৪২০-২১

২ উক্তবৈশিষ্ট্যাংশে ন স্মৃতিত্বং কিন্ত্বনুভবত্বমিতি .. ..ন্যায়রত্নাবলী, পৃঃ ৪২১; অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫৮

বিদ্যমান নাই, সাক্ষিদ্বারা তাহার অনুভবও হইতে পারে না। সাক্ষী বিদ্যমানমাত্র-গ্রাহী। সাক্ষী স্বসংসৃষ্ট বস্তুরই প্রকাশক হইয়া থাকে। জাগরণকালে সাক্ষী, অতীত অবস্থা-অজ্ঞানের সহিত সংসৃষ্টই নহে। সুতরাং সুষুপ্তিদশায় অনুভূত ও জাগরণকালে অতীত অজ্ঞানে সবিষয়কত্ব ও অজ্ঞানত্ব ধর্ম্মদ্বয়ের বৈশিষ্ট্য জাগরণকালে সাক্ষী গ্রহণ করিবে কিরূপে? সুতরাং অদ্বৈতসিদ্ধিকার যে বলিয়াছেন অজ্ঞান স্বরূপতঃ স্মর্য্যমাণ হইলেও সবিষয়কত্বাদি ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য, সুপ্তোত্থিত পুরুষের অনুভূয়মানই হইয়া থাকে, ইহা সঙ্গত মনে হয় না।[১]

এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করিয়া ন্যায়রত্নাবলীকার বলিয়াছেন যে যেমন অভাবের প্রত্যক্ষ, প্রতিযোগী ও অনুযোগী এতদুভয় বিশিষ্টত্বরূপে এবং অভাবত্ব-বিশিষ্টরূপেই হইয়া থাকে; প্রত্যক্ষ জ্ঞানে ভাসমান অভাব, নিয়তই প্রতিযোগি-অনুযোগি-বিশিষ্টত্বরূপে এবং অভাবত্ব ধর্ম্মবিশিষ্টরূপে ভাসমান হইয়া থাকে এবং জ্ঞানের প্রত্যক্ষে জ্ঞান যেমন সবিষয়কত্ব ও জ্ঞানত্ব ধর্ম্মবিশিষ্টরূপেই ভাসমান হইয়া থাকে; অভাবের প্রত্যক্ষ ও জ্ঞানের প্রত্যক্ষ নিয়ত সবিকল্পক হইয়া থাকে, কিন্তু নির্ব্বিকল্পক হয় না; সেইরূপ অজ্ঞানের প্রত্যক্ষও সবিষয়কত্ব ও অজ্ঞানত্ব ধর্ম্মদ্বয়বিশিষ্টরূপেই হইয়া থাকে অর্থাৎ অজ্ঞানের প্রত্যক্ষও উক্ত ধর্ম্মদ্বয়বিশিষ্টরূপে সবিকল্পকই হইয়া থাকে; কিন্তু নির্ব্বিকল্পক হয় না। শুদ্ধ অজ্ঞানের নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ হয় না। অভাব ও জ্ঞান যেমন নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষবেদ্য হয় না, এইরূপ অজ্ঞানও নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষবেদ্য হয় না। সুপ্তোত্থিত পুরুষের "ন কিঞ্চিদবেদিষম্" এইরূপ অজ্ঞানের স্মৃতি সবিষয়কত্ব ও অজ্ঞানত্ব বিশিষ্টরূপেই হইয়া থাকে। এজন্য স্মৃতির কারণীভূত অনুভবও সবিষয়কত্ব ও অজ্ঞানত্ববিশিষ্ট অজ্ঞানবিষয়কই হইবে। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং সুষুপ্তিকালেও অজ্ঞানের অনুভূতি উক্ত ধর্ম্মদ্বয়বিশিষ্টরূপে হইয়াছে বলিয়া সবিকল্পক অনুভবই হইয়াছে। অথচ সুষুপ্তিকালে অহঙ্কার থাকে না বলিয়া সুষুপ্তিকালে সবিকল্পক অনুভব হইতে পারে না।[২]

ন্যায়রত্নাবলীকার আরও বলিয়াছেন যে—সুষুপ্তিতে অবশ্যই সবিষয়কত্ব ও অজ্ঞানত্ব ধর্ম্মদ্বয়ের সংসর্গ অজ্ঞানে ভাসমান হয়। এই দুইটি ধর্ম্মের সংসর্গাতিরিক্ত অন্য কোনও সংসর্গ সুষুপ্তিকালে অজ্ঞানে ভাসমান হইতে পারে না। এই দুইটি ধর্ম্মের সংসর্গব্যতীত অন্য কোনও ধর্ম্মের সংসর্গ প্রতীত হইতে গেলেই অহঙ্কারের অপেক্ষা

১......ইত্যদ্বৈতসিদ্ধ্যুক্তস্য (অদ্বৈতসিদ্ধি, পৃঃ ৫৫৮) স্বীকারেঽপি অবস্থাজ্ঞানাকারা বৃত্তিরিতি মূলাসঙ্গতিঃ, স্মৃতিকালে স্মর্যমাণস্যাবস্থাজ্ঞানস্যোচ্ছিন্নত্বেন তত্রোক্তবৈশিষ্ট্যস্য সাক্ষিণো ভানাসম্ভবাদিতি চেৎ ... ন্যায়রত্নাবলী, পৃঃ ৪২১;

২......ন। যথাঽভাবস্য প্রতিযোগ্যনুযোগিবিশিষ্টত্বাভাবত্বরূপাভ্যামেব জ্ঞানস্য সবিষয়কত্বজ্ঞানত্বাভ্যামেব চ প্রত্যক্ষে ভানং তথৈবাজ্ঞানস্য সবিষয়কত্বাজ্ঞানত্বাভ্যামেব প্রত্যক্ষে ভানং নতু শুদ্ধাজ্ঞানস্য; তয়োরিব তস্যাপি নির্বিকল্পকাবেদ্যত্বাৎ। কিঞ্চ তদুভয়রূপবিশিষ্টত্বেনাজ্ঞানস্মৃতিঃ তাদৃশীমেব স্বকারণীভূতামবিদ্যাবৃত্তিং কল্পয়তি—ন্যায়রত্নাবলী, পৃঃ ৪২১

হইবে। অহঙ্কার নাই বলিয়া উক্ত দুইটি ধর্ম্মের সংসর্গ ব্যতীত অন্য কোনও সংসর্গ অর্থাৎ দেশকালাদির সংসর্গ অথবা সাক্ষীর সহিত অজ্ঞানের সংসর্গ, সুষুপ্তিতে অজ্ঞানে ভাসমান হইতে পারে না। অহঙ্কাররূপ কারণ নাই বলিয়াই পারে না। এই কথা অদ্বৈতসিদ্ধির টীকা লঘুচন্দ্রিকাতেও (লঘুচন্দ্রিকা, পৃঃ ৫৫৮) বলা হইয়াছে।[১]

ইহাতে আপত্তি এই যে—ব্যবসায়াত্মক জ্ঞান হইয়া পরে যখন জ্ঞানের অনুব্যবসায়াত্মক প্রত্যক্ষ হয়, তখন সবিষয়কত্বরূপে জ্ঞানের প্রত্যক্ষ হইতে পারে ; কারণ ব্যবসায়জ্ঞানদ্বারা বিষয় পূর্ব্বে উপস্থিত হইয়াছে। এজন্য সবিষয়কত্ব প্রকারে জ্ঞানের প্রত্যক্ষ হইতে পারে। কিন্তু সবিষয়কত্ব ধর্ম্ম যেমন জ্ঞানে প্রকারীভূত হইয়া ভাসমান হয়, এইরূপ জ্ঞানত্বধর্ম্মও জ্ঞানে প্রকারীভূত হইয়া ভাসমান হইয়া থাকে। জ্ঞানের প্রত্যক্ষে সবিষয়কত্ব ও জ্ঞানত্ব এই দুইটি ধর্ম্মই প্রকারীভূত হইয়া ভাসমান হয়। বিষয় পূর্ব্বে উপস্থিত ছিল বলিয়া সবিষয়কত্ব-ধর্ম-প্রকারক জ্ঞান হইতে পারিলেও জ্ঞানত্বধর্ম পূর্ব্বে উপস্থিতও ছিল না ; সুতরাং পূর্ব্বে অনুপস্থিত জ্ঞানত্ব-ধর্ম্ম-প্রকারক জ্ঞানের প্রত্যক্ষ হইবে কিরূপে? এজন্য কোনও কোনও নব্য তার্কিক এরূপ বলিয়াছেন যে জ্ঞানের প্রত্যক্ষ নরসিংহাকার হইয়া থাকে অর্থাৎ এই জ্ঞানের প্রত্যক্ষ সবিকল্পকও বটে নির্ব্বিকল্পকও বটে। বিরুদ্ধোভয়াত্মক বলিয়াই এই প্রত্যক্ষকে নরসিংহাকার বলা হইয়াছে। এই প্রত্যক্ষ সবিষয়কত্বাংশে সবিকল্পক ও জ্ঞানত্বাংশে নির্ব্বিকল্পক।[২]

এই মত সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। জ্ঞানত্বাংশে নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ হইলে "জানামি" এইরূপ বোধ হইতে পারে না। জ্ঞানত্ববিশিষ্ট জ্ঞানই "জানামি" প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে। জ্ঞানত্বাংশে নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ স্বীকার করিলে "ঘটবিষয়ক জ্ঞানবান্ আমি" এরূপ প্রতীতি না হইয়া "ঘটবিষয়ক কিঞ্চিদ্‌বান্ আমি" এইরূপ প্রতীতি হওয়া উচিত।[৩] যাহা হউক, নৈয়ায়িকগণের মতে জ্ঞান, উৎপত্তির পরে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। জ্ঞান উৎপত্তির পরে প্রত্যক্ষ হইলে প্রদর্শিত চিন্তার অবসর থাকে ; কিন্তু অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে জ্ঞান সাক্ষিবেদ্য। জ্ঞান উৎপত্তিক্ষণে অজ্ঞাত থাকে ও উৎপত্তির পরে জ্ঞানান্তর দ্বারা জ্ঞাত হয়, ইহা অদ্বৈতবেদান্তিগণ স্বীকার করেন না। জ্ঞান সাক্ষিভাস্য বলিয়া জ্ঞানের অজ্ঞাতসত্তাই নাই। জ্ঞান যখন আছে, তখন সাক্ষীদ্বারা জ্ঞাত হইয়াই আছে। উৎপন্ন জ্ঞান অজ্ঞাত থাকিতে পারে না। জ্ঞানের সাক্ষিবেদ্যতামতে পূর্ব্বে অনুপস্থিত জ্ঞানত্বাদি ধর্ম্মও জ্ঞানে

১ এবং চাজ্ঞানত্বাদিসংসর্গান্যসংসর্গবিষয়কত্বাভাবেবাহঙ্কারস্য হেতুত্বং কল্প্যম্—ন্যায়রত্নাবলী, পৃঃ ৪২১

২ ননু জ্ঞানস্য প্রত্যক্ষে সবিষয়কত্বসপ্রকারকত্বনিয়মো যুক্তঃ, বিষয়স্য পূর্ব্বমুপস্থিতত্বাৎ। জ্ঞানত্বপ্রকারকত্বনিয়মস্ত্বযুক্তঃ, তস্য পূর্ব্বমনুপস্থিতত্বাৎ। অতএব সবিষয়কত্বাংশে সবিকল্পকং জ্ঞানত্বাংশে নির্বিকল্পকংনৃসিংহাকারং জ্ঞানস্য প্রত্যক্ষং নব্যতার্কিকৈরুচ্যতে ইতি চেৎ—ন্যায়রত্নাবলী, পৃঃ ৪২১—২২

৩ ন্যায়রত্নাবলী, পৃঃ ৬২১

প্রকার হইয়া ভাসমান হয়। নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষপূর্ব্বক সবিকল্পক প্রত্যক্ষ হয়, বিশিষ্টজ্ঞানে বিশেষণ জ্ঞান কারণ, ইহা অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করেন না।[১]

যাহা হউক, সুষুপ্তিতে অহঙ্কার বিলীন হইয়াছে বলিয়া সুষুপ্তিকালে অন্তঃকরণোপরাগ সম্ভাবিত নহে। এজন্য সুষুপ্তিদশাতে কালাদিবিশিষ্টরূপে অনুভবও সম্ভাবিত নহে। কালাদিবিশিষ্টরূপে অনুভবজন্য স্মৃতিতেই তত্তার উল্লেখ থাকে। সুষুপ্তিতে কালাদিবিশিষ্টরূপে অজ্ঞানের অনুভব হয় না বলিয়া এই অনুভবজন্য স্মৃতিতেও তত্তার উল্লেখ হয় না। এজন্যই সুপ্তোত্থিত পুরুষের স্মৃতি, তত্তার উল্লেখ রহিত হইয়া থাকে। আরও বিশেষ কথা এই যে—স্মরণে তত্তার উল্লেখের কোনও নিয়ম নাই। স্মরণমাত্রই তত্তোল্লেখযুক্ত হইবে, এরূপ নিয়ম না থাকায় সুপ্তোত্থিত পুরুষের তত্তোল্লেখবর্জ্জিত জ্ঞানের স্মরণত্ব অনুপপন্ন হইবে না। তত্তার উল্লেখ না থাকিলে সেই জ্ঞান স্মরণ হইতে পারে না, এরূপ বলা যায় না। এজন্য সুপ্তোত্থিত পুরুষের "ন কিঞ্চিদবেদিষম্" এইরূপ জ্ঞান, তত্তার উল্লেখবর্জ্জিত স্মরণ বলিয়াই বুঝিতে হইবে। সুপ্তোত্থিত পুরুষের "ন কিঞ্চিদবেদিষম্" এইরূপ জ্ঞান উত্থানকালীন অনুভব হইতে পারে না। জাগ্রদ্দশাতে "অস্বাপ্সম্" এইরূপ অনুভব হইতে পারে না। অতীত সুষুপ্তির প্রত্যক্ষানুভব সম্ভাবিত নহে। অতীত বস্তুর প্রত্যক্ষ হয় না।[২]

যদি বলা যায়—জাগরণকালে "অস্বাপ্সম্" এইরূপে সুষুপ্তির প্রত্যক্ষ হইতে না পারিলেও অনুমিতি হইতে পারিবে। মনের লয় ও অবস্থা-অজ্ঞান এই দুইটিকে লইয়া সুষুপ্তি হয়। জাগ্রৎকালে জাগ্রৎ-জ্ঞানদ্বারা অবস্থা-অজ্ঞান নষ্ট হইয়া গিয়াছে; যাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহার প্রত্যক্ষ হয় না; মনোলয়ও জাগ্রৎকালে নষ্ট হইয়াছে; মনের অভিব্যক্তিতেই জাগ্রৎ হয়; মন লীন থাকিলে জাগ্রৎ হইতেই পারে না। আরও বিশেষ কথা এই যে—মনোলয় অযোগ্য বস্তু; মনোলয় বিদ্যমান থাকিলেও প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। বিশেষতঃ জাগরণে মনের উত্থানে মনোলয়ও নষ্ট হইয়াছে। সুতরাং জাগরণকালে সুষুপ্তির প্রত্যক্ষ সর্ব্বথাই অসম্ভাবিত। যাহা হউক, জাগরণকালে সুষুপ্তির প্রত্যক্ষ না হইলেও অনুমিতিরূপ অনুভব হইতে পারিবে;[৩] এরূপও বলা যায় না। কারণ, জাগরণ সময়ে সুষুপ্তির অনুমান করিতে হইলে

১ ......ন। জ্ঞানস্যোৎপত্ত্যুত্তরং প্রত্যক্ষতামতে হি তাদৃশযুক্তত্বাযুক্তত্ববিচারঃ নতু তস্য সাক্ষিবেদ্যত্বমতে পূর্ব্বানুপস্থিতস্যাপি জ্ঞানত্বাদেরপি ভানস্বীকারাদিতি ধ্যেয়ম্—ন্যায়রত্নাবলী, পৃঃ ৪২২

২ ......অন্তঃকরণোপরাগকালীনানুভবজন্যত্বাভাবাচ্চ ন তত্তোল্লেখাভাবেঽপি স্মরণত্বানুপপত্তিঃ। স্মরণে তত্তোল্লেখনিয়মাভাবাচ্চ জাগ্রদ্দশায়ামস্বাপ্সমিত্যনুভবানুপপত্তেঃ—সিদ্ধান্তবিন্দু, পৃঃ ৪২০—২২

৩ লিঙ্গাভাবেনাশ্রয়াসিদ্ধ্যা চানুমানস্যাসম্ভবাৎ—সিদ্ধান্তবিন্দু, পৃঃ ৪২৩

...ননু জাগরে সুষুপ্তেঃ প্রত্যক্ষং মাস্তু, অবস্থাজ্ঞানং মনোলয়শ্চেতি দ্বয়ং হি সুষুপ্তিঃ, তত্রাদ্যং জাগরকালীনধিয়া নষ্টত্বাৎ, দ্বিতীয়ং চাযোগ্যত্বাৎ নষ্টত্বাচ্চ ন প্রত্যক্ষম্, অনুমিতিস্তু স্যাৎ...... ন্যায়রত্নাবলী, পৃঃ ৪২২-২৩

এইরূপ অনুমান করিতে হইবে যে—স্বপ্ন ও জাগরণের মধ্যকাল (পক্ষ) সুষুপ্তিমান্ (সাধ্য), জ্ঞানসামান্যাভাবাৎ অথবা জন্য-জ্ঞান-সামান্যাভাবাৎ (হেতু)। এইরূপ অনুমান সম্ভাবিত নহে। ইহার প্রথম হেতুটি সঙ্গত নহে; কারণ তাহা অসিদ্ধ। জ্ঞান-সামান্যাভাব জানিবার উপায় নাই। বিশেষতঃ এই জ্ঞান-সামান্যাভাব হেতুটি পক্ষবৃত্তিরূপে কখনই জানা যায় না। এইরূপ দ্বিতীয় হেতুটিও অসিদ্ধ। দ্বিতীয় হেতুটিও জানিবার কোনও উপায় নাই।[১]

যদি বলা যায়—স্বপ্ন ও জাগরণের মধ্যকাল-বিশিষ্টরূপে কোনও বিষয়েরই স্মরণ হয় না অর্থাৎ সুষুপ্তিকাল বিশিষ্ট কোনও বস্তরই স্মরণ হয় না; সুষুপ্তি-কালীন কোনও বস্তর স্মরণাভাব প্রযুক্ত সুষুপ্তিকালে জন্য-জ্ঞান-সামান্যাভাবের অনুমান হইবে। স্মরণাভাব প্রযুক্ত স্মরণের জনক অনুভবেরও অভাব অনুমিত হইতে পারিবে। সুতরাং অনুমেয় জন্য-জ্ঞান-সামান্যাভাবই সুষুপ্তির অনুমাপক লিঙ্গ হইবে। অনুভব উৎপন্ন হইয়া অনুভবের অধিকরণ ক্ষণবিশিষ্ট স্ববিষয়কে গ্রহণ করিয়া থাকে। অনুভবের অধিকরণক্ষণ, অনুভূয়মান বিষয়ে বিশেষণরূপে ভাসমান হইয়া থাকে। যেরূপে বিষয়ের অনুভব হয়, সেই অনুভব হইতে স্মৃতিও তদ্রূপেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। অথচ তৎকালবিশিষ্টরূপে কাহারও স্মরণ হয় না বলিয়া স্মরণের জনক তাদৃশ অনুভবের অভাবের অনুমান হইতে পারিবে। এরূপ বলা সঙ্গত নহে। জ্ঞানের স্মৃতিজনকত্ব নিয়ম নাই। জ্ঞান-মাত্রই যদি অবশ্যই স্মৃতির জনক হইত, তবেই এইরূপ অনুমান সম্ভাবিত হইত। জ্ঞানের স্মৃতিজনকত্ব নিয়ম না থাকায় জন্য-জ্ঞানসামান্যাভাবের অনুমান হইতে পারে না। সুতরাং জন্য-জ্ঞানসামান্যাভাবরূপ হেতুই অসিদ্ধ।[২]

এইরূপ প্রদর্শিত অনুমানে পক্ষও অসিদ্ধ। স্বপ্ন ও জাগরণের মধ্যকালই পক্ষ; ইহাই সুষুপ্তিকাল। এই সুষুপ্তিকালের উপস্থাপক কেহ নাই বলিয়া অনুপস্থিত কাল অসিদ্ধ। সুতরাং এতাদৃশ অনুমান আশ্রয়াসিদ্ধি দোষ দুষ্ট। সুতরাং সুপ্তোত্থিত পুরুষের "ন কিঞ্চিদবেদিষম্" এইরূপ জ্ঞান তত্তোল্লেখবর্জ্জিত হইলেও তাহা স্মৃতিই বটে; কিন্তু উত্থানসমানকালীন অনুভব নহে। এজন্য অদ্বৈতবেদান্তিগণ, সুপ্তোত্থিত পুরুষের "ন কিঞ্চিদবেদিষম্" এই জ্ঞানকে যে স্মৃতি

১ স্বপ্নজাগরণয়োর্মধ্যকালঃ সুষুপ্তিমান জ্ঞানসামান্যাভাবাৎ, জন্যজ্ঞানসামান্যাভাবাদ্বেত্যনুমানং ন সম্ভবতি। আদ্যো হি ন হেতুঃ। অসিদ্ধত্বাৎ, পক্ষে জ্ঞাতুমশক্যত্বাচ্চ। অত এব ন দ্বিতীয়ঃ। ন্যায়রত্নাবলী, পৃঃ ৪২৩

২ ন চ তৎকালবিশিষ্টরূপেণ কস্যাপ্যস্মৃতেঃ তৎকালে জন্যজ্ঞানসামান্যাভাবোহনুমেয়ঃ যদা হ্যনুভবো জায়তে তদা তৎকালবিশিষ্টং স্ববিষয়ং সংগৃহ্ণাতি, ততশ্চ তদ্রূপেণ স্মৃতেরুৎপত্তিসম্ভবাৎ, তদ-ভাবাচ্চ তাদৃশজ্ঞানাভাব ইত্যনুমানসম্ভব ইতি বাচ্যম্। জ্ঞানস্য স্মৃতিজনকত্বানিয়মাৎ। তস্মাল্লিঙ্গা সম্ভবঃ......ন্যায়রত্নাবলী, পৃঃ ৪২৩

বলিয়াছেন, তাহা ঠিকই বলিয়াছেন। এই স্মৃতির জনক সৌষুপ্ত অনুভব এবং অনুভবের বিষয়, ভাবরূপ অজ্ঞান, ইহাই অদ্বৈতবেদান্তিগণের কথা।[১]

আর আপত্তি হইতে পারে যে—সুষুপ্তি-সময়ে যদি অহঙ্কার বিলীন হইয়াছিল, তবে সুষুপ্তি সময়ে অহঙ্কারের অনুভবও হয় নাই। অহঙ্কারের অনুভব না হইয়া থাকিলে সুপ্তোত্থিত পুরুষের "আমি কিছু জানিতে পারি নাই" এইরূপে অহঙ্কার, স্মৃতির বিষয় হইল কিরূপে? অহঙ্কার যদি অনুভূয়মান না হইয়া থাকে, তবে সুপ্তোত্থিত পুরুষের স্মর্য্যমাণও হওয়া উচিত নহে। অননুভূত বিষয়ের স্মরণ হয় না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—সুপ্তোত্থিত পুরুষের অহঙ্কারের স্মরণ হয় না; কিন্তু উত্থান সময়েই অহঙ্কার অনুভূত হইয়া থাকে। অহঙ্কারাংশে স্মৃতিত্ব নাই, কিন্তু অনুভূতিত্ব আছে। সুষুপ্তিতে লীন অহঙ্কার অনুভূত হয় নাই বলিয়া তাহার স্মৃতিও হইতে পারে না। কিন্তু উত্থান সময়ে অহঙ্কার সাক্ষিচৈতন্যদ্বারা অনুভূত হইয়া থাকে। সাক্ষীর অহমাকার অবিদ্যাবৃত্তি স্বীকার করা হয়। অহঙ্কার সাক্ষিবেদ্য; কিন্তু প্রমাণবেদ্য নহে।[২]

ইহাতে আপত্তি এই যে—সুপ্তোত্থিত পুরুষের অজ্ঞানাদিবিষয়ক স্মৃতি হইয়া থাকে। সুষুপ্তিতে অজ্ঞানের অনুভবকালে অজ্ঞানানুভবের আশ্রয় সাক্ষীই ছিল; অহঙ্কার ছিল না। সুষুপ্তিকালে অজ্ঞানের অনুভবিতা সাক্ষী; কিন্তু অহমর্থ নহে। কিন্তু সুপ্তোত্থিতের অজ্ঞানাদি স্মৃতির আশ্রয়রূপে অহমর্থকেই স্বীকার করা হইয়াছে। অহমর্থই স্মৃতির আশ্রয়; ইহা অনুভবসিদ্ধও বটে। সুতরাং দেখা যাইতেছে—অনুভবের আশ্রয় অন্য ও স্মৃতির আশ্রয় অন্য। অনুভব ও স্মৃতির সামানাধিকরণ্য নিয়ম এ স্থলে থাকিতেছে না। অথচ অনুভব ও স্মৃতির সামানাধিকরণ্য নিয়ম সকলেরই স্বীকার্য্য। অদ্বৈতবেদান্তিগণ তাহার অপলাপ করিবেন কিরূপে?[৩]

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—যে সাক্ষিচৈতন্যের সুষুপ্তিকালে অজ্ঞানের অনুভব হইয়াছিল, সেই সাক্ষিচৈতন্যেই স্মরণও হইয়াছে। কিন্তু স্মরণকালে সেই সাক্ষিচৈতন্যে অহঙ্কার আরোপিত হইয়াছে বলিয়া অহঙ্কারের স্মরণাশ্রয়ত্ব বোধ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ অহঙ্কার স্মরণের আশ্রয় নহে। স্মরণাশ্রয় সাক্ষিচৈতন্যে স্মরণকালে অধ্যস্ত অহঙ্কারের সহিত স্মরণের সংসর্গবোধ হইয়া থাকে। স্মরণ অহঙ্কারাশ্রিত নহে। যেমন একই দর্পণে মুখ ও জবাকুসুমাদি লৌহিত্য প্রতিবিম্বিত হইলে মুখে রক্তিমার সংসর্গবোধ হইয়া থাকে, প্রকৃতস্থলেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। স্মৃতি, সংশয় ও বিপর্য্যয় জ্ঞানাভাস। ইহারা অবিদ্যাবৃত্তি। এই জ্ঞানাভাস বা

১ ......আশ্রয়াসিদ্ধিশ্চ। তৎকালস্থানুপস্থিতত্বাৎ ... ন্যায়রত্নাবলী, পৃঃ ৪২৩

২ অহঙ্কারস্তূত্থান সময় এবানুভূয়তে। সুষুপ্তৌ লীনত্বেন তস্যাননুভূতত্বাৎ স্মরণানুপপত্তেঃ—সিদ্ধান্তবিন্দু, পৃঃ ৪২৩-২৪ ও ন্যায়রত্নাবলী, পৃঃ ৪২৩

৩ সিদ্ধান্তবিন্দু, পৃঃ ৪২৪ ও ন্যায়রত্নাবলী পৃঃ ৪২৩-২৪

অবিদ্যাবৃত্তির আশ্রয় সাক্ষিচৈতন্যই হইয়া থাকে। অহঙ্কার বা অন্তঃকরণ অবিদ্যা-বৃত্তির আশ্রয় হয় না। প্রমাণজন্য জ্ঞানের আশ্রয়ই অহঙ্কার বা অন্তঃকরণ হইয়া থাকে। অহঙ্কার প্রমারই জনক হইয়া থাকে; অহঙ্কার প্রমারই আশ্রয় হইয়া থাকে। অপ্রমারূপ জ্ঞানাভাসের অবিদ্যাই জনক এবং অবিদ্যোপহিত সাক্ষীই আশ্রয়। অপ্রমাজ্ঞানমাত্রই জ্ঞানাভাস; জ্ঞানাভাস জ্ঞান নহে; যেমন হেত্বাভাস হেতু নহে। সুতরাং জ্ঞান মাত্রই প্রমা। যাহা অপ্রমা তাহা জ্ঞানাভাস। অজ্ঞান যে জ্ঞানবিরোধিস্বরূপে ভাসমান হয় তাহার অর্থ প্রমাবিরোধস্বরূপে ভাসমান হয়। অজ্ঞান জ্ঞানাভাসের বিরোধী নহে; প্রত্যুত অজ্ঞান জ্ঞানাভাসের উপাদান।[১]

প্রভাকরমতে যে জ্ঞানমাত্রকেই প্রমা বলা হইয়াছে, বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহা অদ্বৈতবেদান্তিগণেরও সম্মত। অন্তঃকরণ-বৃত্তিজ্ঞান মাত্রই প্রমা, ইহাই অদ্বৈতবেদান্তিগণের কথা। অদ্বৈতবেদান্তিগণ অবিদ্যাবৃত্তিরূপ জ্ঞানাভাস স্বীকার করেন। প্রভাকর মতে তাহা স্বীকার করা হয় না। জ্ঞানাভাস অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হয় না বলিয়াই তাহাকে জ্ঞান বলা যায় না। অজ্ঞানের অবিরোধী জ্ঞান, জ্ঞানই নহে। কিন্তু জ্ঞানাভাসও জ্ঞানের মতই সংস্কার ও ইচ্ছাদির জনক হইয়া থাকে বলিয়া কোনও স্থলে জ্ঞানাভাসকেও জ্ঞান বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ জ্ঞানাভাস অজ্ঞানের বিরোধী নহে, এজন্য তাহা জ্ঞানও নহে। এই সমস্ত অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্তরহস্যের প্রতি দৃষ্টি না থাকায় বেদান্তপরিভাষাকার ভট্টমতসিদ্ধ প্রমার লক্ষণটি অদ্বৈতবেদান্তের উপরে চাপাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।[২] ভট্টমত সিদ্ধ প্রমা ও অদ্বৈতবেদান্তসিদ্ধ প্রমা অত্যন্ত বিলক্ষণ। জ্ঞানাখ্য অন্তঃকরণবৃত্তিই অদ্বৈত-বেদান্ত মতে প্রমা। এজন্য জ্ঞান কখনও অধিগতবিষয়ক বা বাধিতবিষয়ক হইতে পারে না। যাহা অধিগতবিষয়ক, যেমন স্মৃতি—জ্ঞানাভাস বা অবিদ্যাবৃত্তি; উহা জ্ঞান নহে। এইরূপ বাধিতবিষয়ক শুক্তিরজতাদির জ্ঞানও জ্ঞান নহে; কিন্তু জ্ঞানাভাস বা অবিদ্যাবৃত্তি। এজন্যই সিদ্ধান্তবিন্দুতে মধুসূদন সরস্বতী স্মৃতি, সংশয় ও বিপর্য্যয় জ্ঞানকে অবিদ্যাবৃত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং তাহা জ্ঞানাভাস।[৩]

অনুমিত্যাদি পরোক্ষ প্রমার মত পরোক্ষ ভ্রমও অদ্বৈতবেদান্তিগণ স্বীকার করেন। পরোক্ষ ভ্রমও অন্তঃকরণবৃত্তি নহে; কিন্তু তাহা অবিদ্যাবৃত্তি।

১ মুখপ্রতিবিম্বাশ্রয়ে দর্পণে জবাকুসুমলৌহিত্যাধ্যাসেন রক্তং মুখমিতি প্রতীতিবদহঙ্কারাশ্রয়তয়া সাক্ষিচৈতন্যস্য স্মরণাশ্রয়ত্বাদহমস্মাপ্সমিতি সামানাধিকরণ্যপ্রতীতিঃ, ন পুনরহং সুখীতিবদাশ্রয়তয়া। স্মৃতিসংশয়বিপর্য্যয়াণাং সাক্ষিচৈতন্যাশ্রয়ত্বনিয়মাদহঙ্কারস্য চ প্রমাণজন্যজ্ঞানাশ্রয়ত্বনিয়মাৎ, প্রমাত্বেনৈব তৎকার্য্যতাবচ্ছেদাৎ, অপ্রমাত্বাবচ্ছেদেন চ অবিদ্যায়া এব কারণত্বাৎ—সিদ্ধান্তবিন্দু, পৃঃ ৪২৪—২৫; ন্যায়রত্নাবলী, পৃঃ ৪২৪—২৫

২ তত্র স্মৃতিব্যাবৃত্তং প্রমাত্বং অনধিগতাবাধিতার্থবিষয়জ্ঞানত্বম্—বেদান্তপরিভাষা, :৯—২০

৩ সিদ্ধান্তবিন্দু, পৃঃ ৪২৪—২৫

অনাপ্তবাক্যাদি জন্য পরোক্ষ ভ্রম হইয়া থাকে।[১] যাহা হউক, সুষুপ্ত অবস্থাতে স্বরূপ সুখাকার অবিদ্যাবৃত্তি থাকে বলিয়া সুষুপ্ত অবস্থাতে সুখভোগ হইয়া থাকে। সুখসাক্ষাৎকারই সুখভোগ। এই ভোগের ভোক্তা সুষুপ্ত্যভিমানী প্রাজ্ঞ। এই সুষুপ্ত্যভিমানী চৈতন্যকে প্রাজ্ঞ কেন বলা হয়, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া মধুসূদন সরস্বতী বলিয়াছেন যে—সুষুপ্ত্যভিমানী 'প্রকর্ষেণ' অজ্ঞ বলিয়াই প্রাজ্ঞ নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। জীবের মূলাজ্ঞান সর্ব্বদা আছে বলিয়া জীব সর্ব্বদাই অজ্ঞ। কিন্তু সুষুপ্তিকালে মূলাজ্ঞান তো আছেই, অতিরিক্ত অবস্থা-অজ্ঞানও আছে। সুতরাং সুষুপ্তিতে দ্বিবিধ অজ্ঞান থাকায় সুষুপ্ত্যভিমানী বিশেষরূপে অজ্ঞ। মধুসূদন এই "প্রাজ্ঞ" নামের অন্য অর্থও করিয়াছেন। প্রকৃষ্টজ্ঞ বলিয়াও প্রাজ্ঞ বলা যায়। সুষুপ্তিদশাতে তিনটি বৃত্তি হইয়া থাকে বলা হইয়াছে। এই তিনটি বৃত্তির বিষয় ভিন্ন অন্য বিষয়বিশেষ সৌষুপ্ত সাক্ষী দর্শন করে না। এজন্য অন্য বিষয়-বিশেষ-বিষয়কত্ব সৌষুপ্ত সাক্ষীর নাই। আর এই কথাই মধুসূদন সরস্বতী "বিশেষাবচ্ছেদাভাবেন প্রকৃষ্টজ্ঞত্বাৎ বা" ইহা দ্বারা বলিয়াছেন। সুষুপ্তিদশাতে অজ্ঞানাদি তিনটি বিষয় ব্যতীত অন্য ব্যাবহারিক প্রপঞ্চবিষয়ক জ্ঞান থাকে না। উক্ত তিনটি বিষয় ব্যতীত ব্যাবহারিক বিষয়ই বিশেষ বিষয়; এই বিশেষ বিষয়কত্ব সৌষুপ্ত সাক্ষীর নাই। বিশেষ বিষয়ক জ্ঞানই দুঃখের প্রযোজক। দুঃখের প্রযোজক বিশেষবিষয়কত্বের অভাব, সৌষুপ্ত জ্ঞানের প্রকর্ষ।[২] যাঁহারা মনোঽবচ্ছিন্ন চৈতন্যকেই জীব বলেন, তাঁহাদের মতে সুষুপ্তিদশায় মনের লয় হয় বলিয়া মনোঽবচ্ছিন্ন চৈতন্যও থাকে না। এজন্য সুষুপ্তিতে জীবের অভাব প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে—এইরূপ কেহ মনে করিতে পারেন। কিন্তু এরূপ আশঙ্কা সঙ্গত নহে। স্থূল-সূক্ষ্ম সাধারণ মনোঽবচ্ছিন্ন চৈতন্যই জীব। সুষুপ্তিদশাতে মন স্থূলরূপে না থাকিলেও সূক্ষ্মরূপে বা সংস্কাররূপে সুষুপ্তিদশাতেও চৈতন্যের অবচ্ছেদক হয় বলিয়া সুষুপ্তিদশাতে জীবের অভাবের প্রসঙ্গ হইবে না।[৩]

এইরূপ মনোঽবচ্ছিন্ন চৈতন্য জীব হইলে সুষুপ্তিদশাতে মনের লয় হইয়া যায় বলিয়া ভেদক উপাধি মনের লয় প্রযুক্ত জীবের ঈশ্বরের সহিত অভেদাপত্তি হইয়া

১ ......অনাপ্তবাক্যাদিজন্যপরোক্ষবিভ্রমোঽপ্যবিদ্যাবৃত্তিরেবেত্যভ্যুপগমো বেদান্তবিদাম্—সিদ্ধান্তবিন্দু, পৃঃ ৪২৫—২৬

২ সুষুপ্ত্যবস্থায়ামত্যানন্দভোগস্তদ্ভোক্তা চ সুষুপ্ত্যভিমানী প্রাজ্ঞ ইত্যুচ্যতে। প্রকর্ষেণাজ্ঞত্বাত্তদানীং বিশেষাবচ্ছেদাভাবেন প্রকৃষ্টজ্ঞত্বাদ্বা—সিদ্ধান্তবিন্দু, পৃঃ ৪৩২

......মূলাজ্ঞানং সর্বদাস্তি। অবস্থাজ্ঞানমপি সুষুপ্তাবিতি প্রকর্ষঃ। বিশেষাবচ্ছেদাভাবেন বৃত্তিত্রয়-বিষয়ান্যবিষয়বিশেষবিষয়কত্বাভাবেন। সৌষুপ্তসাক্ষিণ ইতি শেষঃ। বিশেষবিষয়কত্বস্য দুঃখপ্রযোজক-ত্বেন তদভাবো জ্ঞানস্য প্রকর্ষঃ—ন্যায়রত্নাবলী, পৃঃ ৪৩২

৩ ...তদা চান্তঃকরণস্য লয়েঽপি তৎসংস্কারেণাবচ্ছেদান্ন জীবাভাবপ্রসঙ্গঃ—সিদ্ধান্তবিন্দু পৃঃ ৪৩২-৩৩, অবচ্ছেদাদিতি। মনোঽবচ্ছিন্নচৈতন্যমেব জীব ইতি পক্ষে ইতি শেষঃ—ন্যায়রত্নাবলী, পৃঃ ৪৩২

পড়িবে। আর তাহাতে জীবের সুষুপ্তিদশাতে সার্ব্বজ্ঞ্যেরও আপত্তি হইবে। সুষুপ্তিদশাতে জীব নাই বলিয়া অবিদ্যা জীবের নিকটে ব্রহ্মচৈতন্যের আবরক হইবে; এরূপও বলা যায় না। মনোঽবচ্ছিন্ন চৈতন্যকে জীব বলিলে সুষুপ্তিদশাতে এই সমস্ত দোষের প্রসঙ্গ হয় বলিয়া যাঁহারা মনে করেন তাঁহাদের মতও অসঙ্গত। কারণ সুষুপ্তিদশাতে জীব থাকে। জীবোপাধি মন সুষুপ্তিদশাতে স্থূলরূপে না থাকিলেও সূক্ষ্মরূপে থাকে এবং তদ্দ্বারা জীবেশ্বর বিভাগও সিদ্ধ হয় ও জীবের প্রতি অবিদ্যার আবরকত্বও সিদ্ধ হয়।[১]

এস্থলে মনে রাখিতে হইবে যে—যাঁহারা অবিদ্যোপহিত চৈতন্যকে জীব বলেন, মনোঽবচ্ছিন্ন চৈতন্যকে জীব বলেন না, তাঁহাদের মতে সুষুপ্তিদশায় প্রদর্শিত দোষগুলির সম্ভাবনা নাই। সুষুপ্তিদশাতে জীবোপাধি অবিদ্যা বিদ্যমানই থাকে।[২]

সিদ্ধান্তবিন্দু গ্রন্থে স্মৃতি, সংশয়াদি জ্ঞানাভাসকে যে সাক্ষিমাত্রে আশ্রিত বলা হইয়াছে,[৩] তাহা "অবিদ্যাগত চিদাভাসই সাক্ষী" এই বার্ত্তিককারের মত অবলম্বন করিয়াই বলা হইয়াছে। কিন্তু বিবরণকারের মতে এরূপ বলা যায় না। বিবরণকারের মতে অবিদ্যাপ্রতিবিম্বিত চৈতন্য—জীব, বিম্ব-চৈতন্য—ঈশ্বর এবং বিম্ব-প্রতিবিম্বানুগত শুদ্ধ চৈতন্য—সাক্ষী। এই বিবরণকারের মতে স্মৃত্যাদি কার্য্য সাক্ষীতে আশ্রিত নহে। কিন্তু স্মৃত্যাদি কার্য্য অবিদ্যাবিশিষ্ট চিদাভাসাশ্রিত।[৪] যাহা হউক, সুষুপ্তিতে অন্তঃকরণের লয় হয় বলিয়া প্রমাতারও লয় হয়। অন্তঃকরণবিশিষ্ট চৈতন্যই প্রমাতা। এজন্য প্রতি সুষুপ্তিতেই প্রমাতার ভেদ হইবে। আর তাহাতে পূর্ব্বদিনস্থিত প্রমাতা দ্বারা অনুভূত বিষয় পরদিনস্থিত প্রমাতাদ্বারা স্মর্য্যমাণ না হওয়া উচিত। কারণ পূর্ব্বদিনস্থিত প্রমাতা ও পরদিনস্থিত প্রমাতা ভিন্ন। এতদুত্তরে মধুসূদন বলিয়াছেন যে এইরূপে প্রমাতার ভেদ হইলেও সাক্ষীর ভেদ হয় না। পূর্ব্বদিনে ও পরদিনে সাক্ষী একই থাকে। সাক্ষীই অধিক উপাধিবিশিষ্ট হইয়া প্রমাতা হইয়া থাকে। এজন্য প্রমা ও স্মৃতির সামানাধিকরণ্য আছে বলিয়া পূর্ব্ব-দিনানুভূত বস্তুর স্মরণ পরদিনে হইতে পারে।[৫]

১ মবা সার্বজ্ঞ্যাপত্তিঃ—সিদ্ধান্তবিন্দু, পৃঃ ৪৩৩... ..মনোঽবচ্ছিন্নস্য জীবত্বেতু মনউচ্ছেদেন জীবত্বাভাবসত্ত্বাৎ, ঈশাভেদসম্পত্ত্যা সার্বজ্ঞ্যাপত্তিশ্চ স্যাৎ। জীবস্যাভাবেন তং প্রত্যবিদ্যাঽঽবৃণোতীত্যস্য বক্তুমশক্যত্বাদিতি ভাবঃ......ন্যায়রত্নাবলী, পৃঃ ৪৩২

২ অবিদ্যোপহিতচৈতন্যস্য জীবত্বপক্ষে নোক্তপ্রসঙ্গঃ—ন্যায়রত্নাবলী, পৃঃ ৪৩২

৩ স্মৃতিসংশয়বিপর্য্যয়াণাং সাক্ষিচৈতন্যাশ্রয়ত্বনিয়মাৎ···সিদ্ধান্তবিন্দু, পৃঃ ৪২৪—২৫

৪ ......অত্রেদং বোধ্যম্। মূলে সাক্ষিমাত্রাশ্রিতত্বরূপং সাক্ষ্যাশ্রিতত্বং স্মরণাদের্যদুক্তং তদবিদ্যাগত-চিদাভাসঃ সাক্ষীতি বার্তিকমতমবলম্ব্যেব।......বিম্বপ্রতিবিম্বানুগতশুদ্ধচিৎ সাক্ষীতি মতে তু স্মৃত্যাদি-কার্য্যং ন সাক্ষিমাত্রাশ্রিতম্, কিন্ত্ববিদ্যাবিশিষ্টচিদাভাসাশ্রিতমপি—ন্যায়রত্নাবলী, পৃঃ ৪৩৪

৫ ......ননু পূর্বদিনস্থপ্রমাত্রানুভূতমপরদিনস্থপ্রমাত্রা ন স্মর্য্যেত। তয়োর্ভেদাৎ···ন্যায়রত্নাবলী, পৃঃ ৪৩৪
......সাক্ষিণ এব চাধিকোপাধিবিশিষ্টস্য প্রমাতৃত্বান্ন প্রতিসন্ধানানুপপত্তিরিতি—সিদ্ধান্তবিন্দু পৃঃ ৪৩৪

বার্ত্তিককার সুরেশ্বরাচার্য্য ব্যবহারদশাতেও সাক্ষীর ভেদ স্বীকার করেন নাই। প্রত্যুত সাক্ষিভেদের নিরাকরণই করিয়াছেন। সুতরাং সুষুপ্তি-দশায় সাক্ষিভেদের কোনও সম্ভাবনাই নাই। সুরেশ্বরাচার্য্য বলিয়াছেন—দেহ ভেদে প্রমাতা ও প্রমাণ ভিন্ন হইলেও সাক্ষী ভিন্ন হয় না। এই সাক্ষীই আত্মা। শ্রুতিতেও "এষ তে আত্মা অন্তর্য্যামী অমৃতঃ (বৃ আ. ৩।৭।৩) এই কথা বলা হইয়াছে।[১]

যদি বলা যায়—সুপ্তোত্থিত পুরুষের যেমন স্বরূপ-সুখানুভব-নিমিত্ত সুখস্মরণ হইয়া থাকে "সুখমহমস্বাপ্ সম্", এইরূপ সুপ্তোত্থিত কোনও পুরুষের কদাচিৎ "দুঃখমহম্-স্বাপ্ সম্" এইরূপ পরামর্শও ত হইয়া থাকে। এজন্য কি সুষুপ্তিতে দুঃখানুভবও স্বীকার করিতে হইবে? না, করিতে হইবে না। সুষুপ্তিদশায় দুঃখানুভবের সামগ্রী থাকে না বলিয়া সুষুপ্তিদশায় দুঃখানুভব হইতে পারে না। যদি বলা যায়—সুষুপ্তিতে দুঃখানুভবের সামগ্রী যেমন থাকে না, সেইরূপ সুখানুভবের সামগ্রীও ত থাকে না; তবে সুষুপ্তিতে সুখানুভব হইল কিরূপে? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে সাক্ষি-স্বরূপ সুখ নিত্য; তাহা কারণজন্য নহে। এই স্বরূপসুখাকার অবিদ্যাবৃত্তিদ্বারা স্বরূপ সুখানুভব হইয়া থাকে। কদাচিৎ যে "দুঃখমহমস্বাপ্ সম্" এইরূপ বোধ হয়, তাহার অভিপ্রায় এই যে দুঃখসাধন শয্যাদিতে শয়ন করিয়াছিলাম। ইহাই "দুঃখমহম-স্বাপ্ সম্" এইরূপ প্রতীতির বিষয়। শয্যাদির অসমীচীনত্ব প্রযুক্তই শয্যাদিতে দুঃখের উপচার করা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ সুষুপ্তিতে দুঃখের অনুভব হয় না। "দুঃখমহমস্বাপ্ সম্" এইরূপ প্রতীতিতে দুঃখের উপচার মাত্র হয়।[২]

অথবা কোনও কোনও সুষুপ্তিতেও দুঃখানুভব হইয়া থাকে। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটি অবস্থার প্রত্যেকটিই ত্রিবিধ। ত্রিবিধ জাগ্রদবস্থা এইরূপ বলা যাইতে পারে যে—(১) জাগ্রৎ-জাগ্রৎ, (২) জাগ্রৎ-স্বপ্ন ও (৩) জাগ্রৎ-সুষুপ্তি। প্রমা জ্ঞানকে জাগ্রৎ-জাগ্রৎ বলা যায়। শুক্তিরজতাদি বিভ্রম জ্ঞানকে জাগ্রৎ-স্বপ্ন বলা যায়। আর যখন শ্রমাদিদ্বারা স্তব্ধীভাব হয় অর্থাৎ অহমাকারা বৃত্তি ভিন্ন অন্য বৃত্তি সামান্যভাবে থাকে, তখন জাগ্রৎ-সুষুপ্তি বলা যায়। এইরূপে জাগ্রদবস্থা ত্রিবিধ। এইরূপ স্বপ্নও ত্রিবিধ;—(১) স্বপ্ন-জাগ্রৎ, (২) স্বপ্ন-স্বপ্ন, ও (৩) স্বপ্ন-সুষুপ্তি। স্বপ্নে মন্ত্রাদি প্রাপ্তি স্বপ্ন-জাগ্রৎ; স্বপ্নাবস্থাতেও স্বপ্ন দেখা স্বপ্ন-স্বপ্ন; আর জাগ্রদবস্থাতে বলার অযোগ্য স্বপ্নদর্শনই স্বপ্ন-সুষুপ্তি। স্বপ্ন-দশায় যাহা

১ মাতৃমানপ্রভেদেঽপি প্রতিদেহং ন ভিদ্যতে।
সাক্ষী বাহ্যার্থবত্তস্মাৎ স আত্মেত্যুচ্যতে ততঃ ॥
......ইতি বার্তিককারপাদৈর্ব্যবহারদশায়ামপি সাক্ষিভেদনিরাকরণাৎ। সুষুপ্তৌ তদ্ভেদকল্পনং কেষাঞ্চিদ্ব্যামোহ এবেত্যবধেয়ম্—সিদ্ধান্তবিন্দু, পৃঃ ৪৩৫

২ ননু 'দুঃখমহমস্বাপ্সমিতি কস্যচিৎ কদাচিৎ পরামর্শাৎ সুষুপ্তৌ দুঃখানুভবোঽপ্যস্তু। ন। তদানীং দুঃখসামগ্রীবিরহেণ তদভাবাৎ। সুখস্য চাত্মস্বরূপত্বেন নিত্যত্বাৎ শয্যাদেরসমীচীনত্বেন চ দুঃখমিত্যুপচারাৎ দুঃখমহমস্বাপ্ সমিতি প্রত্যয়োপপত্তিঃ—সিদ্ধান্তবিন্দু, পৃঃ ৪৩৭

অনুভব হইয়াছে, জাগ্রদ্দশাতে তাহা বলিবার অযোগ্য হইলে তাহাকে স্বপ্ন-সুষুপ্তি বলা যায়। এইরূপ সুষুপ্তি-অবস্থাও ত্রিবিধ ;—(১) সুষুপ্তি-জাগ্রৎ, (২) সুষুপ্তি-স্বপ্ন ও (৩) সুষুপ্তি-সুষুপ্তি। সুষুপ্ত্যবস্থায় সাত্ত্বিকী সুখাকারা বৃত্তি—সুষুপ্তিজাগ্রৎ; এতাদৃশ সুষুপ্তির পরে সুপ্তোত্থিত পুরুষের "সুখমহমস্বাপ্সম্" এইরূপ স্মৃতি হইয়া থাকে। এতাদৃশ সুষুপ্তিতে যে সাত্ত্বিকী সুখাকারা বৃত্তি হয়, তাহা সত্ত্বগুণের পরিণাম ও সুখাকারা আত্মবিষয়িণী বৃত্তি। এই সুষুপ্ত্যবস্থায় যে রাজসী বৃত্তি, তাহাই সুষুপ্তি-স্বপ্ন। এই সুষুপ্তির পরে "দুঃখমহমস্বাপ্সম্" এইরূপ স্মৃতি হইয়া থাকে! এস্থলে রাজসী বৃত্তি কথার অর্থ—রজোগুণবিষয়িণী বৃত্তি। রজোগুণ দুঃখাদিরূপে পরিণাম-যোগ্য বলিয়া রজোগুণে দুঃখত্বের উপচার হইয়া থাকে। কিন্তু রাজসী বৃত্তি রজোগুণের পরিণাম নহে। সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী এই ত্রিবিধ বৃত্তিই সত্ত্ব-গুণের পরিণাম। জ্ঞানরূপ বৃত্তিমাত্রই সত্ত্বগুণের পরিণাম। "সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানম্" এই গীতা স্মৃতিই (১৪।১৭) ইহাতে প্রমাণ। সত্ত্ব গুণ ব্যতীত অন্য গুণের পরিণাম জ্ঞানরূপ বৃত্তি হইতে পারে না। এই সুষুপ্তিতে যে তামসী বৃত্তি, তাহাই সুষুপ্তি-সুষুপ্তি। এতাদৃশ সুষুপ্তির পরে "গাঢ়ং মূঢ়োঽহমস্বাপ্সম্" এইরূপ স্মৃতিই হইয়া থাকে। যাহা হউক, এ সমস্ত কথা যোগবাশিষ্ঠ ও বার্ত্তিকামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।[১]

অনাদি জ্ঞাননিবর্ত্ত্য অজ্ঞান সাক্ষি-প্রত্যক্ষসিদ্ধ ইহা বিস্তৃতভাবে প্রতিপাদন করা হইল। ইতঃপর আমরা অজ্ঞানে অনুমানাদি প্রমাণ প্রদর্শন করিব। ভাবরূপ অজ্ঞান সাক্ষিসিদ্ধ প্রতিপাদন করিবার জন্য অদ্বৈতবিদ্যার আচার্য্যগণ তিনটি সাক্ষি-প্রত্যক্ষ যথাক্রমে প্রদর্শন করিয়াছেন। (১) অহমজ্ঞঃ মামন্যঞ্চ ন জানামি; (২) ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি; (৩) এতাবন্তংকালং সুখমহমস্বাপ্সম্ ন কিঞ্চিদবেদিষম্। এইরূপ সুপ্তোত্থিত পুরুষের পরামর্শ-সিদ্ধ সৌষুপ্ত সাক্ষিপ্রত্যক্ষ, লক্ষিত ভাবরূপ অজ্ঞানে প্রমাণ।

ভাবরূপ অজ্ঞানে সাক্ষিপ্রত্যক্ষ প্রদর্শন সমাপ্ত

১। অথবা অবস্থাত্রয়স্যাপি ত্রৈবিধ্যাঙ্গীকারাৎ সুষুপ্তাবপি দুঃখমুপপদ্যতে। তথা হি—প্রমাজ্ঞানং জাগ্রজ্জাগ্রৎ, শুক্তিরজতাদিবিভ্রমো জাগ্রৎস্বপ্নঃ, শ্রমাদিনা স্তব্ধীভাবো জাগ্রৎসুষুপ্তিঃ। এবং স্বপ্নে মন্ত্রাদিপ্রাপ্তিঃ স্বপ্নজাগ্রৎ স্বপ্নেঽপি স্বপ্নো ময়া দৃষ্ট ইতি বুদ্ধিঃ স্বপ্নস্বপ্নঃ, জাগ্রদ্দশায়াং কথয়িতুং ন শক্যতে। স্বপ্নাবস্থায়াং চ যৎকিঞ্চিদনুভূয়তে, তৎস্বপ্নসুষুপ্তিঃ। এবং সুষুপ্ত্যবস্থায়ামপি সাত্ত্বিকী যা সুখাকারা বৃত্তিঃ, সা সুষুপ্তিজাগ্রৎ, তদনন্তরং 'সুখমহমস্বাপ্সমিতি পরামর্শঃ। তত্রৈব যা রাজসী বৃত্তিঃ, সা সুষুপ্তিস্বপ্নঃ, তদনন্তরমেব দুঃখমহমস্বাপ্সমিতি পরামর্শোপপত্তিঃ। তত্রৈব যা তামসী বৃত্তিঃ, সা সুষুপ্তিসুষুপ্তিঃ, তদনন্তরং 'গাঢ়ং মূঢ়োঽহমস্বাপ্সমিতি, পরামর্শঃ। যথা চৈতৎ, তথা বাসিষ্ঠবার্তিকামৃতাদৌ স্পষ্টম্—সিদ্ধান্তবিন্দু, পৃঃ ৪৩৭—৩৯